বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-

দ্যোতক মাসিক পত্র।

তৃতীয় পর্ব্ব

বাপ্টিস্ট-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শকাব্দ ১৭৭৬।

তাঁহারই বংশজাত; তাঁহার রাজ্য-সময়ে মুসল-মানেরা আজমির দেশ প্রথম আক্রমণ করে, এবং তুমুল-সংগ্রামে তাঁহাকে বধ করিয়া তদীয় রাজ্য আপন হস্তগত করিয়াছিল; এই যুদ্ধ-সময়ে দুলার পুত্র লোট, দুর্গের প্রাচারোপরি ক্রীড়া করিতে২ যবনদিগের নিষ্ঠুর শরাঘাতে বি-নষ্ট হয়। লোট চোহান-বংশের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। তাহার বিনাশে কলেই যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া তাহাকে চিরস্মরণীয়-করণাভিপ্রায়ে দেবতা-মধ্যে গণ্য করিয়াছে; অপর সেই বালক সর্ব্বদা পায়ে নূপুর ধারণ করিত বলিয়া তদবধি চোহানেরা আপন বালকদিগের পদে উক্ত আভ-রণ প্রদান করে না।

দুর্লভরায়ের পতনে তাঁহার ভ্রাতা মাণিক্যরায় অরণ্যে প্রস্থান করেন। তথায় শাকম্ভরী দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে নির্ভয়-প্রদান-পূর্ব্বক আদেশ করিলেন; "এই স্থানের চতুর্দ্দিগে যে পর্য্যন্ত অদ্য অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে, তত্তাবৎ তোমাকে রাজ্য করিতে প্রদান করিলাম; পরন্তু সাবধান, ভ্রমণকালে আপন পশ্চাতে ঈক্ষণ করিও না"। মাণিক্যরায় তদনু-রূপ করিতে আরম্ভ করিয়া কিয়দ্দূর-ভ্রমণানন্তর পশ্চাতে অবলোকন করিয়া দেখেন প্রদক্ষিণীকৃত সমস্ত ভূমি শুক্লবর্ণ চাদরের ন্যায় কোন পদার্থে আবৃত হইয়াছে। পরে ব্যক্ত হইল, এক বৃহৎ হ্রদের চতুর্দ্দিগে শুষ্ক লবণ তদনুরূপ হইয়া রহি-য়াছে। এই হ্রদের নাম "শাকম্ভরী হ্রদ", এবং তদপভ্রংশে অধুনা "শাম্ভর" নাম বিখ্যাত আছে। ঐ হ্রদের মধ্যদেশে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে দেবীর মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান আছে।

মাণিক্যরায় কিয়ৎকাল অরণ্যে বাস করত অবশেষে যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া আজ্মির উদ্ধার করেন। তাঁহার অপত্যেরা রাজস্থান-দেশের অনেক স্থানে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিল। কিচি, হর, মোহিল, নভানা, বাদোরিয়া, ভোরেচা, ধুন-রিয়া, বাগরেচা প্রভৃতি চোহান বংশ তাঁহা-হইতেই উদ্ভব হয়।

মাণিক্যের উত্তরাধিকারিরা আজমিরে অব-স্থানপূর্ব্বক বহুকালাবধি যবন-দমনে পরাক্ থাকিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণে কাব্যক্ষেপ বোধ হয় পাঠকবৃন্দের প্রীতি-বর্দ্ধক হইবেক না, অতএব তদীয় একাদশ-পুরুষ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিমল-দেবের উল্লেখ করিব। তিনি বিলন (বিলুন?) দেবের পুত্র। ঐ বিমল-দেব "ধর্ম্ম-গজ" নামে বিখ্যাত ছিলেন, এবং আপন প্রাণ-সমর্পণ-পূর্ব্বক গজননাধিপতি মহমূদকে আজ্মির হইতে দূরীকরণ করেন। তাঁহার সমকালে হরি-য়ানা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তি অরণ্য ওচরাজের পুত্র গোগা নামক এক জন চোহানের অধীনে ছিল। সমরনৈপুণ্যে তিনি বীরাকর চোহান-বংশে অদ্বিতীয়রূপে খ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ-পাট মেহরা নগর "গোগাকামেরি" নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, অপুত্রক প্রযুক্ত তিনি দুঃখিত হইয়া দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, এবং দেবী-প্রত্যাদেশে পুত্রপ্রদ দুইটি যব প্রাপ্ত হন। রণপুঙ্গব-গোগার এক স্ত্রী ও এক অশ্বিনী বর্ত্তমান ছিল, তন্মধ্যে ঐ যব কাহাকে দিবেন এই ভাবনা তাঁহার বিষম হইল; অব-শেষে তাহা উভয়কে বিভাগ করিয়া দিলেন। ঐ যব-মাহাত্ম্যে তাঁহার পাঞ্চচন্দ্রারেণ পুত্র জন্মে, ও অশ্বিনীগর্ভেও এক শাবক প্রসূত হয়। সেই শাবক যথাকালে হয়-শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য "যবাদিয়া" নামে বিখ্যাত হইয়াছি

হইলেন, ও তাহার বিবরণ শ্রবণ করণানন্তর তাহাকে কহিলেন; "ভয় নাই, চোহান্-কর্ত্তৃক তোমার পিতৃ-শত্রু নিপাতিত হইয়াছে; এই ক্ষণে সেই বীরপুরুষকে রক্ষা কর"। সুরভী দেবীর আজ্ঞায় তাঁহার চরণামৃতদ্বারা ইষ্টপালের ভগ্ন অস্থি প্রকৃতিস্থ করিলেক। ঐ ইষ্টপাল হরবতী রাজ্যের স্থাপন করেন, এবং তিনি অসিরাজ্য হারাইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার অপত্যেরা হরবংশ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

গলিবরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

প্রথম ভাগ।

লিলিপট দেশে যাত্রা।

প্রথমাধ্যায়।

গ্রন্থকারের ও তৎপরিবারের পরিচয়; দেশভ্রমণে তাহার প্রথম প্রবৃত্তি; জলমগ্ন হইয়া তাহার জাহাজের নাশ; আত্ম প্রাণরক্ষার্থ তাহার সন্তরণ; লিলিপট দেশের পারে লাগিয়া তাহার প্রাণে বাঁচা, ও তথাহইতে কয়েদ করিয়া তাহাকে ঐ দেশে লইয়া যাওয়ার বিবরণ।

নটিংহেমসায়র-দেশে আমার পিতা বাস করিতেন। তিনি তথাকার অতি সামান্য ব্যক্তি। তাঁহার পাঁচ পুত্র হয়, তন্মধ্যে আমি তৃতীয়। আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পিতা আমাকে কেম্ব্রিজ-নগরের ইমানিউয়ল কালেজে বিদ্যাভ্যাসার্থ পাঠাইয়া দেন। সেখানে আমি তিন বৎসর থাকিয়া রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ যাহা পাইতাম তাহা অত্যল্প, সুতরাং তদ্দ্বারা আমার নির্ব্বাহ হওয়া অতি কঠিন হইয়াছিল; করি কি? অন্যোপায়াভাব প্রযুক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জেম্স বেটিস্ নামক লণ্ডন নগরের এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট ক্রমাগত চারি বৎসর থাকিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিখিতে লাগিলাম। পিতা মধ্যে২ কিছু২ অর্থ পাঠাইয়া দিতেন। আমি তদ্দ্বারা ভ্রমণকারিদিগের উপযোগি নাবিক-বিদ্যা ও গণিত-বিদ্যার কোন২ অংশ শিক্ষা করিবার জন্যে ব্যয় করিতাম; তখন প্রায়ই মনে২ হইত যে ইহাতে কখন না কখন আমার ভাগ্য ফিরিবেক।

বেটিসের নিকটহইতে আমি পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলে পর তিনি ও আমার পিতৃব্য জান মহাশয় এবং অন্যান্য কুটুম্ব আমাকে চারিশত টাকা দিলেন, এবং কহিলেন, যদি আমি লিডেন নগরে থাকি, তাহা হইলে আমার চলিবার জন্য বৎসরে২ তিনশত টাকা প্রেরণ করিবেন। তদাজ্ঞানুসারে ঐ নগরে আমি দুই বৎসর সাত মাস থাকিয়া আমার দীর্ঘ যাত্রার উপযুক্ত চিকিৎসা-বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলাম।

লিডন হইতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে আমার হিতৈষী শিক্ষক বেটিস্ মহাশয় ইব্রাহীম্ পেনেল্ নামক এক জন জাহাজি কাপ্তেনের নিকট আমাকে চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহার সহিত ক্রমাগত সাড়ে তিন বৎসর দুই একবার লিবেণ্ট দেশে ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করিয়াছিলাম। তথাহইতে ফিরিয়া আসিয়া লণ্ডন্ নগরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে দিনপাত করিতে মনস্থ করিলাম; তাহাতে বেটিস্ মহাশয়ও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন, ও আমাকে দিয়া চিকিৎসা করাইতে কয়েক জন রোগিকে অনুরোধ করিলেন। ওল্ডজুরী-না[illegible] স্থানে একটা ক্ষুদ্র বাটী ছিল, তাহারি [illegible] ভাড়া লইলাম, এবং আপন অবস্থা [illegible] করিবার পরামর্শ পাইয়া লণ্ডন-নগ[illegible]

গলীস্থ এড্‌মণ্ড বর্টন্ নামক এক ব্যক্তির মেরী নাম্নী দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলাম, ও তাঁহার যৌতুকে চারি সহস্র টাকাও পাওয়া গেল।

দুই বৎসর পরে আমার ঐ হিতকারী শিক্ষকের মৃত্যু হয়। তাঁহার বিয়োগে, সহায় অতি অল্প হইল, সুতরাং আমার ব্যবসায়েরও উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া ক্লেশ হইতে লাগিল; ফলতঃ অধিকাংশ বন্ধুবান্ধবের সহিত তুল্য ব্যবসায়ে সপত্নু হওয়া আমার মনঃপ্রীতিকর হইত না। এই হেতু আমি আপন স্ত্রী ও অন্যান্য স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রযাত্রায় মনন করত অনুক্রমে দুই জাহাজে চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইয়া ছয় বৎসরের জন্যে ভারতবর্ষে ও পশ্চিমইণ্ডিয়া প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার ধনেরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। তথায় সর্ব্বদা উত্তমোত্তম পুস্তক পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন গ্রন্থ লইয়া পাঠ করত আমার সাবকাশ কাল আনন্দে যাপন হইত। তীরে উঠিলে তত্রস্থ লোকদিগের রীতি চরিত্র আহার ব্যবহার শারীরিক ও মানসিক ভাব এবং ভাষা শিখিতে নিযুক্ত হইতাম; সে সকল কথা আমার মনে স্মরণ হইলে অদ্যাপি আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়া থাকি।

এই কএক যাত্রার শেষটা শুভযাত্রা হয় নাই, তাহাতে আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজনের সহিত গৃহে অবস্থান করিতেই মনস্থ করিয়াছিলাম; নাবিকগণের চিকিৎসা করিবার প্রত্যাশায় আমি ওল্‌ড্‌জুরী হইতে আপন বাস উঠাইয়া ফেটর্ নামক গলীতে ও তথাহইতে ওয়াপিং নামক স্থানে লইয়া গেলাম; পরন্তু সে সকল বিবরণ বর্ণন-যোগ্য নহে। তিন বৎসর কাল এইরূপে থাকিতে২ সে বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় কিঞ্চিৎ উত্তম ফল ফলিল। এন্‌টিলোপ্ জাহাজের কাপ্তেন উইলিয়ম্ প্রিচার্ড সাহেব তৎকালে দক্ষিণ সমুদ্রে যাইতেছিলেন; তিনি আমাকে এক শুভ কর্ম্মের ভার দিয়া আপনার সমভিব্যাহারী করিলেন। ইং ১৬৯৯ সালের ৪ঠা মে মাসে আমরা ব্রিষ্টল্ হইতে জাহাজ লইয়া যাত্রা করি, ও প্রথমাবস্থায় আমাদের যথেষ্ট লাভও হইতে লাগিল। পরন্তু আমাদের সমুদ্র ভ্রমণ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনে পাঠকগণের শ্রম ও বিরক্তি জন্মান কোন ক্রমেই উচিত হয় না। কেবল তাঁহাদিগকে এই মাত্র জানাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে, যে আমাদের স্বস্থানহইতে ভারতবর্ষে যাইবার সময়ে পথিমধ্যে এক প্রচণ্ডতর বাত্যা আসিয়া আমাদিগকে জাহাজ শুদ্ধ ব্যান্‌ডিমান্ ভূমি নামক দ্বীপের উত্তরপশ্চিমদিকে লইয়া ফেলিল। অবধানপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে আমরা পৃথ্বীর নিরক্ষবৃত্তহইতে ৩০ অংশ ২ কলা দক্ষিণে রহিয়াছি। দুর্দ্দৈব সময়ে অপরিমিত পরিশ্রম ও কদর্য্য বস্তু আহার করিয়া আমাদের দ্বাদশ জন নাবিক মরিয়া গেল; অবশিষ্ট লোক অতি দুর্ব্বল অবস্থায় রহিল। এমত সময়ে নবেম্বর মাসের ৫ই তারিখে নাবিকেরা জাহাজের অর্দ্ধ রজ্জু অন্তরে জলমগ্ন পর্ব্বত দেখিতে পাইল; কিন্তু তৎসময়ে ঝড় এতাদৃশ প্রবল ছিল, যে তদ্দৃষ্টিতে কোন ফল হইল না। আমাদিগকে পোতের সহিত তাহার উপরি পড়িতে হইল, এবং পতনমাত্রেই জাহাজের তল স্ফুট হইয়া গেল। আমরা ৬ জন নাবিক একত্র হইয়া জাহাজহইতে সমুদ্রে পোতাবতরণের তরি খানি নামাইয়া তদারোহণপূর্ব্বক ও ঐ জাহাজ ও পর্ব্বতাগ্রি হইতে দূরে যাইবার জন্য আস্তে২ দাঁড় বাহিতে লাগিলাম। আমার গণনানুসারে বোধ হয় সাড়ে চারি ক্রোশ ঐরূপে বাহিয়া গিয়াছিলাম, অনন্তর

(গলিবর ভগ্ন-তরি হইতে পলায়ন করিতেছে।)
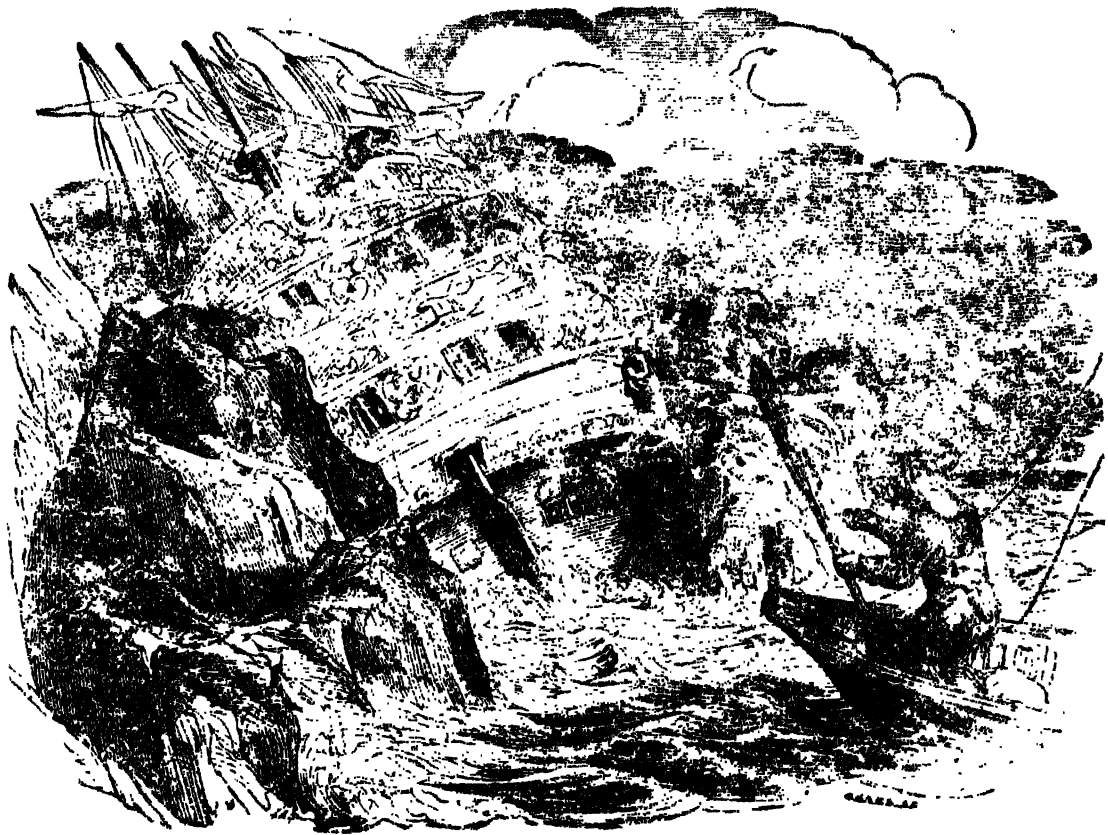
দাঁড় আর বাহিবার ক্ষমতা রহিল না, কারণ তৎপূর্ব্বেই অর্ণবপোতে সংপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আর শ্রান্তির ইয়ত্তা কি? এতদবস্থায় সমুদ্রের তরঙ্গে নির্ভর করা এক মাত্র উপায়, এবং আধঘণ্টা কাল তদবলম্বনে থাকিতে না থাকিতে উত্তরদিগ্‌হইতে হঠাৎ এক প্রবল ঝাপটা আসিয়া নৌকাখানি জলসাৎ করিলেক। তদনন্তর নৌকাস্থ সঙ্গিগণ ও পোতহইতে যাহারা পর্ব্বতে উঠিয়াছিল, এবং যাহারা ঐ ভগ্ন পোতে ছিল তাহাদের কাহার কি ঘটনা হইল কিছুই বলিতে পারি না; কিন্তু নিশ্চয় বোধ হইতেছে তাহাদিগের কাহারই প্রাণ রক্ষা হয় নাই। আমি কেবল আমার বিষয়ই কহিতে পারি। নৌকাচ্যুত হইয়া প্রথমতঃ সন্তরণ অবলম্বন করিতে হইল, এবং স্রোত ও বায়ুর সাহায্যে বহু দূর অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। মধ্যে২ পদদ্বারা তলের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই; অবশেষে যখন নিরতিশয় পরিশ্রমে মৃত প্রায় হইলাম, তখনি বোধ হইল যেন তল স্পর্শ করিয়াছি; তৎকালে ঝড়েরও লাঘব হইয়াছিল। তৎস্থানে সমুদ্রের ঢালু এতাদৃশ অল্প যে আমি তীর পাইবার পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করিয়াছিলাম। অনুভব হয় তীর প্রাপ্তির সময় রাত্রি অষ্ট ঘণ্টা হইয়া থাকিবেক। অনন্তর এক পাদ ক্রোশ স্থান গমন করিলাম, কিন্তু কাহারো বাটী বা বসতির কোন চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হইল না। ফলতঃ তৎকালে আমি এতাদৃশ পরিশ্রান্ত ছি[লাম] যে হয়ত সে সকল আমার নয়ন পথে বর্ত্তমা[ন ছিল] কিন্তু আমি দেখিতেই পাই নাই। এবং

নিতান্ত ক্লান্ত, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল, তৃতীয়তঃ পোত-ত্যাগ-করণ-সময়ে অর্দ্ধ বোতল ব্রাণ্ডি মদ পান করিয়াছিলাম, এ কারণ আমাকে অঘোর নিদ্রা আক্রমণ করিতে লাগিল; ও তথায় কোন ঘাসের উপরি শয়ন করিবামাত্র এমন সুষুপ্তি নিদ্রা উপস্থিত হইল যে আমার জীবনকালের মধ্যে আর তাদৃশ নিদ্রা হইয়াছে কি না তাহা স্মরণ হয় না। গণনায় বোধ হয় নয় ঘণ্টা নিদ্রিত ছিলাম, কেননা নিদ্রাভঙ্গ কালে প্রভাত হইয়াছিল। অতঃপর উঠিতে চেষ্টা করিয়া দেখি নড়িবার সামর্থ্য নাই, ও অতি কষ্টে পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিলাম যে আমার উভয় হস্ত পাদ দৃঢ়রূপে বাঁধা হইয়াছে, এবং আমার দীর্ঘকেশও তদ্রূপ বাঁধা রহিয়াছে। তৎপর আমি আরো দেখিলাম যে আমার বাহুমূলহইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত শরীরেও অনেক অশক্ত বন্ধন রহিয়াছে। কেবল উপর দিকে সূর্য্যের তেজে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে আমার ক্ষমতা ছিল, তাহাতে কেবল আমার নয়নেন্দ্রিয়ের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেহের চতুর্দ্দিকেই কোলাহল শব্দ হইতেছিল; কিন্তু ঐ অবস্থায় আকাশ ব্যতীত আমার আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

ক্ষণেকের মধ্যে বোধ হইল যেন কতকগুলিন সজীব প্রাণী আমার বাম পাদে নড়িতেছে; পরে ক্রমে ২ তাহারা আমার বক্ষ দেশে আইলে আমি যথাশক্তি নীচে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে দীর্ঘে প্রায় ছয়-অঙ্গুলী-পরিমাণ ধনুর্ব্বাণধারী কতকগুলিন মনুষ্যাকার প্রাণী তথায় ভ্রমণ করিতেছে। ইতিমধ্যে বোধ হইল, ৪০ জনেরও অধিক ঐ রূপ মনুষ্য এক জন অগ্রগামী প্রব্যক্তির পশ্চাৎ ২ যাইতেছে। এই সকল ব্যাপার দর্শনে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। তচ্ছ্রবণে তাহারা সকলে ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; এবং পরে শুনিয়াছিলাম তাহাদের কয়েক জন আমার শরীরের দুই পার্শ্ব দিয়া ভূমিতে লাফাইয়া পড়াতে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিল। যাহা হউক, তাহারা অবিলম্বেই ফিরিয়া আইল, এবং তন্মধ্যে এক জন অতিশয় সাহসপূর্ব্বক আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়জ্ঞাপক ভাবে কর উত্তোলনপূর্ব্বক উত্তুলিত নয়নে বধীর-স্বর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত "হেকিনা দিগল" এই মাত্র শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিল। অপরাপরেরাও সেই শব্দ বারম্বার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা কি বলিল তাহা আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি তখন-পর্য্যন্তও ভূমিতে পড়িয়াছিলাম, পাঠকেরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারিবেন। অবশেষে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে ২ ভাগ্যক্রমে সেই সকল বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িতে আমার সামর্থ্য হইল, এবং যে সকল ক্ষুদ্র ২ শঙ্কু ভূমিতে প্রোথিত করিয়া আমার বাম হস্ত তাহার সহিত বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল উৎপাটন করিয়া ঐ হস্ত আপন মুখের দিকে আনয়ন পূর্ব্বক তাহারা যে রূপে আমাকে বাঁধিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলাম, এবং তৎক্ষণেই বলপূর্ব্বক টানাটানি ও শরীর চালনা করাতে অতিশয় বেদনা বোধ হইল; কিন্তু যে সকল দড়িতে আমার বামদিগের কেশ মোচ করিয়া ভূমিতে বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া গেলে আমি তখনই আঙ্গুল দুই মাথা নাড়িতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ প্রাণীদিগকে ধরিবার পূর্ব্বে তাহারা পুনর্ব্বার পলাইতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের পূর্ব্ববৎ চীৎকার ও গোল হইয়া-

ছিল। ঐ শব্দ স্তব্ধ হইলে পর শুনা গেল, যে তাহাদের এক জন উচ্চৈঃস্বরে "কলাগো ফোনেক" এই শব্দ করিতেছে। তৎপরে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আপন বাম হাতে যেন শত ২ সূচী ফুটাইতেছে বোধ করিয়া দেখিলাম, যে সূচিকাপ্রমাণ প্রায় এক শত বাণ আমার ঐ হস্তে বিদ্ধ রহিয়াছে: ইহা ব্যতীত তাহারা বোমের মত আরো কতকগুলিন দ্রব্য আকাশেও উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল। অনুমান হয় তাহারও অনেকগুলা আমার গাত্রে পড়িয়া থাকিবেক, কিন্তু তাহাতে আমি ভ্রূক্ষেপও করি নাই। কএকটা আমার মুখে পড়িতে আইলে আমি বাম হাত দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন এই বাণ-বর্ষণ শেষ হইল, তখন আমি দুঃখ ও যাতনায় গোঙ্গাইতে লাগিলাম, এবং পুনর্ব্বার বাঁধন ছাড়াইতে চেষ্টা করাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক শর-বৃষ্টি করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কএক জন ত্রিশূল লইয়া আমার আশে পাশে বিঁধিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু কপালক্রমে আমার গায়ে সে দিন মহিষ-চর্ম্মনির্ম্মিত একটা কুর্ত্তি থাকায় তাহা তাহারা বিঁধিতে পারে নাই। আমি তখন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকা বুদ্ধির কার্য্য বিবেচনা করিয়া, যাবৎ রাত্রি না হয় তাবৎ সেই ভাবে থাকিতেই ইচ্ছুক হইলাম, কেননা মনস্থ করিয়াছিলাম যে রাত্রিকালে আমার বাম হস্ত মুক্ত থাকিলে আমি আপনাকে অনায়াসেই মুক্তবন্ধন করিব। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার এমত দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছিল, যে যাহাদিগকে আমি তখন দেখিলাম, তাহাদের মত যদি সে স্থানের সকলে হয়, ও সেই সকলে যদি এক প্রকাণ্ড সেনাদল সাজিয়া আমার বিরুদ্ধে আইসে তাহা হইলেও আমি একাকীই সেই সকলের সমান হইতে পারিব, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহার বিপরীত কর্ম্ম ঘটিয়াছিল। আমাকে সুস্থির থাকিতে দেখিয়া তাহারা বাণ-নিক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত হইল বটে; কিন্তু গোলমাল শুনিয়া জানিতে পারিলাম যে তাহারা অনেকে একত্র হইয়াছে। ৭৮ অঙ্গুলি দূরে আমার দক্ষিণ কর্ণের নিকটে ক্রমাগত প্রায় এক ঘণ্টা ঠক ২ শব্দ শুনিতে পাইলাম, তাহাতে বোধ হইল যে তাহারা কোন কর্ম্ম করিতেছে: সেইরূপ বন্ধন-দশায় থাকিয়া আমি যথাশক্তি কিছু দূর পর্য্যন্ত ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, যে তাহারা ভূমি-ছাড়া এক হস্ত উচ্চ এক মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে তাহাদের চারি জন লোক ধরিতে পারে, অপর তদুপরি উঠিবার জন্য দুই তিন খানা কাষ্ঠের সোপানও লাগান আছে। পরে তাহাদের এক জন বৃদ্ধ ব্যক্তি সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া কিছু বক্তৃতা করিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। বক্তৃতার তিনটি বর্ণ-মাত্র আমার স্মরণে আছে। সেই প্রধান ব্যক্তি, আপন বক্তৃতা করণের পূর্ব্বে "লেঙ্গ্রো, দেহুল, সন্" এই বাক্য তিন বার উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিল। পরে তাহারা তৎকালের ও পূর্ব্বকার কথাগুলিন আমার নিকট পুনরুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল। এই শেষোক্ত বাক্য শ্রবণমাত্র তাহাদের ৫০ জন লোক তৎক্ষণাৎ আমার মস্তকের বামদিগের বন্ধন কাটিয়া দিল, তাহাতে আমি দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া সেই বক্তার আকার প্রকার দেখিতে সমর্থ হইলাম। বোধ হইল সে মধ্যবয়স্ক ও সেই মঞ্চস্থ নিজ সহচর অন্য তিন জন হইতে দীর্ঘাকার। তাহাদের এক জনকে ঐ প্রধানের পরিচ্ছদের ভূমিপতিত-প্রান্তভাগ ধরিয়া থাকিতে দেখিয়া বোধ হইল সে তাহার বড় ঘনিষ্ঠ, তাহার দৈহিক দীর্ঘতা পরিমাণ আমার মধ্যমা অঙ্গুলী হইতে কিছু বড়। অপর দুই জন উহার দুই পার্শ্বে অবলম্বনের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল বক্তা হইলে মত ২ অভিনয় অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী

-তে হয় সে তাহা সমুদায় করিতে লাগিল; তাহাতে আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে সে কখন ভয়-প্রদর্শন কখন কিছু অঙ্গীকার কখন বা খেদ ও দয়া প্রকাশ করিতেছে। আমিও তখন বাম হস্ত উত্তোলন ও সূর্য্যদিকে দৃষ্টিপাত করত যেন তাঁহাকে সাক্ষী মানিতেছি, এমনি ভাবে অধীনের ন্যায় গুটিকত কথা কহিয়াছিলাম। একে আমি জাহাজ ছাড়িবার এক ঘণ্টা পূর্ব্ব অবধি কিছু মাত্র আহার করি নাই, তাহাতে আবার স্বভাবপরবশ, সুতরাং ক্ষুধায় শুষ্ক প্রায় ও বিকল হইয়া কিছু খাইবার ইচ্ছা জানাইবার জন্য বারম্বার আপন অঙ্গুলী মুখে দিয়া অকর্ত্তব্য অধৈর্য্য প্রকাশে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

হুরগো আমার ইঙ্গিত ভালমতে বুঝিয়াছিল (পরে জানিতে পারিলাম তাহারা প্রধান কর্ত্তাকে হুরগো বলিয়া ডাকিত;) সে মাচাহইতে নামিয়া কএকখানা সিঁড়ি আমার পার্শ্বে লাগাইতে আদেশ করিলে তাহারা তাহা করিল। পরে তদ্দ্বারা আমার উপরি প্রায় এক শত জন উঠিয়া আমার মুখের দিকে চলিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের রাজা আমার বিষয়ে প্রথম সংবাদ পাইবামাত্র রাজধানীহইতে কএকটি ছোট২ ঢুপড়ি [illegible] পরিপূর্ণ করিয়া আমার জন্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আগমনকালীন সে সকল তাহাদের হস্তে দেখিতে পাইলাম। কএকটা পাত্র নানাবিধ পশুমাংসে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে সকল কোন পশুর মাংস তাহা আমি আস্বাদন করিয়া কিছুই ইতরবিশেষ করিতে পারিলাম না। উপস্থিত সমুদায় সামগ্রী দুই তিন গ্রাসেই নিঃশেষ হইল; এক২ বারে আমি তিন চারি টা করিয়া রুটির পিণ্ড গ্রাস করিতে লাগিলাম, সে পিণ্ড প্রায় বন্দুকের ছিটাগুলির মত। তাহারা যথাশক্তি শীঘ্র২ আমার মুখে আহার যোগাইতে লাগিল, কিন্তু ভাবে বুঝিলাম আমার আকার ও ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব-দর্শনে তাহাদের নিতান্ত বিস্ময় হইয়াছিল। অনন্তর আমি ইঙ্গিতদ্বারা পানেচ্ছা ব্যক্ত করিলে পর তাহারা আমার আহারের আতিশয্য দর্শনে যৎকিঞ্চিৎ পানীয়ে কিছু হইবেক না বিবেচনা করিয়া সাবধান-পূর্ব্বক একটা মদপূর্ণ ক্ষুদ্র পিঁপা গড়াইয়া আনিল। পরে তাহার ঢাকনি খুলিয়া আমার হাতের কাছে রাখিলে তত্রস্থ জল আমি এক নিঃশ্বাসেই অনায়াসে পান করিয়া শেষ করিলাম; কারণ সে পাত্রে আধ বতল পানীয় দ্রব্যহইতে অধিক ধরিতে পারিত না। আস্বাদনে যেন বর্গণ্ডি দেশের অপকৃষ্ট মদিরা এমনি বোধ হইল, কিন্তু তদপেক্ষায় কিছু স্বাদুতর। দ্বিতীয়বার আনিলে তাহাও সেই রূপে পান করিয়া পুনর্ব্বার অধিক প্রার্থনার ইঙ্গিত করিলাম। কিন্তু তাহাদের ঐ দ্রব্য আর কিছু মাত্র ছিল না। আমার এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করত আমার বুকের উপরি পড়িয়া "হেকিনা দিগল বারম্বার" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাহারা আমাকে সঙ্কেতদ্বারা ঐ দুই পিঁপা দূরে ছুড়িয়া ফেলিতে কহিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে "বোরেক মিবোলা" এই বাক্যদ্বারা সকল লোকেই নীচে নামিতে সতর্ক হইয়াছিল। তাহারা শূন্য পথে ঐ দুইটা পাত্র ফেলিতে দেখিয়া এককালে "হেকিনা ডেগল্" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। যাহারা আমার শরীরের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, ও আয়ত্তের মধ্যে ছিল, তাহাদের ৪০।৫০ জনকে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিবার জন্য তাহারা আমাকে বারম্বার প্রবোচনা দিতে লাগিল; কিন্তু মনে২

ভাবিয়া দেখিলাম, যে তাহারা আমাকে যে ক্লেশে ফেলিয়াছে, তাহা তাহারা যত করিতে পারিত তত নহে, অধিকন্তু সম্মান করণাভিপ্রায়ে তাহাদের প্রতি আমি অধীনতার ভাবও প্রকাশ করিয়াছিলাম, ইহাতে সুতরাং আমাকে ঐ কম্প-নাহইতে রহিত হইতে হইল। আরো বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে তাহারদের এ রূপ সমারোহ ও ব্যয়ায়াস-পূর্ব্বক আমার আতিথ্য করণে আমাকে তাহাদের নিকট বাধ্যই হইতে হয়। সে যাহা হউক ঐ সকল ক্ষুদ্র মানবালী আমার মৃক্তেক হস্ত-যুক্ত-প্রকাণ্ড-দেহ অবলোকন করিবামাত্র যে বিনা হৃৎকম্পে অকুতোভয়ে তাহাতে আরোহণ-পূর্ব্বক গমনাগমন করিয়া বীরতা প্রকাশ করিয়াছিল. তদ্দর্শনে আমার তৎকালীন বিস্ময়ের আর ইয়ত্তা ছিল না।

রা. না. বি.

তমলুকের কুঠিতে লবণ-প্রস্তুত-করণের প্রথা।

বিবিধার্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বে নীল, আফিম, রেশমাদি এতদ্দেশীয় প্রধান২ বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত-করণের বিবরণ প্রকটিত করা গিয়াছে; এই পর্ব্বে লবণ, সোরা, চিনি, লাক্ষা প্রভৃতি অপরাপর কএক পদার্থের উৎপাদন-বিষয়ক সঙ্ক্ষেপ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া উপস্থিত খণ্ডে লবণ প্রস্তুত করণের প্রথা নিরূপণ করিতেছি।

লবণের বাণিজ্য ইংরাজ রাজপুরুষেরা আপন হস্তে রাখিয়াছেন; তাঁহাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহ ঐ পদার্থ প্রস্তুত করিলে তৎক্ষণাৎ সে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়। অপর বঙ্গদেশে যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় কোম্পানি ক্রয় করিয়া লন, ও তৎপরে অষ্ট বা ততোধিক-গুণ মূল্যে তাহা প্রজাদিগের ব্যবহারার্থে বিক্রয় করেন। এই একচেটিয়া বাণিজ্যে বার্ষিক ৩ কোটি টাকা কোম্পানির লভ্য হইয়া থাকে, এবং তৎ-কার্য্য-সম্পাদনার্থে তাঁহারা বিপুল-ব্যয় সহকারে বহু-সঙ্খ্যক কার্য্যালয় সংস্থাপিত ও অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাহাদের সুশাসনার্থে স্থানে২ নিয়ামক কর্ত্তৃবর্গও নিযুক্ত আছে। বঙ্গ-দেশে যে সকল লবণ-প্রস্তুতের কার্য্যালয় আছে, তাহার নিয়ামক সাহেবেরা কলিকাতায় অবস্থিতি করেন: এবং তাহাদিগের বৈঠক "সাল্ট-বোর্ড" নামে বিখ্যাত। ঐ বোর্ডের অধীনস্থ সমস্ত কার্য্যালয়ে এক নিয়মে কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার একের বিবরণে সকলেরই বিবরণ ব্যক্ত হয়, অতএব প্রস্তাব-সঙ্ক্ষেপ-করণাভিপ্রায়ে এস্থলে কেবল তমলুকের কুঠিতে যে প্রকারে লবণ-প্রস্তুত-করণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারই বর্ণন করিব।

তমলুক নগর কলিকাতাহইতে ২২ ক্রোশ অন্তরে রূপনারায়ণ নদীতটে স্থিত। পূর্ব্বকালে তাহা সম্পন্ন ও বাণিজ্য-বিষয়ে সুন্দররূপে বিখ্যাত ছিল; অধুনা সে খ্যাতি লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরন্তু লবণ সম্বন্ধে এই নগর সামান্য নহে। ইহাতে যে কুঠি আছে, তাহাহইতে প্রতি বৎসর ৯।১০ লক্ষ মোন লবণ প্রস্তুত, তথা কোম্পানির ২৫ লক্ষ টাকা লাভ, হইয়া থাকে।

তমলুকের সদরকুঠীর অধীনে পাঁচটি কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্বিশেষ তমলুক, মৈসাদল, জলামুটা, আওরঙ্গাবাদ এবং তমগড়, কার্য্যালয়-সকল আড়ঙ্গ নামে বিখ্যাত;

তাহার প্রত্যেক আড়ঙ্গ যথোপযুক্ত ক্ষুদ্র২ কার্য্যালয়ে বিভক্ত আছে। ক্ষুদ্র কার্য্যালয়ের নাম "হুদ্দা" এই সকল কার্য্যালয়ে দারোগা, মোহরর, আদলদার, জেলাদার প্রভৃতি ভিন্ন২ নামবিশিষ্ট অনেক কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত আছে; তাহারা কার্ত্তিক মাস অবধি বর্ষার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুতীকরণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কার্ত্তিক-মাসের প্রারম্ভে লবণ সমাজের (সাল্ট-বোর্ডের) সাহেবেরা কোন্ আড়ঙ্গে কত লবণ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই পরিমাণের নাম "তায়দাদ্"। ঐ তায়দাদানুসারে প্রত্যেক হুদ্দার কর্ম্মকারকেরা আপন২ হুদ্দার অন্তর্গত প্রজাদিগকে ডাকাইয়া কে কত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিবে, ও কি প্রকারে মূল্য লইবেক তাহা নির্দ্ধারিত করে, ও তদ্বিবরণ এক২ ছাপা কাগজে লিখিয়া দেয়। এই নির্দ্ধারণ-ক্রিয়ার নাম "সোদাপত্র," ও যে কাগজে তাহা লিখিত হয় তাহার নাম "হাতচিঠা," ও যে সকল ব্যক্তিরা এবম্প্রকারে সোদাপত্র স্থির করিয়া হাতচিঠা প্রাপ্ত হয় তাহারা "মলঙ্গী" নামে খ্যাত। লবণ-প্রস্তুতীকরণ কার্য্যে অত্যল্প লাভ, সুতরাং কেবল এই কার্য্যে কেহই দিনপাত করিতে পারে না, মলঙ্গা-মাত্রেই লবণ প্রস্তুত করা ব্যতীত কৃষিকার্য্যে দিনযাপনের উপায় অর্জ্জন করে, পরন্তু ঐ উভয় কর্ম্মেও তাহাদের দারিদ্র্য দূর হয় না, সকলেই [illegible] ঋণগ্রস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র।

তমলুকের লবণ [illegible] ভাগীরথী, হল্দী, টেঙ্গরাখালী, রায়খালী, প্রভৃতি কয়েক নদীর জলে প্রস্তুত হয়, সুতরাং লবণ-প্রস্তুত-করণের কার্য্যালয় সকল ঐ নদীতটে নির্ম্মিত আছে। মলঙ্গীরা যথোপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট-করণ পূর্ব্বক তাহা চারি [illegible] বিভাগ করে। তাহার প্রথমাংশের নাম "চাতর"; তাহা সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ, এবং তাহাতে লবণের মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়াংশের নাম "জুরি" অর্থাৎ কুণ্ড: লবণাক্ত জল রাখিবার জন্য তাহা আবশ্যক; তৃতীয়াংশের নাম "মাদা" অর্থাৎ লবণ ছাঁকিবার স্থান; চতুর্থ "ভুঁরি ঘর" অর্থাৎ লবণ পাক করিবার গৃহ। এই অংশ-চতুষ্টয়ের সমষ্টির নাম "খালাড়ি" বা "মলঙ্গ;" এই রূপ এক২ খালাড়ির নিমিত্তে দুই তিন বিঘা ভূমির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, খালাড়ির অন্যান্যাংশ-হইতে চাতর বৃহৎ; তদর্থে এক বিঘা বা ততোধিক স্থান আবশ্যক হয়। মলঙ্গীরা তাহা অতি সাবধানে পরিষ্কার করে, তথাহইতে কএক অঙ্গুলী পরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার মধ্যে২ ও চতুর্দ্দিগে বাঁধ দিয়া তাহা তিন অংশে বিভাগ করে। তৎপরে ঐ ক্ষেত্রত্রয় খনন করিয়া তদুপরি মই দিয়া ভূমি চৌরস করা যায়। ঐ চৌরস-করা ভূমি ৮।১০ দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহার উপরিভাগের মৃত্তিকা, ইষ্টক-প্রাচীরে লোনা লাগিলে যে প্রকার চূর্ণ জন্মে তদ্রূপে, চূর্ণ হইয়া যায়। চূর্ণ প্রস্তুত হইলে তদুপরি পাঁচ ছয় জন মনুষ্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তত্তাবৎ উত্তমরূপে দলিত * করে, ও তৎপরে এক সপ্তাহ তাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ঐ চূর্ণ পুনঃপ্রদারা চাঁচিয়া একত্র করা যায়। কটালের জলে চাতর সিক্ত থাকিলে ও রৌদ্রের সাহায্য হইলে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। অপর বন্যার জলে চাতর ধৌত হইলে তথা কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত বর্ষায় বা কোয়াসায় অথবা মেঘে নভোভাগ সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকিলে লবণোৎ-

---

* পল্লিভাষায় তাহার নাম "চাঁদা করণ"।

পত্তির হানি জন্মে। পৌষ ও মাঘ মাসে জোয়ারের জলে জুরি-নামক কুণ্ড-সকল পরিপূর্ণ না হইলেও লবণ প্রস্তুত কার্য্যের হানি সম্ভাবনা।

জুরি নির্ম্মাণার্থে চারিকাঠা ভূমি আবশ্যক। ঐ ভূমিতে ৫।৬ হস্ত গভীর এক কুণ্ড খনন করত এক পয়োনালাদ্বারা তাহা কোন নদীর সহিত সংযুক্ত করিলেই জুরি প্রস্তুত হইল। কটালের দিবস উক্ত নালা দিয়া নদীর লবণাম্বুতে জুরি পরিপূর্ণ হইলে, মলঙ্গীরা নালা রুদ্ধ করিয়া লবণ প্রস্তুত করণার্থে সযত্নে ঐ জল রক্ষা করে। বর্ষা কালে জুরি বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কার্ত্তিক-মাসে সেই জল সিঞ্চন-পূর্ব্বক জুরি পরিষ্কার করত, কটালের লবণাম্বুদ্বারা তাহা পূরণ করা লবণ-প্রস্তুত-করণ-কার্য্যের এক প্রধান কর্ম্ম; সাবধানে তাহা সম্পন্ন না হইলে সকল শ্রম বিফল হওইবার সম্ভাবনা।

চাতর জোয়ারের জলে শিক্ত করিয়া খনন ও রৌদ্রে শুষ্ক করণের নাম "সাজন"। কার্ত্তিক মাসে তদ্রূপে চাতর প্রস্তুত করিলে ক্রমাগত তিন মাস তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা জন্মিতে পারে, তৎপরে মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রারম্ভে তাহা পুনঃ জোয়ারের জলে শিক্ত করিয়া খনন না করিলে ও তদুপরি ভস্ম ও মাদার অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকা না ছড়াইয়া দিলে তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে জন্মে না।

খালাড়ির তৃতীয়াঙ্গের নাম মাদা; তন্নির্ম্মাণার্থে মলঙ্গীরা দ্বাদশ হস্ত পরিধি, ও ৪।।০ হস্ত উচ্চ এক মৃৎস্তূপ প্রস্তুত করত তদুপরি ১।।০ হস্ত গভীর ও ৫ হস্ত পরিমিত মানসাবয়ব এক গর্ত্ত খনিত করিয়া মৃত্তিকা, ভস্ম, বালুকাদিদ্বারা তাহার তল সুদৃঢ় ও জলের অভেদ্য করে। তদনন্তর তাহার তলে "কুঁড়ি" নামক একটি মৃৎপাত্র স্থাপন করত এক বংশ-নল দ্বারা তাহার সহিত স্তূপের সন্নিকটস্থ এক প্রকাণ্ড জালার সংযোগ করিয়া দেয়। ঐ জালার নাম "নাদ", এবং তাহাতে ৩০।৩২ কলস জল ধরিতে পারে।

চাতরে লবণ-মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলেই মলঙ্গীরা পূর্ব্বোক্ত কুড়ির উপর বংশ নির্ম্মিত এক খানি ছাকনি ও তদুপরি কিঞ্চিৎ খড় রাখিয়া ঐ মৃত্তিকায় মাদার গর্ত্ত পরিপূর্ণ করত পাদদ্বারা তাহা উত্তমরূপে চাপিয়া দেয়, ও জুরিহইতে ৮০ কলস লবণ-জল তদুপরি ঢালিতে থাকে। ঐ জল লবণ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া ক্রমশঃ বংশনলদ্বারা নাদে আসিয়া পতিত হয়। কিন্তু তৎসমুদায় জল লবণ-মৃত্তিকাহইতে পৃথক্ হয় না; ৮০ কলস জলের ৩০।৩২ কলসমাত্র নাদে আসিয়া পড়ে, অবশিষ্ট জল ঐ মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে। নাদে জল-পড়া রহিত হইলে মলঙ্গীরা ঐ লবণ-জল এক পৃথক কলসে লইয়া রাখে, এবং মাদার ধৌত মৃত্তিকা চাতরে নিক্ষেপ করণাভিপ্রায়ে স্থানান্তর করত মাদায় নূতন লবণ-মৃত্তিকা দিয়া তাহা ছাঁকিতে প্রবৃত্ত হয়।

লবণ জাল দিবার ঘরের নাম ভুনরি ঘর; তাহা চাতরের সন্নিকটেই নির্ম্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৫।২৬ হস্ত, এবং প্রস্থ ৭ বা ৮ হস্ত। মলঙ্গীমাত্রেই ঐ ঘর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগাপেক্ষায় উত্তর ভাগ অধিক উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করে; তৎকারণ এই যে দক্ষিণ ভাগ তাহাদিগের আবাসস্থান, তাহা অধিক উচ্চ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উত্তর-ভাগে লবণ-জালের উনুন নির্ম্মাণ করিতে হয়; তজ্জাত-ধূম-নির্গমনের নিমিত্ত গৃহ উচ্চ না করিলে তন্মধ্যে অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া উঠে। উক্ত উনুন, মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত হয়; তাহা তিন হস্ত ঐ উনুনের উপরিভাগে কর্দ্দম দিয়া [illegible]

শত বা দুই শত পাঁচিশাটি মিশ্রীর কুন্দাকার ছোট ২ মৃৎপাত্র স্থাপিত করিতে হয়; ঐ পাত্রের নাম "কুঁড়ি", ও তাহার প্রত্যেকটার আয়তন ডেড় সের। তৎসমুদায় কর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া উনুনের উপর স্থাপিত করিলে যে অবয়ব হয় তাহা পার্শ্বে প্রদর্শিত হইল; মলঙ্গীরা তাহাকে "ঝাঁটি", এবং যে মৃৎপিণ্ডের উপর তাহা স্থাপিত করে, তাহা "ঝাঁটচক্র" শব্দে কহে।

উনুনে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া তত্রস্থ সমস্ত কুঁড়ি-পাত্রের এক পিণ্ড হইয়া উঠে। চারি পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা কাল তাহাতে নাদের লবণ-জল পাক করিলে দুই ঝোড়া লবণ প্রস্তুত হয়। ঐ ঝোড়া উনুনের পার্শ্বে স্থাপিত থাকে, এবং তাহাহইতে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা ঝোড়ার নিম্নস্থ তৃণের উপর পড়িয়া লবণের স্থূল-পিণ্ডরূপে পরিণত হয়। ঐ লবণ-পিণ্ডের নাম "গাছা-লবণ"; অন্য লবণাপেক্ষায় তাহা বিশেষ নির্ম্মল: কিন্তু মলঙ্গীরা তাহা কোম্পানিকে না দিয়া অনায়াসে গোপনে অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গাছা-লবণ প্রস্তুত করণের নিষেধ আছে।

v
vv
vvv
vvvv
vvvvv
vvvvvv
vvvvvvv
vvvvvvvv
vvvvvvvvv
ঝাঁট।

লবণ-পাক-করণের পরিভাষা "পোক্তান্"। দুই ঝোড়া লবণ পোক্তান হইলে আদলদার, নামক কোম্পানির এক জন কর্ম্মকারক আসিয়া ঐ লবণোপরি এক কাষ্ঠ মুদ্রার চিহ্ন করে; ঐ মুদ্রার নাম "আদল", এবং তাহাহইতে ঐ মুদ্রাকরের নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

লবণ মুদ্রিত হইলে পর মলঙ্গীর ভাণ্ডারে [illegible] স্থাপিত হয়; তথায় [illegible] দিবারাত্র [illegible]ড়তে থাকিয়া প্রায়ঃ শুষ্ক হইলে পর গোলা-ঘরের ভূম্যুপরি স্তূপাকারে রাখা যায়। দশ বার দিবস লবণ গোলা-ঘরে রাখিয়া পরে তাহা গোলাহইতে বাহির করত গোলার দ্বার-নিকটে স্তূপ করিয়া রাখিতে হয়। ঐ স্তূপের নাম "বাহির কাঁড়ি"; ১০।১৫ দিবস ঐ কাঁড়ি শুষ্ক হইলে পর কোম্পানির "পোক্তান-দারোগা" নামক কর্ম্মকারী তাহা মলঙ্গীর নিকটহইতে তোলিত করিয়া লয়, এবং যে পরিমাণে লবণ প্রাপ্ত তাহা মলঙ্গীর হাতচিঠায় লিখিয়া দেয়। লবণ-তুল-করণ-সময়ে তলকারা (কয়াল) অনবরত এক বিশেষ পদ উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় কেহই বিরক্ত হইবেন না। তৎপদ যথা,

"রামগোপালে পঞ্চুড়ে।
মাল দিতে হবে পঞ্চুড়ে।।
জল্দি চলো ভইয়া রে।
এক পাশ দিতে হবে পঞ্চুড়ে"।।

পোক্তান-দারোগা-কর্তৃক লবণ তোলিত হইলেই তাহা কোম্পানির পদার্থ হইল। তাঁহারা ঐ লবণ ঘাটনারায়ণপুরে আনয়ন করিয়া আপনাদিগের গোলা পূর্ণ করেন; ও অবকাশমতে তাহা লবণবিক্রেতাদিগকে আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট-মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। মলঙ্গীরা কোম্পানির নিকটে লবণের মূল্য আড়ঙ্গ বেদে মোন করা ।৵৹ বা ।৵১৹ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরে কোম্পানি ঐ লবণ ৩৵১৭৷৷ করিয়া বিক্রয় করেন; সুতরাং ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বেতন ও অন্যান্য সমস্ত ব্যয় ব্যতীত তাঁহারা মোন করা অন্যূন ২৷৷৹ টাকা লভ্য করিয়া থাকেন।

হস্তির বিবরণ।

২২ সংখ্যক বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে বন্যহস্তী ধরিবার প্রথা উল্লিখিত হইয়াছে; অধুনা সাধারণরূপে ঐ পশু-শ্রেষ্ঠের প্রাকৃতিক-বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইদানীন্তনের সর্ব্ব প্রকার ভূচর পশু অপেক্ষা হস্তী অতি বৃহদাকৃতিমান্ জন্তু; ইহার গভীর-পাংশুল-বর্ণ-বিশিষ্ট-শরীরের উচ্চতা প্রায়ঃ ৮ হস্ত; এবং ইহার ভার প্রায় ৮৮ মোন পরিমিত হইয়া থাকে। এই গুরুতর-ভার-ধারণ-নিমিত্ত হস্তির স্তম্ভতুল্য সুদৃঢ় পদচতুষ্টয় সম্যক্ উপযুক্ত; পদচতুষ্টয়ের অগ্রভাগ পঞ্চ নখবিশিষ্ট।

হস্তির স্কন্ধদেশ অত্যন্ত হ্রস্ব; সুতরাং অন্যান্য জন্তুর ন্যায় তাহারা মস্তক সঞ্চালন করিতে পারে না। তাহার মস্তক ও দশনদ্বয় যে প্রকার বৃহৎ, তাহাতে স্কন্ধের হ্রস্বতাই আবশ্যক। কিন্তু পরমেশ্বর ঐ দোষাপনয়নার্থে হস্তিকে এক সুদীর্ঘ শুণ্ড প্রদান করিয়াছেন; মনুষ্যের পক্ষে হস্ত যাদৃশ উপকারী, হস্তির পক্ষে শুণ্ডও তদ্রূপ। এই প্রত্যঙ্গের অগ্রভাগ এমত আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত, যে তদ্দ্বারা হস্তী কি অত্যন্ত গুরু কি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ অনায়াসে প্রতীতি করিতে পারে।

হস্তীর শ্রবণবৃত্তির উৎকর্ষ উত্তমরূপে প্রতীত হইয়াছে: কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র২ চক্ষুর্দ্বয় এক প্রকার বিযদৃশ বলিলেই হয়; পরন্তু তাহাতেও বিশ্বস্রষ্টার আশ্চর্য্যজ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। আহারান্বেষণে গহন-কাননে প্রবেশ করিলে কি জানি কোন প্রকার কণ্টক অথবা কীট তাহার চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাঘাত জন্মায়, এই আশঙ্কা নিবারণার্থে পরমেশ্বর হস্তিকে এক আশ্চর্য্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র চক্ষু প্রদান করিয়াছেন; ইহা কোন মতে তাহার পক্ষে হানিজনক নহে।

এই চতুষ্পদের শরীরস্থ স্বভাবসিদ্ধ অস্ত্র তাহার সুদৃঢ় দন্তদ্বয়; এই ভয়ানক অস্ত্রের সাহায্যে সে ক্ষুদ্রবৃক্ষ সকলকে উন্মূলিত করিয়া ফেলে। এতদ্দ্বারা একবার মাত্র আঘাত করিলে সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডারাদি ভীষণ-জন্তুও বিনষ্ট হইয়া যায়। হস্তীর চর্ব্বণ দন্তশ্রেণি শতবর্ষ পর্য্যন্ত ভগ্ন হয় না; এবং পরে উন্মূলিত হইলে পুনর্ব্বার নূতন দন্ত উত্থিত হয়।

হস্তিনী বিংশতি মাস এবং অষ্টাদশ দিন একটি মাত্র করভকে গর্ভে ধারণ করে। এ করভের জন্মকালীন উচ্চতা প্রায় ২ হস্ত। সে মুখের দ্বারা স্তন্যপান করিয়া থাকে। তিন বর্ষ পরে তাহার দশন উৎপন্ন হয়, এবং ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক হইলে সে পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠে। যদিও যথার্থরূপে হস্তীর পরমায়ু-কাল নির্ণীত হয় নাই, তথাপি ত্রিংশদধিক শতবর্ষ বয়স্ক হস্তীও দৃষ্ট হইয়াছে।

হস্তী-সকল সদা স্নানপ্রিয়, এবং সন্তরণ কার্য্যে অতিশয় তৎপর।

এই জন্তুর তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বর। এক প্রকার আহ্লাদসূচক: তাহা শুণ্ড উচ্চ করিয়া তূরীর ন্যায় শব্দ করিলেই জানা যায়। অন্য প্রকার অভাব প্রকাশক; তাহা মুখকৃত অনুদাত্ত স্বরেই প্রতীত করিয়া দেয়। অপর এক প্রকার ক্রোধজ্ঞাপক; তাহা কণ্ঠদেশোৎপন্ন ভীষণ শব্দদ্বারা অভিব্যক্ত করিয়া থাকে।

ইহা বড় সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে এই প্রকাণ্ড জন্তু মনুষ্যের অধীন হয়। অতি প্রাচীন কালাবধি ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ এবং অন্যান্য ধনবান্ ব্যক্তিরা হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে সর্ব্বদা অনুরক্ত হইয়া থাকিতেন। ইহার সুসিদ্ধ

(করভের স্তনপান-প্রথা।)

স্বভাবমাত্র এবিষয়ের কেবল অনুকূল হইয়াছে পালন করিলে ইহারা স্বকীয় রক্ষকের সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারী হইয়া শীঘ্রই রক্ষককে স্নেহ করে; এবং তাহার বিশেষ২ সঙ্কেত এবং বিশেষ২ শব্দ বুঝিয়া থাকে। হস্তিপের আজ্ঞা-সকল কদাচিৎ অবহেলিত হইতে দেখা যায়—হস্তী অতি ব্যগ্রতার সহিত তাহা পালন করে। মনুষ্যদিগকে পৃষ্ঠ-দেশে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষা দিলে দ্বার উদ্ঘাটন ও বদ্ধ করণ প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্যেও তাহাকে তৎপর দেখা যায়। তাহাকে চালাইবার নিমিত্ত কদাচিৎ অঙ্কুশদণ্ড ব্যবহার করিতে হয়।

অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন, যে ছয় ঘোটকের কর্ম্ম এক হস্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়; কিন্তু তাহার পালনে সমধিক যত্ন করা এবং বহু পরিমিত আহার প্রদান করা অত্যাবশ্যক। তাহাকে প্রত্যহ ১ মোন তণ্ডুল এবং ৩৷৷০ মোন পানীয় দিতে হয়।

হস্তীর মানসিক গুণ-সকল অতি আশ্চর্য্য; এবিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার উদাহরণ দিয়াছেন; তন্মধ্যে আমরা নিম্নে দুইটি আশ্চর্য্য বিষয় গ্রহণ করিতেছি:

একদা লক্ষ্ণৌ প্রদেশের কোন নবাব মৃগয়ার ইচ্ছা করিয়া স্বকীয় প্রিয়তম হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছিলেন; একটি অপ্রশস্ত সড়ক দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইয়াছিল। ঐ পথে [illegible] কতিপয় পীড়ার্ত্ত ব্যক্তি পরিষ্কৃত বায়ু ও সূর্য্যের রশ্মি সেবনার্থ শয়ান ছিল। তাহাদের অনুচরেরা বহু জন পরিবৃত নবাবকে নিকটস্থ দেখিয়া পলায়ন করিল। নবাব সেই দুর্ভগ ব্যক্তিদিগকে হস্তিপদ দ্বারা মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করিয়া হস্তির প্রতি অঙ্কুশাঘাত করিতে আদেশ করিলেন। হস্তী কিয়দ্দূর গমন করিয়া রোগিদের নিতান্ত সমীপস্থ হইলে আর এক পাদমাত্রও গমন করিলেক না। হস্তিপ বৃথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। নবাব কহিলেন, "ইহার কর্ণদেশে আঘাত কর"। তদ্রূপ করিলেও দয়াশীল হস্তী সেই নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের সম্মুখে স্থিরতররূপে দণ্ডায়মান রহিল। পরে যখন দেখিলেক, যে তাহাদের সাহায্যার্থ কেহই আসিল

না, তখন শুণ্ডাদ্বারা অতি সাবধানে একে একে সকলকেই স্থানান্তরিত করিয়া পথ পরিষ্কার করিল। এই মহা-জন্তু উপরোক্ত মানবাকার-বিশিষ্ট নির্দ্দয় জন্তুকে স্কন্ধে বহন করিবার কত অনুপযুক্ত!

বক্ষ্যমাণ আখ্যানদ্বারা হস্তির কৃতজ্ঞতা-গুণ প্রকাশিত হইতেছে।

কোন এক ভদ্র লোক একদা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক মৃগানুসরণক্রমে গমন করিয়াছিলেন; অরণ্য-মধ্যে এক সিংহকে মারিবার উপক্রম-সময়ে দৈব আমারি ভগ্ন হইয়া হঠাৎ হস্তিপৃষ্ঠহইতে ভূমিতলে পতিত হইবামাত্র সিংহদ্বারা তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু হস্তীর কৃতজ্ঞতা দেখ, সে নিকটস্থ একটি তরু-শাখা তৎক্ষণমাত্র শুণ্ডাদ্বারা ধারণপূর্ব্বক নম্রত করিয়া বলপূর্ব্বক এ প্রকার ভাবে সিংহের পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত করিল, যে তদুপায়ে সিংহকে আপন প্রাণ ও শীকার পরিত্যাগ করিতে হইল। এই ব্যাপার নিম্নস্থ চিত্রে সুন্দররূপে প্রতীত হইবেক।

(হস্তীর কৃতজ্ঞতায় সিংহের দশনহইতে মনুষ্যের রক্ষা।)

আমরা যে পশুর সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিলাম, হিন্দুস্থান, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশে তাহা উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত আফরিকা দেশে এক প্রকার হস্তী আছে; প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগকে এক ভিন্নবর্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হস্তী অপেক্ষা তাহাদের মস্তক ক্ষুদ্রতর, গোল, এবং সুশ্রী; তাহাদের কর্ণ দ্বিগুণ বৃহত্তর, এবং লাঙ্গুল অনেক ক্ষুদ্রতর; তাহাদের আকৃতিও অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ। আফরিকা দেশের লোকেরা গর্ত্ত খনন করিয়া হস্তী ধরিয়া থাকে; প্রসিদ্ধ ভ্রমণেচ্ছার প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ প্রীঙ্গ সাহেব লিখিয়াছেন, যে কোন হস্তী গর্ত্তে

পতিত হইলে তদীয় সঙ্গীরা তন্মধ্যে বৃক্ষ-সকল ও মৃত্তিকা-স্তূপ ক্ষেপণ করিয়া তাহার পলায়ন-সুবিধা করিয়া দেয়। যদিও পশুর নিকট-হইতে এবম্প্রকার বুদ্ধির কার্য্য প্রতীক্ষা করা যায় না, তথাপি কিয়ৎকাল-পূর্ব্বে প্রিঙ্গল সাহেব আফরিকা দেশে ভ্রমণ করিয়া উপরোক্ত বিবরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কূকি জাতির বিবরণ।

কূকি নামক অসভ্য জাতির নাম এতদ্দেশীয় অনেক লোকেই শ্রুত আছেন; তাহারা চট্টগ্রামের পূর্ব্বোত্তর দিকস্থ পর্ব্বতে বাস করে। বোধ হয়, কুকিরা পূর্ব্বাঞ্চলীয় মনুষ্য-মধ্যে অতীব বর্ব্বর। তাঁহারা অপরাপর পার্ব্বত্য লোকের ন্যায় খর্ব্বকায়, দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, ও পরিশ্রমী, এবং পূর্ব্ব-দেশীয় অন্যান্য লোকবৎ নতনাসিকা, ক্ষুদ্রচক্ষু, ও বর্ত্তুল-সদৃশ মুখবিশিষ্ট।

কুকিদের মধ্যে এক উপাখ্যান প্রচলিত আছে, যে এক পিতার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠার গর্ভে তাহাদের উৎপত্তি, এবং জ্যেষ্ঠার গর্ভে মঘজাতির জন্ম হয়। এই জাতিদ্বয়ের সমতা-দৃষ্টে এরূপ বিবরণ অসম্ভব বোধ হয় না।

কুকিরা স্বভাবতঃ মৃগয়াসক্ত, ও যুযুৎসু, ও ক্ষুদ্র২ নানা স্বতন্ত্র শ্রেণিতে বিভক্ত আছে; তথাপি সকলেই রাজবিশেষের নিকট অধীনতা স্বীকার করে। রাজারা ক্রমান্বয়ে লোকদের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, এবং সম্মান-চিহ্নস্বরূপ এক কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান, ও কেশ সমূহাগ্রকে গুচ্ছরূপে মস্তকের পুরোভাগে বন্ধন করেন। প্রজাদের নিকটহইতে কর গ্রহণ, ও বিপৎকালে যোদ্ধাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করা রাজার অধিকার; কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর অধিপতি, কি সন্ধি কি বিগ্রহ, সকল সময়েই আপনার আজ্ঞাস্বরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে পারেন। অধিপতিত্ব পদ সামান্য রাজপদের ন্যায় পারম্পর্য্য নহে; প্রজারা মনোনীত-পূর্ব্বক উপযুক্ত ব্যক্তিকে অধিপতিত্বপদে বরণ করে।

তীর, ধনুঃ, পরিঘ, দাও, প্রভৃতি অস্ত্র কুকিদের ব্যবহার্য্য; এবং গবয় (গয়াল) চর্ম্মনির্ম্মিত ফলকও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা পর্ব্বতমধ্যে অতীব দুর্গম স্থানে বসতি করে; সেই স্থান পাড়া নামে উক্ত হয়। প্রত্যেক পাড়ায় অন্যূন পঞ্চশত, কুত্রাপি বা দ্বিসহস্র ব্যক্ত্যধিকেরও বসতি আছে। পাড়া-সকলকে সম্যক্ নিরাপদ-করণ-মানসে তাহারা তাহা সুনিবিড় বংশ-দ্বারা পরিবেষ্টিত করে; আর দ্বারদেশে নিয়তই প্রহরিতা করিয়া থাকে। এই সকল বিষয় এবং তাহাদের পর্ণশালা-নির্ম্মাণের নিয়ম-দৃষ্টে বোধ হয় যে তাহারা কদাপি নির্ভয় নিশ্চিন্ত চিত্তে কালযাপন করিতে পারে না।

কুকিরা কদাপি সম্মুখ যুদ্ধ করে না; প্রত্যুত রাত্রিকালে নিঃশব্দ পদচারণ দ্বারা শত্রুদল-নিকটে আসিয়া প্রত্যূষে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। জয়ী হইলে শত্রুপক্ষের ছিন্ন-মস্তক-সকল লইয়া তাহারা জয়ধ্বনি-পূর্ব্বক আপন২ পাড়া মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং নিহত ব্যক্তিদের সন্তানদিগকে লইয়া দাসবৎ প্রতিপালন করে। শত্রুদ্বারা অভিভূত হওয়া মহা অসম্মানজনক; ও অবমানিত ব্যক্তি যাবৎ কোন বারত্ব প্রকাশ করিতে না পারে, তাবৎ সম্মানভাজন হয় না।

পূর্ব্বকালে স্পার্টা-দেশীয় লোকদের [illegible]

চৌর্য্যবৃত্তি যে প্রকার প্রশংসনীয় ছিল, ইহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ; ইহারা তস্কর-ক্রিয়ায় ধৃত হইলেই অবমানিত হয়, এবং হৃত দ্রব্য অধিকারিকে প্রতিদান করিতে বাধ্য হয়।

কুকিদের বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি অতি চমৎকার। ব্যাঘ্রদ্বারা যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তবে তাহার জ্ঞাতিরা যাবৎ সেই ব্যাঘ্রকে বা তদভাবে অন্যেক শার্দ্দূলকে বিনাশপূর্ব্বক প্রতিবাসিদিগকে ভোজ দিতে না পারে, তাবৎ অবজ্ঞাত থাকে। অপর কেহ একটা বৃক্ষহইতে পতিত হইলে সেই বৃক্ষকে খণ্ড ২ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ শ্রবণে অনুমান হয়, যে বুঝি তাহারা কেবল মৃগয়া মাত্র করিয়া জীবন যাপন করে; ফলতঃ তাহা নহে। কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালনাদি কর্ম্মও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে; পরন্তু তৎতাবৎ ক্রিয়া অতি অসভ্য ভাবে নিষ্পন্ন হয়।

উদ্বাহ ক্রিয়ায় কুকিদের বিশেষ প্রথা এই যে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকট স্বকীয় পুত্রের সাহস, সংগ্রামপ্রিয়তা, এবং চৌর্য্যনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

কোন কুকির মৃত্যু হইলে তাহার জ্ঞাতিরা এক অদ্ভুত ব্যবহার করে। বৎসরের যে কোন দিবসে মৃত্যু হউক না কেন, মহাবিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস-পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির সৎকার হয় না। তাহারা ঐ শব বেশ্মহইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তি এক মঞ্চোপরি রক্ষা করে, এবং পরিবারের কেহ না কেহ অহর্নিশ তাহার নিকট বসিয়া থাকে। অনন্তর বৈশাখের সংক্রান্তি-দিবস উপস্থিত হইলে সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব একত্রিত হওত সেই মৃত ব্যক্তিকে চিতারোহিত করিয়া দগ্ধ করে; পরে একত্রে ভোজনে রত হয়।

বর্ট্রাম্ সাহেব স্বকীয়-ভ্রমণ-সময়ে উত্তর-আমেরিকার আদিম প্রজাদিগের মধ্যে এই রূপ ব্যবহার দর্শন করিয়াছিলেন। পরস্পর অতি দূরবর্ত্তি এই দুই অসভ্য জাতির ঈদৃশী ব্যবহার-সমতা অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

কুকিদের পরলোকে বিশ্বাস আছে। তাহাদের মতে ঈশ্বরের অনুগ্রহোৎপাদন কিছুতেই তত হয় না, যত শত্রু-বিনাশদ্বারা সম্ভবে। ঈশ্বরকে তাহারা সর্ব্বস্রষ্টা এবং সর্ব্বাধিপতি বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তাঁহাকে "খোজীন্ পুতিআঙ্গ" নামে ব্যক্ত করে। যীমসাক্ নামে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট অপর এক দেবতা আছেন; তিনি ঈশ্বর ও কুকিদিগে মধ্যস্থস্বরূপ। মনুষ্য যত অসভ্য হয়, ততই ঈশ্বর বিষয়ে অস্পষ্ট অনুভব রাখে। কুকিরা পুতীআঙ্গর-প্রীত্যর্থে গবয় পশু বলিদান দেয়; আর যীমসাককে ছাগ প্রদান করে। কুকিদিগের প্রত্যেক পাড়ায় যীমসাকের এক জঘন্য প্রতিমূর্ত্তি থাকে; তাহাকে কুকিরা পূজা করে।

রঙ্গানিয়া এবং অরঙ্গাবাদবাসী বাঙ্গালিদিগকে কুকিরা অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করে; কেবল মস্তক এবং লবণ গ্রহণ করা মাত্র তাহাদের উদ্দেশ্য।

কুকি-ভাষার কতিপয় শব্দ এই; মীপা (মনুষ্য) নুনাও (মানবী), মীপানাউঠি (বালক), নুনাউঠি (বালিকা), কা (পিতা), নু (মাতা), চোপুই (ভ্রাতা), চানু (ভগিনী), ফু (পিতামহ), কি (পিতামহী)।

১ আশ্বিন, ১৭৭৫।

উৎস ও নদীর বিবরণ।

সমুদ্রই জলের আকর। সূর্য্য-কিরণে ঐ জল সর্ব্বদাই বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপিত হয়; ও তথায় কিয়ৎকাল থাকিয়া পরে বায়ুর ক্রমে এবং পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর অন্তরতার হ্রাস-বৃদ্ধ্যনুসারে কোয়াসা শিশির হিমানী বা বৃষ্টিরূপে পৃথিব্যুপরি বর্ষিত হইয়া থাকে। ঐ বর্ষিত বারির কিয়দংশ মৃত্তিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ও অপরাংশ নদীরূপে পরিণত হয়। যে জল ভূমিসাৎ হয়, তদ্দ্বারা মৃত্তিকা সিক্ত থাকিয়া পৃথিবীকে ফলবতী ও প্রাণীর বাসোপযুক্তা করে। অপর পাতকুয়াদির খনন করিলে ঐ জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহা পূর্ণ করিয়া থাকে।

তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম্ম এই যে তাহার সমভাবে থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ, ও অপরাংশ নিম্ন হয় না; কোন কারণ বশতঃ সমোচ্চতার হানি হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ জল আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা রক্ষার চেষ্টা করে। এই কারণ-বশতঃ উচ্চ স্থানের কোন ছিদ্র বা ফাটালে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইলে ঐ ছিদ্র বা ফাটালের জল দিয়া তাহা নিম্ন স্থানে আসিয়া তথাকার কোন ছিদ্রদ্বারা অতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ঐ জলোৎক্ষেপের নাম "উৎস" বা "ফোয়ারা"। এবং পৃথিবীর অনেক স্থানে তাহা বর্ত্তমান আছে। অনুভূত হইয়াছে যে সমুদ্র-জল ও কোন২ স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎসরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; অপর ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে পৃথিবীর অন্তর্ভাগে স্বভাবসিদ্ধ জল আছে, সেই স্থান স্ফুটিত করিয়া দিলে তাহা সমবেগে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, বৃষ্টি-জলজাত উৎসের ন্যায় কদাপি তাহার বেগের হ্রাস বৃদ্ধি বা মধ্যে২ বিশ্রাম হয় না। এই উৎসের নাম "অন্তর্জলোৎস"। স্থানভেদে তাহার অবয়বের নানা ভেদ হইয়া থাকে। কোন২ স্থানে তাহা প্রকৃত উৎসের (ফোয়ারার) ন্যায় দৃষ্ট হয়; কোথাও তাহা কুণ্ডরূপে পরিণত আছে; তথায় তাহার উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ তাহা যে প্রকৃত উৎস বটে, তাহার প্রমাণ এই যে রৌদ্রে বা বৃষ্টিতে তাহার বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। অপর ঊর্দ্ধাগমন-সময়ে কোন২ উৎসের জল ভূগর্ভস্থ গন্ধক লৌহাদি পদার্থ স্পর্শ করিয়া তৎপদার্থবিশিষ্ট ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সীতাকুণ্ড নামে বিখ্যাত এতদ্দেশীয় উষ্ণোৎস-সকল ঐ প্রকারে উদ্ভূত হয়। আইসলণ্ড দ্বীপে এই প্রকার কএকটা অত্যাশ্চর্য্য উৎস আছে। তাহার জল এতাদৃশ উষ্ণ যে তত্রত্য লোকেরা তাহাতে অনায়াসে মাংস পাক করিয়া লয়। উক্ত দেশে ঐ উৎস-সকল "গয়সর" নামে বিখ্যাত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঐ উৎসৈকের সুচারু বিবরণ প্রচারিত আছে; পাঠকদিগের সুলভার্থে তাহাহইতে কয়েক পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"তথায় মৃত্তিকাময় বেষ্টনে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড "আছে। যখন স্থির থাকে, তখন তাহার জল বিলক্ষণ "উষ্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল, এবং সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প "ও অল্প অল্প বুদ্বুদ্ উঠে। কুণ্ডের বেষ্টন ন্যূনাধিক "১০০ হস্ত, কিন্তু তাহার জল অধিক গভীর নহে। যখন "পরিপূর্ণ থাকে, তখনও ৩ হাতের অপেক্ষা অধিক "জল থাকে না। তাহার মধ্যস্থলে ন্যূনাধিক ৫৪ হস্ত "গভীর একটা কূপ আছে, তাহার ব্যাস প্রায়ঃ ৩ হস্ত, "কিন্তু মুখের নিকট ক্রমে প্রশস্ত হইয়া কুণ্ডের সহিত মি"লিত হইয়াছে।

"মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় গিরির যেরূপ অগ্ন্যুৎপাত হয়, "সেই রূপ এই প্রবল প্রস্রবণ* হইতেও অকস্মাৎ উষ্ণ জল "ও বাষ্পাদি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমে "দূর হইতে কামানের শব্দের ন্যায় ঘোরতর গভীর গর্জন "শ্রবণ করা যায়, তৎক্ষণাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, পর"ক্ষণেই কুণ্ডের জল উত্তরোত্তর প্রবলরূপে ফুটিতে থাকে, "অবশেষে জল ও বাষ্পাদি সহসা উত্থিত হইয়া চতু"র্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত বাষ্প "এত ঊর্দ্ধে উঠে, যে প্রায়ঃ আট ক্রোশ হইতে দৃষ্টি করা "যায়। বারম্বার এইরূপ জল ও বাষ্প নির্গত হইবার "পর একটা প্রকাণ্ড জল-প্রবাহ প্রভূত-বাষ্প-রাশিতে "পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশে ঊর্দ্ধগামী হয়। এই প্রবা"হের জলীয় ভাগ চতুর্দ্দিকে বাষ্পেতে এরূপ আবৃত "থাকে, যে তাহার অধিকাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না; সে "সময়কার অত্যদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন "হইতে হয়। ভূরি ভূরি বাষ্প-রাশি উপর্য্যুপরি ঘূর্ণিত

* [illegible] হইতে স্রোতোজলের নির্গমনের নাম "প্রস্রবণ"; পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে জলের ঊর্দ্ধ-বিনির্গমের নাম "উৎস"। [illegible] উক্ত পদার্থে প্রস্রবণ-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

"হইতে হইতে উত্থিত হইয়া গগণ মণ্ডল আচ্ছাদিত করে, তাহার মধ্যবর্ত্তি ঊর্দ্ধগামি জল-প্রবাহ-সকল কম্পিত হইতে হইতে ফেনাকার হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং সেই জলের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ ফেন-রূপে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব-ফেন-বর্ষণ প্রদর্শন করে। ইহার অপেক্ষায় সুদৃশ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইবার সময়ে নানা প্রকার বর্ণ ধারণ করে; কখন কখন উৎকৃষ্ট নীলবর্ণে, কখন কখন উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণে, এবং অধিক দূর উত্থিত হইলে শুদ্ধ শ্বেত বর্ণে শোভা পায়। ঊর্দ্ধগামি-প্রবাহ-সমুদায় নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র পরম শোভাকর শুভ্র বর্ণ জলধারা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কতক ধারা ঠিক সরল ভাবে উত্থিত হয়, আর কতকগুলি ধারা সুন্দর রূপ বক্র ভাবে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে। ইহার অপেক্ষায় রমণীয় ব্যাপার আর কি আছে? ঐ সকল জল-ধারার এ প্রকার প্রখর বেগ, যে তাহার উপরি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, মগ্ন না হইয়া জলের তেজে অনেক দূর ঊর্দ্ধগামী হয়। কিয়ৎকাল এইরূপ জল-ধারা নির্গত হইয়া পরে নিবৃত্ত হয়, তখন সে জল-কুণ্ড একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়, পরে আবার জল উঠিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির থাকে।

"ঐ কুণ্ডের জল এমন তপ্ত, যে পার্শ্ববর্ত্তি লোকে তাহাতে মাংস পাক করিয়া খায়। তাহারা একটা পাত্রে শীতল জল পূরিয়া তাহাতে মাংস রাখে, পরে ঐ কুণ্ডের উষ্ণ জলে সেই পাত্র স্থাপন করে। ইহাতেই মাংস পাক হয়, আর অগ্নি আবশ্যক করে না*"।

যে সকল উৎসে প্রভূত জল নির্গত হয়, তাহা উৎসরূপে পরিণত থাকা সম্ভবে না; জলস্রোতোরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই প্রকার দুই তিন বা ততোধিক পার্ব্বত্য স্রোতঃ একত্র মিলিত হইয়া নদীর সৃষ্টি করে; পরন্তু কেবল উৎস-জলে নদী পূর্ণ হয় না। জলের অধিকাংশ দ্রবীভূত পার্ব্বত্য বরফ হইতেই উৎপন্ন হয়। অপর বৃষ্টিজলও তৎপূরণের পোষক হয়; ফলতঃ নদী-সকল পৃথিবীর নর্দ্দমা স্বরূপ, সামান্য পল্লী বা নগরের পয়ঃপ্রণালী যে প্রকারে তত্রত্য সমস্ত অনাবশ্যক জল দূরে অপনয়ন করে, নদী-সকলও সেই রূপে পৃথিবী পরিষ্কার রাখিতে নিয়োজিত আছে। অপর সামান্য পয়ঃপ্রণালীতে কেবল অপরিষ্কার অনাবশ্যক জল বহির্গত হয়; তটিনী নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থ লইয়া যায়, অথচ জীবমাত্রের জীবনোপায় সকলের গৃহদ্বারে আনয়ন করে; অধিকন্তু নদী-সকলকে পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ রাজ-পথ বলিলেও বলা যায়, তাহাদ্বারা মনুষ্যেরা অনায়াসে দূর-দেশে গমনাগমন ও বাণিজ্য করিতে সক্ষম হয়।

যে স্থানে ঐ উৎসের প্রারম্ভ তাহাই নদীর উৎপত্তি স্থান। তথাহইতে নদী-সকল পর্ব্বতের নিম্ন দিগে অগ্রগামী হয়; এই প্রযুক্ত নদীর অপরাভিধান "নিম্নগা"। ঐ গমন-সময়ে তাহারা পথিমধ্যে অপরাপর নদী বা স্রোতের * সহিত মিশ্রিত হইয়া যদবধি কোন সাগর বা অন্য নদী বা হ্রদে নিপতিত না হয়, তদবধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে; এই কারণ নদীর সঙ্গম-স্থান সর্ব্বাপেক্ষায় স্থূল, ও তথাহইতে উৎপত্ত্যভিমুখে যত অগ্রবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই সঙ্কীর্ণ বোধ হয়।

পর্ব্বতহইতে অবতরণ সময়ে নদী যাদৃশ বেগবতী থাকে, সরল ভূমিতে তাদৃশ থাকে না। অপর ঐ অবতরণ-সময়ে স্থান-বিশেষে পর্ব্বতের ঢালুপ্রযুক্ত কোনং নদী হঠাৎ অতি উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হয়; ঐ পতনের নাম "প্রস্রবণ" "জল প্রপাত" বা "ঝরণা"; তাহা দেখিতে অতি আশ্চর্য্য রমণীয়; কিন্তু অধুনা এই স্থলে তদ্বর্ণনের অবকাশ নাই; অতএব তৎসম্বন্ধে অনুরাগি পাঠকগণকে অনুরোধ করি ১৭৭৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩১ পৃষ্ঠে অবলোকন করেন; তথায় তাহারা তদ্বিষয়ক এক সুপাঠ্যপ্রস্তাব দেখিতে পাইবেন।

নদী-সকলের উৎপত্তি স্থান অতি উচ্চ; তথাহইতে তাহারা সন্নিকটস্থ নিম্নস্থান দিয়া গমন করে, সুতরাং কোন পর্ব্বতশিখরের মধ্যভাগে দুই উৎস উঠিলে তাহাদের জল ঐ পর্ব্বতের উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে, তথা এক স্থানের উৎপন্ন নদীদ্বয় বিপরীতাভিমুখ হয়। পর্ব্বত বৃহৎ হইলে তাহার চতুর্দ্দিগেই বৃহদ্বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ নদী-সকলের উৎপত্তি স্থানের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাহার প্রত্যেকদিক্ তদ্দিকস্থ নদীর "জলকর-ভূমি" নামে খ্যাত।

নদীমাত্রেই উচ্চ স্থানে উৎপন্ন হইয়া সাগর বা হ্রদে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৪ শক ৬৪ পৃষ্ঠ।

* পুরাণানুসারে যে সকল স্বভাবসিদ্ধ জলস্রোতঃ এক [illegible] ধনুঃ অপেক্ষায় অধিক দূর ভ্রমণ করে, তাহাদিগের নাম [illegible]

হ্রদের অভিমুখে গমন করে; কিন্তু সকলেই সাগর পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে না; পথিমধ্যে অন্য নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। যে সকল নদী আপন গন্তব্য সাগর বা হ্রদ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহারা "প্রধানা" বা "সাগরগা", ও যে সকল নদী ঐ প্রধানার গর্ভে আসিয়া নিপতিত হয়, তাহারা "অধীনা" বা "নদী-বাহিনী" নামে খ্যাত।

গঙ্গা হিমালয়ে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এতৎপ্রযুক্ত তাহা প্রধানা নদী নামে খ্যাত; যমুনা, সোন, গণ্ডক চর্ম্মন্বতি প্রভৃতি নদী সকল গঙ্গায় নিপাতিত হয়, সুতরাং তাহারা গঙ্গার অধীনা; ঐ অধীনা নদী-সকল আপনাদিগের জল প্রধানা নদীতে সমর্পণ করে, এই হেতু লোকে তাহাদিগকে "করপ্রদায়িনী নদী" শব্দেও বর্ণন করিয়া থাকে। ঐ করপ্রদায়িনী ও প্রধানা নদী-সকল যে স্থান দিয়া ভ্রমণ করে, তৎসমুদায়কে ঐ প্রধানা নদীর "প্রদেশ" শব্দে আখ্যান করি। উক্ত প্রদেশে বৃষ্টিদ্বারা যে জল পতিত হয়, তৎসমুদায় এ প্রধানা নদী-দ্বারা সমুদ্রে নীত হইয়া থাকে; সুতরাং ঋতু ও কালানুসারে তাহার বেগ ও গভীরতার অন্যথা হয়; বর্ষাকালে নদীতে যে পরিমাণে জল থাকা সম্ভাবনা, অন্য সময়ে তাহা হইতে পারে না। ঐ জল-বৃদ্ধির অপর এক কারণ আছে। গ্রীষ্মের শেষে প্রখর-তপন-তাপে পর্ব্বতের বরফ গলিয়া প্রভূত জল উৎপন্ন হয়, সেই জল নদীতে নিপতিত হইয়া তাহার আয়তন ও বেগের বৃদ্ধি করে। কোন২ গ্রন্থকার লেখেন, যে নদীর উৎপত্তি স্থান যত উচ্চ, তাহার আয়তনও তদনুসারে অধিক হয়; একথা একদেশদর্শী মাত্র [illegible] নদীর করপ্রদায়িনীগণের সংখ্যা, ও প্রদেশের বিস্তার, ও তথাকার বৃষ্টির প্রাচুর্য্য, ও বায়ু ও মৃত্তিকার আকরাদ্রতানুসারে আয়তন বৃদ্ধি হয়; যে দেশের মৃত্তিকা [illegible] আর্দ্র থাকে, ও বায়ু বাষ্প-পূর্ণ থাকে, যথাকার পর্ব্বত-সকল অতি উচ্চ, যথায় প্রচুর বৃষ্টি নিপাতিত হয় ও অনেক স্বভাবসিদ্ধ উৎস আছে, তথাকার নদী অন্যাপেক্ষায় বৃহৎ হইবেক ইহা অনায়াসেই জানা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পর্ব্বত-সকল অতি উচ্চ, তথাকার ভূমি [illegible] ও সর্ব্বদা জলে আর্দ্র থাকে, ও বায়ু প্রচুর বাষ্পে পরিপূর্ণ, তথায় অনেক স্বভাবসিদ্ধ উৎস আছে, ও সর্ব্বদা প্রভূত বৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে, অপর তথাকার নদী-সকলের [illegible] বিস্তৃত, এই প্রযুক্ত তদ্দেশে যে প্রকার বৃহৎ নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাদৃশ নদী পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইউরোপ-খণ্ড অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে বৃহন্নদীর স্থান নাই। আফরিকা শুষ্কমরুভূমিতে পরিপূর্ণ, ও আসিয়ার মধ্যভাগে অতি বৃহৎ পর্ব্বত ও স্থানে২ বৃহদ্বৃহৎ হ্রদ থাকাতে, ও তথাকার বায়ু তাদৃশ আর্দ্র না হওয়াতে, তত্তৎখণ্ডের অত্যন্ত বৃহন্নদী হইবার সম্ভাবনা নাই।

পর্ব্বত-শিখরহইতে নিপতন-সময়ে নদ্যম্বু যে বেগ প্রাপ্ত হয়, সমভূমিতে আইলেও তাহার শেষ হয় না, সেই বেগের সাহায্যে নদী-সকল বহু দূর পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মার্কিন দেশীয় আমাজন্ নাম্নী মহানদী যে গর্ভ দিয়া গমন করে, তাহার ১৮,০০০ হস্ত দীর্ঘ ভূমিতে এক অঙ্গুল মাত্র ঢাল্ আছে; প্রসিদ্ধ বেগবতী রাণ নদীর [illegible] ক্রোশ দীর্ঘে ২॥০ হস্ত মাত্র ঢাল্।

কোন২ নদী পথিমধ্যে নিম্নে কোমল-মৃত্তিকা-বিশিষ্ট অতি-দৃঢ় পর্ব্বত-খণ্ড প্রাপ্ত হইলে ঐ গিরির নিম্নভাগের কোমল মৃত্তিকা ধৌত করিয়া তৎস্থান দিয়া প্রবাহিত হয়। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার এতদ্দেশীয় প্রাচীন মনুষ্যেরা অজ্ঞাত ছিলেন না, তাঁহারা ইহাকে "অন্তঃসলিলবাহিনী" শব্দে আখ্যান করিতেন, কথিত আছে, সরস্বতী-নদীর কোন স্থান এই প্রকার গুপ্তভাবে প্রবাহিত হয়, কিন্তু আমরা তাহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত নহি। ইউরোপ-খণ্ডে সিমেল্ ও লেকলিউস্ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন নদী উক্ত প্রকারে অন্তঃসলিল বাহিত হইয়া থাকে। অপর কোন২ স্থানে বালুকার প্রাচুর্য্য থাকিলেও নদী প্রায়ঃ অপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; গয়াধামের নিকট ফল্গু নদী তদ্বিষয়ের এক দৃষ্টান্ত স্থল।

নদীর বিশেষ বর্ণনের নিমিত্ত ভূগোলবেত্তারা তাহার গতি তিন অংশে বিভাগ করেন; প্রথম পার্ব্বত্যাংশ; তাহা শৈলতটে বেষ্টিতা, ও সর্ব্বাপেক্ষায় বেগবতী; দ্বিতীয় মধ্যাংশ; তাহার বেগ মধ্যম, গম্য-স্থান সমভূমি, এবং ধারা সর্পগতির ন্যায় বক্র। তৃতীয়, সঙ্গমাংশ, তাহার বেগ অত্যন্ত লঘু নদীর গম্য স্থান কোমল মৃত্তিকাবিশিষ্ট হওয়াতে নদী-সকল ঐ স্থানে প্রায় বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া, ত্রিকোণমণ্ডল-ভূমি উৎপন্ন করে। পরন্তু সকল নদীই এই প্রকারে বহুধারা নহে, শৈলতট দিয়া যে নদী সমুদ্র সঙ্গম করে, তাহা বহুধারা হয় না; আমাজন্ নাম্নী মহানদী এক ধারে সমুদ্রে নিপতিত হয়।

ত্রিকোণমণ্ডল ভূমির বিবরণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পরন্তু তথায় তাহার অবস্থা-ভেদে নাম-ভেদের উল্লেখ হয় নাই। এক নদীর অপর নদীতে পতন সময়ে যে ত্রিকোণ মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম "নাদেয় ত্রিকোণমণ্ডল"; যে মণ্ডল হ্রদের পার্শ্বে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম "হ্রদীয় ত্রিকোণমণ্ডল," ও যে মণ্ডল সমুদ্র তটে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম "সামুদ্রিক ত্রিকোণমণ্ডল।"

নদী-সকলের গতি সরল নহে; যে ভূমি দিয়া বাহিত হয়, তাহার দৃঢ়তানুসারে তাহা সর্পগতির ন্যায় বক্র হয়। ঐ বক্রতায় নদীর বেগের হ্রাসতা জন্মায়; তাহা না থাকিলে আরম্ভাবধি শেষ-পর্য্যন্ত সরল নদীতে জলস্রোতের বেগের এতাদৃশ বৃদ্ধি হইত, যে তাহাতে সমস্ত ধ্বংস হইত। গঙ্গা প্রারম্ভাবধি শেষপর্য্যন্ত ঋজু হইলে, বোধ হয়, তাহার জল ১ ঘণ্টায় দুই শত ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করিত। নদীর বক্রতায় ঐ বেগের লাঘব হইয়া সরল ভূমিতে কুত্রাপি দুই তিন ক্রোশের অধিক হয় না। অপর ঐ বক্রভাব নদীর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া এক নদীদ্বারা অনেক স্থান সিক্ত করিবার উপায় করে।

উড্ডীয়মান মৎস্য।

অনেকের আশু বোধ হইতে পারে যে যে জীব-সকল নিয়ত জলে বাস করে ও তীরে উঠিলে তৎক্ষণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তাহারা কদাপি আকাশে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবেক না; কিন্তু ফলতঃ সে ভ্রমমাত্র। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনাতীত কৌশলে অনেক স্থল্য-জীবী পশু সমুদ্রে বসতি করিতেছে, কোন২ বিহঙ্গম পশুর ন্যায় সর্ব্বদা ভূমিতে দিনযাপন করিতেছে, কদাপি আকাশে উঠিতে সক্ষম নহে, ও কোন২ মৎস্য খেচরের ন্যায় অনায়াসে আকাশমানে বিরাজ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে শেষোক্ত-মৎস্য-বিশেষের বিবরণ বক্তব্য। ঐ মৎস্যের দেহ বাটা মৎস্যের ন্যায়। তাহার দেহ অস্থূল ও দীর্ঘাকার। তাহার চক্ষু অতি বৃহৎ। তাহার উভয় পার্শ্বের ডানা এমৎ লম্বা চৌড়া যে তদবলম্বনে সে অনায়াসেই উড়িতে সক্ষম হয়। ঐ ডানাতে যে সে কেবল উড়িতেই পারে তাহা নহে; তদ্দারা জলেতেও নিরতিশয়-বেগ-সহকারে তাহারা সাঁতার দিতে পারে। বন্দুকের গুলি যত দূর উঠিয়া থাকে তত দূর পর্য্যন্ত এই মৎস্য জল ছাড়িয়া একোদ্যমে উঠিতে সমর্থ হয়, ও তাহাতে শ্রান্ত হইলে একবার জলে পড়িয়া সন্তরণ দিয়া শ্রান্তি দূর করত, পুনর্ব্বার অন্তরীক্ষে উড্ডান হয়। ডল্ফিন্ নামক এক জাতীয় বৃহদাকার সমুদ্র মৎস্য ইহাকে খাইবার জন্য অত্যন্ত দ্রুতবেগে ইহার পশ্চাৎ২ তাড়াতাড়ি করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা কেবল এই পক্ষবলে তাহার করালগ্রাসে না পড়িয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করে। উপরিভাগে উড্ডীন হইবার সময় যে কখন২ বৃহৎ পক্ষিতে তাড়া দেয়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ জল মধ্যে সন্তরণ দিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জাতীয়ের মৎস্যের প্রধান বাসস্থান ভূমধ্যস্থ সাগর, পরন্তু গ্রীষ্মকালে অন্যান্য সমুদ্রেও ইহা কখন২ দৃষ্টিগোচর হয়।

কৌতুক কণা।

গণকের মাহাত্ম্য।

এক বাদশাহ্ কোন গণককে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার অন্তকালের কত দিন বাকি আছে"? সে কহিল, "দশ বৎসর"। তৎশ্রবণে বাদশাহ্ নিরতিশয় ভাবিত ও তদুপলক্ষে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন। এক জন সুবুদ্ধি অমাত্য এই দুর্দ্দৈবের সদুপায় করণাভিপ্রায়ে ঐ গণককে বাদশাহ-সন্নিধানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন; "তোমার জীবনের আর কত কাল অবশিষ্ট আছে"? সে গণনা করি-

য়া উত্তর করিল; "বিশংতি বৎসর"। রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তলবারদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, ইহার গণনার স্থৈর্য্য দেখুন"। বাদশাহ্ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া উজীরের বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তদবধি গণকের বাক্যে আস্থা করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

পাগল হইলেও ফল আছে।

এক দিন এক দুরাত্মা পাদশাহ্ একাকী আপন নগরহইতে বাহির হইয়া এক ব্যক্তিকে গাছতলায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন; "এ রাজ্যের রাজা কি প্রকার, দুরাত্মা কি সুবিচারক"? সে উত্তর করিল; "নিরতিশয় দুরাত্মা"; বাদশাহ্ জিজ্ঞাসিলেন; "আমাকে চিনিস্"? সে কহিল; "না"। বাদশাহ্ কহিলেন, "আমি এ দেশের রাজা"। ঐ ব্যক্তি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিল; "আপনি আমাকে জানেন"? বাদশাহ্ কহিলেন; "না"। সে কহিল; "আমি অমুক সওদাগরের পুত্র। প্রত্যেক মাসে আমি তিন দিন করিয়া পাগল হইয়া থাকি, আজি ঐ তিন দিনের এক দিন"। ইহা শুনিয়া বাদশাহ্ ঈষৎ হাস্য বদনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মনুষ্যের উপার্জ্জিত ধন কি প্রকারে ব্যয় হয়।

এক ব্যক্তি প্রত্যহ ছয় খানি রুটি ক্রয় করিত। একদা কোন ফকির তাহাকে জিজ্ঞাসিল, "তুমি প্রতি দিন ছয় খানি করিয়া রুটী কেন ক্রয় কর"? সে উত্তর করিল, "এক খানি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি, আর এক খানি ব্যর্থ নিক্ষেপ করি, দুই খানি পূর্ব্বের ধার শোধি, ও অপর দুই খানি ধার দেই"। ফকির ঐ বাক্যের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ব্যক্তরূপে কহিতে কহিলে, সে কহিল; "এক খানি ভিক্ষুককে দান করি, এক আপনি খাই, দুই খানি পিতা মাতাকে, অবশিষ্ট দুই খানি দুই পুত্রকে প্রদান করি"। ইহা শুনিয়া ফকির হাস্য করত নিরুত্তর হইল।

সরাইহইতে রাজভবনের প্রভেদ কি?

এক জন সন্ন্যাসী তাতার দেশে ভ্রমণ করিতেং বাল্‌ক নগরে উপস্থিত হইয়া সরাইভ্রমে এক রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করিল; ও ইতস্ততঃ অনেক অবলোকন করিয়া রাজার সভোপাগারে প্রবিষ্ট হইল, এবং তথা মহামূল্যাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রক্ষকেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ"। সন্ন্যাসী কহিল, "আমি এই চটিতে রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি"। চৌকীদারেরা ক্রোধপূর্ব্বক তাহাকে কহিল, "এ চটী নহে, রাজভবন"। এমত সময়ে রাজাও সেখান দিয়া যান; তিনি তাহাকে দেখিয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসিলেন, "সন্ন্যাসিন্ তুমি এ রাজভবন কি সরাই ইহা বুঝিতে পার না"? সন্ন্যাসী নিবেদিল, "মহারাজ, দুই একটি প্রশ্ন করিতে বাসনা করি, অনুমতি করিতে আজ্ঞা হউক"। রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, যখন এ বাটী নির্ম্মিত হয়, তখন ইহাতে কে বাস করিয়াছিল"? রাজা কহিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা"। পরে সে জিজ্ঞাসিল, "শেষে কে বাস করিয়াছিল?" রাজা কহিলেন, "আমার পিতা"। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিল, "একণে কে বাস করিতেছে?" রাজা কহিলেন "আমি।" অনন্তর সে জিজ্ঞাসিল, "পরে কে বাস করিবেক"? রাজা কহিলেন, "আমার উত্তরাধিকারী"। সন্ন্যাসী কহিল, "মহারাজ! যে স্থলে সময়েং এক লোক বাস করে, এবং অনুক্রমে যাহাতে এত অধিক অতিথি বাস করিবেক, তাহাকে রাজভবন বলা যায় না; সরাইই বলিতে হয়"।

③ বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, বৈশাখ। [২৬ খণ্ড।

(পারস্য নগর।)

পারসী জাতির বিবরণ।
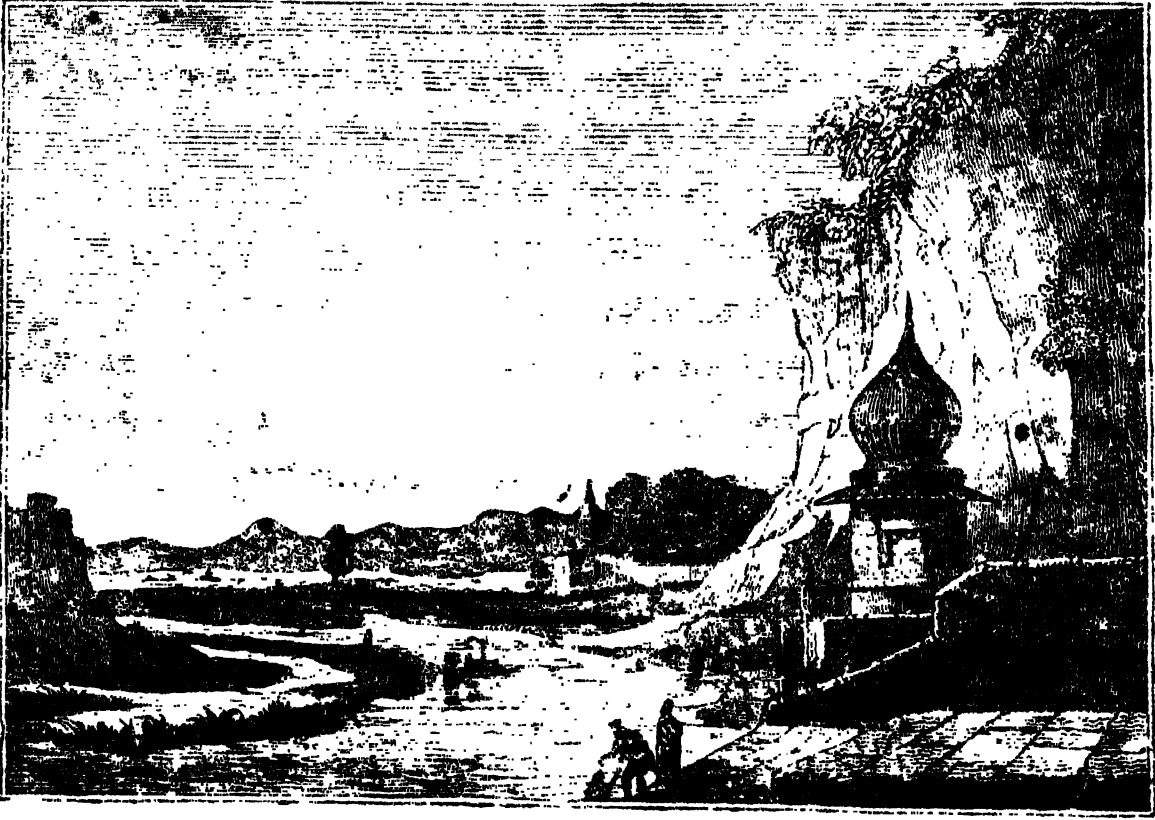
যদ্যপিও কলিকাতা-নগরে পারসী-জাতীয় শত শত ব্যক্তি সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের লৌকিক রীতি ব্যবহার এবং ধর্ম্মের বিষয় এতদ্দেশীয় অতি অল্প লোক অবগত আছেন। প্রাচীনকালে হিন্দু ও পারসী জাতির পরস্পর অতি নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল; কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকার পারস্য-দেশকে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; ও পারসীদের মধ্যে এমত অনেক ব্যবহার আছে, যাহার সহিত প্রাচীন বৈদিক মতের অনেকাংশে সমতা প্রত্যক্ষ হয়। তাহাদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংস্কৃতের অপভ্রংশ ভাষায়

রচিত, অতএব উক্ত বিবরণ অনেকের পক্ষে মনঃপ্রসাদক বোধ হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

পারস্য দেশ এই জাতির নিবাস-ভূমি। অতি প্রাচীন-কালাবধি মুসলমান-ধর্ম্মের প্রারম্ভ-পর্য্যন্ত তাহারা বিখ্যাত ও মান্য, অগ্রগণ্য রূপে তদ্দেশে বাস করিয়াছিল; শেষোক্ত সময়ে তথায় মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে শুদ্ধাবান্ পারসীরা স্বদেশ-ত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করেন; অধুনা ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে অনেক পারসীর অবস্থিতি আছে। তাহারা বহুকাল এই উষ্ণ দেশে থাকিয়াও আপনাদের স্বাভাবিক সুশ্রতা ও পরাক্রমশালিতাহইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মনের বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, এবং উদ্যমশীলতা-বিষয়েও তাহারা কাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী নহে। বাণিজ্য তাহাদের সাধারণ-বৃত্তি; তৎসহকারে তাহারা বিপুল অর্থ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে।

পারসীরা যে সকল নিকেতনে বাস করে, তাহা অতি অপ্রশস্ত, ও অপরিষ্কৃত; গৃহের তলদেশে স্ত্রী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য, সকলেই অব্যহিত রূপে শয়ন করে। কিন্তু তাহাদের প্রমোদালয়-সকল সুদৃশ্য ও সুসজ্জীভূত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত অট্টালিকাতে তাহারা বর্ত্তমান ইউরোপীয়-প্রথানুক্রমে পান ভোজন করিয়া থাকে। পক্ষী, মৃগয়াকারী পশু, কুক্কুর, ও শশক ব্যতীত প্রায়ঃ সর্ব্বপ্রকার জন্তুর মাংস তাহাদের খাদ্য; কিন্তু তাহারা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের সহিত আহার করে না।

পারসীদের সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে নামকরণরূপ একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাত বর্ষ বয়সের পর, এবং ত্রিমাসাধিক চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে পারসী বালক "কস্তি" (যজ্ঞোপবীত) ধারণ করে; ঐ উপবীত ৭২ গাছি উর্ণ্ণকেশে নির্ম্মিত হয়। উপনয়নের সময়ে তাহারা "সদ্রা" নামক একটি পবিত্র অঙ্গরক্ষিণীও ধারণ করিয়া থাকে; এবং এই সকল পবিত্র পদার্থকে কদাপি পরিত্যাগ করা অনুচিত জ্ঞান করে; কেবল জীর্ণ হইলে পরিবর্ত্ত করিবার বিধি আছে।

পারসীদিগের বোধে বিবাহ অতি মহৎ কর্ম্ম; পূর্ব্বে তাহা সম্পন্ন করণার্থ কোন কালবিচারের অপেক্ষা ছিল না। কিন্তু অধুনা বোম্বাই অঞ্চলের পারসীরা হিন্দু-গণকের পরামর্শানুসারে বিবাহের শুভ দিন স্থির করে। পারসী যাজকেরা যজমানদের কন্যাদিগকে সহধর্ম্মিণী করিতে পারে, কিন্তু যজমানেরা যাজকদের কুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। এক্ষণে বোম্বাই প্রদেশস্থ পারসীরা এ নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া যাজকদিগকে কন্যা দান করে না। বহু-বিবাহ তাহাদের শাস্ত্রে বিপ্রতিসিদ্ধ; কিন্তু বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে। তাহারা হিন্দুদিগকে অনুকরণ করিয়া পুত্রদিগের উদ্বাহকালে বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। পারসী স্ত্রীরা অবিনিন্দিতরূপে অন্তঃপুরহইতে বহির্দ্দেশে যাতায়াত করিয়া থাকে।

পারসীদের বিবেচনানুসারে বৃক্ষরোপণ এক উত্তম কর্ম্ম; এবং ফলবান্ বৃক্ষ-চ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত কৃষকের বা উদ্যানপালের কার্য্যে তাহারা কদাপি প্রবৃত্ত হয় না।

প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে বিশেষরূপে তাহারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। জ্যোতিষ্পদার্থ নিরাকার পরমেশ্বরের অতি শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়, সুতরাং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকলও সম্মানযোগ্য। সূর্য্যের উদয় কালে পারসীরা তাহার স্তব পাঠ করিয়া থাকে।

পারসীরা অগ্নি-চয়ন করিয়া মন্দির মধ্যে রক্ষা করে; ক্রমিক পোষণদ্বারা সেই অগ্নি চিরকাল পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকে। ভারতবর্ষে দুই প্রকার অগ্নি আছে; বহ্রাম্ ও আদিরান্। উদয়পুর, নৌসরি, এবং বোম্বাই এই তিন স্থানে বহ্রাম্-অগ্নি-রক্ষার মন্দির আছে; আদিরান্ অগ্নি উক্ত প্রদেশে অন্যান্য অনেক স্থানে স্থাপিত আছে। পারসীদের বিবাহাদি মহৎক্রিয়াকলাপ-সকল অগ্নিমন্দির মধ্যে সম্পন্ন হয়। ক্রিয়াকলাপ-অনুষ্ঠান-কালে তাহারা "হোম" (সোম?) অর্থাৎ পারস্য দেশজাত লতা-বিশেষের রসকে অতি পবিত্র জানিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। গোমূত্রও তাহাদের বিবেচনায় শুদ্ধ পদার্থ, এই প্রযুক্ত তাহারা আদৌ গোমূত্রে গাত্র ধৌত করত পরে শুদ্ধ জলে স্নান করে। তাহারা উপায়ান্তর সত্ত্বে জলে বা অগ্নিতে কদাপি অশুদ্ধ দ্রব্য ক্ষেপ করে না, এবং পারতপক্ষে অগ্নি-নির্ব্বাণে প্রবৃত্ত হয় না।

পারসীদের শাস্ত্রে পুরোহিতকে অর্থ-দানদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান আছে; কিন্তু উপবাস করা পারসী-ধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

পারসীদের মধ্যে যাজকেরা একটি পৃথক্ জাতি; তাহারা পরম্পরাক্রমে যাজকতা-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। যাহারা স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাহাদের উপাধি "দস্তুর্"; আর যাহারা পৌরহিত্য-কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাদের নাম "মোবেদ্"। তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই; কর্ম্মানুসারে দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে মোবেদেরা যজমানকর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে; তন্নিমিত্ত অনেককে বৈষয়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

আবেস্তা নামক গ্রন্থ পারসীদের ধর্ম্মপুস্তক। ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত মূলীয় জেন্দ ভাষায় লিখিত, এবং অতি প্রাচীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। পারসীরা কহেন, গুষ্‌তাস্প নামক রাজার সময়ে মহাত্মা জর্তষ্‌ৎ দৈবানুগ্রহে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু ইদানীন্তনের কোন পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিত অনুমান করেন, যে পারস্য-দেশীয় আর্দাষির্ বাবেগান্ নামক রাজার সময়ে জেন্দাবেস্তা গ্রন্থ কোন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। পারসীদিগের মতে প্রস্তাবিত গ্রন্থ পূর্ব্বে বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে অধুনা বেন্দিদাদ্ নামক একটি মাত্র সম্পূর্ণ কাণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। য়েষ্‌ৎসাদেহ্, য়েষ্‌তে বিস্পারেদ্ ইজিস্না এবং খর্দাবেস্তা নামক অপরাপর কাণ্ডের কিঞ্চিৎ২ অংশও প্রাপ্তব্য আছে। এই গ্রন্থ ব্যতীত বন্দেহেষ্ নামক পুস্তকেও পারসীরা বিশ্বাস রাখে। ঐ গ্রন্থচয়ে ধর্ম্মের আদিভূত কতকগুলিন সত্য বাক্য অবশ্য নিবদ্ধ আছে; কিন্তু অবশিষ্ট ভাগ মনঃকল্পিত নানাপ্রকার উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। সেই সকল কাল্পনিক বিষয়ের বিবরণ বাহুল্য করিতে আমাদের অভিরুচি নাই; স্থূলতঃ বক্তব্য এই যে পারসীরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রাবর্ত্তক স্বরূপ একটি দেবতা ও একটি দৈত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে; তাহাদের নাম ওর্মজ্দ্ এবং অহ্রিমাণ্। ওর্মজ্দ্ জগতের সৃজন ও জীবদিগের সুখ বিধান করেন; অহ্রিমান্ নিরন্তর তাহার বিরুদ্ধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকে। ওর্মজ্দ্ জীবদিগের রক্ষার্থ "করোহর্" (দিক্‌পাল) সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন; অহ্রিমান্ তদ্বিরুদ্ধে "দিব" (দৈত্য) গণকে উৎপাদন করিয়াছে। প্রাণিগণের হিত নিমিত্ত করোহর-সকল যেমত যত্নবান্, অশুভ সাধনার্থ দিবেরা তদ্রূপ তৎপর। ওর্মজ্দ্ অনুকূল হইয়া মনুষ্যবর্গকে ধর্ম্মপথে রাখিবার জন্য হোম, অমুবেদ্, এবং অরুকান্ প্রভৃতি

মহাত্মাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন; তাঁহারা যাহা উপদেশ করিয়া যান, তাহাই পারসীদের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র। ওর্মজদকে সকল মঙ্গলালয় জানিয়া উপাসনা করা; মন, বাক্য, ও কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ রাখা; দিকপাল ও অপরাপর শ্রেষ্ঠ পদার্থকে অর্চনা করা; প্রত্যেক পারসীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জেন্দাবেস্তায় কয়োমের্স নামা এক ব্যক্তি মনুষ্য-বংশের আদিপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; এবং বন্দেহেষ গ্রন্থে সর্পরূপধারী অহ্রিমানের পরামর্শে মানব-বংশের জনক জননীর বিপথ গমন, ও এক জলপ্লাবনের বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

পারসীদিগের মতে দ্বাদশ সৌরমাসে বৎসর, ও তিন সহস্র বৎসরে এক যুগ হয়।

কোন ব্যক্তি মৃত হইলে পাছে কোন দৈত্য আসিয়া তাহার শরীরকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ পারসীরা মৃত ব্যক্তির নিকট ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ করে, ও তাহার চতুর্দ্দিকে কুক্কুর-সকলকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। মৃত শরীর প্রোথিত বা দগ্ধ করা হয় না; শ্মশান ভূমিতে অনাবৃতরূপে রক্ষিত হয়। যদি তাহার দক্ষিণ চক্ষুঃ প্রথমতঃ গৃধ্রদ্বারা গৃহীত হয়, তবে তাহা অতি শুভ চিহ্ন। মৃত্যুর দিবস-চতুষ্টয়-পরে "সরিওষ" নামক দূত মনুষ্যের আত্মাকে "বিনেবাদ" নামক স্বর্গীয় সেতু দিয়া লইয়া যায়; তথায় রযনেরযৎ নামক দূত জীবাত্মার কার্য্য-সকলের পরিমাণ করে; পুণ্যের ভাগ অধিক হইলে স্বর্গদ্বারস্থ কুক্কুর তাহাকে প্রতিরোধ করে না; পাপাত্মা ব্যক্তিকে নরক কূপে নিপতিত হইতে হয়। নরকের যন্ত্রণা অতি ভয়ানক; কিন্তু তাহা নিত্যস্থায়ী নহে। ওর্মজদ যুগ-পরিবর্ত্তন-দ্বারা এমত এক সময় প্রেরণ করিবেন, যখন অহ্রিমান্ স্বদল-সহ ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইবে, যখন পৃথিবীহইতে ভয়, শোক, দুঃখ, অপনীত হইবে, এবং উপস্থিত পৃথিবীই আনন্দপূর্ণ স্বর্গধামের স্বরূপ ধারণ করিবে।

গলিবরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(২৫ খণ্ডের ১১ পত্রহইতে ক্রমাগত।)

অনন্তর যখন তাহারা দেখিল, যে আমি আর কিছুই খাইতে চাহি না, তখন তাহাদের মধ্যে প্রধান এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি স্বস্থানহইতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দ্বাদশ জন পারিষদ সমভিব্যাহারে লইয়া আমার দক্ষিণ পাদ বহিয়া একখানি মুখের দিকে অগ্রসারী হইয়া একখানি রাজদত্ত তন্নামাঙ্কিত ক্ষমতা-পত্র আমার চক্ষুর নিকটে ধরিয়া রাগসূচক ব্যতীত অপরাপর ভাবভাব জ্ঞাপক অঙ্গভঙ্গীর সহিত প্রায়ঃ অর্দ্ধ দণ্ড কাল কিছু বলিতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল, যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতিজ্ঞা করিতেছে; বার ২ সম্মুখের দিগে অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে লাগিলে পর জানিতে পারিলাম, যে তথাহইতে একপাদক্রোশ দূরে রাজধানীর দিকেই নির্দ্দেশ করিতেছিল, ঐ দেশের রাজা তথায় আমাকে লইয়া যাইতে নিতান্ত মনন করিয়াছিল। আপাততঃ আমি বাক্যদ্বারা কিছু কহিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই ফল দর্শিল না। পরে আমি সেই মুক্ত হস্ত খানি দিয়া, তাহার মস্তক স্পর্শ-পুরঃসর তাহা আপন শিরে ও শরীরে প্রদান করত সঙ্কেতদ্বারা আমাকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিয়া দিতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। বোধ হইল আমার মনোগত অভিপ্রায় বিশিষ্ট প্রকারেই রাজার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, কেননা, সে আপন শির

শ্চালন দ্বারা এবিষয়ে অসম্মতি, এবং স্বহস্তে হস্ত ধরিয়া এমনি ভাব প্রকাশ করিল, যেন সে আমাকে অবশ্যই অবরুদ্ধ করিয়া লইয়া যাইবেক। যাহা হউক সে আরো কয়েক ইঙ্গিত-দ্বারা আমাকে জানাইল, যে তথায় গেলে যথেষ্ট খাদ্য ও পেয় এবং বিশেষ অতিথিসৎকার পাইতে পারিবে। সমনন্তর আমি পুনর্ব্বার সেই বন্ধন ছেদনের উদ্যম করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার মুখে ও হস্ত পাদাদিতে তাহাদের বাণ-বেধনের বেদনা বোধ ও ভূরি২ বাণ তখন পর্য্যন্তও তাহাতে বিদ্ধ হইয়া থাকিতে, এবং তাদৃশ বৈরি সঙ্খ্যার বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, সঙ্কেত-দ্বারা "আমাকে লইয়া যথেচ্ছা করহ" এই কথা তাহাদিগকে জানাইলাম। ইহাতে ঐ হরগো স্বসঙ্গিগণে পরিবৃত হইয়া সভ্যতা-পূর্ব্বক পরমানন্দে প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল বিলম্বে শুনিতে পাইলাম, যে তাহারা সর্ব্বসাধারণে "পেপলাম সেলান" এই শব্দ ভূয়োভূয়ঃ পুনরুক্তি এবং আমার উভয় পার্শ্বের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া এক প্রকার সুগন্ধি অনুলেপন লইয়া আমার গাত্রে মর্দ্দন করিতেছে, তাহাতে অবিলম্বেই আমার গাত্রহইতে সেই সকল বাণ-ব্রণ-বেদনা এক কালে দূর হইয়া গেল। একে তাহাদের খাদ্য ও পেয় বস্তুর ভোজন ও পানে তৎকালীন আমার যৎপরোনাস্তি স্বাস্থ্য বোধ হইয়াছিল, তাহাতে আবার তাদৃশ বেদনোপশমে তাহার আরো আতিশয্য বোধ হওয়াতে আমি অবিলম্বেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। পরে জানা গেল, আমি আট ঘণ্টা নিদ্রিত ছিলাম; আশ্চর্য্যই বা কি? এমনও হইতে পারে, যে হয়ত রাজাজ্ঞায় কোন বৈদ্য আমার পানার্থে প্রেরিত পানীয়ে কিছু স্বাপক ঔষধের মাত্রা মিসাইয়া দিয়া থাকিবেক।

বোধ হইতেছে, উক্ত রূপে স্থল প্রাপ্তির পরে আমাকে ভূমি শয়নে দেখিবামাত্র তাহারা অগ্রে রাজসমীপে এবিষয়ের সংবাদ দেয়; তাহাতে রাজা অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সভা মণ্ডপে বসিয়াই আমাকে তাদৃশ বন্ধনে রাখিতে মনস্থ করেন; ইহাতেই তাহারা রজনীযোগে আমাকে নিদ্রাবস্থায় সেই রূপ করে, পরে তাঁহারই অনুমতিতে তাহারা ঐ সময়ে নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আমার নিমিত্ত আনে; এবং আমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্যে এক যন্ত্রও নির্ম্মাণ করে।

এতাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অতি সাহসিক ও আপদীয় বলিতে হইবেক, প্রতীতি হইতেছে, যে তৎকালে ইউরোপে কোন রাজপুত্র আমার তুল্য হইতে পারেন নাই। সে যাহা হউক এ বড় বহুদর্শী ও বদান্যের কার্য্য করা হইয়াছিল বোধ হয়, কেননা ঐ সকল লোকেরা আমাকে নিদ্রাবস্থায় শেল ও বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তদ্বেধনের বেদনা প্রথমতঃ উপলব্ধি হইবামাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গও হইয়াছিল; অধিকন্তু তাহাতে আমার ক্রোধ ও বল এত বৃদ্ধি করিতে পারিত, যে আমি তদবলম্বনে অনায়াসেই সেই সকল বন্ধন ছেদন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহারা কোন ক্রমেই আর আমার অনিষ্ট করিতে পারিত না, সুতরাং আমার দয়া পাইবারও তাহাদের আর কোন আশা থাকিত না।

এই সকল লোক গণিত বিদ্যায় নিতান্ত পারদর্শী, এবং সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-সহায় সম্রাটের উৎসাহ ও সাহায্যে শিল্পাদি শাস্ত্রে যৎপরোনাস্তি ব্যুৎপন্ন। এই রাজার বৃক্ষ প্রভৃতি ভারী২ পদার্থ বহিয়া আনিবার জন্য অনেক চক্রোপরি নির্ম্মিত

নানাবিধ শকটাকার যন্ত্র প্রস্তুত করা আছে। এই রাজা সর্ব্বদা শাল প্রভৃতি বন মধ্যে বড় ২ সংগ্রামের যোগ্য পোত নির্ম্মাণ করান, তন্মধ্যে কোন২ খানা ঊর্দ্ধ সংখ্যায় নয় ফুট বা ছয় হাত লম্বাও হইয়া থাকে, প্রস্তুত হইলে সে সকল ঐ যন্ত্র দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত ৩।৪ শত গজ ভূমি টানিয়া আনা যায়। ঐ বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার সময়ে ৫০০ শত সূত্রধর এবং কারিকর লাগিয়াছিল। তাহা কেবল এক কাষ্ঠময় অবয়ব ভিন্ন আর কিছু মাত্র নহে, ভূমি ছাড়া তিন ইঞ্চ অবধি প্রায় ঊর্দ্ধে সাত ফুট লম্বা ও বিস্তারে চারি ফুট, দ্বাবিংশতি চক্রের উপরে চলে। ঐ যন্ত্র উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের মহা কোলাহল ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল. বোধ হয় তাহা আমার তথায় পৌঁছিবার চারি ঘণ্টা পরে আসিতে আরম্ভ হইয়া থাকিবেক। আমিও পড়িয়াছিলাম, তাহা আমার সমান ২ স্থানে আনীত হইয়া স্থাপিত হইল,কিন্তু আমাকে তুলিয়া ঐ যানে রাখা তাহাদের পক্ষে বিজাতীয় কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। এক ২ ফুট লম্বা এমন আশী জন লোক এই কার্য্য সাধিতে প্রস্তুত হইয়া সুতুলির মত শক্ত রজ্জুতে বাঁড়শাকৃতি হুক বাঁধিয়া কারিকরকে দিয়া আমার গলা হাত পাদ শরীর বিশিষ্টরূপে বাঁধাইল। পরে নয় শত বলবান লোক ঐ দড়ি ধরিয়া আমাকে টানিতে নিযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ অনেক ২ কপিকলে টানা বাঁধিয়া অবিশ্রান্তে তিন ঘণ্টা পরিশ্রমে কিঞ্চা করিয়া আমাকে সেই যন্ত্রে তুলিয়া সত্বরে তথায় আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। এ সমস্ত বিষয় তাহারা পরে আমাকে জানাইয়াছিল; ইতিপূর্ব্বে আমাকে সেই পেয় দ্রব্য পান করিতে দিবার কালীন তাহাতে কিঞ্চিৎ নিদ্রাজনক কোন ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকিবেক, কেননা বোধ হয়. তাহাতে আমাকে বন্ধন করিবার সময়ে সুষুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর প্রায় সার্দ্ধ চতুষ্টয় অঙ্গুলী উচ্চ, ১৫০০ পনের শত রাজকীয় ঘোটক আনিয়া ঐ শকটে যোজনা পূর্ব্বক রাজধানীর অভিমুখে আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, ঐ স্থান হইতে রাজধানী এক পাদ ক্রোশ পথ দূর।

আমরা রাজধানীর অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিবার ৪ চারি ঘণ্টা পরে এক অত্যন্ত হাস্য জনক আকস্মিক ঘটনায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। যৎকালীন রাজধানীতে উত্তীর্ণ হই, তখন নিদ্রিতাবস্থায় আমাকে কেমন দেখায় এই কুতূহল দেখিবার জন্য তত্রূপাকারের দুই তিন জন যুবক লোক আসিয়া ঐ শকট যন্ত্র দাঁড় করাইয়া তাহাতে বহিয়া উঠিতে এবং ক্রমে ২ আমার মুখের দিকে চলিয়া আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে রক্ষক পদাভিষিক্ত এক ব্যক্তি আপন হস্তের শূলাস্ত্রের ধারাল অগ্রভাগ আমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে, নাসিকায় তৃণ দিলে যেমন বোধ হয়, তেমনি বোধ হওয়াতে আমাকে হাঁচিতে হইল, তৎশব্দ শ্রবণে তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি না। এত হঠাৎ জাগরিত হইবার কারণ আমি তিন সপ্তাহ পরে জানিতে পারিলাম। অনন্তর সন্ধ্যা হইবার কিছু অবশিষ্ট থাকিতে ২ আমরা তথাহইতে গেলাম. এবং রাত্রিকালে আমার দুই পার্শ্বে পাঁচ শত রক্ষক অর্দ্ধেক লোক হাতে মশাল ও অপরার্দ্ধ হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া পাছে নড়ি বা সরিয়া কোথায়ও যাই, এই ভয়ে চৌকী দিতে লাগিল। পর দিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে আমরা পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। অপরেহ্ন, তার তথাহইতে ১০।১২ বিঘা পথ দূরে ছিল, কিন্তু উত্তীর্ণ

হইতে দুই প্রহর অতীত হইল। তত্রস্থ সম্রাট্ সভ্যগণে পরিবৃত হইয়া আমাদিগকে দেখিতে বাহিরে আইলেন, কিন্তু আমার শরীরে আরোহণ করিয়া পাছে তাঁহার দৈহিক কোন শান্তির ব্যাঘাত জন্মে একারণ তাঁহার প্রধান২ কর্ম্মচারিরা ব্যস্ত হইতে লাগিল।

যেখানে আমাকে বহিবার শকট যন্ত্র স্থগিত রহিল, তথায় একটা প্রাচীন মন্দির ছিল, রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষায় সেই টা অতি বৃহৎ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটা আকস্মিক হত্যা হওয়াতে তাহা অপবিত্র রূপে গণ্য হইয়াছিল। প্রজাবর্গের আগ্রহানুসারে ইহা এক অশুদ্ধ পদার্থের নিদর্শন স্থল স্বরূপে পরিগণিত; সুতরাং তথাহইতে অলঙ্কার ও বহু মূল্য দ্রব্য সামগ্রী স্থানান্তর নীত হইয়াছিল, কেবল সেই মন্দিরটি মাত্র সামান্য ব্যবহারেই নিযুক্ত ছিল।

এই মন্দির মধ্যে আমার বাসা দেওয়ার কল্পনা স্থির হইয়াছিল। ইহার উত্তরদিকের প্রধান দ্বার ২॥০ হাত উচ্চ, ও প্রস্থ পরিমাণে প্রায় ১।০ হাত, তাহা দিয়া আমি অনায়াসে সঙ্কুচিত হইয়া প্রবেশিতে পারিতাম। দ্বারের দুই পার্শ্বে ভূমি ছাড়া ছয় অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে দুই ক্ষুদ্র গবাক্ষের বামদিকের গবাক্ষ দিয়া প্রায় শতাবধি সূক্ষ্ম২ ক্ষুদ্র শৃঙ্খলে আমার বাম পাদ বাঁধিয়া ৩৬ টা তালা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এই মন্দিরের বিপরীত দিগে প্রধান রাজপথের পার্শ্বে ১২।১৩ হাত দূরে এক উচ্চ গুম্বজ ছিল, অন্ততঃ তাহার উচ্চতা প্রায় ৩।০ হস্ত হইবেক। দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু পরে শুনিতে পাইলাম, তত্রত্য সম্রাট্ নিজ সভার অনেক২ প্রধান ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমাকে দর্শন করিবার মানসে ঐ গুম্বজের উপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আমার উপস্থানের বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে সেই নগর নিবাসী এক লক্ষ প্রজা আমাকে দেখিবার মানসেই বাহিরে আসিয়াছিল। বিশেষতঃ সাবধানতা সহকারে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় অন্যূন দশ সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়া থাকিবেক, এবং উহারা সোপান সহযোগে আমার দেহের উপরি আরোহণ করিত; কিন্তু অবিলম্বেই তাহাদিগকে এতাদৃশ মরণ যাতনা দানে বিরত করিবার মানসে ঘোষণা বাহির হইয়াছিল।

কর্ম্মকারেরা আমাকে তাদৃশ বন্ধন চ্ছেদনে অসমর্থ বুঝিয়া ত্বরায় সে সকল রজ্জু কাটিয়া ফেলিল। তাহাতে তখন আমি এতাদৃশ বিষণ্ণ ও অসুস্থভাবে গাত্রোত্থান করিয়াছিলাম, যে জন্মাবচ্ছিন্নে আমার তেমনটি আর কখন হয় নাই। গাত্রোত্থান পুরঃসর আমাকে বেড়াইতে দেখিয়া উপস্থিত প্রজাবর্গের যে রূপ কোলাহল ও চমৎকার বোধ হইয়াছিল, তাহা বচনাতীত। যে শৃঙ্খলে আমার বাম পাদ বদ্ধ ছিল, তাহা প্রায় চারি হাত লম্বা সুতরাং তাহাতে যে আমি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্র পশ্চাৎ গমনাগমন করিতে পারিতাম এমৎ নহে, কিন্তু সঙ্কুচিত হইয়া অনায়াসে মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও তাহার মধ্যে বিস্তৃত শরীরে শয়ন করিতেও সমর্থ হইয়াছিলাম।

ইতি প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত। রা. মা. বি.

সঙ্গীত-মর্ম্ম।

ধ্বনি দুই প্রকার, অকৃতি ও সুকৃতি। যে ধ্বনির উৎপত্তিতে কেবল শব্দ মাত্র কর্ণগোচর হয়ও কোন অর্থ প্রকাশ পায় না, তাহার নাম "অকৃতি", যথা আঘাতে বা পতনে
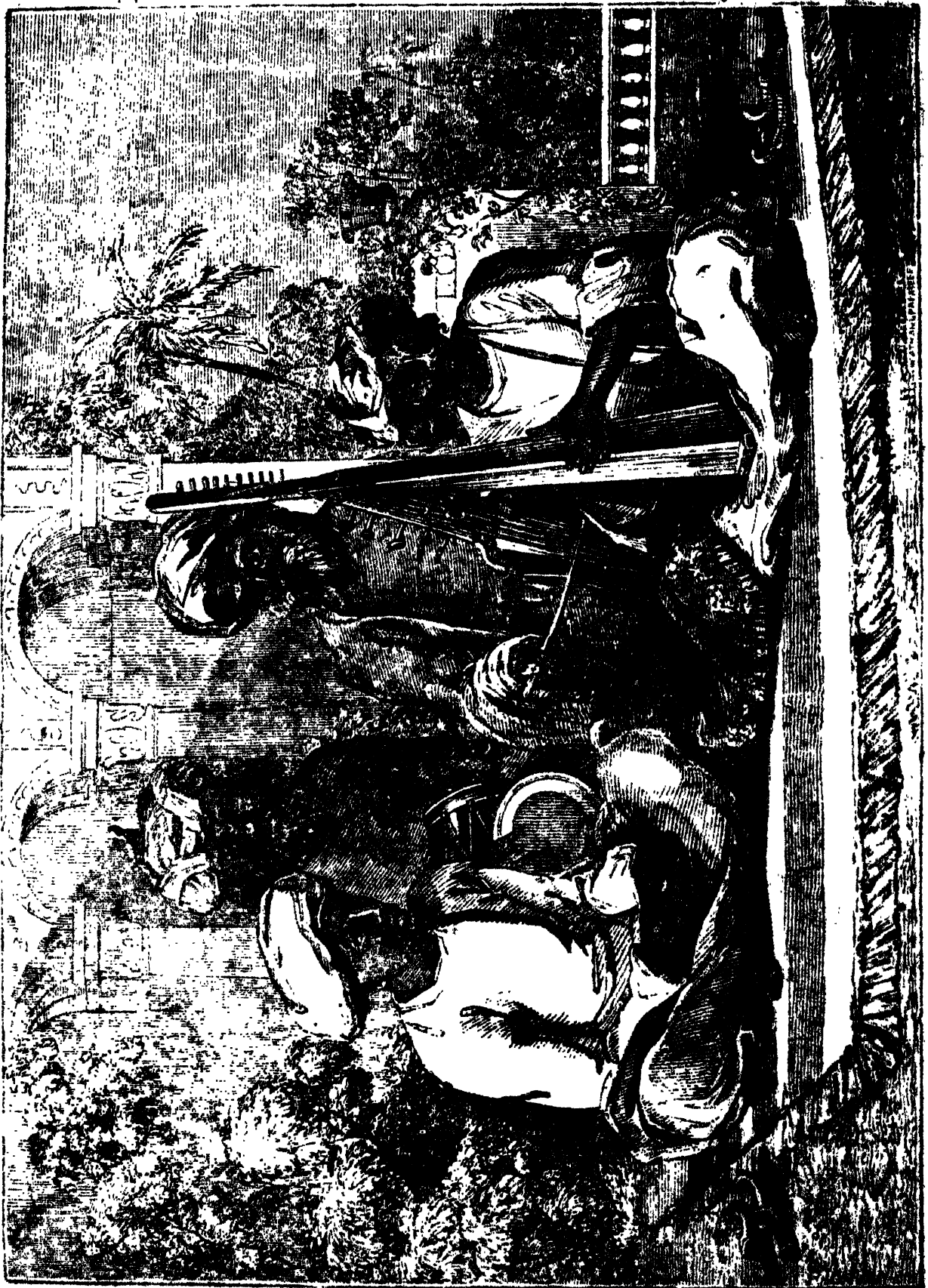
এতদ্দেশীয় গায়ক।

উৎপন্ন ধ্বনি। অপর যে ধ্বনিদ্বারা বস্তু নির্দ্দেশিত, বা কোন ক্রিয়া বা অন্তর্ভাবাদি অর্থ বিজ্ঞাত হয়, তাহার নাম সুকৃতি; শাস্ত্রে ঐ সুকৃতি ধ্বনিকে বর্ণাত্মক ধ্বনি বা ভাষা শব্দে বিধান করে।

অকৃতি ধ্বনি স্বরের ও কালের অনিয়মে উৎপন্ন হইলে "নার্থ" হয়, ও স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে শব্দিত হইলে গীতবাদ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া সঙ্গীত উৎপন্ন করে। ঐ সুস্বরবিশিষ্ট অকৃতি ধ্বনিতে মনোরঞ্জন হয় বলিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহাকে "সার্থ" শব্দে কহে। "দ্রিম্ তানা নানা দেরে না" এই কয়েকটি শব্দ এক-স্বরে অনিয়মিতকাল-ব্যবধানে ক্রমশঃ দ্রি—ম্—তা—না—না—না ইত্যাদি রূপে উচ্চারণ করিলে কোন সঙ্গীত-রসের উদয় হয় না; পরন্তু স্বর ও কাল নিয়মের সাহায্যে তাহাই উত্তম সঙ্গীত হইতে পারে। অতএব স্বর ও কাল নিয়মই গীতের মূল, তদ্ভিন্ন গীত সম্ভবে না।

কণ্ঠহইতে যে২ স্বর নির্গত হয় তাহার লক্ষণ বিবেচনা করিলে তাহাকে সাত প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে। গীত-প্রসঙ্গে যে স্বর আয়াস ব্যতীত অযত্নে নির্গত হয় প্রাধান্যার্থে তাহাকে "প্রথম স্বর", এবং তদপভ্রংসে "সুর" ও কদাপি "প্রথম" শব্দে বলা যায়। ময়ূর বা গর্দ্দভের সহিত ঐ স্বরের তুলনা হইয়া থাকে। ইহা "ষড়্জ" নামেও বিখ্যাত আছে। তদনন্তর দ্বিতীয় স্বর; তাহা বৃষ-ধ্বনির তুল্য প্রযুক্ত "ঋষভ" নামে বিখ্যাত। ভেক বা চাতক রবের সহিতও তাহার তুলনা হইয়া থাকে। তৃতীয় স্বরের নাম "গান্ধার"; তাহা ধেনু বা অজার ধ্বনি সদৃশ। চতুর্থের নাম "মধ্যম"; এবং কোকিল বা ক্রৌঞ্চ স্বর তাহার তুলনা স্থান। তদনন্তর কুসুম-কালের কোকিল-কাকলী-তুল্য যে স্বর তাহার নাম "পঞ্চম"। ষষ্ঠ স্বর অশ্ব-স্বনের তুল্য, এবং "ধৈবত" নামে বিখ্যাত। সপ্তম কুঞ্জর-ধ্বনি সদৃশ, ও "নিষাদ" নামে খ্যাত। এই সপ্ত স্বরের সমষ্টি নাম "স্বরগ্রাম"। কথিত আছে যে সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ সোমেশ্বর নামা কোন পণ্ডিত উক্ত সপ্তস্বরের নিয়ম নিরূপণ করেন।

গভী-ও সানুনাসিক শব্দে এই স্বরগ্রাম ত্রিগুণী কৃত হয়, তদ্যথা "ষড়্জ গ্রাম", "মধ্যম গ্রাম" এবং "গান্ধার গ্রাম"। মনুষ্যে ঐ সমস্ত তিন গ্রাম উচ্চারণ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকের কণ্ঠে মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম, ও পুরুষের কণ্ঠে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই স্বর-গ্রামের সুবোধার্থে বীণা বা সেতার যন্ত্রের আলোচনা আবশ্যক। শেষোক্ত যন্ত্রের দণ্ডে শোড়ষ খানি "পরদা" নামে বিখ্যাত ধাতুময় শলাকা থাকে, তাহার মধ্যস্থ সপ্ত খানিহইতে মধ্য-গ্রামের সপ্ত স্বর ধ্বনিত হয়, নিম্নস্থ পাঁচ খানিতে গান্ধার গ্রামের প্রথম পঞ্চ স্বর, ও ঊর্দ্ধের চারি খানিতে ষড়্জ-গ্রামের শেষ চারি স্বর আলাপিত হইয়া থাকে।

এই পরদা-সকল যে২ স্থানে নিবদ্ধ হয় তাহার মধ্যগত স্থানে অপর পরদা বান্ধিয়া ধ্বনি করিলে উল্লেখিত সপ্ত-স্বর ব্যতীত অন্য স্বর উৎপন্ন হইবে, ইহা অবশ্যই সম্ভবে। ঐ সকল স্বর প্রধান সপ্ত স্বরের অধীন; অতএব রূপক বর্ণনায় তাহা স্বরের স্ত্রী নামে বিখ্যাত হয়। ষড়্জ ও ঋষভ পরদার মধ্যবর্ত্তি স্থানে অপর চারিটি পরদা বান্ধিয়া চারিটি অধীন স্বরের উৎপাদন করিয়া থাকে, এই হেতুক শাস্ত্রে ষড়্জের চারি স্ত্রীর নির্দ্দেশ আছে। এই রূপে ঋষভের তিন স্ত্রী, গান্ধারের দুই, মধ্যমের চারি, পঞ্চমের চারি, ধৈবতের তিন, এবং নিষাদের

দুই * স্ত্রী নিরূপিত হয়। এই দ্বাবিংশতি অধীন স্বরের সমষ্টির নাম "শ্রুতি"। কদাপি ইহাদিগকে "অর্দ্ধ-স্বর" শব্দেও কহা যায়। গ্রাম-ভেদে এই শ্রুতির নিয়ম অন্যথা হইয়া থাকে। মধ্যম-গ্রামে পঞ্চমের শেষ শ্রুতি ধৈবতের অধীন হয়; পরন্তু তাহার বিশেষ লক্ষণ সুশিক্ষিত গায়ক ভিন্ন অন্যের অনায়াসে বোধগম্য হইবে না। অতএব, তদ্বিষয়ের বিবরণে কাল-ক্ষেপ করা অনাবশ্যক।

স্বর-গ্রামের আলাপনে যে স্থানে এক স্বরের বিরাম হইয়া তৎপর স্বরের আরম্ভ হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা। কোন২ সঙ্গীত-শাস্ত্রানুসারে মূর্চ্ছনা স্বরের আরোহ অবরোহে যে স্বরে রাগনিষ্পন্ন হয় তাহাকেও মূর্চ্ছনা শব্দে কহে। সপ্ত-স্বরে ঐ মূর্চ্ছনা সপ্তবার হইয়া থাকে, ও তিন গ্রামে তাহার সংখ্যা একবিংশতি নিরূপিত হয় †।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমাত্রেই রূপক-প্রিয়; বিশেষতঃ যে সকল আচার্য্যেরা ধর্ম্মগ্রন্থও ভূরি২ রূপক-বর্ণনে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে প্রমোদাস্পদ-সঙ্গীত-শাস্ত্রের সর্বাঙ্গ রূপকালঙ্কারে বিভূষিত করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সেই বর্ণনা সকল অত্যন্ত মনোহর; তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় জনগণের মনঃ এতাদৃশ মুগ্ধ আছে, যে তাহার যাথার্থ্য অধুনা জনগণের মনে প্রকটিত করাই কঠিন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, স্বর-সকল পুরুষরূপে ও তদীয় শ্রুতি-সকল স্ত্রীরূপে বর্ণিত হয়। অপর সেই স্ত্রীপুরুষদিগের অপত্যেরও নির্দ্দেশ আছে; তাহারা "রাগ" নামে বিখ্যাত। ষড়জের পুত্র ভৈরব রাগ, ঋষভের পুত্র মালকোশ, গান্ধারের পুত্র হিন্দোল, মধ্যমের পুত্র দীপক রাগ, পঞ্চমের পুত্র মেঘ রাগ, এবং ধৈবতের পুত্র শ্রীরাগ, কেবল নিষাদ নিঃসন্তান। অপর ঐ রাগ-সকলের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের প্রচুর বর্ণন আছে। ফলতঃ, যে সকল সঙ্গীত এক ধর্ম্মাক্রান্ত ও এক প্রধান স্বর-মণ্ডলীর অনুযায়ী তাহারা সেই প্রধানের পরিবার নামে বিখ্যাত হয়; ও পরস্পর সমধর্ম্মতার নৈকট্যানুসারে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, সহচরী প্রভৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সমধর্ম্মতা, অর্থাৎ কোন্২ রাগ কাহার সহিত কোন্২ লক্ষণে তুল্য তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন, এবং অনেক রাগ সম্বন্ধে তন্নিরূপণ কেবল কল্পনা মাত্র; সুতরাং এবিষয়ে সকল গ্রন্থকারের মত ঐক্য হইতে পারে না। অঙ্ক-বিদ্যা-প্রণেতা শুভঙ্কর ছয় রাগের ছত্রিশ রাগিণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু হনুমান-ভরতাদি অপর প্রাচীন-গ্রন্থকারেরা তাহার অন্যথায় কোন রাগের পাচ স্ত্রী, কোন রাগের ছয়, কোন রাগের সপ্ত বা অষ্ট স্ত্রী বর্ণন করেন। সোমেশ্বর ভৈরবরাগের পাঁচ স্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ কুত্রাপি তাহার সাত স্ত্রীরও উক্তি আছে। অপর ঐ স্ত্রীদিগের নামেরও নিশ্চয় নাই। ভৈরবী অতিপ্রসিদ্ধা রাগিণী; অনেক গ্রন্থকারের মতে ও নাম ব্যুৎপত্তিতে ইহা স্পষ্টই ভৈরবের স্ত্রী ব্যক্ত আছে; অথচ গ্রন্থান্তর-মতে ইহা মালকৌশের স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অপরাপর রাগ রাগিণী ও অনুরাগাদির বিষয়ে এই রূপ অস্থিরতা দৃষ্ট হয়।

* শ্রুতিদের নাম যথা।

কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রুদ্রা। ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, রক্তী, রক্তা। সন্দীপনা, আলাপিনী, মদন্তী, [illegible] রোহিণী, রম্যা, ক্ষোভিণী, উগ্রা।

† মূর্চ্ছনাদিগের নাম যথা।

ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনা ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, ষণ্মধ্যা। মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধা, অন্তা, কলাবতী, তীব্রা। গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেদরী, সুরা, নাদাবতী, বিশালা।

গ্রন্থকারেরা এই রাগ-সকলকে তিন বর্গে বিভাগ করেন। প্রথম, যে সকল রাগের আলাপনে সমস্ত স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহাদিগের নাম "সম্পূর্ণ" রাগ; দ্বিতীয়, যে সকল রাগের আলাপনে ছয় খানি স্বর উচ্চারিত হয়, তাহার নাম "ষাড়ব"; তৃতীয়, ও যে সকল রাগে পঞ্চ স্বর ধ্বনিত হয়, তাহার নাম "ঔড়ব"। এই রাগ-সমূহের ধ্যান ও আলাপনের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু প্রস্তাব-বাহুল্য হইবার ভয়ে এই স্থলে তাহার উল্লেখ করিতে স্পৃহা হইতেছে না।

সঙ্গীতের মূল স্বর এবং কালের নিয়ম। তন্মধ্যে স্বরের স্থূল বিবরণ উক্ত হইল, এই ক্ষণে কাল নিয়মের লক্ষণ বক্তব্য। তানাদেরে ইত্যাদি প্রদত্ত দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে কাল নিয়ম না থাকিলে কদাপি সঙ্গীত রসের উদ্রেক হইতে পারে না। স্বর শ্রুতি মূর্চ্ছনার আলাপন অতি সুচারু রূপে হইলেও সঙ্গীত রসের সার্থকতার নিমিত্ত কাল-নিয়মের অত্যন্ত প্রয়োজন রাখে। ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যমাদির প্রত্যেকের উচ্চারণে তুল্য কাল আবশ্যক; তদন্যথায় রসের হানি হয়। এই কাল নিয়মের নাম "তাল"। ঐ তালের মর্ম্ম এই যে নৃত্য-সম্বন্ধে পাদ বিক্ষেপ, বাদ্য-সম্বন্ধে শব্দ (বোল) ও গীত-সম্বন্ধে বাক্য, নির্দ্দিষ্ট-কালে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যায় প্রয়োজিত হইবেক। এক মুহূর্ত্তে যদ্যপি চারিটি বাক্য উচ্চারিত হয়, তৎপর মুহূর্ত্তেও সেই চারিটি বা তদ্দ্বিগুণ বা তদর্দ্ধেক অথবা তচ্চতুর্থাংশ বাক্য উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক; কদাপি তন্নিয়মের অন্যথা হইলেই তালের হানি হয়। বাদ্য ও গীতের তালমিলনের নাম "লয়"; এবং যে স্থানে বিরাম করা যায় তাহার নাম "মান"। এই মান দুই প্রকার, গীতের মধ্যে২ যে যতি রাখা যায়, তাহার নাম "অন্তর্গত মান" বা "সম"; ও পদ সম্পূর্ণ হইলে যে বিরাম হয়, তাহার নাম "পূর্ণ মান"।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতবেত্তারা স্বর-সকল অনায়াসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; কিন্তু ইদানীন্তনের গায়কেরা সঙ্গীত বিদ্যার সাধন না করিয়া কেবল স্বর-সাধন করেন, এই প্রযুক্ত সে বিদ্যার একেবারে লোপ হইয়াছে। এই ক্ষণে কাগজে সুর লিখিবার উল্লেখ করিলেও উপহাসাস্পদ হইতে হয়; অথচ ইউরোপ খণ্ডে সর্ব্বদাই এক দেশের নূতন স্বর-বিন্যাস (সুর) লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য দেশে প্রেরিত হইতেছে; এবং ঐ লিপি-দৃষ্টে স্বর-সাধন করিলে কোন মতে আদিম গায়কের স্বর হইতে পৃথক্ হয় না। এতদ্দেশে বিদ্যার পুনরাবির্ভাবে ভরসা করি এই লুপ্ত বিদ্যারও উদ্ধার হইবেক।

হ্রদের বিবরণ।

উৎস জল কি প্রকারে নদী ও কুণ্ড রূপে পরিণত হয়, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ উৎস-জলসম্ভূত কুণ্ড অতি বৃহৎ হইলে "হ্রদ" নামে বিখ্যাত হয়। সেই হ্রদ চারি প্রকার; প্রথম যাহার জল স্রোতোরূপে বহির্গত না হয়, ও যাহাতে স্রোতো-জল নিপতিত না হয়। দ্বিতীয়, যাহাহইতে স্রোতঃ উৎপন্ন হয়; তৃতীয়, যে হ্রদ স্রোতঃ উৎপাদন করে, ও স্রোতো-জল প্রাপ্ত হয়। চতুর্থ, যাহাতে অন্যত্রের স্রোতো-জল আসিয়া নিপতিত হয়, অথচ তাহাহইতে কোন স্রোতঃ নির্গত হয় না।

প্রথম প্রকার হ্রদ বৃহৎ কুণ্ড মাত্র; কোন প্রশস্ততর নিম্ন-স্থানে উৎস জল সমূহীত হইলেই তাহার উৎপত্তি হয়। ঐ উৎস-জল নিম্ন স্থান পরিপূর্ণ করত উচ্চ হইলে স্রোতের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাই দ্বিতীয় প্রকার

হ্রদ; ঐ হ্রদের নিকটবর্ত্তি কোন উচ্চ স্থানহইতে আগত কোন স্রোতঃ তাহাতে নিপতিত হইলে তৃতীয় প্রকার হ্রদ প্রস্তুত হয়। উত্তর-আমেরিকায় এবম্প্রকার অতি বৃহৎ হ্রদ অনেক আছে; তাহাতে অনেক নদী আসিয়া নিপতিত হয়, এবং অবশেষে তৎসমুদায়ের জল সেণ্টলরেন্স-নদী দিয়া আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রে অপসৃত হয়; আসিয়া-খণ্ডের উত্তরাঞ্চলস্থ বৈকাল হ্রদও এই প্রকার।

চতুর্থ প্রকার হ্রদ অতি আশ্চর্য্য, তাহাতে প্রকাণ্ড২ নদীর জল আসিয়া পড়ে, অথচ তাহাহইতে নির্গত কোন স্রোতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। আরাল এবং কাস্পীয় হ্রদ এই প্রকার হ্রদের এক দৃষ্টান্ত স্থল। কর, উরাল, বল্গা প্রভৃতি অনেকটা প্রকাণ্ড নদীহইতে প্রভূত জল আসিয়া নিত্য কাস্পীয় হ্রদে নিপতিত হইতেছে, এবং ঐ হ্রদহইতে তাহার নির্গমনের কোন পথ নাই, অথচ তদ্দ্বারা ঐ হ্রদের জলবৃদ্ধি না হইয়া বরং ক্রমশঃ তাহার হ্রাসই হইতেছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ নিরূপণার্থে ভূতত্ত্ববেত্তারা নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের বোধে বাষ্পীভবনই ইহার প্রধান কারণ; তদ্দ্বারাই নদ্যাগত জলের সমতা রক্ষিত হয়।

কাস্পীয় ও আরাল হ্রদের জল লবণাক্ত, এবং তাহার তীর অনেক সমুদ্রতটের ন্যায়। প্রতীতি হইতেছে যে হ্রদদ্বয় কোন না কোন কালে সমুদ্রের এক অংশ ছিল; ফলতঃ কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয় হ্রদের মধ্যবর্ত্তী ভূমি অর্ব্বাচীন, এবং বোল্গানদী-কর্তৃক আনীত মৃত্তিকাপ্রচয়ে রচিত হইয়াছে; তদুৎপত্তির পূর্ব্বে আরাল ও কাস্পীয় হ্রদ ও কৃষ্ণসাগর একত্র মিলিত থাকিয়া মহাসমুদ্রের অংশরূপে পরিগণিত ছিল।

লবণাক্ত হ্রদ কোন২ সময়ে শুষ্ক হইয়া পুনঃ২ জলপূর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু এক ঘটনার প্রধান কারণ কি, অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। হ্রদোৎপাদক উৎসের অবরোধ হইলে হ্রদের লোপাপত্তি সম্ভাবনা; আবিসিনিয়া দেশের নিকটবর্ত্তি হ্রদ এই প্রকারে উৎসের নিরুদ্ধতা প্রযুক্ত শুষ্ক হয়।

জেনেভা হ্রদ নির্বাত সময়েও অত্যন্ত আন্দোলিত হয়। স্কটলণ্ড-দেশের লমণ্ড-হ্রদের এই প্রকার স্বভাব। ইহার কারণ অদ্যাপিও নিশ্চিত হয় নাই। বোধ হয় ভূগর্ভোত্থিত বায়ুই এই আন্দোলন উপস্থিত করে।

কোন২ হ্রদে দ্বীপবৎ ভূমিখণ্ড বাহ্যমানহইতে দৃষ্ট হয়; ভূতত্ত্ববেত্তারা অনুমান করিয়াছেন যে বোদমৃত্তিকাবৎ এক প্রকার লঘুমৃত্তিকাখণ্ড তটহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রদোপরি ভাসিয়া থাকে। প্রুসিয়া-দেশে গর্ড-হ্রদে এক বাহ্যমান দ্বীপ আছে, যাহাতে অনায়াসে শতাধিক ধেনু চরণ করিয়া থাকে।

বায়ুর বিবরণ।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে ৪০ ক্রোতিষী ক্রোশ অন্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বায়ুতে পরিপূর্ণ; ঐ বায়ুর গতিতে জগতের অনেক ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। বেদে ইহাকে "পাবক" অর্থাৎ পবিত্রকারী শব্দে বিধান করে, কারণ দুর্গন্ধরূপ ক্লেদের দূরী করণার্থে বায়ুই এক মাত্র উপায়।

যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বায়ুও সেই নিয়মের অধীন; ফলতঃ বায়ু এক প্রকার তরল পদার্থ, সুতরাং সর্ব্ব প্রকারের তাহাদের ধর্ম্ম ইহাতে বর্ত্তমান আছে; এই মাত্র বিশেষ যে তরল পদার্থের অন্তরাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়া তাহা অনায়াসে স্ফীত হয় না; বায়ুর অন্তরাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত লঘু এই প্রযুক্ত বায়ু অনায়াসেই স্ফীত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম্ম এই যে তাহার সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও অপরাংশ নিম্ন হয় না; কোন কারণবশতঃ সমোচ্চতার হানি হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ পদার্থ আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা-রক্ষার চেষ্টা করে।

অপর এক নিয়ম এই যে বস্তু মাত্রেই উষ্ণতায় স্ফীত এবং শীতে শঙ্কুচিত হয়; স্থূল তনু সকল পদার্থ এই নিয়মের অধীন; কেহই ইহাহইতে স্বতন্ত্র নহে। শীতকালে যে লৌহ-খণ্ড ঠিক এক হস্ত দীর্ঘ থাকে, গ্রীষ্মে তাহা এক হস্তহইতে কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ হয়; অপর তাহা অগ্নিতে উৎতপ্ত করিলে তদপেক্ষায় আরও দীর্ঘ হয়। স্বর্ণ রজত প্রস্তরাদি অপর সকল পদার্থও এই প্রকার। দৃঢ় পদার্থাপেক্ষায় তরল পদার্থ উষ্ণতায় অধিক বৃদ্ধ হয়; বায়ু তরল পদার্থ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক সূক্ষ্ম, সুতরাং তাহা গ্রীষ্মে অত্যন্ত স্ফীত হয়।

বায়ু স্বভাবতঃ সর্ব্বত্র স্থিরভাবে থাকে, পরন্তু কোন এক প্রদেশে সূর্য্যোত্তাপ অধিক হইলে, বা দাবানল বা অন্য কোন কারণে বায়ু উত্তপ্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফীত ও অন্য বায়ুর অপেক্ষায় লঘু হয়। এই লঘু বায়ুর ধর্ম্ম ঊর্দ্ধে গমন; এবং ঐ বায়ু যখন ঊর্দ্ধে গমন করিতে থাকে তৎকালে প্রথমোক্ত নিয়মপ্রযুক্ত তাহার অপর দিকস্থ শীতল স্থূল বায়ু তৎপরিত্যক্ত-স্থান পূরণার্থে তদ্দিগে ধাবমান হয়; তথা এই দুই নিয়মপ্রযুক্তই স্থির বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে; মন্দ-বায়ু, ঘূর্ণি বায়ু, ঝড় প্রভৃতি সকলই ঐ কারণহইতে উৎপন্ন হয়।

যে বায়ু প্রতিঘণ্টায় অর্দ্ধ-ক্রোশ-মাত্র ভ্রমণ করে তাহা প্রায়ঃ সহসা আমাদিগের বোধগম্য হয় না; যে বায়ু ঐ ঘণ্টায় ২ বা ২।।০ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করে তাহা "মন্দ-বায়ু" নামে খ্যাত। চতুরস্রু একহস্তস্থানে তাহা যে বেগে আহত হয়, এক ছটাকের যে ভার তাহা তদনুরূপ হইবে। প্রতি ঘণ্টায় যে বায়ু ৫।৭ ক্রোশ ভ্রমণ করে তাহাকে "তেজো-বায়ু" শব্দে কহা যায়; তাহা বিশেষ তেজোবস্থ হইলে প্রতি ঘণ্টায় ১০।১৫ ক্রোশ স্থান অগ্রগমন করে। তাহার বেগের পরিমাণ প্রতিচতুরস্রু হস্তে ৩।৪ সের হইবেক। সামান্য ঝড় প্রতিঘণ্টায় ২৫।৩০ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করে, এবং তাহার বেগের পরিমাণ ১০।১২ সের; পরন্তু সকল ঝড় সমবেগে হয় না, এই প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নিরূপণ করা অসাধ্য। যাহা উক্ত হইল তাহা সামান্য ঝড় পক্ষেও স্থূল অনুমান মাত্র।

পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল, তথাহইতে যত নিরক্ষ-বৃত্তের নিকট অগ্রসর হওয়া যায় তত গ্রীষ্মের বৃদ্ধি হয়, এই কারণ বশতঃ দুই কেন্দ্রহইতে নিরক্ষ-বৃত্তাভিমুখে নিয়ত দুই বায়ু-প্রবাহ আসিতেছে; কদাপি তাহার নিবৃত্তি নাই। অপর নিরক্ষ-বৃত্তের নিকটহইতে যে উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করে তাহা কিয়দ্দূর উচ্চে উঠিলে তথাকার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইয়া কেন্দ্রহইতে আগত বায়ুর স্থান পূরণার্থে কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে; তথা পৃথিবীর সন্নিকটে যে প্রকার বায়ুপ্রবাহ কেন্দ্রহইতে নিরক্ষ-বৃত্তাভিমুখে আসিতেছে, আকাশের ঊর্দ্ধদেশে তদ্রূপ বায়ুপ্রবাহ নিয়ত কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতেছে। এই বায়ুপ্রবাহ-চতুষ্টয়ের কদাপি নিবৃত্তি নাই, এই প্রযুক্ত তাহাকে "নিয়ত বায়ু" শব্দে কহা যাইতে পারে। এই নিয়ত-বায়ুর যে প্রবাহ সুমেরু কেন্দ্রহইতে আইসে তাহার স্বাভাবিক গতি দক্ষিণাভিমুখ, ও যে প্রবাহ কুমেরু-কেন্দ্রহইতে আইসে তাহার গতি উত্তরাভিমুখ; কিন্তু প্রত্যক্ষ তাহা প্রতীত হয় না; তদন্যথায় ঐ বায়ু ঈশান কোণ ও অগ্নি কোণহইতে আসিয়া থাকে; তাহার কারণ এই, পৃথিবী নিয়ত পূর্ব্বাভিমুখে অত্যন্ত-ভয়ানক-বেগে প্রতি-ঘণ্টায় এক সহস্র-জ্যোতিষী-ক্রোশ-ব্যাপ্ত স্থান ভ্রমণ করে; বায়ু অপর্য্যাপ্ত ঝড় হইলেও এক ঘণ্টায় শত বা এক শত পঁচিশ ক্রোশের অধিক স্থান ভ্রমণ করিতে পারে না; অতএব উত্তর বা দক্ষিণ দিগ্‌হইতে ঝড় আসিলেও পৃথিবীসম্বন্ধে তাহার গতি ঋজু থাকিতে পারে না, এবং নিরক্ষ-বৃত্তের নিকটস্থ মনুষ্যকে সেই ঝড় ঈশান বা অগ্নি কোণহইতে আগত বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়ত-বায়ুর বেগ ঝড়ের বেগহইতে অনেক লঘু; সুতরাং তাহা ঈশান ও অগ্নি কোণাগত হইয়া থাকে। এই বায়ুতে জাহাজ গমনাগমনের বিশেষ সাহায্য হয় বলিয়া নাবিকেরা ইহাকে "বাণিজ্য-বায়ু" শব্দে কহে।

সূর্য্যোত্তাপে জল অপেক্ষায় স্থল অধিক উত্তপ্ত হয়, অতএব পৃথিবীর যে অংশে অধিক স্থল আছে তাহা জলাধিক্য অংশহইতে অধিক উষ্ণ থাকে। দ্বিতীয়-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে নিরক্ষ-বৃত্তের দক্ষিণাপেক্ষায় উত্তর-দিগে অধিক স্থল আছে। এই প্রযুক্ত নিরক্ষ-বৃত্তস্থ স্থান অত্যন্ত উষ্ণ না হইয়া তাহার সাত অংশ উত্তরে, অত্যন্ত উষ্ণতা প্রত্যক্ষ হয়। এই স্থানের উভয় পার্শ্বে প্রায়ঃ পাঁচ অংশ স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগমন করে, এবং ঐ স্থান পূরণার্থে পূর্ব্বোক্ত বাণিজ্য-বায়ু প্রবাহিত হয়; কিন্তু পৃথিবীর গতিতে তাহার গতির বক্রতা ঘটিয়া ঐ স্থানে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। নিরক্ষ বৃত্তের উপরে দশ অংশহইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত পৃথ্বীর উত্তর-ভাগের বাণিজ্য-বায়ু প্রবাত হয়; ও দক্ষিণ-ভাগের বাণিজ্য-বায়ু নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তরে দ্বিতীয় অংশহইতে দক্ষিণে ২৩ অংশ পর্য্যন্ত স্থানে প্রবাত হয়। এই দুই বায়ু-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বায়ু ঊর্দ্ধগমন করে, কিন্তু পৃথিবীর সন্নিকটে তাহা অনায়াসে অনুভূত হয় না; সর্ব্বদা প্রায়ঃ নির্ব্বাত বোধ হয়; মধ্যে২ ঐ স্থানে অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে, এই প্রযুক্ত নাবি-

কেরা ইহাকে "নির্ব্বাত ও অস্থির-বায়ু-মণ্ডল" শব্দে কহে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যদ্যপি জলময় হইত তাহা হইলে বাণিজ্য-বায়ুও সর্ব্বত্র সমান বোধ হইত; কিন্তু ভূভাগের উষ্ণতা ও পর্ব্বতের বাধা প্রযুক্ত তাহা ভূভাগে অনুভূত হয় না, কেবল মহাসমুদ্রের গর্ভে তাহার প্রচার আছে। ভারত-সমুদ্রের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগ ভূমিদ্বারা বেষ্টিত, বিশেষতঃ মহাপ্রাচীরস্বরূপ হিমালয়পর্ব্বতে তাহার অধিকাংশ আবৃত; উত্তরভাগের বাণিজ্য-বায়ু ঐ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আসিতে পারে না; সুতরাং ভারত-সমুদ্রে ঐ বাণিজ্যবায়ুর প্রচার নাই; তথায় তৎপরিবর্ত্তে অপর একপ্রকার বায়ু বহিয়া থাকে; তাহা প্রথম ছয় মাস অগ্নিকোণহইতে ও অপর ছয় মাস বায়ুকোণহইতে প্রবাহ হয় বলিয়া "মৌসুম বায়ু" নামে খ্যাত। কার্ত্তিক অবধি চৈত্র-পর্য্যন্ত "আগ্নেয়-বায়ু" ও বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত "বায়ব্য বায়ু" বহিয়া থাকে। সমুদ্রে এই বায়ু অনুভূত হইবার পূর্ব্বেই ইহার ভূভাগে প্রচার হয়, এই প্রযুক্ত আগ্নেয় মৌসুম আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বে ফাল্গুন-মাসেই আমরা মলয়ানিল সম্ভোগ করিয়া থাকি। প্রত্যেক মৌসুম আরম্ভ হইবার সময় বিপক্ষাগত বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষনে প্রায়ঃ অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি তুফান হইয়া থাকে। নিরক্ষ-বৃত্তের দক্ষিণে দশ অংশ পর্য্যন্ত মৌসুমি-বায়ু শীতকালে বায়ুকোণহইতে ও গ্রীষ্মে অগ্নিকোণহইতে প্রবাহিত হয়।

উত্তর-বাণিজ্য-বায়ুর যে মণ্ডল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার-উত্তরে সর্ব্বদা নৈঋত হইতে প্রবাহিত হয়, এ প্রযুক্ত তত্রত্য তাবৎ স্থান "নৈঋত বায়ুর মণ্ডল"; ও দক্ষিণ-বাণিজ্য-বায়ু-মণ্ডলের দক্ষিণে বায়ু সর্ব্বদা বায়ুকোণহইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া "বায়ব্য-বায়ুর মণ্ডল" নামে বিখ্যাত।

বায়ুসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল তাহা বায়ুর সাধারণ নিয়ম। কেবল মহাসমুদ্রে ইহা প্রত্যক্ষ হয়; পর্ব্বত, মরুভূমি, বন, উপত্যকা, নগরাদির বাধা বা সাহায্যে স্থানবিশেষে ইহার অনেক অন্যথা হইয়া থাকে; কিন্তু এ স্থলে তাহার বর্ণন লেখা বাহুল্য। আরব দেশের সিমুম নামক প্রাণ-সংহারক উত্তপ্ত বায়ুর বিবরণ বিবিধার্থের দ্বিতীয় পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; ঐ রূপ বায়ু অন্যত্র বালুকাময় মরু-ভূমিতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমুদ্রতটে দিবাভাগে বায়ু নিয়ত সমুদ্রহইতে ভূম্যভিমুখে ও রাত্রিতে ভূমিহইতে সমুদ্রাভিমুখে বহিয়া থাকে। এই প্রকরণের এ পর্য্যন্ত যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই ঘটনার কারণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্যোদয় অবধি জল অপেক্ষায় ভূমি শীঘ্র উত্তপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং ভূমির বায়ু তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে; ও সমুদ্রের বায়ু আকর্ষণ করিয়া ভূভাগে আনয়ন করে। রজনীতে জল অপেক্ষায় ভূমি শীঘ্র শীতল হয়, তথা দিবসের বিপরীতে রাত্রিতে ভূভাগের বায়ু সমুদ্রাভিমুখে যাইতে থাকে। এই বায়ু প্রবাহদ্বয়ের নাম "সমুদ্রবায়ু" ও "ভূমিবায়ু"। ইহা কেবল সমুদ্রতট সন্নিকটেই অনুভূত হয়।

যে কারণ প্রযুক্ত কোন স্থূল পদার্থোপরি লোষ্টাঘাত করিলে ঐ লোষ্ট স্থূল পদার্থহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বায়ুও সেই কারণের অধীন; এই প্রযুক্ত বায়ু-প্রবাহ পর্ব্বত বা প্রাচীরাদি কোন পদার্থে আহত হইলে সেই পদার্থহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত, আদৌ যে দিগে ভ্রমণ করিতে থাকে তাহাহইতে অন্য দিগে যায়। বিপক্ষাভিমুখ দুই বায়ুপ্রবাহ পরস্পর আহত হইলেও এই ঘটনা সম্ভবে, এবং তাহাতে প্রায়ঃ ঘূর্ণিবায়ুর উৎপত্তি করে। কোন এক স্থান হঠাৎ বায়ু-শূন্য হইলে তৎস্থান-পূরণার্থে চতুর্দ্দিগহইতে যে বায়ু ধাবমান হয়, তাহাতেও ঘূর্ণিবায়ু উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণিবায়ুর উৎপাদনার্থে আকাশমণ্ডলে বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই। এই ঘূর্ণিবায়ু অল্প পরিসর হইলে "ধূলিধ্বজ" নামে বিখ্যাত হয়। "ঝুটে" বা "ভূত" নামেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্দেশীয় সামান্য লোকে ইহা স্পর্শ করিলে পরিধেয়-বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের বিধি দিয়া থাকে। সে যাহা হউক জলে যে প্রকারে আবর্ত্তন বা কলকুর জন্মে, বায়ুতে সেই রূপে ঘূর্ণিবায়ু জন্মে। প্রবলবায়ু-সঞ্চলন-সময়ে অনাবৃত স্থানে ধূলিরাশি ও শুষ্ক পত্রাদি লইয়া স্তম্ভাকারে আকাশে উত্থান করিতে এই বায়ুকে অনেকে দেখিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্জাব-দেশে এই প্রকারে ধূলিঝড় প্রায়ঃ প্রত্যহ হইয়া থাকে।

এই ঘূর্ণিবায়ু ঘূর্ণন করিতে২ কদাপি ঊর্দ্ধে কদাপি বা অগ্রে গমন করে। ইহার ঘূর্ণনমণ্ডলের পরিসর অধিক হইলে প্রায়ঃ অগ্র-গমনই সম্ভবে, এবং তদ্দ্বারা অনেক বিস্ময়জনক ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। [illegible] দেখিয়াছিলেন, এক অল্পায়তন ঘূর্ণিবায়ু এক [illegible]

ক্ষেত্র-প্রসারিত-কতকগুলি বস্ত্র লইয়া সহস্রাধিক হস্তান্তরে নিক্ষেপ করে। বিলাতে ক্রয়ডন্ নামক স্থানে এই বায়ুকর্তৃক একদা এক হাস্যজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল; তথায় এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এক জন রজক অনেক বস্ত্র শুষ্ক-করিবার নিমিত্তে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, এমত সময়ে এক ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া ঐ সমস্ত বস্ত্র উত্তোলন করত ক্ষেত্র-নিকটস্থ এক গিরিজার চূড়ায় বেষ্টিত করিয়া দিলেক।

সামান্যতঃ এই বায়ুর বেগ অত্যন্ত গরিষ্ঠ বোধ হয় না; পরন্তু ইহার ক্ষমতা কোনমতে সামান্য নহে। পশ্চিম ইণ্ডিস্ দেশে এই বায়ু এক২ সময়ে এমত ভয়ানক হয়, যে তাহার মনন করিতে হইলেও শরীরে লোমাঞ্চ হইয়া উঠে। কথিত আছে, যে এই বায়ু নগরোপরি দিয়া ভ্রমণ-করিবার সময়ে যে দিগ্ দিয়া প্রবাহ হয়, সেই সারীর সমস্ত ইষ্টক কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত অট্টালিকা সমূলে উৎপাটন করিয়া শতাধিক হস্ত প্রশস্ত ও বহুক্রোশ দীর্ঘ সমভূম এক বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যায়। এই আখ্যান-শ্রবণানন্তর ঘূর্ণিবায়ু-কর্তৃক পুষ্করিণীর ঘাট-উৎপাটন-বিষয়ক এতদ্দেশে যে গল্প প্রচার আছে তাহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। এই বায়ু-সহকারে বর্মুডা-দ্বীপে দুর্গের বপ্রহইতে অনেকবার প্রকাণ্ড২ কামান উড়িয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা ১২৪৪ অব্দে এই প্রকার ঘূর্ণিবায়ু ধাপা বেলিয়াঘাটাহইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ-দেশস্থ বেণিয়াপুকুর পর্য্যন্ত প্রায়ঃ আট ক্রোশ পথ প্রস্থে অর্দ্ধ-পোয়ার মধ্যে ঘর দ্বার বৃক্ষ প্রভৃতি যে কোন বস্তু ছিল, তৎতাবতের সমূলে উন্মূলন ও ধ্বংস করিয়াছিল। তৎকর্তৃক প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের লবণের কুঠিহইতে কয়েকটা বিংশত্যধিক মন ভারি লৌহ-কটাহ উড়িয়া গিয়াছিল, এবং ইষ্টক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া দুই তিন শত হস্তাবধি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই ঘূর্ণিবায়ুর মণ্ডল শতাধিক-ক্রোশ পরিসরবান্ হইলে প্রকৃত "ঝড়" নামে বিখ্যাত হয়; ফলতঃ ঝড় মাত্রেই ঘূর্ণিবায়ু, কদাপি কোন ঝড় তীরের ন্যায় ঋজু ভাবে এক দিগে গমন করে না; সকলেই ঘূর্ণন করিতে২ অগ্রসর হয়; তৎসময়ে যে কিছু পদার্থ তন্মধ্যে পড়ে তাহারও গতি ঐ ঝড়ের ন্যায় ঘটে। ঘূর্ণনের মণ্ডল ছোট বড় হইতে পারে; কিন্তু সকল ঝড়ের স্থূলগতি ঐ প্রকার হয়। এই প্রযুক্ত ইহার ধর্ম্মজ্ঞাপক নাম রাখিতে হইলে ইহাকে "বাতাবর্ত্ত" বলা যাইতে পারে। পাঠকবৃন্দের মনে আশু উদয় হইতে পারে, যে এই ঝড় অনিয়মে যে দিগে ইচ্ছা সেই দিগে হইতে পারে; কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র; চন্দ্র—সূর্য্যের গতি যে প্রকার স্থির নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, ঝড়ও সেই প্রকার অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন; কদাপি তাহার অন্যথা হয় না। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের তাবৎ ঝড় পূর্ব্বহইতে উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘূর্ণন করিতে২ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, ও নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে যে সকল ঝড় হয় তাহা পশ্চিমহইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া ঘূর্ণন করিতে২ দক্ষিণে প্রস্থান করত; কোন২ ঝড় এই প্রকারে কিয়দ্দূর অগ্রগমন করত মণ্ডলাকারে প্রত্যাবর্ত্তন করে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত ঝড় দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনটায় ইহার অন্যমত অনুভূত হয় নাই। অপর পৃষ্ঠে যে চিত্রদ্বয় মুদ্রিত হইল, তাহাতে এই গতির বিষয় স্পষ্ট বোধ হইবেক। শর-সকলের অগ্রভাগ যে দিগে বায়ুর গতি সেই দিগে কল্পিত হইয়াছে।

এই নিয়ম জ্ঞাত থাকিলে নাবিকদিগের পক্ষে অত্যন্ত উপকার দর্শে; তদ্দ্বারা তাহারা অনায়াসে ঝড়হইতে পলায়ন করত পোত ও আত্ম-রক্ষা করিতে পারে। অনেক নাবিক এই বিদ্যার সাহায্যে ঝড়ে জলমগ্ন না হইয়া বহুদিবস-সাধ্য পথ অতি অল্প দিনের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন। অবিতর্কেরা অনায়াসেই কহিয়া থাকে, ঝড় কি প্রকারে ভ্রমণ করে তাহার জ্ঞানে ফল কি? কিন্তু ঝড়ের সময়ে সমুদ্র-মধ্যে তাহারা পোতস্থ থাকিলে এ প্রশ্নের সদুত্তর তাহাদিগেরই নিকটহইতে পাওয়া যাইতে পারে। বাণিজ্যার্থে ন্যূনাধিক ২০,০০০ জাহাজ দিবারাত্রি সমুদ্রে-ভ্রমণ করিতেছে; তাহার প্রত্যেকে গড়ে ৫০ জন মনুষ্য আছে; যে বিদ্যায় তাহাদের রক্ষার উপায় চেষ্টা করে তাহা যে মহোপকারি ও শিখিবার যোগ্য তাহা পাঠকবর্গ অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

রথ চক্রের ঘূর্ণন-সময়ে তাহার পরিধি অত্যন্ত বেগে ঘূর্ণন করে, তদ্রূপ দ্রুতগতি তাহার নাভিতে দৃষ্ট হয় না; ফলতঃ নাভির মধ্যভাগ স্থির থাকে। বায়ুর ঘূর্ণন-সময়ে তদ্বিপরিত ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়; ঝড়মণ্ডলের পরিধি যে বেগে ঘূর্ণন করে, তাহার মধ্যভাগে তদপেক্ষায় গুরুতর বেগ বোধ হয়। এই প্রযুক্ত ঝড়ের সময়ে স্থানে ঝড়মণ্ডলের মধ্যভাগ আসিয়া উপস্থিত
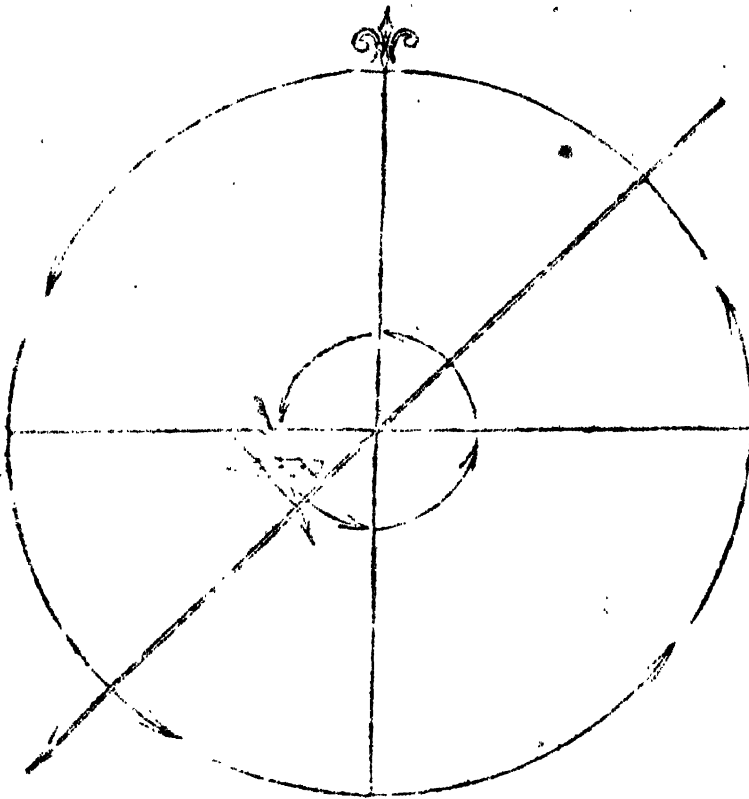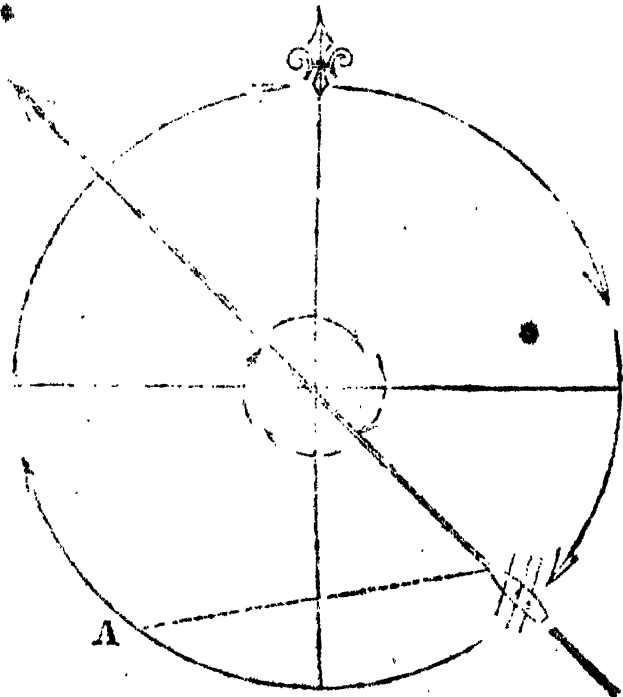
পৃথিবীর উত্তর খণ্ডস্থ ঝড়ের গতি। বায়ু পূর্ব্ব-হইতে উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘূর্ণন করিতেছে।

পৃথিবীর দক্ষিণ খণ্ডস্থ ঝড়ের গতি। বায়ু পশ্চিমহইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া ঘূর্ণন করিতেছে।

হয় তথায় ভয়ঙ্কর উপদ্রব ঘটে ; তদনন্তর ঝড়মণ্ডলের শেষভাগ আইলে ; প্রথমে যে দিগ্‌হইতে বায়ু আইসে তাহার বিপরীত দিগ্‌হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়।

বাতাবর্ত্তের ব্যাস সর্ব্বত্র সমান হয় না। পশ্চিম-ইণ্ডিস্ প্রদেশে ৭।৮ শত কদাপি দশ শত জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাস নিরূপিত হইয়াছে। ভারত সমুদ্রে ৪।৫ শত ক্রোশ

ব্যাস সর্ব্বদা ঘটে। চীন সমুদ্রে এই ব্যাস সঙ্কীর্ণ হইয়া ১ শত বা ১।।০ শত ক্রোশ হয়।

বাতাবর্ত্তের গতি বিষয়েও অস্থিরতা আছে। তাহা প্রতি ঘণ্টায় ৭ অবধি ৫০ জ্যোতিষী ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করিতে পারে।

ঝড় ভূভাগে প্রবাহিত হইলে পর্ব্বত বৃক্ষ বাটীপ্রাচীরাদি দ্বারা অবরোধিত, বিপথে গত ও ত্বরায় নিস্তেজঃ হয়; সমুদ্রে তদ্রূপ কোন বাধা না থাকাতে, অনায়াসে বহু দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে; এবং তথায় আপন ধর্ম্ম ও লক্ষণ উত্তমরূপে প্রচারিত করিয়া থাকে। এই প্রযুক্ত ঝড়ের মর্ম্ম-নিরূপণার্থে নাবিকেরা যাদৃশ অবকাশ প্রাপ্ত হয়, স্থলস্থ মনুষ্যের তাদৃশ সম্ভবে না; অধিকন্তু এ বিষয়ের পরিজ্ঞান নাবিকদিগের যাদৃশ প্রয়োজনীয় স্থলস্থদিগের তাদৃশ নহে. সুতরাং উক্ত বিদ্যার্জ্জনে উভয়ে সমোৎসাহসী না হওয়াতে উভয়ে তুল্য পারদর্শী হইতে পারে না। রেডফিল্ড, রীড, পিডিংটন্ এবং মরি সাহেবেরা এ বিষয়ের প্রধান আচার্য্য, ইঁহাদিগের পূর্ব্বে কেহ বাতাবর্ত্তের মর্ম্ম নিরূপণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

সমুদ্রের যে ভাগ দিয়া বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হয়, তথাকার জল উত্থিত হইয়া অন্যত্রাপেক্ষায় ২০।২৫।৫০ হাত কদাপি তদ্দ্বিগুণ বা তিন গুণ উচ্চ হইয়া ঝড়ের সহিত ভ্রমণ করে; এই উত্থিত বারির নাম "বাতাবর্ত্ত-কল্লোল"। জাহাজের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ৩০ সালের ঝড়ে অনেক জাহাজ এই কল্লোলে আরোহণ করিয়া সমুদ্র ত্যাগ করত গঙ্গা সাগর-দ্বীপের মধ্যস্থ বৃক্ষাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

ইহার চতুর্দ্দিগে যে তরঙ্গায়িত জলের স্রোতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাকে "বাতাবর্ত্ত-স্রোতঃ" শব্দে কহি। নাবিকদিগের পক্ষে তাহার স্বভাব জ্ঞাত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক; পরন্তু এস্থলে তাহার বাহুল্য বর্ণন করা অভিসন্ধেয় নহে।

বাতাবর্ত্তের সময়ে মুহুর্মুহুঃ মেঘ-গর্জ্জন বিদ্যুৎ-বিকাশ ও প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয় বিদ্যুতের সহিত বাতাবর্ত্তের কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই বাতাবর্ত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গোপসাগর, মরিচ-দ্বীপের নিকটস্থ ভারত-সমুদ্র, চীনসমুদ্র, এবং কারিবি-সমুদ্রে ইহা যে প্রকার বেগবিশিষ্ট হয়, অন্যত্র তদ্রূপ হয় না; এই প্রযুক্ত উক্ত কয় স্থানকে ভূগোলবেত্তারা "বাতাবর্ত্ত মণ্ডল" নামে বিধান করেন।

যে ঘূর্ণিবায়ুতে ধূলিধ্বজ উৎপন্ন হয়, তাহা সমুদ্রে প্রবাহিত হইলে ঊর্দ্ধে জলাকর্ষণ করত জল-স্তম্ভ উৎপন্ন করে। ১১৯ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এতদ্বিষয়ের একটি সুচারু প্রস্তাব প্রকটিত আছে, পাঠকদিগের সন্তোষার্থে নিম্নে মুদ্রিত কতিপয় পংক্তি তাহাহইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"সমুদ্রের যে স্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরিভাগে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত "হইয়া তথাকার জল অত্যন্ত আন্দোলিত হয়, এবং "চারি পার্শ্বের তরঙ্গ সমুদায় সেই স্থানের মধ্য ভাগে "দ্রুত বেগে আগমন করিতে থাকে। প্রভূত জল ও "জলীয় বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে, এবং "বাষ্পময় একটা শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে "উত্থিত হয়, এবং মেঘ হইতেও ঐ রূপ আর একটা "শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। যে "স্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়, সে স্থানের বিস্তার "২।৩ ফুট মাত্র। শ্রবণ করাগিয়াছে, যৎকালে জলস্তম্ভ "উৎপন্ন হয়, তখন এক প্রকার গম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতে "থাকে।

"সকল জলস্তম্ভ সমান দীর্ঘ নহে; এক একটার দৈর্ঘ্য "ন্যূনাধিক ১৭৫০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উহার "পার্শ্বদেশ যেমন ঘোরাল দেখায়, মধ্যভাগ সেরূপ নহে। "ইহাতে বোধ হয়, উহা শূন্য-গর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা। (এই "স্তম্ভ) সতত এক স্থানেই স্থির থাকে এমত নহে; যে দিকে "বায়ু বহে, সেই দিকে চলিয়া যায়; কিন্তু বায়ু না বহিলেও "ইতস্ততঃ চলিতে দেখা যায়। সতত এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া "থাকে, যে ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের বেগ সমান না থাকাতে, "ক্রমে ক্রমে হেলিয়া পড়ে এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। "তাহাতে যে বাষ্প রাশি থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া "বায়ুর সহিত মিলিত হয়, অথবা সমুদ্রের উপর বৃষ্টি "হইয়া পড়ে। জলস্তম্ভ কতক্ষণ থাকে তাহার নিশ্চয় "নাই। কোন কোন টা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত "পরক্ষণেই অন্তর্হিত হয়, কোন কোন টা প্রায়ঃ এক ঘণ্টা "কাল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। আবার কোন কোন টা "উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎকাল দৃষ্টিগোচর থাকে, পরে "আপনিই তিরোহিত হয়, এবং পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। "এইরূপ তাহার বারম্বার আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎকল দেশের বিবরণ।

বঙ্গ দেশের দক্ষিণে উৎকল নামক এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে; তাহার পশ্চিমে গোণ্ডোআনা প্রভৃতি দেশ, দক্ষিণে ঋষিকুল্যা নদী, এবং পূর্ব্বে সমুদ্র এবং জঙ্গল। তথাকার বায়ু এমত কদর্য্য যে প্রায়ঃ তদ্দেশবাসী মাত্রেই কুষ্ঠ, শূল, ও কম্পজ্বরের মধ্যে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত থাকে। ইহার পশ্চিমাংশ পর্ব্বতে বেষ্টিত; কেবল মধ্যস্থ মোগলবন্দি নামক দেশ জনাকীর্ণ। উৎকল-দেশের ভূমি কুত্রাপি বালুকাময়; এবং কোন ২ স্থানে রাঢ় দেশের ন্যায় এক প্রকার হরিদ্রাভ কঠিন মৃত্তিকা বিশিষ্ট। এস্থানের প্রস্তরদ্বারা যে ভোজন পাত্র সকল প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণ লোকের সুবিদিত আছে; এক প্রকার প্রস্তর-হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লৌহ ব্যতীত অন্য কোন ধাতু উৎকল দেশে জন্মে না; লোক প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে সুবর্ণরেখা নদীতে বালুকাবৎ স্বর্ণধূলি প্রাপ্ত হইত। যদিও এখানে অনেকানেক নদীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তথাপি সে সকল সর্ব্বদাই প্রায় পরিশুষ্ক থাকে; তত্রস্থ কতিপয় প্রধানা ২ নদীর নাম এই;—সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী, কুশভদ্রা, দয়া, ভার্গবী, চিত্রোৎপলা, কাঁশবাঁশ, কাঁশাই।

বঙ্গদেশ-সাধারণ নানাবিধ শস্য এখানে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উর্ব্বরতা বিষয়ে ইহা কদাপি বঙ্গ-দেশের তুল্য নহে। এখানকার ইতর জন্তু সকলও বঙ্গ দেশের সদৃশ; কেবল কুচিলাখারী নামক একটি বিশেষ পক্ষির বিষয় স্মরণ হইতেছে; এই পক্ষির ভাব প্রায় বাজ পক্ষির ন্যায়; কেবল ইহার চঞ্চুদ্বয় সরল। উৎকলেরা কহে যে কুচিলাখারীর মাংস আহার করিলে বাতরোগের শান্তি হয়। প্রস্তাবলেখক কর্তৃক ইহার মাংস অভ্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহা কোন মতে সুস্বাদু বোধ হয় নাই।

উড়িশ্যা দেশের মধ্যে তিনটি প্রধান নগর আছে; বালেশ্বর, কটক, এবং জগন্নাথ পুরী। বালেশ্বর কলিকাতাহইতে প্রায় ৭০ ক্রোশ অন্তর; তথায় ৮।৯ সহস্র মনুষ্য বসতি করে। তত্রত্য বণিকেরা স্বদেশ নির্ম্মিত অর্ণবপোত সহকারে কলিকাতায় বাণিজ্য করিয়া থাকে। নৈকট্য প্রযুক্ত পূর্ব্বে এই স্থান ইউরোপীয়দিগের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য [illegible] ছিল। বালেশ্বরহইতে নালগিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণি এত নিকট, যে পর্ব্বতোৎপন্ন দাবানল অনেকবার প্রস্তাবলেখক কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে, সমুদ্রও তথাহইতে কিছু অন্তর নহে; সুতরাং বাঙ্গালিদের পক্ষে বালেশ্বর অস্বাস্থ্যকর স্থান বলা যায়না।

বালেশ্বরহইতে কটক প্রায় ৫২ ক্রোশ দূর; ইহা পূর্ব্বে উড়িশ্যার রাজধানী ছিল। কটকের উভয় পার্শ্ব নদীমাতৃক, মধ্যভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক পুরাতন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। কটকের বর্ত্তমান গৃহ সঙ্খ্যা ন্যূনাধিক ৬,৫০০ এবং লোক সঙ্খ্যা প্রায় ৪০,০০০। এখানে বারবাটী নামক এক প্রাচীন দুর্গ আছে; তাহা কোন হিন্দু রাজা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান রাজাদের চিহ্নস্বরূপ কদমরসুল নামক একটি বাটী দৃষ্ট হয়; তাহা এক সুরম্য উদ্যানের মধ্য বর্ত্তী; তথায় নবাব সুজা উদ্দীনের পুত্র মহম্মদ তকী খাঁর সমাজ আছে।

জগন্নাথ পুরী বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র কলিকাতাহইতে প্রায় ১৫৫ ক্রোশ পথ অন্তর। তথাকার গৃহ সঙ্খ্যা ন্যূনাধিক ৫৭৫০ বাস্তু ভূমি মাত্রেই

নিষ্কর; কারণ নিবাসী মাত্রেই জগন্নাথ দেবের কোন না কোন প্রকার সেবক। এস্থলে অনেক মঠ ও সরোবর দৃষ্ট হয়; সরোবরের মধ্যে চন্দন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, এবং মার্কণ্ডেশ্বর প্রভৃতি কতিপয়ই অতি প্রসিদ্ধ; কিন্তু যাত্রীগণের পুনঃ পুনঃ স্নানাদিদ্বারা তত্তাবতের জল অতি কদর্য্য হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ক্ষেত্রে গমন করা কষ্টজনক ছিল; কিন্তু ১৭৩২ শকে কলিকাতাস্থ রাজা সুখময় রায় বর্ত্ম নির্ম্মাণার্থ ১,৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়া সেই দুঃখ দূর করিয়াছেন।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান নগর ব্যতীত উড়িষ্যাদেশে যাজপুর, সোরো, ভদ্রুক, কন্দ্রাপাড়ী প্রভৃতি * কতিপয় বৃহদ্ গ্রাম আছে।

উৎকল দেশে জাতিভেদ বঙ্গ দেশের ন্যায়। কেবল কণ্ডু, পাইন, গোথা প্রভৃতি নূতন নাম ধারী কতিপয় নীচ বর্ণ মাত্র অতিরিক্ত। তথাকার খণ্ডাইতেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। হলিয়া-ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে।

এই দেশে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১২,৯৬,৩০০ লোক বসতি করে। তাহাদের চরিত্র আপাততঃ এক প্রকার বিদিতই আছে। তাহারা নির্ব্বীর্য্য, বুদ্ধিহীন, এবং ধূর্ত্ত; স্বদেশে কোন বিশ্বস্ত উচ্চ পদ পায় না, ভিন্ন দেশীয় লোকদিগ দ্বারাই সেই সকল পদ গৃহীত হয়। হিন্দুদের মধ্যে এমত অপরিষ্কৃত জাতি অতি অল্পই দেখা যায়; তাহাদের গৃহ মধ্যে এক অসহ্য ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। তথাকার স্ত্রীলোকেরা কি রূপ বিরূপ অলঙ্কার প্রিয়, তাহা বক্ষ্যমাণ আখ্যান দ্বারা প্রতীত হইতেছে।

কোন আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একদা কোন প্রয়োজনানুরোধে কন্দ্রাপাড়া গ্রামে এক উড়িয়ার আলয়ে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এক দিন অন্তঃপুর মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি আকর্ণন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিয়া প্রতীত হইলেন যে তাহাদের দুইটী বধূ আছে; তন্মধ্যে কনিষ্ঠা ৭ সের পরিমিত পিত্তল নির্ম্মিত হস্তাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠার ভাগ্যে এক পোয়া ন্যূন হইবাতে সে অভিমান প্রকাশ করিতেছে। ৫।৬ মাস পরে পুনর্ব্বার তথায় আসিয়া তিনি তখনও সেই জ্যেষ্ঠা বধূকে তন্নিমিত্ত রোদন করিতে শুনিয়াছিলেন। এই গল্প অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

উৎকল ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন; কিন্তু বাঙ্গলার ন্যায় তাহাতে অনেক স্বতন্ত্র শব্দ পাওয়া যায়। উৎকলদের উচ্চারণ অতি অপকৃষ্ট। তাহারা তালপত্রে কণ্টকবৎ লৌহময়ী লেখনী সহকারে লিখিয়া থাকে; সুতরাং অক্ষর সকলের সর্ব্বাবয়বই সমানরূপে সূক্ষ্ম হয়। এই ভাষায় কাঞ্চীকাবেরী এবং কতিপয় বংশাবলী পুস্তক ব্যতীত দেশমূলক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতি কতকগুলীন পুস্তক সংস্কৃতহইতে অনুবাদিত হইয়াছে।

উৎকলের বিবরণ আমরা এই স্থলেই শেষ করিতেছি। সময়ান্তর এই দেশের ইতিহাস ও তীর্থ স্থান সকলের বর্ণনা করিতে যত্ন করা যাইতে পারে।

* পুরীর নিকট সত্যবাদী নামে একটি গ্রাম আছে; তাহা ভারতবর্ষের মানচিত্রে অনবধানতা প্রযুক্ত সাক্ষবাড়ী নামে লিখিত হইয়াছে।
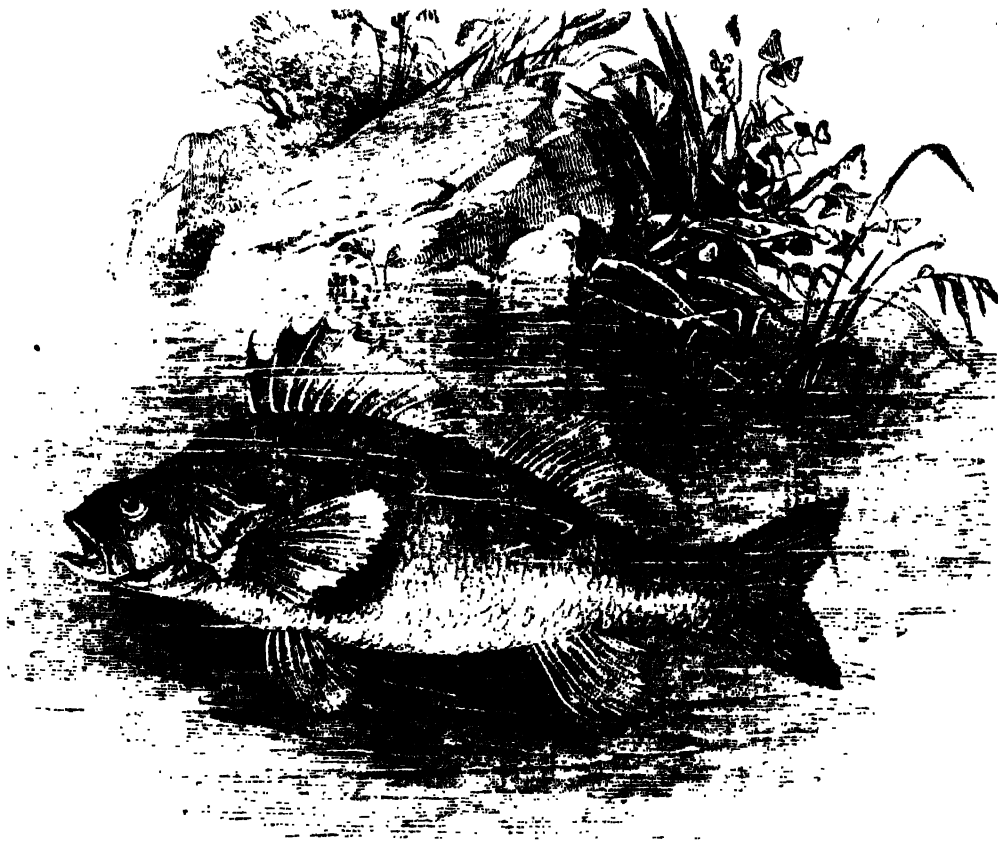
কাতলা মৎস্য।

উপরে যে চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহার বিবরণার্থে প্রস্তাব বাহুল্য করা কোন মতে বিবেচনা সিদ্ধ নহে। কাতলা মৎস্য কে না জানেন? তাহার বৃহৎ মস্তক, সম্বাদু দেহ, কুঁড়া প্রিয়তা, তড়াগ-নিম্নে নিবাসে দ্বেষ, ইত্যাদি বিষয় আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই বিদিত আছে, অতএব তদাখ্যানে কাল-ক্ষেপ অবশ্যই অকর্ত্তব্য স্বীকার করিতে হইবে; বিশেষতঃ পাঠদশায় আমরা শুনিয়াছিলাম, "এক যষ্টির এক দিকে চার ও অপর দিকে এক পাগল" এই বলিয়া কোন পণ্ডিত মৎস্যবারির লক্ষণ করিয়াছেন, এবং তদবধি মৎস্য-ধৃত-করণাভিপ্রায়ে ভ্রমেও আমরা তড়াগের নিকটবর্ত্তীও হই নাই, ও রোহিত কাতলার স্বভাব ও ধর্ম্ম বিচারার্থে ভোজন-সময়-ব্যতীত কদাপি মনোযোগ না করাতে তদ্বিষয়ে অজ্ঞ আছি; সুতরাং কাতলা-ধৃত-করণার্থে কুঁড়া ও যোড়কা উত্তম, কি মেথি-ভাজা, কি পচা পনির, কি মদের চোস্তা শুদ্ধ, ও সক দুধে কেঁচো, কি পিঠালি, কি ঘৃতাক্ত ময়দার চার ঝটিতি উপকারি, তাহা নির্দ্দেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। কেহ২ কহিতে পারেন, "তবে ঐ ছবি মুদ্রিত করিবার আবশ্যক কি"? তাঁহাদিগকে এই পত্রের নাম স্মরণ করাইলেই তদুত্তর হইবে। বিবিধার্থের পাঠক-মণ্ডলী-মধ্যে চিত্রার্থী অনেকে আছেন, তাঁহাদিগের সন্তোষ করা অস্মৎপক্ষে অনিষ্ট নহে। অপর উপরে-মুদ্রিত-কাতলার দ্বেষী-মহাশয়েরা বিবিধার্থের মূল্য বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবেন, প্রস্তাবিত চিত্রের নিমিত্ত তাঁহাদের সিকি পয়সার অধিক ব্যয় হইবেক না; ঐ মূল্যে কি উক্ত চিত্র অযথার্থ্য হইতেছে?

কায়িক-সৌন্দর্য্য-বিষয়ে জাতিভেদে মত-ভেদ।

নবীনযৌবনা ললনারাই সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠাধার, এই কথা বলিলে বোধ হয় পাঠকবৃন্দের কেহই আমাদিগের বিপক্ষ হইবেন না; অথচ তাহাতে আমরা যে নিতান্ত বিপক্ষহীন থাকিব এমত নহে। উত্তরামরিকা-খণ্ডের প্রাচীন জাতি-বিশেষের সম্মুখে এ কথা বলিলে গলদেশে ছুরিকাঘাত পাইবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; সুতরাং যে স্থলে আধার-বিষয়ে এতাদৃশ সঙ্কট, সে স্থলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধে আমাদিগের মত-প্রকাশে যে অনেকের সহিত বিবাদী হইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; অতএব আমরা এই প্রস্তাবে স্বকীয় অভিপ্রায় স্বীয়-ব্যবহারার্থে রাখিয়া যথাবকাশ কেবল অন্যের মত সঙ্কলন করিব। বস্তুতঃ এবিষয়ে মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই, পরের অভিপ্রায় জানিলেই যথেষ্ট।

বদনের আকৃতি অণ্ডাকার হইলেই অনেক সভ্য জাতির মনঃ প্রসন্ন হয়, কিন্তু চীন-দেশীয়েরা তাহাকে "ঘোড়ামুখা" কহিয়া খর্ব্ব বদনের প্রশংসা করে, ও এস্কিম জাতীয়েরা ঐ ভাবের বিস্তার করিয়া মালসাকার-গোল-বদন-বিহীনাকে সুন্দরীর মধ্যে গণ্য করে না।

প্রাচীন-গ্রীস-দেশীয় মহাকবি হোমর ইন্দ্রাণীর বর্ণন-সময়ে "বৃষাক্ষিণী" শব্দে তাঁহার নয়নের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু চীন-ভাষায় উক্ত কাব্য অনুবাদ করিতে হইলে বৃষাক্ষিণীর পরিবর্ত্তে শূকরাক্ষিণী বলিতে হয়, নচেৎ হোমরের কবিত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা,—কারণ চীন-দেশীয়দিগের মধ্যে ক্ষুদ্র অক্ষিই বিশেষ প্রসংশনীয়; যে বিলাসিনীর নয়ন এমত ক্ষুদ্র যে তাহা বিকসিত আছে, কি মুদ্রিত আছে, তাহা শীঘ্র নিপরূপণ করা যায় না, তাহাকে তাহারা পরমা সুন্দরী জ্ঞান করে। স্কট্‌লণ্ড-দেশে "সহাস্যনেত্রেরই" মাহাত্ম্য অধিক; পারস্য-দেশে অলসাবেসিত নয়নই প্রশংশনীয়, ভারতবর্ষের কবিরা "সাখামৃগাক্ষিধিক্ কর", কি "নিন্দিত-ইন্দীবর" কি "সফরী-যুগল", কি "কমল-দল-সদৃশ" নয়ন পাইলেই সন্তুপ্ত হন। দেশ-ভেদে নয়নের পুত্তলী কৃষ্ণ, নীল ও কটাবর্ণ প্রশংশিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় পাঠকেরা কি কেহ পিঙ্গল চক্ষুঃ কমনীয় জ্ঞান করেন?

ইন্দ্রধনুর্ব্বৎ বা ভ্রমরাবলিবৎ স্থূল যুগল-ভ্রূ এতদ্দেশে অনেকের চিত্তচকোর সংহরণ করিয়াছে, কিন্তু তিন-শত-বৎসর-পূর্ব্বে ইটালি-দেশে তদ্রূপ ভ্রূবিশিষ্টা কেহ লোকের সমাদরণীয়া হইবার বাঞ্ছা করিলে সোন্নাদ্বারা ভ্রূ উৎপাটন করিতে বাধ্য হইতেন। তৎকালে প্রায়ঃ অদৃশ্য রেখাবৎ সূক্ষ্ম ভ্রূই তথাকার মনোহারি ছিল।

প্রাচীন সংস্কৃত কবিরা "বিম্বোষ্ঠ" ও "বিদ্রুমোষ্ঠ" তথা "মুক্তা-দন্ত" ও "কুন্দ-দন্তের" মহিমা বর্ণনে গদ্গদচিত্ত হইতেন; ইদানীন্তনীয় বিলাসবতীদিগের মিসি-ঘর্ষিত ভ্রমর-গঞ্জক নিবিড়-কৃষ্ণোষ্ঠ ও দন্ত দেখিলে তাঁহাদের মনে সৌন্দর্য্যের কি ব্যাঘাত হইত? আরব-দেশীয়া ললনারা নীল ওষ্ঠের অনুরাগিণী। কাফরী রমণীরা স্থূল ওষ্ঠের লালসায় সর্ব্বদা অধর টানিয়া লোলাইত করেন। উখাদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করত ক্ষুদ্রাকার করণ পোলিনেসিয়া-দ্বীপ-বিহারিণীদিগের রীতি; ও যাপান-দেশীয়া বেশ-বিহারিণীরা আপন ২ দন্ত সুবর্ণে মণ্ডিত করা কমনীয় বোধ করেন।

* কথিত আছে, যে যৎপরো নাস্তি সুন্দর বয়ান-

ও নাসিকা বিহীনে ব্যর্থ হয়, কিন্তু কাফরি স্ত্রীরা এবম্প্রকার বক্রাকে তিরস্কার-ভাজন জ্ঞান করেন। তাঁহাদের বোধে স্বভাবসিদ্ধ নাসিকা কদর্য্য উচ্চ, তাহাকে দাবন করিয়া যত নিম্ন করা যায়, ততই সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি সম্ভবে। এই প্রযুক্ত, আমাদিগের ধাত্রীরা যে প্রযত্নে নাসিকা টিপিয়া "টিকাল" করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তদনুরূপ যত্নে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উচ্চতার হ্রাস করিতে আগ্রহিত থাকে। নূতন জিলণ্ড দ্বীপের মনোহারিণীরা প্রায়ঃ নাসাবিহীনা বোধ হয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তথা পারসিরা শুক চঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসিকার প্রিয় ছিলেন, কিন্তু এই ক্ষণে এ দেশে সে ভাবের ভাবুক দুষ্প্রাপ্য।

কোন্ প্রকার ললাট অনেকের প্রিয় তাহা স্থির করা কঠিন; গোল, চেপ্টা, উচ্চ, নিম্ন, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, প্রশস্ত, অপ্রশস্ত, সকল প্রকার ললাটেরই অনুরাগী বর্ত্তমান আছে। মন্টেন্ সাহেব লেখেন তাঁহার সময়ে ফ্রান্স-দেশীয়া বনিতারা উচ্চ ললাটের প্রাপ্ত্যর্থে শিরঃপুরভোগের কেশ উৎপাটন করিতেন: বিলাতেও এ প্রকার ললাট অনেকের প্রিয়: কিন্তু বঙ্গ-দেশে "উচ্-কপালী" শব্দ অত্যন্ত কটূক্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। মেক্সিকো-দেশীয়া বিলাসিনীরা নানাবিধ-তৈলাদি-সেবন-দ্বারা যাহাতে ললাটে ভ্রূ-পর্য্যন্ত কেশ জন্মে এমত চেষ্টায় নিয়ত তৎপরা। অনাগি জাতীয়েরা বৃহৎ-কপাল-প্রাপ্তির নিমিত্ত বাল্যকালে মস্তক দাবনকরত ললাট বিস্তাকার বৃহৎ করে। মার্কিন-দেশের অপর এক জাতি চেপ্টা কপালের লোভে ক্ষুদ্র বালিকাদিগের মস্তকোপরি কাষ্ঠ ফলক (তক্তা) বান্ধিয়া অভীষ্ট-সাধনের উদ্যোগী হয়।

বাতান্দোলিত কৃষ্ণ-কুন্তল অধুনা কলিকাতার প্রিয়, এবং পূর্ব্বে কবিদিগেরও মনোহারী ছিল; কিন্তু পল্লীগ্রামের বেড়া-বিউনি ও পেটে-পাড়ন অনায়াসে ঝাপ্টাকে পরাস্ত করিতে পারে। অপর শুভ্রকান্তিমতীদিগের রক্ত, কটা, ও পিঙ্গল কেশের মাহাত্ম্য ইউরোপ-খণ্ডের সমস্ত মহাকবিরা প্রেম পূর্ণ-চিত্তে মুক্ত-কণ্ঠে গান করিয়া থাকেন। বেকুয়ানা-স্ত্রীরা কেশের সূক্ষ্ম সুঁটি বানাইয়া মস্তকের চারি-দিগে দোলায়মান রাখে, এবং বোধ করে নায়কের মনোমোহনার্থে ঐ সুঁটি অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র। নাটালের অঙ্গনারা মহিষ-মেদাদিদ্বারা সমস্ত-কেশের এক বৃহৎ পিণ্ড বানাইয়া মস্তক আবৃত রাখে; ঐ পিণ্ড প্রস্তুত করা বহু কালসাধ্য; কিন্তু একবার প্রস্তুত হইলে মৃত্যু-পর্য্যন্ত তাহার শোভার শেষ হয় না।

সিলোদ্বীপের যুবতীরা স্থূল পদ উত্তম জ্ঞান করেন, ও উৎসব-দিনে সুন্দরীর ঐ বিশেষ-লক্ষণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত মোজা প্রাপ্ত হন, তৎসমুদয়-দ্বারা পদাবরণ করেন। বিলাতে ও বঙ্গ-দেশে ছোট পদ প্রশস্ত, এবং চীন-দেশীয়েরা সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং এ বাক্যের প্রমাণ-সাধনার্থে স্ত্রীদিগকে সাসক-পাদুকা ধারণ করাইয়া তাহাদের পদকে পাঁচ ছয় অঙ্গুলীর অধিক দীর্ঘ হইতে দেয় না।

শরীরের অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়েও এই প্রকার অনেক মত আছে, কিন্তু স্থানাভাব-প্রযুক্ত অধুনা তাহার আন্দোলনে ক্ষান্ত হইতে হইল।

অনুরাধাপুরের ইতিহাস।

অনুরাধাপুর পূর্ব্বকালে লঙ্কাদ্বীপের রাজধানী ছিল। বিজয়-রাজ যৎকালে লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন, তাহার কিয়ৎকাল পরে (বিক্রমাদিত্য সংবৎসরের ৮৪৪ বৎসর পূর্ব্বে)

অনুরাধা নামে তদীয় জনৈক পার্ষদ কর্তৃক ঐ নগর স্থাপিত হয়। মহাবংশে লিখিত আছে, যে তাহা প্রথমতঃ কদম্বা-নদী-তীরস্থ একটি পল্লীগ্রামমাত্র ছিল। এক-শত-বর্ষ-পূর্ব্বে তাহার কিছুই প্রসিদ্ধি ছিল না। তৎপর পাণ্ডুকাভয় নামক এক ব্যক্তি-দ্বারা তাহার সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য অব্দের ৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ স্থানে লঙ্কার রাজপাট স্থাপন করেন। তিনি অনুরাধাপুরকে ভাগ চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক-ভাগে এক২ জন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তৎ-কালে চণ্ডাল জাতীয় ৫০০ ব্যক্তি পথপরিষ্কারক, ২০০০০ প্রহরী, ১৫০ শববাহক, ও ১৫০ শ্মশানরক্ষক নিযুক্ত ছিল; এই চণ্ডালেরা নগরের পশ্চিমোত্তর-দিগে এক পৃথক্ গ্রামে বাস করিত। অনুরাধাপুর ঐ সময়ে যে প্রকার উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা এই বিবরণ-দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

তিস্স-নামক রাজার রাজত্ব কালে এই নগরের সৌষ্ঠব সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি হয়; সংবৎ আরম্ভের ২৫১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বুদ্ধদেবপ্রিয় পবিত্র বটবৃক্ষ, গঙ্গাতীরহইতে লঙ্কাদ্বীপে আনয়ন করিয়া অনুরাধাপুরের সমীপস্থ মহাবিহারে স্থাপিত করেন; তাহার প্রসঙ্গে অনুরাধাপুরের কিঞ্চিৎ বিবরণ বিবৃত আছে। সৈংহল-পুরাবৃত্তবেত্তারা লেখেন, "যখন বর্ত্ম সকল ছায়াবৃত হইল, তখন মহারাজা (তিস্স) প্রণাম করিতে করিতে উত্তর দ্বার দিয়া সেই পরম শোভাকর নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপর সমারোহ-পূর্ব্বক দক্ষিণদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া মহামেঘোদ্যানে প্রবেশ করিলেন; ও চারি জন বৌদ্ধ দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং তিনি ষোড়শ জন রাজকুমারের সহিত ঐ বটবৃক্ষের শাখা যথাস্থানে নিহিত করিলেন।" এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে তৎকালে মহাবিহার নগরের বহির্ভূত ছিল; কিন্তু উত্তর-কালে তাহা নগরের অন্তঃপাতি হয়।

বাস্তবিক, বিক্রমাদিত্যের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বহইতে ৩৫০ বৎসর পর পর্য্যন্ত, অনুরাধাপুরের অবস্থা অতি উজ্জ্বল ছিল। তাৎকালিক মহতী মহতী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ-সকল দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ঐ প্রাচীন নগরের প্রাচীর, যাহা ১১৬ সংবৎসরে গ্রথিত হয়, তাহার অবশিষ্ট চিহ্ন দেখিয়া নগরের বিস্তৃত আয়তন প্রতীত হইতে পারে। প্রাচীরের পরিমাণ চতুর্দ্দিকে ৮ ক্রোশ; সুতরাং ১২৮ চতুরস্র ক্রোশ পরিমিত ভূমি তাহার অন্তর্বর্ত্তী ছিল।

মহাসেন নামক এক অস্থিরচিত্ত রাজার সময়ে এই নগরের সৌভাগ্য-ভঙ্গের উপক্রম হইল। তিনি বিক্রমাদিত্যের তিনশত বর্ষেরও পরে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতানুগামী হইয়া তিনি অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্ন করেন; কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার মত পরিবর্ত্ত হইবাতে ভগ্ন অট্টালিকা-সকল পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সংবৎ ষষ্ঠশতাব্দীতে ইহার সৌভাগ্যোন্নতির প্রতি আরও ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। এই সময়ে অনুরাধাপুরস্থ রাজবংশের সহিত মলয়বার লোকদের যুদ্ধ হইতে লাগিল; চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষ-পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয় নাই; ইহার মধ্যে প্রস্তাবিত নগর কখন রাজবংশের অধীন, কখন বা আক্রমণকারিদের হস্তগত হইত। ইহাতে তাহা যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তাহা কদাপি আশ্চর্য্য নহে। ৮২৫ সংবৎসরে রাজবংশেরা এক কালে অনুরাধাপুরকে পরিত্যাগ করেন। দ্বাদশশতা-

দ্বীতে এক জন সিংহল-দেশীয় রাজা তাহার পুনরুদ্ধারার্থে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

অনুরাধাপুরে যে সকল পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পতিত আছে, তাহা দেখিয়া লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন উন্নতাবস্থা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। থুফরময়া, লোবামহাপয়া, জৈতবনরাময়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য-সকল পথিকের মন অবশ্যই আকর্ষণ করে। বিক্রমাদিত্যের ২৫১ বৎসর-পূর্ব্বে তিস্স নৃপতি থুফরময়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন; তথায় গৌতম দেবের কণ্ঠাস্থি প্রোথিত থাকিবার প্রবাদ আছে। তাহার নিকটে যে সকল চিত্রিত প্রস্তরময় স্তম্ভ ও বৃষ ও সিংহের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার সংখ্যা করা ক্লেশকর। কয়েকটি বর্ত্ম প্রকাশিত হইয়াছে; পারি বা লণ্ডনের অতি প্রসারিত পথও তাহার তুল্য হয় কি না সন্দেহ। লোবামহাপয়া নাম্নী বাটিকা অতি বৃহৎ; তাহা দ্রুতগামিন নামক রাজাকর্তৃক সংবৎআরম্ভের ৯৪ বৎসর-পূর্ব্বে গ্রথিত হয়। এই বেশ্ম এক শত চতুরস্র হস্ত পরিমিত স্থানে স্থিত ছিল; ইহার উচ্চতা এক-শত-হস্ত; এবং ১৬০০ প্রস্তরময় স্তম্ভ ইহার মূলাধার। অট্টালিকার মধ্যস্থলে এক হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত সিংহাসন, তাহার এক ভাগে স্বর্ণ-রচিত সূর্য্যের ও অপর-ভাগে রৌপ্য-নির্ম্মিত চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি, এবং ঊর্দ্ধভাগে মুক্তা-খচিত অনেক নক্ষত্র মূর্ত্তি দ্বারা অপূর্ব্ব-শোভা সম্পাদিত ছিল। এই অট্টালিকা-বিষয়ে মহাবংশে যাহা লিখিত আছে, চীন দেশীয় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

——
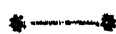
প্রশ্নোত্তরাষ্টক।

প্রশ্ন। আহ্লাদ কি? উত্তর। জীবনের মধু, অল্প-পানে তাহা স্বাস্থ্য ও আনন্দজনক হয়; কিন্তু বহু-পানে গাত্রদাহ উৎপন্ন করে।

২। সন্তোষ কি? সুখে দেহ-যাত্রার মহৌষধি; কিন্তু অনায়াসে প্রাপ্য বলিয়া লোকে ইহাকে সমাদর করে না।

৩। সুখ কি? প্রজাপতি-বিশেষ; পৃথিবী-রূপ-উদ্যানস্থ-সকলেই বালক-বৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হয়; কিন্তু তাহার চঞ্চলতা ও বহু-বিষয়-পুষ্পে ভ্রমণ-প্রিয়তা-প্রযুক্ত কেহই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না।

৪। ভাগ্য কি? অবিবেকিনী রমণী, যে তাহার অত্যন্ত উপাসনাকারীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার গুণানভিজ্ঞের নিকট উপযাচিকা হইয়া সহবাস করে।

৫। পরিহাস কি? মদ্য-বিশেষ; পরের ব্যয়ে তৎপান করিলে অত্যন্ত মনঃপ্রসাদকর ও হাস্য জনক, নিজ-ব্যয়ে আনীত হইলে তিক্ত ও অসহ্য বোধ হয়।

৬। বিচার কি? মনুষ্যের দোষ গুণ নিরূপনের তুলা যন্ত্র। ইহলোকে ধনী ও পরাক্রমীরা ইহার প্রকৃত চক চুরি করিয়া অনেক মেকি চালাইয়া থাকে।

৭। উন্নতীচ্ছা কি? দুর্দ্ধর্ষ্য অশ্ব। সাবধানে তদারোহন করিলে ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পড়িবার ভয় অনেক।

৮। আলস্য কি? টাকশাল-বিশেষ, তাহাতে দুষ্ক্রিয়া পরনিন্দাদি-রূপ অনেক টাকা মুদ্রিত হইয়া দেশ চলন হয়।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব। শকাব্দ ১৭৭৬, জ্যৈষ্ঠ। ২৭ খণ্ড।

রোহিলাদিগের প্রতিমূর্ত্তি।

রোহিলাদিগের ইতিহাস।

মোগল-জাতীয় দিল্লীধিপতিদিগের ভগ্নদশায় তাহাদিগের অধীন সুবাদারেরা সকলেই স্বাধীন-হই-বার উপক্রম করিয়াছিলেন, এবং যদিও অনেকে ঐ অভিপ্রায় বাচনিক-ঘোষণায় প্রচার করিতে সাহসান্বিত হন নাই, তথাপি ফলতঃ প্রায়ঃ কেহই দিল্লীধিপতিদিগের যথার্থ বশীভূত ছিলেন না; বরং অনেকেই আপনাদিগের ক্ষমতার আধিক্য-জ্ঞাপনার্থে পাদশাহদিগের আজ্ঞা প্রকাশ্যরূপে অবহেলা করিতেন, ও সাধ্যানুসারে তদ্বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতেও ত্রুটি করিতেন না। বস্তুতঃ

সুবাদারদিগের রাজবিদ্রোহই মোগল-রাজ্যের উৎসাদন হইবার এক প্রধানকারণ। রোহিলা-দিগের ইতিহাস এবিষয়ের এক দৃষ্টান্ত স্থল।

উক্ত জাতীয়েরা আফগান বা পাঠান বংশ-জাত। ভারতবর্ষের বায়ুকোণস্থ হিন্দুকুশ-ঘোর প্রভৃতি পর্বতবাসী পাঠান-বংশই তাহাদের আকর; গজনাধিপতি মহমুদ পাদশাহের লোকান্তর-হওনের পর উক্ত পাঠান-বংশীয়েরা পুনঃ২ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, এবং অবশেষে তজ্জাতীয় শাহাবুদ্দিন নামা এক ব্যক্তি দিল্লীর রাজসিংহাসনে আরোহণ করে। তৎপরে ক্রমান্বয়ে প্রায়ঃ চারি শত বৎসর কাল পাঠানেরা ভারতবর্ষে রাজ্য করিয়াছিল। ১৩৮২ সংবৎসরে মোগল-জাতীয় বাবর শাহ পাঠানদিগের হস্তহইতে ভারতবর্ষ অপহরণ করেন। তদবধি দিল্লীরাজ্য মোগলদিগের হস্তগত হয়; কেবল মধ্যে একবার পাঠান-জাতীয় মোহম্মদ-ফরীদ-শের-শাহ হুমায়ুন পাদশাহের নিকটহইতে দিল্লীর রাজমুকুট প্রত্যপহরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অল্পকাল-মধ্যেই তাঁহার হস্তহইতে অপসৃত হয়। ঐ কাল অবধি পাঠানেরা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারে নাই। পরন্তু তাহারা সর্বদা প্রধানের মধ্যে গণ্য ছিল, এবং ভারতবর্ষের অনেক-স্থানে সুবাদারি বা ক্ষুদ্র২ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ঐ সকলের মধ্যে সর্ব-শেষে রোহিলখণ্ড-রাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্বে ঐ প্রদেশের নাম কুটাহের ছিল। তাহার স্থিতি অযোধ্যার পশ্চিম, গঙ্গানদীর পূর্ব এবং কুমায়ুন পর্বতের দক্ষিণ। এই সীমান্তর্গত ভূমি ত্রিকোণাকার, এবং প্রচুর-শস্যশালিনী; তাহাতে মোরাদাবাদ, বেরেলী, রামপুর, ঔলা প্রভৃতি অনেক বৃহন্নগর আছে।

মোগল সম্রাট্‌দিগের ভগ্নদশায় যে সকল বিদেশীয় যবনেরা ধনলালসায় ভারতবর্ষে সমাগত হয়, তন্মধ্যে অনেক রুহি বা রুহিল জাতীয় পাঠান ছিল; কুটাহের প্রদেশে তাহাদের বাস হওয়াতে ক্রমশঃ ঐ প্রদেশের নাম পরিবর্ত্ত হইয়া রোহিলখণ্ড-শব্দে প্রচারিত হয়। এই সকল রুহি বা রোহিলা পাঠানদিগের মধ্যে শাহ-আলম্‌ এবং হোসেন খাঁ নামা দুই ভ্রাতা ১৭২৯ সংবৎসরে কুটাহের প্রদেশে আসিয়া বসতি করে। তাহারা সামান্য ব্যক্তি ছিল, ও সামান্য কর্ম্মে দিনপাত করিত। হোসেনের তিন পুত্র, ভুগ্তি খাঁ, নিয়ামৎ খাঁ, এবং সিলাবৎ খাঁ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শাহআলমের দুই পুত্র, দায়ূদ খাঁ এবং রহমৎ খাঁ। এই উভয়ের মধ্যে রহমৎ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন; ও দায়ুদ কতকগুলি সমরপ্রিয় সহচর সঙ্গ্রহ করিয়া দিল্লাধিপতির অমাত্যের (উজিরের) সৈন্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, এবং ঐ যুদ্ধে আপন বীর্য্য ও সমর-কুশলতার অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেন, ও তৎপুরস্কার-স্বরূপ উজিরের নিকটহইতে বুদাউন্‌ প্রদেশটি প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তিনি কুমায়ুন প্রদেশীয় রাজার সেনাপতি-পদে বৃত থাকিয়া প্রচুর-সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, মোহম্মদ, এবং আলীমোহম্মদ। তন্মধ্যে দায়ুদ কনিষ্ঠকে অত্যন্ত প্রিয় মানিতেন, ও তাহাকে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-ব্যাপারে উত্তম-শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আলীমোহম্মদ পিতৃ-দৃষ্টান্তানুসারে স্বজন-সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-যাত্রায় প্রবৃত্ত হন।

তৎকালে আজমৎউল্লা খাঁ নামা এক ব্যক্তি মোরাদাবাদ-প্রদেশের ফৌজদারী-পদে অভি-

বিক্ত ছিল; সে আলীমোহম্মদকে আপন-সৈন্য-মধ্যে নিযুক্ত করিয়া নিজাধীনস্থ কোন প্রদেশের কর সঙ্গ্রহ করিতে তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিল, এবং তাহার কর্ম্ম-কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া কিয়দ্দিন-পরে দিল্লীর পাদশাহের নিকটহইতে কোন পরগণার তহশীলদারী-কর্ম্মের এক সনন্দ-পত্র আনাইয়া তাহাকে দেয়। এই ঘটনার অল্প দিনানন্তর আজমৎউল্লা খাঁ কর্ম্মচ্যুত হয়; ইত্যবকাশে আলীমোহম্মদ রাজকর-প্রদানে বিরত হইয়া সেই অর্থে স্বজাতীয়-সৈন্য-সামন্ত-সঙ্গ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; মধ্যে২ পাদশাহের সভাস্থ প্রধান২ কর্ম্মচারিদিগের মুখে উৎকোচ-মধুদানেও ত্রুটি করে নাই; ফলতঃ দিল্লীশ্বর তৎকালে এমত নির্ব্বীর্য্য হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সভাসদেরাও এতাদৃশ দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়াছিল, যে রাজবিদ্রোহিরাও উৎকোচসাহায্যে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাইত। আলীমোহম্মদ এ অবস্থা অজ্ঞাত ছিল না; বরং তদুপরি নির্ভর করিয়া সে দিল্ল্যধিপতির "মির বক্সি," অর্থাৎ সৈন্যদিগের বেতনদাতা ওমদৎউলমুল্ক নামা জনৈকের প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত ভূমি সম্পত্তি ও কামান-প্রভৃতি যুদ্ধ-সজ্জা অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। ওমদৎউলমুল্ক এই বার্ত্তা পাদশাহের কর্ণগোচর করিয়া বিচার প্রার্থনার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কমরুদ্দীন্ আলীমোহম্মদের পক্ষ হইয়া তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে, কারা প্রদেশের সৈয়দউদ্দীন্ নামা এক জন রাজবিদ্রোহী জমিদারের প্রাণ-বিনাশ করাতে অপহৃত সমস্ত প্রদেশের জায়গির-সনন্দ-পত্র ও সম্মানসূচক পুরস্কার তিনি আলীর নামে প্রদান করান। রাজবিদ্রোহির এতাদৃশ পুরস্কার দৃষ্টে সকলেই চমৎকৃত হইল; এবং পাঠান মাত্রেই ঐ উৎসাহপূর্ণ-সেনানায়কের অধীনে যুদ্ধ করিতে আগ্রহান্বিত হইল। আলীমোহম্মদও তদ্বিষয়ে নিরুদ্যম ছিল না। সে স্বজাতীয়দিগকে অধিকৃত-ভূমি-সকল বিভাগ করিয়া দিয়া ও অর্থাদি-প্রদান-প্রলোভনে আপন-বসে আনিতে কোনমতে ত্রুটি করিলেক না।

এই সময়ে অপর এক ঘটনা হয়, তাহাতে তাহার সম্যগ্রূপে সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হইয়াছিল; তদ্বিশেষ এই, মোরাদাবাদ-প্রদেশের কিয়দংশ রাজমন্ত্রির নিজ-বিষয়ের মধ্যে গণ্য ছিল; তাহার কর-সঙ্গ্রহ-করণার্থে তিনি হীরানন্দ নামা জনৈককে কতকগুলি সেনা-সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি মোরাদাবাদে আসিবামাত্র আলিমোহম্মদের সহিত আপন প্রভুর অধিকারের সীমা বিষয়ক বিবাদ উপস্থিত করিয়া যুদ্ধে পরাস্ত ও গুপ্তহন্তার হস্তে হত-প্রাণ হয়। প্রধান মন্ত্রী কমরুদ্দীন্ এই বার্ত্তা শুনিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত-সেনা-সমভিব্যাহারে আপন পুত্র মীরমন্নুকে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু সুচতুর আলীমোহম্মদ তাহার পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া অনায়াসে আপদহইতে মুক্ত হইয়াছিল; অধিকন্তু রাজমন্ত্রির সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া আপন-ক্ষমতা সম্যক্ বৃদ্ধিমতা করিলেক।

এই প্রকারে মোগলদিগের হস্তহইতে সমস্ত রোহিলখণ্ড-দেশ অর্জ্জন করিয়া আলীমোহম্মদ স্বপ্রতিবাসী কুমায়ুন-দেশাধিপতির বিরুদ্ধে সঙ্গ্রামার্থে অস্ত্রধারণ করেন। ঐ রাজা অতি নির্ব্বীর্য্য ও শান্তস্বভাব ছিলেন; দুর্দ্দান্ত রোহিলাদিগের আক্রমণে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন-পর হইলেন। তাঁহার সেনাপতিরা সাধ্যানুসারে সমর-সজ্জা করিয়াছিল বটে, কিন্তু

রোহিলাদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে আপন প্রভুর দৃষ্টান্তানুগামী হইল। আলীমোহম্মদ অবাধে কুমায়ুন-প্রদেশ-লুণ্ঠন-পূর্ব্বক প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করত স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন-সময়ে কুমায়ুনাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা কর নির্দ্ধার্য্য করিয়া আইসেন।

অতঃপর কিয়দ্দিনের নিমিত্ত আলীর এক ভয়ানক বিপদ্ ঘটিয়াছিল। অযোধ্যার নবাব সফ্দর-জঙ্গ রোহিলখণ্ডের নিকটস্থ অরণ্যহইতে কিঞ্চিৎ শাল-কাষ্ঠ আনয়নের নিমিত্ত কএক জন লোক পাঠাইয়াছিলেন; তাহারা প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে অরণ্যে আসিবামাত্র আলীমোহম্মদের সহিত তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়া সর্ব্বস্ব হৃত হয়। অযোধ্যাধিপতি এই অপমানে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পাদশাহের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে আলী আপন বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া কৌশলচেষ্টার ত্রুটি করাতে, দিল্লীর পাদশাহ সসৈন্যে আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া আপন রাজপাটে লইয়া যান।

আলী দিল্লী-নগরে কিয়দ্দিন্ বাস করিতে২ একদা তাঁহার অনুচরবর্গ কএক সহস্র রোহিলা জাতীয় ব্যক্তি রাজদ্বারে আসিয়া আলীমোহম্মদের মুক্তির নিমিত্ত অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত করিলেক; তৎকালে পাদশাহের সৈন্য-সকল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ কাবুলাধিপতি আহমদ্শাহ আব্দালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিবেন, এই জনরব হওয়াতে পাদশাহের সৈন্যের প্রায়ঃ অনেকেই পঞ্জাবদেশে উপস্থিত ছিল; কেহই দিল্লী-নগরে বর্ত্তমান ছিল না; অতএব বহুসংখ্যক সমরপ্রিয় রোহিলাদিগকে রাজদ্বারে দেখিয়া অমাত্যবর্গ সকলেই আগ্রহাতিশয়ে আলীমোহাম্মদকে মুক্ত করিয়া দিতে পাদশাহকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রাজাও বর্ত্তমান শঙ্কটহইতে মুক্তির কোন সুলভ উপায় না পাইয়া তাহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু রাজবিদ্রোহী আলীমোহম্মদকে পুনরায় রোহিলখণ্ডে না পাঠাইয়া সরহিন্দ-দেশের কর সঙ্গ্রহার্থে প্রেরণ করিলেন।

আলী সরহিন্দ-দেশে অতি অল্প দিন মাত্র ছিলেন। তদ্দেশে তাঁহার যাত্রা করিবার সময়েই আহমদ্শাহ-আবদালি ভারতবর্ষে আগমন করেন; ও তদ্বিরুদ্ধে সমরসজ্জায় রাজমন্ত্রী ও সৈন্য সামন্ত সকলের ব্যগ্রতা থাকাতে তিনি অনায়াসে সরহিন্দের সমস্ত কর সঙ্গ্রহ করত তৎসহ স্বদেশে প্রস্থান করিতে সক্ষম হইলেন। অপর ঐ অর্থে তিনি অনেক সৈন্য ও যুদ্ধসজ্জা সঙ্গ্রহ করিয়া তৎসাহায্যে রোহিলখণ্ডের নিকটস্থ সকল ভূম্যধিকারিদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া উৎকৃষ্ট ধনাঢ্য হইয়া উঠিলেন।

দিল্ল্যধিপতি মোহম্মদ-শাহের মন্ত্রী কমর উদ্দীন আহমদ্শাহ-আব্দালির সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, ও তৎশোকে মোহম্মদ শাহও ত্বরায় পরলোক যাত্রা করেন। এই অবকাশে আলীমোহম্মদ নির্ব্বিঘ্নে রোহিলখণ্ডে পুনঃস্থাপিত হইয়া প্রতিবাসী হিন্দু-রাজন্যবর্গকে দেশচ্যুত করত তাহাদিগের অধিকার আপন সহচরদিগকে প্রদান করিলেন; প্রজাপালনের ও কর-সঙ্গ্রহের বিহিত নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন; অমাত্য-বন্ধু-বান্ধবদিগের মঙ্গলার্থে যথাবিহিত নিষ্কর ভূমি ও বার্ষিক কিছু২ অবধারিত করিয়া দিলেন; ফলতঃ সর্ব্ব-প্রকারে আপন ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। অপর আপনার লোকান্তর-গমনের পর পাছে

অপত্যেরা পৈত্রিক স্বত্ব লইয়া বিবাদ বিসংবাদ করে এ নিমিত্ত তিনি আপন পিতৃব্য রহমৎ খাঁকে পুত্রদিগের "হাফিজ" অর্থাৎ রক্ষক, এবং পিতৃব্যপুত্র ডুণ্ডিখাঁকে সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন, ও অন্যান্য প্রধান স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সকল ও এবম্প্রকার অন্যান্য অনেক সন্নিয়ম সংস্থাপনে অল্প দিনমধ্যে রোহিলখণ্ডদশ অতি মান্য ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল; এবং রোহিলাদিগের নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে অধৃষ্য হইল; সকলে তন্নাম শ্রবণমাত্রেই কম্পিত কলেবর হইত। কিন্তু এই প্রকৃষ্ট রাজ্য সংস্থান করত আলী বহুকাল তাহা সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮০৫ সংবৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার ছয় পুত্র বর্ত্তমান ছিল। তাহারা সকলেই অপৌগণ্ড, অতএব হাফিজ রহমৎ খাঁ স্বয়ং বালকদিগের নামে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তৎকার্য্যেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু কলহপ্রিয় রোহিলারা তাঁহার কর্ত্তৃত্বে সন্তুষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত করিত; এই প্রযুক্ত কিয়ৎকাল পরে তিনি রোহিলখণ্ড-রাজ্যের প্রধান অংশ আপন অধীনে রাখিয়া অবশিষ্ট ভ্রাতৃপুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন; পরন্তু তাহাতেও বিবাদের শেষ হয় নাই; মধ্যে২ গৃহ বিচ্ছেদ ও পরস্পর যুদ্ধও পুনঃ২ ঘটিত। অধিকন্তু অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মহারাষ্ট্রীয় রাজারাও তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু হাফিজ রহমতের সমর নৈপুণ্যে সকলেই পরাস্তমন্য ছিলেন।

একদা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমনার্থে হাফিজ রহমৎ সুজাউদ্দৌলাকে ৪০ লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার সাহায্য লইয়াছিলেন; কিন্তু পরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আপন প্রতি-শ্রুতি রক্ষায় অবহেলা করেন। সুজাউদ্দৌলা এই প্রকারে বঞ্চিত হওয়াতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ক্ষমতাভাব জানিয়া স্তব্ধ থাকেন। পরন্তু সে ঘটনা তাঁহার মনহইতে বিস্মৃত হয় নাই; ১৮২৮ সংবৎসরে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়; সুজা ইত্যবকাশে ইংরাজদিগকে ৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ও যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ উপস্থিত থাকিবেক তৎকাল পর্য্যন্ত মাসিক ২॥ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া রোহিলাদিগের দমনার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে ইংরাজেরা ধন লোভে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিল অতএব অনায়াসে কএক দল সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এই সন্ধ্যনুসারে সংবৎ ১৮৩০ ইংরাজ ও অযোধ্যার সৈন্য মহাসমারোহে রোহিলখণ্ডে যাত্রা করিল; হাফিজ রহমৎও তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাধ্যানুসারে সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করিয়া কুটারনগরে তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ২০ সে আপ্রেল দিবসে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল; এবং উভয়েই সমর সাধনে ত্রুটি করিলেক না, কিন্তু দৈবাৎ হাফিজ গুলির আঘাতে নিপতিত হইলেন; এবং তদ্দৃষ্টে তাহার সৈন্যদল হতাশ হইয়া পলায়নপর হইল।

আলীমোহম্মদের তৃতীয় পুত্র ফৈজুল্লা খাঁ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, এবং সাধ্যানুসারে শত্রু সংহারে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু হাফিজের পতনে সৈন্যদিগকে একত্র রাখিতে অশক্ত হইয়া অবশেষে পলায়ন করত পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া

কুমাউন্ পর্ব্বতোপরি লালডং নামক নগরের দুর্গে অবস্থান করিলেন। যে সকল রোহিলারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার আশা রাখিত, তাহারাও সকলে ঐ স্থানে আসিয়া প্রায় ৫০,০০০ ব্যক্তি একত্র হইল।

এদিকে মিলিত ইংরাজ ও অযোধ্যার সৈন্যগণ অত্যন্ত নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক রোহিলাদিগকে রোহিলখণ্ডহইতে উৎসন্ন করত লালডং আক্রমণ করিলেক, ও তথায় উভয় শত্রু প্রায় দুই মাস কাল পরস্পর সম্মুখস্থ থাকে। পর্য্যবসানে ফৈজুল্লার অবশিষ্ট নগদ টাকা ও মণি মুক্তাদির অর্দ্ধেক লইয়া অযোধ্যার নবাব রামপুর প্রদেশের নবাবী পদ ও দ্বাদশ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়োপযুক্ত ভূমি প্রদানপূর্ব্বক তাহার সহিত সন্ধি করেন; কিন্তু তাহার সমভিব্যাহারি প্রায় বিংশতি সহস্র রোহিলাকে পরিবারে রোহিলখণ্ড হইতে দূরী করণ করেন। তদবধি ভারতবর্ষে রোহিলাদিগের উৎসন্ন হয়, এবং আলীমোহম্মদ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্যের একেবারে লোপ হয়। রামপুর প্রদেশে ফৈজুল্লার বংশীয় জনৈক নবাব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যসামন্তাদি কিছু মাত্র নাই।

উড়িষ্যার রাজাবলী।

গত মাসিক বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে উৎকল বা ওড্রদেশের সীমা, সংস্থান, গুণাগুণ, প্রভৃতির বিবরণ করা গিয়াছে, অধুনা তদ্দেশের রাজ্যশাসনাদি-বিষয়ক ইতিহাসের বিশেষ লেখা যাইতেছে।

উৎকলের ইতিহাস লেখকেরা কহেন কলিযুগের প্রারম্ভাবধি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাবসান পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে ১৩ জন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নামোল্লেখ করা এস্থলে অপ্রস্তুতাভিধান হইলেও পাঠকগণের পরিতুষ্টির জন্য উল্লিখিত করিতে হইল। যথা,

যুধিষ্ঠির দেব,	১২	বৎসর
পরিক্ষীৎ দেব,	৭৫৭	..
জনমেজয় দেব,	৫১৬	..
সম্বর-বা-শঙ্কর দেব,	৪১০	..
গৌতম দেব,	৩৭৩	..
মহীন্দ্র দেব,	২১৫	..
অস্তি দেব,	১৩৪	..
সেবক-বা অশোক দেব,	১৫০	..
বজ্রনাথ,	১০৭	..
শরশঙ্খ,	১১৫	..
হংস,	১২২	..
ভোজ,	১২৭	..
বিক্রমাদিত্য,	১৩৫	..

সমুদায় রাজত্ব কাল সঙ্খ্যা .. ৩১৭৩ বৎসর।

রাজচরিত্র নামক উৎকল গ্রন্থের মতে এই রাজবর্গের শেষোক্ত বিক্রমাদিত্য লোকান্তর গমন কালে এক পুত্র রাখিয়া যান। তাহার নাম কর্ম্মজিৎ বা ক্রমাদিত্য। ইনি কিয়ৎকাল উড়িষ্যাদেশ শাসন করত, শ্রীমান পুরুষোত্তম জগন্নাথ দেবের উপাসক হইয়া ৫৬ শকে পরলোক যাত্রা করেন। তদনন্তর বটকেশরী, ত্রিভুবন দেব, নির্ম্মল দেব, ভীম দেব নামক চারি জন রাজা অননুক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজ্য শাসন কালে যবনেরা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল; একারণ ইহাদের নাম এখানে উল্লেখ করিতে হইল, অপরাপরের নাম প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত ব্যক্ত করণে অনাবশ্যক। এই উক্তরাজাবলির অন্তিম রাজার

নাম শোভন দেব। তিনি ৩১৮ সংবৎসরে উড্র রাজ সিংহাসন অধিকার করেন। ঐ ব্যক্তি কোন বংশোদ্ভব কে ছিলেন. তাহার কিছুই স্থৈর্য্য নাই। কিম্বদন্তী আছে তাঁহার রাজ্যকালে যবনেরা ওড্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। তদ্বিশেষ এই রক্তবাহু নামক এক জন উদাসীন বা যবন উৎকলদেশাক্রমণের অভিসন্ধিতে বহুসংখ্যক-সেনা সঙ্গ্রহ-পূর্ব্বক অগণনীয় হস্ত্যশ্ব সমভিব্যাহারে লইয়া অর্ণবযানে আরোহণ করাইয়া জগন্নাথ দেবের ক্ষেত্রের কিয়দ্দূর অন্তরে সমুদ্রতট-সমীপবর্ত্তি-স্থানে নঙ্গর করিয়া অবকাশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঐ সকল হাতি ঘোড়ার বিষ্ঠা ও তৃণাদি ভূরি২ প্রবাহিত হইয়া তটাগত হইতে দর্শন করিবামাত্র কতিপয় নগর নিবাসি লোক তৎক্ষণাৎ তত্রস্থ নরপতি সন্নিধানে অনিয়ত কালে উপস্থান পূর্ব্বক সবিনয়ে এই সমাবেদন করিল; “মহারাজ, অনুমান হয়, আপনার রাজ্য আক্রমণ করণাভিলাষে কোন বিপক্ষ সসৈন্যসামন্ত নিকটস্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই”। এই দুর্বার্ত্তা কর্ণপথগামিনী হইবামাত্র ভূপাল অতিমাত্র ভীত হইয়া শ্রীমন্দিরহইতে দেবাদিদেব শ্রীমজ্জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি নানাবিধ বহুমূল্য স্বণরত্নালঙ্কার ও তাম্র পিত্তলময় পূজোপযোগি পাত্রাদি সহিত এক বস্ত্রাবৃত শকটে আরোপণ করাইয়া তৎসমভিব্যাহারে শোণপুর-গোপল্লী নামক নগরে প্রচ্ছন্ন বেশে প্রস্থান করিলেন। ঐ স্থান তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত। এদিকে ঐ যবন তটস্থ হইয়া এবং রাজাকে দেখিতে না পাইয়া সমন্দির-নগর লুণ্ঠন করত তথায় মহা উপদ্রব উপস্থিত করিল। আক্রামকগণের অত্যাচার শ্রবণ করিয়া রাজা সেই শ্রীমূর্ত্তি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিলেন, এবং স্বয়ং দূরবর্ত্তি নিবিড় অরণ্য-মধ্যে পলায়ন করিয়া গেলেন।

যবন দল তত্তাবতের কিছুমাত্র অনুসন্ধান না পাইয়া তত্রত্য প্রজাবর্গকে জিজ্ঞাসিবাতে সমুদ্র তীরবাসী কতিপয় ইতর জাতীয় লোক, যে পথ দিয়া গেলে তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যায় তাহা জানাইয়া দিল। রক্তবাহু এতাদৃশ গোপনের অপ্রকাশে সমুদ্রের প্রতি নিতান্ত রাগান্ধ হইয়া ভয় প্রদর্শন জন্য নিজ সৈন্য সামন্তকে ইহার জল তাড়না করিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। সমুদ্র এতাদৃশ ঘোরতর যবনাক্রমণ ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া তৎস্থানহইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে পলায়ন করিল, অবোধ যবনেরাও ক্রোধভরে তাহার প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। অনন্তর উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল মহাঘোর গভীর নিনাদ ভয়ানক পয়োরাশি প্রবাহব্যূহ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহার করাল গ্রাসে সেই মহতী সেনার অধিকাংশ পতিত হইল, এবং মহাবিস্তৃত দেশ সমুদায় এক কালে জলপ্লাবিত হইয়া গেল। বন্যা খুর্দার বরোনৈ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্ববাহিত বালুকায় তত্তাবৎস্থান বালুকাময় করিয়া গেল। ঐ সময়েই সামুদ্রিক জলের পরিক্রুত ভাগে চিল্কা-হ্রদের সৃষ্টি হয়। এখানে রাজা অনতিবিলম্বেই জঙ্গল মধ্যে প্রাণ হারাইলেন। অনন্তর তাহার পুত্র ইন্দ্রদেব রাজসিংহাসনাধিরূঢ় হইলে আক্রমকেরা তাহার প্রাণ সংহার করিয়া ফেলিল। তদবধি ক্রমাগত ১৪৬ বৎসর পর্য্যন্ত যবন বংশ ওড্র রাজ্য শাসন করে। পরে ৩৯৬ শকাব্দে ঐ শাসনের পর্য্যবসান হয়।

এই গল্প পাঠে. বোধ হয় চোর মগুল বা সিংহলদ্বীপহইতে আগত কোন অসভ্য শত্রু-

সম্বন্ধে ইহা কল্পিত হইয়া থাকিবেক; কারণ শোভন দেবের রাজ্যকালে সমুদ্র দিয়া পশ্চিমাঞ্চলস্থ যবন আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

এক্ষণে আমরা তত্রস্থ বর্ত্তমান কেশরী বংশের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ৫২৯ সংবৎসরে ঐ বংশের সিংহাসনাধিরোহণ-পূর্ব্বক রাজ্য-শাসনের প্রারম্ভ হয়। এই সময়াবধি তথাকার ইতিহাস আমরা যথার্থ বলিয়া গণ্য করিতে পারি, তৎপূর্ব্বের রাজবংশাবলির ইতিহাস অস্থির। সে যাহা হউক, অভিনব রাজ বংশের আদিপুরুষের নাম যযাতিকেশরী। তিনি অতিশয় যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ ও নিরতিশয় সাহসিক ছিলেন, কিন্তু তিনি কে বা কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আমাদের জ্ঞানভূমিতে সমাগত হয় নাই। তিনি যবন হস্তহইতে ঐ রাজ্য মুক্ত করিয়া স্বাধীন করেন, ও যবনেরা তথাহইতে নিজ দেশে পলায়ন করে। যযাতিকেশরী যাজপুর নগরে আপন রাজধানী সংস্থাপন ও তথায় নৌর নামে প্রসিদ্ধ অতি রমণীয় চতুর্দ্দারবিশিষ্ট এক প্রাসাদ কিম্বা দুর্গবৎ সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারি রাজ্যশাসন কালে শ্রীমান্ জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তির পুনরুদ্ধার ও তৎপূজার পুনঃ সংস্থাপন হয়। গল্প আছে, মনে২ কোন অলৌকিক ভাব উদ্ভূত হইলে রাজা যযাতিকেশরী স্বয়ং পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক তৎস্থান নিবাসি ব্রাহ্মণদিগের প্রমুখাৎ সার্দ্ধ শত বৎসরান্তরিত তৎকাল প্রচলিত পুরুষ পরম্পরাগত জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তির অদর্শন ব্যাপার প্রবাদ শ্রবণগোচর করিয়া শোণপুর-গোপল্লির গহন বন দর্শন করিতে মনস্থ করিলেন। রক্ত বাহুর আক্রমণাবধি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানের কোন প্রদেশের মৃত্তিকা মধ্যে ঐ শ্রীমূর্ত্তি গুপ্ত রক্ষিত ছিল, তাহা কাহারো নেত্রপথে পতিত হয় নাই। রাজা যযাতিকেশরী অদ্ভুতরূপে সেই বনোদ্দেশে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে২ যে স্থলে শ্রীমূর্ত্তি মৃত্তিকাগতা হইয়া সুরক্ষিতা ছিলেন, সেই স্থল দেখিতে পাইলেন। দৃষ্টিমাত্র তিনি সেই বট বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; এবং তন্মূলস্থল খনন করিতে২ এক পাষাণময় পাত্রে অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত শ্রীমজ্জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কালসহকারে তাহার অবয়ব সকল চূর্ণপ্রায় হইয়াছিল। সমনন্তর রাজা যযাতিকেশরী সেই দেবের সেবক বা পরিচারক পূজক ব্রাহ্মণদিগের বংশের অনুসন্ধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যবনদিগের আক্রমণকালীন পুরীহইতে নানা স্থানে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, রত্নপুর নামক দেশে তাহাদের বংশীয় অনেককে দেখা গিয়াছিল। মহাত্মা রাজা সেই সকল পূজক বংশের সহিত কি রূপে পূর্ব্ববৎ সমারোহে জগন্নাথ দেবের পূজা কার্য্য সমাধা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ স্থির করিয়া আর একটি অভিনব শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা যুক্তি সিদ্ধ বোধে তাহাদিগকে আদেশ করিলে, তাহারা নিবিড়ারণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণার্থ শাস্ত্রোক্ত গুণশালি দারু অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরে তাহা প্রাপ্ত হইয়া রাজা যযাতিকেশরীর নিকটে উপনীত করিল। রাজাও ধর্ম্মানুগত ব্যগ্রতা সহকারে সুচারু পরিচ্ছদে সেই সমানীত দারুখণ্ড ও পুরাতন জীর্ণ প্রতিমাবয়ব সকল পরিচ্ছন্ন ও নানালঙ্কারে সমলঙ্কৃত করিয়া মহাসমারোহে পুরী প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আদেশে পুরাতন মন্দিরের অনুরূপ অবিকল আর একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইল। তৎকালে পুরাতন মন্দিরটি

সাগরোর্ম্মি-সমানীত বালুকাসমূহে পরিপূরিত ও আচ্ছন্ন-প্রায় ছিল। পরে অনুক্রমে চারিটি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া ঐ বর্ত্তমান রাজশাসনের ত্রয়োদশ বৎসরে পুনর্ব্বার সিংহাসনে সমারোপিত হয়। তৎকালে উপস্থিত দেশদেশান্তরীয় লোকের জয় শব্দ নমঃশব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক সমারোহের আর ইয়ত্তা ছিল না।

জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য রাজা যযাতিকেশরী অনেকানেক সেবক ও পূজক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে শ্রীমন্দিরের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়োপযুক্ত বৃত্তি বিধানার্থ পুরীর চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় গ্রামাদি জগন্নাথ-দেবের দেবত্ব পুরস্কারে নিষ্কর ও শাসনপত্রারূঢ় করিয়া সমর্পণ করিলেন। এতাদৃশ চিরস্মরণীয় সময়ে আপামর সাধারণ সকলেই রাজাকে "দ্বিতীয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন" উপাধি প্রদান করিল।

রাজ্যাবসান প্রাক্কালে রাজা যযাতিকেশরী ভুবনেশ্বরে এক মন্দির প্রস্তুত করিতে আরব্ধ করেন, এবং ৫৬৭ সংবৎসরে পরলোক যাত্রা করেন।

তৎপরে সূর্য্যকেশরী ও অনন্তকেশরী নামক তাঁহার দুই জন পুত্র তাহার উত্তরাধিকারী তৎসিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। উভয়ের রাজ্যকালসঙ্খ্যা ৯৭ বৎসর। তাহাদের রাজ্য কালীন শেষোক্ত অনন্তকেশরীর আরব্ধপূর্ব্ব ভুবনেশ্বরস্থ মন্দিরের শিষ্ট সম্পাদনোদ্যোগ ব্যতীত আর কিছুই অদ্ভুত ব্যাপার বোধে উল্লেখিতব্য নাই। ৬৭৩ সংবৎসরে ইহার সিংহাসন ললাটেন্দুকেশরীতে বর্ত্তে। লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরোপাধিক শ্রীমন্মহাদেবের মহামন্দির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করাতে তাহার ভুবনব্যাপিনী বিজাতীয় কীর্ত্তি হইয়াছিল। ঐ নির্ম্মাণ কার্য্য শালিবাহনাব্দের ৫৮৮ বৎসরে সুসম্পন্ন হয়*। ঐ রাজা তথায় এক মহা বিস্তৃত রাজধানী সংস্থাপন করেন। ইহার পর ৪৫৫ বৎসর কাল মধ্যে ক্রমাগত কেশরী বংশোদ্ভব ৩২ জন রাজা রাজত্ব করেন; তাঁহারা কেহই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন না।

কেশরীবংশের ধ্বংসোপাখ্যান নানা জনে নানাপ্রকার কহিয়া থাকে। রাজচরিত্রে লেখে, যে এই বংশের অন্তিম রাজা নিরপত্য হইয়া লোকান্তর গমন করেন। দৈব প্রত্যাদেশে বাসুদেব বনপতি নামক এক ব্যক্তি, কর্ণাটীয়জনৈককে আনয়ন করিয়া রাজ্যে অভিষেক করেন। বংশাবলি গ্রন্থের লিপি এই, "যে রাজার সহিত বাসুদেব বনপতি নামক ক্ষমতাপন্ন এক জন ব্রাহ্মণের বিবাদ উপস্থিত হইবাতে রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে পদচ্যুত করিয়া নিষ্কাসন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে কর্ণাট দেশে যাত্রা করিয়া বিশেষানুসন্ধান পূর্ব্বক চূরঙ্গ বা চোরগঙ্গ নামক এক ব্যক্তিকে উড়িষ্যা আক্রমণ করাইতে আনয়ন করে"। সে ১০৫৪ শকাব্দের ১৩ই আশ্বিন শুক্রবারে কটক পরাজয় করিয়া তথাকার রাজত্ব হস্তগত করে। পরন্তু রাজা চূরঙ্গ দেবের সিংহাসনাধিরোহণের দিনাবধারণ বিষয়ে উভয় লিপিরই একবাক্যতা আছে। ইহারি বংশ গঙ্গাবংশ বা গাঙ্গবংশ নামে খ্যাত। ক্রমাগত চারিশত বৎসর তাহারা ঐ স্থানে রাজ্যশাসন করিয়াছিল। লোকে কহে, উক্ত রাজাই মণ্ডলপাঁঞ্জি নামক জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরসংক্রান্ত কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা ত্যাগ করুন্ত

* মন্দিরের দ্বারোপরি নিম্ন লিখিত শ্লোকে শক নির্ণীত আছে
গজাষ্টাসুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিমানসৌ।
প্রাসাদমকরোদুচ্চা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥

কোন বিশেষ২ দেবীর উপাসনাপর ছিলেন। তাহার নাম ও গুণ এবং রাজশাসনের উৎকীর্ত্তন পুরীর একাংশে চুরঙ্গসৈ নামক এক সরোবরে অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে। লোক প্রবাদ এই, "যে শরলঘর ও কটক চৌদ্বারে যে প্রাসাদ ও দুর্গ আছে তদুভয় ইহাঁরি নির্ম্মিত"।

১২০৭ সংবৎসরে তাঁহার পুত্র গঙ্গেশ্বর দেব গঙ্গাবধি গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের পৈত্রিক অধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপরে আর দুই জন রাজত্ব করেন, তাহাদের নামাদির উল্লেখ করা আবশ্যক নাই। অনন্তর গাঙ্গবংশপ্রধান অনঙ্গভীম ১২৩০ সংবৎসরে সিংহাসন অধিকার করেন। দুরদৃষ্ট ক্রমে তৎকর্তৃক এক ব্রহ্ম বধ হওয়াতে তৎপাপক্ষালণার্থক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে নানা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হয়। কিম্বদন্তী আছে ঐ রাজা ৬০ টা পাষাণময় মন্দির, ১০ সেতু, ৪০ কূপ, এবং ১৫০ ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ৪৫০ নূতন গ্রাম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কেবল ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুদর্শক, সামান্য গল্পে কহে, কোটি সরোবর খনন করান; এবং জগন্নাথক্ষেত্রের সর্ব্বাংশ মঠমন্দিরাদি দ্বারা সুশোভিত করেন। জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির তাঁহার আজ্ঞায় ১১১৯ শকাব্দে পরম হংস বাজপেয়ী নামা এক ব্যক্তি নির্ম্মাণ করে*। এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি অপর ১৫ জন ব্রাহ্মণ ও ১৫ জন শূদ্র সেবক বা পরিচারক শ্রীদেবের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ব্যয় বাহুল্য করেন; এবং তদানীং নিত্যসেবায় নানা জাতীয় ভোগ ও সময়ে২ যাত্রা এবং মহোৎসব করিবার নূতন সৃষ্টি হয়। এই প্রবল বংশাভিমানী বর্ত্তমান খুর্দারাজ ব্যবহৃত মুদ্রাদি পূর্ব্বে অনঙ্গভীমরাজ কর্তৃকই সৃষ্ট হয়, তাহাতে এই লেখা আছে, "বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি "কর্ণাটোৎকলবর্গেশ্বরাধিরাই ভূতভৈরবদেব "সাধুশাসনোৎ-করণ-রাবতরাই অতুলবলপরা- "ক্রমসঙ্গ্রামসহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু"।

আধুনিক উৎকল দেশীয় ব্যক্তিদিগের, সাবন্ত, মঙ্গরাজ, খরজেনা, পৎসহনি, বড় পণ্ডা প্রভৃতি যে সকল উপাধি শুনা যায় তাহা উক্ত রাজার রাজত্ব কালীন দত্ত।

অনঙ্গভীমের পুত্র রাজেশ্বর দেব। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিলে পর ১২৯২ সংবৎসরে রাজা নৃসিংহ দেব তাঁহার অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার উপাধি লঙ্গুরা। ইহাকে অতি বিখ্যাত রাজা বলিয়া উড়িয্যা ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছে।

মেজর ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থে লেখেন, যে "এই রাজার রাজত্ব কালীন ১২৯৯ সংবৎসরে বঙ্গদেশীয় মুসলমান রাজা কর্তৃক উড়িষ্যার আক্রমণ হয়"; কিন্তু এ ঘটনার বিষয়ে ওড্র দেশীয় কোন গ্রন্থে কিছু মাত্র উল্লেখ নাই।

ইহার রাজ্যাবসানে নরসিংহ নামধারী ৫ জন রাজা ও ভানুপাধিক ৬ জন রাজা বিক্রমাদিত্যের ১৫০৭ বৎসর পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। শেষোক্তেরাই সূর্য্যবংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিল। গঙ্গাবংশের সহিত ও ইহাদের কলহাদি ছিল। এই সকল কীর্ত্তি মধ্যে পুরী প্রবেশ পথে আঠার নালা নামক যে সেতু আছে তাহা ১৩০০ শকাব্দে রাজা কবির নরসিংহ দেব কর্তৃক নির্ম্মিত হয়।

* উক্ত পর মন্দির মধ্যে প্রস্তরের পশ্চাতে খোদিত শ্লোক লিখিত আছে; তাহার কিয়দংশ;

শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশু রূপ নক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাস অনঙ্গভীমেন ধীমতা॥

ভানুপাধিক শেষ রাজা সন্তানাসত্ত্বে স্বোত্তরাধিকারী স্বরূপ সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র কুলোদ্ভব কপিলশন্দ্র নামক এক বালককে দত্তক করিয়া যান। তাহার খ্যাতিতে কপিলেন্দুদেবোপাধি হয়। ১৫০৭ সংবৎসরে তিনি রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত তিনি পরাজয় করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারির নাম পুরুষোত্তম দেব। তিনি কঞ্জিবিরাম প্রদেশের রাজার কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে প্রতাপজনমনি বা প্রতাপরুদ্রদেব নামে এক তনয় জন্মে। পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৫৯ সংবৎসরে পুরুষোত্তম দেবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে প্রতাপরুদ্র পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণকরেন।

এই ভূপতি মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৫৮০ বৎসর পরে তিনি ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৩২ পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক রাজ্য ৫ বৎসর শাসন করিয়া গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক এক জন প্রবল প্রতাপশালী মন্ত্রীকর্তৃক হত হয়েন। অনন্তর দ্বিতীয় পুত্র উত্তরাধিকার করে। সেও অন্য ৩০ জন ভ্রাতার সহিত মধু-শ্রীচন্দ্র নামক মন্ত্রিপুত্রের হস্তে বিনষ্ট হয়। তৎপরে ঐ মন্ত্রী ১৫৮৯ সংবৎসরে সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজা গোবিন্দদেব নামে বিখ্যাত হয়। ইহার সময়ে মুকুন্দ-হরিচন্দন ও জনার্দ্দন বিদ্যাধর নামক দুই জন খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি হইয়াছিল। অবশেষে এই আদিম ব্যক্তিই এই দেশে স্বাধীন হয়। অন্তিম ব্যক্তি যদ্যপি স্বয়ং এদেশের রাজা হইতে পারে নাই তথাপি তৎপুত্র পৌত্রাদিরা পরে রাজা হইয়াছিল। রাজা গোবিন্দদেব আপন রাজত্বের সপ্তম বৎসরে দশাশ্বমেধের ঘাটে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তৎপরে জনার্দ্দন বিদ্যাধর মন্ত্রির কৌশলে প্রতাপচন্দ্রদেব রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি বড় দুরাত্মা ছিলেন। অষ্টবর্ষ রাজ্য করিয়া হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। এ রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় নরসিংহজেনানামা এক ব্যক্তি নিরতিশয় সাহসাবলম্বনে তাহার শূন্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ইহার রাজ্যাবসানে মুকুন্দ-হরিচন্দন তৈলিঙ্গ মুকুন্দদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ১৬০৬ সংবৎসরে তাহার সিংহাসন আরোহণ করে। দেশীয় ইতিহাস লেখকেরা কহেন "যে ইহার সাহস ও ক্ষমতা বিজাতীয় ছিল"।

টিফেনথলর সাহেব নিজ গ্রন্থে লেখেন; "মুকুন্দদেব উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা। তিনি অতি সুশীল ও শান্ত স্বভাব ছিলেন এবং তাহার চারি শত ভোগ্যা স্ত্রী ছিল"। বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তা শোলেমান গুরুনি নামক আফগান্ রাজা অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করিতে আসেন। তদুপলক্ষে তত্রত্য রাজা এক দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আত্ম পরিত্রাণে সুসিদ্ধ হয়েন। পরে বঙ্গদেশীয় সেনাপতি কালাপাহাড় আসিয়া উড়িষ্যা পরাজয় ও শ্রীমূর্ত্তি লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া অনেক উপদ্রব করে। এই বিষয়ে ইতিহাস লেখকেরা অনেক অনেক প্রকার কহেন তাহা পাঠকবর্গেরও অবিদিত নহে বাহুল্যভয়ে বিবিধার্থে প্রকাশ করিলাম না। পুরীবংশাবলীতে লিখিত আছে, রাজা কোন কার্য্য বশতঃ খুর্দায় ব্যস্ত থাকন সময়ে সহসা আফগান্ সেনা কটকরাজ্য আক্রমাণার্থ অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রদেশাধিপ (গবর্ণর) গোপীনাবন্ত সিন্থারকে পরাজয় ও তত্রত্য প্রাসাদধনাগারাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা মুকুন্দদেব তৎসমাচার প্রাপ্তে তথাহইতে

পলায়ন করিয়া অনতিবিলম্বে দিল্লীশ্বরের রাজ্য মধ্যে গিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ঔৎকল ইতিহাস লেখকেরা কহে, "যে এই রাজার মরণান্তে মোসলমানেরা এই প্রকারে উড়িষ্যা রাজ্য প্রাপ্ত হইলে পর তদীয় সেনাপতি রাজা মানসিংহ উক্ত মন্ত্রিবর দনায়ী বিদ্যাধরের পুত্র বলাইরাওকে রামচন্দ্র দেব উপাধি দিয়া উড়িষ্যার রাজ্যসিংহাসনে উপবেশন করান। তিনিই পুনর্ব্বার নিম্বকাষ্ঠে জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠাদিপূর্ব্বক মন্দিরস্থ সিংহাসনে আরোপণ করান"। কেহ২ কহে রামচন্দ্র উক্ত মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

সে যাহা হউক তাঁহারই বংশ খুর্দার রাজা নামে বিখ্যাত হইয়া যবনদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া ১৮৫০ সংবৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল। তাহাদিগের কোন বিশেষ গৌরব ছিল না, অতএব কেবল তাহাদের নাম ও রাজ্যারম্ভের বর্ষ নিম্নে লেখা যাইতেছে।

রামচন্দ্র দেব..	সংবৎ	১৬৩৬
পুরুষোত্তম দেব	,,	১৬৬৫
নরসিংহ দেব..	,,	১৬৮৬
গঙ্গাধর দেব..	,,	১৭১১
মুকুন্দ দেব	,,	১৭১২
দিব্যসিংহ দেব..	,,	১৭২২
কৃষ্ণ বা হরকৃষ্ণ দেব	,,	১৭৪৮
গোপীনাথ দেব....	,,	১৭৬৯
রামচন্দ্র দেব.	,,	১৭৭৬
বীরকিশোর দেব	,,	১৭৯৯
দিব্যসিংহ দেব	,,	১৮৪২
মুকুন্দ দেব	,,	১৮৫৪

টার্ম্মিগান্ পক্ষী।

মৃগয়ানুরাগ-বিষয়ে ইংরাজেরা যে অত্যন্ত তৎপর অধুনা তাহার বর্ণনা করাই বাহুল্য; ব্যাঘ্র-বরাহাদির মৃগয়া-বিষয়ক-প্রস্তাবে তাহার যথাবিহিত উল্লেখ হইয়াছে। অপিচ এতদ্দেশে তাহারা যে সকল জীব মৃগয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ কোন জীব তাহাদিগের স্বদেশে নাই। ব্যাঘ্র-বরাহাদির পরিবর্ত্তে তথায় হরিণ ও খেঁকশৃগাল-প্রভৃতি পশুপরি নির্ভর করিতে হয়। অপর সেই হরিণ-শৃগালও সুপ্রাপ্য নহে; অনেককে সূর্য্যোদয় অবধি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া একটি খেঁকশৃগাল মারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করাও দুর্ঘট হয়; হরিণ-শিকার-বিষয়ে ততোধিক পরিশ্রম। এই প্রযুক্ত বিলাতীয় ধনবান ব্যক্তিরা আপন২ অধিকার মধ্যে কতক ভূমি অরণ্যরূপে রাখিয়া তাহাতে বহুসঙ্খ্যক হরিণ প্রতিপালন করিয়া রাখেন, ও স্বেচ্ছামত তাহাই শিকার করেন। পরন্তু সামান্যতঃ এ প্রকার শিকার অনায়াসে প্রাপ্য নহে, সুতরাং অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে পক্ষি-মৃগয়া করাই এক মাত্র গতি, ও তদর্থে তিত্তির, বটের, বক, কাদাখোঁচা প্রভৃতি বিবিধ সুখাদ্য পক্ষীও বিলাতে অনায়াসপ্রাপ্য আছে। অপরপৃষ্ঠে যে পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত হইল, তাহা তিত্তির-জাতিজাত; পরন্তু তিত্তির অপেক্ষায় অত্যন্ত সুস্বাদু। তাহার অবয়বও অতি সুন্দর। তাহার পরিমাণ পুচ্ছহইতে চঞ্চু-পর্য্যন্ত ১৪ বুরুল দীর্ঘ; তন্মধ্যে পুচ্ছ ৪ বুরুল। তাহার বর্ণ সর্ব্বদা সম থাকে না; গ্রীষ্মকালে তাহার দেহ পীতাক্ত-ইষ্টকবৎ রক্তবর্ণ, ও তদুপরি কৃষ্ণবর্ণের অসম রেখা থাকে, কিন্তু শীতকালে তৎপরিবর্ত্তে সমস্ত দেহ শুক্লবর্ণ বোধ হয়। গ্রীষ্ম
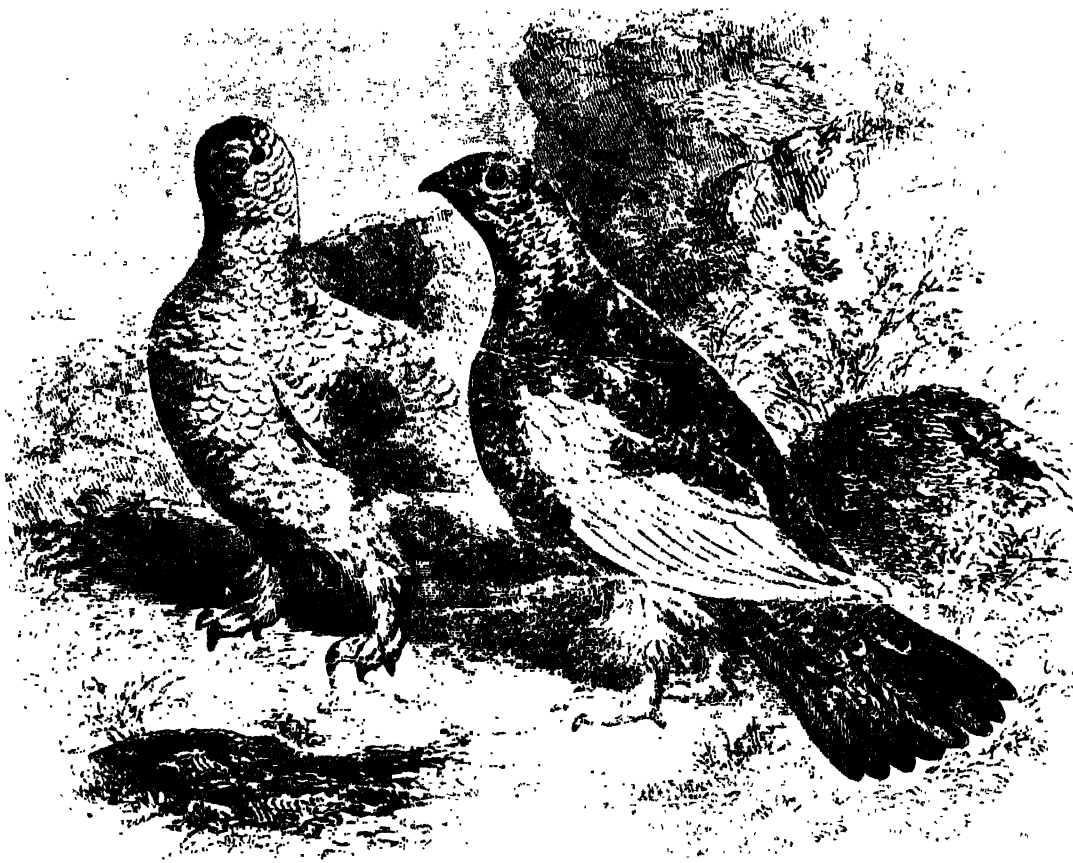
টার্মিগান পক্ষী।

কালে কেবল পক্ষোপরি কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ থাকে। নয়নোপরিস্থ ত্বক্ পালক-হীন ও উজ্জ্বল-রক্ত-বর্ণ-বিশিষ্ট। স্ত্রী টার্মিগানের বর্ণ পুংপক্ষিহইতে অধিক পীতাক্ত ও ফিকা বোধ হয়।

স্বভাবতঃ টার্মিগান্ পক্ষিরা পার্ব্বত্য-স্থানে বাস করিতে প্রিয়; কিন্তু নিকটে জলা বা শস্য-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে তাহাই শ্রেয়ঃ বোধ করে, ও তৎস্থান প্রাতঃকালে তথা অপরাহ্নে আপ-নাদিগের কাকলীতে পূর্ণ করিয়া রাখে।

টার্মিগান্ পক্ষিরা স্ত্রীপুরুষে একত্রে বাস করে। স্ত্রী টার্মিগান্ চৈত্র মাসে ১৯।১৮ বা ২০ টি অণ্ড প্রসব করত মাসাবধি স্ত্রী পুরুষ উভয়ে তদু-পরি তা দিয়া অপত্য উৎপাদন করে। এক প্রকার ডাঁড়কাক শিশু-টার্মিগানের বিশেষ শত্রু, কিন্তু স্বভাবতঃ ভীত হইলেও অত্যন্ত বাৎসল্য ভাব-প্রযুক্ত বৃদ্ধ টার্মিগানেরা অপত্য রক্ষার্থে শত্রু-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে না। কথিত আছে, কোন মনুষ্য তাহাদিগের নীড়ের নিকট আইলে টার্মিগান্ পক্ষী ভগ্ন-পক্ষ বা খঞ্জের ন্যায় হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, ও সে ব্যক্তি তাহাকে ধরিবার নিমিত্তে অগ্রসর হইলে তথাহইতে লম্ফ দিয়া স্থানান্তরে পড়ে; এবং পুনঃ২ এই প্রকার ভণ্ডতা করত তা-হাকে আপন নীড়হইতে অত্যন্ত দূরে লইয়া গিয়া উড্ডীয়মান হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। নির্জ্জন-বাদা-নিবাসী বা পার্ব্বত্য টার্মি

গণেরা মনুষ্যকে দৈবাৎ দেখিলে ভীত হয় না; কিন্তু যে২ স্থানে মনুষ্যেরা টার্মিগান শিকার করিতে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, তথাকার পক্ষিরা অত্যন্ত ভীত, এবং মনুষ্য দেখিবামাত্র বহুদূরে প্রস্থান করে, অথবা জঙ্গল-মধ্যে লুক্কায়িত হয়; এই প্রযুক্ত কুক্কুরের সাহায্য-ভিন্ন ঐ পক্ষীদিগকে শিকার করা কঠিন। প্রস্তাবিত-পক্ষিরা সর্ব্বদাই সুস্বাদু, পরন্তু আশ্বিন-মাসের প্রারম্ভে তাহার স্বাদুতার বিশেষ ঔৎকর্ষ জন্মে, তজ্জন্য ইংরাজেরা ঐ সময়ে মহা-সমারোহ-পূর্ব্বক টার্মিগান-শিকারে যাত্রা করিয়া থাকেন। কথিত আছে, কোন বিশেষ কর্ম্মানুরোধে ইংরাজদিগের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের বৈঠক ভাদ্র-মাসে শেষ না হইয়া আশ্বিন-পর্য্যন্ত ক্রমাগত হইলে অনেক সভ্যেরা সভায় উপস্থিত থাকিয়া দেশের হিতাহিত বিচার ও সদুপায় করা অপেক্ষা টার্মিগান-মৃগয়া শ্রেয়ঃ মানিয়া তদর্থে পল্লীগ্রামে প্রস্থান করেন।

ভারতচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত কাব্যের বিচার বিশেষ সার্থক বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার। রায়-গুণাকরের প্রতি লোকের যে প্রকার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, তাঁহার প্রতি প্রতিবাদ প্রকাশ করিলে লেখকের প্রতি লোকে সহজেই বিপক্ষ হইবেন; এবং তাঁহার যশোবর্ণন কালীন বিচারকর্ত্তার অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হওয়া বিধেয়। বর্ত্তমান কাল কবিকুলের প্রতি অনুকূল না হইয়া বরঞ্চ কাব্যের বিচারের সময় এক প্রকার বলিলেও বলা যাইতে পারে, অতএব এ সময়ে এতদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করাতে লোক-সকল অবশ্যই ইহাতে নয়নান্তঃপাত করিতে পারেন।

এ দেশের কবিদিগের জীবন-চরিত প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন, অতএব রায় গুণাকরের বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা লিখিতে পারিলাম না। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায় মহাশয় অধুনা মূলাজোড়-গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহার সহিত অস্মদাদির আলাপ থাকিলেও রায় গুণাকরের জীবনের কোন২ অংশ বর্ণন করিতে পারিতাম। এক্ষণে কেবল তাঁহার স্বকরকমলাঙ্কিত-বচন-রচনার প্রমাণ ও যথাশ্রুত কিম্বদন্তী অনুযায়ী এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র লিখিতে সঙ্কল্প করিতেছি।

ভুরিশিট পরগণায় ভারতচন্দ্র রায়ের নিবাস ছিল; তাহা বর্দ্ধমানের পশ্চিম অনুমান বিংশতি ক্রোশ অন্তর হইবে। তাঁহার পিতার নাম নরেন্দ্রচন্দ্র রায়; লোক সমাজে তিনি রাজা নরেন্দ্র রায় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কৌলিক উপাধি মুখোপাধ্যায়; ইহা রায় গুণাকর স্বপ্রণীত-গ্রন্থে স্পষ্টই পরিচয় দিয়াছেন,

> "ভুরিশিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়,
> মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
> ভারত তনয় তার, অন্নদা মঙ্গল সার,
> কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥"

মুরশিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দির সময়ে রাজা নরেন্দ্র রায় বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বার্ষিক তিন লক্ষ-মুদ্রা রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন; এসময়ের চলনানুসারে বোধ হয় তাহা নব লক্ষ হইতে পারিত। রায় গুণাকর এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই।

কীর্ত্তিচন্দ্ররায় বল-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্য-চ্যুত করেন, এবং তন্নিমিত্তেই তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যের প্রতিও কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, কিন্তু চতুর চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র আত্মীয়তা-পূর্ব্বক তাঁহার করাল-গ্রাস-হইতে রাজ্যাধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন।

রায় গুণাকর, কৃষ্ণচন্দ্র ভূপতির অতি আত্মীয় মধ্যে গণ্য ছিলেন; এ কারণ তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ভারতচন্দ্র রায়ের অপর এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার পৌত্র শান্তিপুরের সান্নিধ্য বুইছা-নামক-গ্রামে অধুনা বাস করিতেছেন; তৎকালে তিনি কি রূপ অবস্থায় কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু রাজ্য-ভ্রষ্ট হওয়াতে তাহার সমস্ত পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কবিদিগের দারিদ্র্য চিরকাল প্রসিদ্ধই আছে, অতএব রায় গুণাকর রাজকুমার হইয়াও অবশেষে পরান্ন ভোজনে জীবন-যাপন করিয়াছিলেন।

এ রূপ কিম্বদন্তী আছে, যে বিষমাগ্নি * রোগে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ তাঁহাকে রোগমুক্ত-করণ-নিমিত্ত পরম-যত্ন-প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহাকে কালের করাল-গ্রাসহইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

রায় গুণাকরের জন্মপত্রিকা প্রাপ্য হওয়া কঠিন, এবং তাঁহার পুত্র জীবিত থাকিলেও বার্ষিক ক্রিয়াদ্বারা মৃত্যুর দিবস স্থির হইতে পারিত। অতএব তাঁহার পৃথিবীতে অবতরণ ও তাহাহইতে লীলা-সম্বরণের সময় আমরা স্থির করিতে নিতান্ত অক্ষম; এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে তিনি ১৬৭৪ শকে প্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত করেন, † গণনায় তাহা পলাসির যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্ব হইবে, এবং অধুনা এক শত বৎসর অতীত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত, প্রথম খণ্ড "অন্নদামঙ্গল," দ্বিতীয় খণ্ড "বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ;" ফলতঃ সমস্ত-গ্রন্থের নামই অন্নদামঙ্গল। কেহ২ মানসিংহের বিনিময়ে প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন; কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অপেক্ষা ইহাতে মানসিংহের বৃত্তান্ত বিস্তীর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে, অতএব মানসিংহই প্রকৃত-গ্রন্থের সংজ্ঞা হইতে পারে। অধুনা পূর্ণচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে চোর পঞ্চাশত নামে এক খানা পুস্তক অন্নদামঙ্গলের মধ্যে প্রবেশিত হইয়াছে। এ দেশের লোকের রচনার গুণ-দোষ-বিচার-শক্তির অভাবে তাহাকেও অনেকে ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু রায় গুণাকর চোর পঞ্চাশত কাব্যের কতিপয় শ্লোক মাত্র অনুবাদ করেন, এবং তাহাও একার্থক মাত্র।

"দুই পক্ষে কহিবারে পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোর পঞ্চাশী টীকায়॥"
বিদ্যাসুন্দর।

কেহ২ বলেন চোরপঞ্চাশত কাব্য সুন্দর কর্ত্তৃক প্রণীত; তাঁহার এক নাম চোর কবি, এ কারণ তাহার রচিত কাব্য চোরপঞ্চাশত-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; এ বিষয়ে এক প্রাচীন প্রমাণ আছে;

"কবিরমরুঃ কবিরমরঃ কবিচোরময়ূরকৌ।"

কবি অমরু, অমরুশতক কর্ত্তা বলিয়া কেহ২

* (১) বৈদ্যক শাস্ত্রমতে উদরাগ্নি ৩ প্রকার, যথা, মন্দাগ্নি, সমাগ্নি, ও বিষমাগ্নি।

† বেদ লয়ে ঋষিরসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥
অন্নদামঙ্গল মানসিংহ।

কল্পনা করেন, কিন্তু এ রূপ কিম্বদন্তী আছে, যে অমরু নামে রাজা ছিলেন, তাঁহার সমক্ষে শঙ্করাচার্য্য ঐ পুস্তক প্রস্তুত করেন। কবি অমর, সম্ভবতঃ অমরসিংহ, তাঁহার কৃত অভিধান সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে; তিনি নবরত্নের মধ্যে এক রত্ন ছিলেন। কবিচোর সুন্দর, এবং কবিময়ূর, বোধ হয়, রাজা ময়ুর বর্ম্মা হইবেন। ময়ুর বর্ম চরিত্রে যাঁহার বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে, তাঁহার অপর নাম শিখিবর্ম্মা।

"চিরকালে গতে তত্র শিখিবর্ম্মসুতঃ সুধীঃ।
চন্দ্রাঙ্গদ ইতি খ্যাতো বিচারমকরোত্তদা॥"
উত্তর সত্যাদ্রি খণ্ডে।

অমরুশতকের বাঙ্গালা অনুবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই; শতক-সমূহ-মধ্যে কেবল শান্তিশতকের ভাষান্তর দৃষ্ট হয়। অমর-কৃতাভিধানের দুই খানা অনুবাদ দেখিতে পাই; প্রথম "শব্দসিন্ধু," দ্বিতীয় "শব্দকল্পলতিকা"। তন্মধ্যে শেষোক্ত গুন্থ শ্রীযুক্তজগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের কৃত। চোরপঞ্চাশত কাব্য, নন্দ কুমার কবিরত্ন বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অনুবাদ করেন, যাহা অধুনা পূর্ণচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যচন্দোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কবিরত্ন-কৃত চোরপঞ্চাশত কাব্য বহুকাল মুদ্রিত প্রযুক্ত এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যাঁহাদিগের রচনার দোষগুণবিচার করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের কবিরত্ন "প্রণীত-কালী-কৈবল্য-দায়িনী" "ও শুক-বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থের রচনার সহিত ঐক্য করিলেই ইহার গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহা হউক, চোরপঞ্চাশত কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ রায় গুণাকর প্রণীত নহে। অন্নদামঙ্গল ব্যতিরিক্ত তিনি রসমঞ্জরী ও সত্য নারায়ণের কথা রচনা করেন, কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের নাম প্রায়ঃ অনেকেই অবগত নহেন, যেহেতু সচরাচর সত্য নারায়ণের কথা যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা ভারতচন্দ্রীয় নহে।

১ ফাল্গুণ। ১৭৭৫ শক।

শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্ত।

দেশীয় প্রাকৃত সৌষ্ঠব।

কাশীবাসে যে প্রকার স্বাস্থ্য সম্ভোগ হয়, কলিকাতায় তদ্রূপ সুস্থতার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; ও কলিকাতার সুস্থতা রঙপুরে নাই। অপর কলিকাতার সন্নিকটে যে সকল পশু, পক্ষী, শস্য, ফল, পুষ্পাদি জন্মে, তত্তাবৎ কাশীতে সম্ভবে না; ও কাশীর পশু, পক্ষী, শস্য, ফল, পুষ্প, কাবুলের তুল্য নহে। এই প্রকারে উৎপত্তি ও সুস্থতা বিষয়ে প্রত্যেক দেশের আবান্তরিক ভেদ আছে। ঐ ইতর-ভেদ-বিষয়ক দেশের অসাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থে "প্রাকৃত সৌষ্ঠব" শব্দ ব্যবহৃত হইল। দেশ-ভেদে প্রাকৃত সৌষ্ঠবের ভিন্নতা হওয়াতে পৃথিবীর পরমোকার সিদ্ধ হইয়াছে। যদ্যপি করুণাময় পরমপিতা সমস্ত পৃথ্বীর প্রাকৃত সৌষ্ঠব সমান করিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে যে প্রকার নানাজাতীয় ফল পুষ্পাদি সম্ভোগ করিয়া থাকি, তাহা কদাপি সম্ভব হইত না। এতদ্দেশীয়-ব্যক্তিদিগের মতে এই প্রাকৃত সৌষ্ঠব জল ও বায়ুর প্রতি নির্ভর করে; এই প্রযুক্ত সামান্য কথায় কোন দেশের সুস্থতাদি গুণ বর্ণন করিতে হইলে, লোকে তাহার জল "বাতাস (আব হাওয়া) ভাল" কহিয়া থাকে। জল বায়ুর ক্রমে যে দেশের প্রাকৃত সৌষ্ঠবের ভেদ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু ইহা স্মর্ত্তব্য, যে দেশের অবস্থা-ভেদে জল-বায়ুর অন্যথা হয়, অতএব সেই অবস্থাই প্রাকৃত-সৌষ্ঠব-ভেদের আদিকারণ, জল বায়ু লক্ষণ মাত্র। পর্ব্বতোপরিস্থিত দেশ অবশ্যই অন্যত্রহইতে পৃথক্ হইবে ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী মহাশয়েরা দেশীয় প্রাকৃত-সৌষ্ঠব-ভেদের অষ্ট কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্যথা; ১, সূর্য্যোত্তাপ; ২, সমুদ্র-জলসীমাহইতে উচ্চতা; ৩, সমুদ্র-নৈকট্য; ৪, দিগ্ভেদে ঢালুতা; ৫, পর্ব্বত; ৬, মৃত্তিকা; ৭, চাস; ৮, বায়ুর বিশেষ গতি।

১। সূর্য্যোত্তাপ-ভেদে দেশের প্রাকৃত-বৃত্তের অন্যথা হয়, ইহা অনায়াসে সম্ভবে; গ্রীষ্মমণ্ডলের রৌদ্রে ও শীত-মণ্ডলের হিম ও দীর্ঘ রাত্রিতে তরু, পুষ্প, পশ্বাদির সমতা হইবে, ইহা কোন মতে বিশ্বাস যোগ্য নহে। সূর্য্য-কিরণ সূর্য্যহইতে ঋজুভাবে বিকীর্ণ হয়; ঠিক মস্তকোর্দ্ধ-হইতে আগত ঐ ঋজুকিরণ-স্পর্শে পৃথ্বী বিশেষ উত্তপ্ত হয়, সুতরাং যে সকল স্থান উক্ত ঋজুকিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যত্রাপেক্ষায় উষ্ণ হইয়া থাকে। বুগের্ নামা এক ব্যক্তি ফরাসিস্ পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে মধ্যাহ্ন-সময়ে সূর্য্য যে স্থানে ঠিক মস্তকোপরি থাকে, তদ্দিগে ১০,০০০ কিরণ সূর্য্যহইতে আগত হইলে তাহার ৮১২৩ টি কিরণ তথায় উপনীত হয়, অবশিষ্ট কিরণ বায়ুতে লুপ্ত হয়। সূর্য্য মস্তকোপরি না হইয়া ৫০ অংশ ঢালু থাকিলে সেই স্থানে ৭০২৪ টি কিরণ-মাত্র আগমন করে; সূর্য্য ৭ অংশ ঢালু হইলে ২৮৩১ টি কিরণ তথায় আইসে, ও সূর্য্য সেই স্থানের চক্রবালে থাকিলে ৯৯৯৫ টি কিরণ ব্যর্থ হইয়া কেবল অবশিষ্ট পাঁচটি কিরণ তৎস্থানে সমাগত হয়। অয়নান্ত-বৃত্তদ্বয়-মধ্যস্থ সকল স্থান বৎসরে দুই-বার করিয়া সূর্য্যদেবকে ঠিক মস্তকোপরি প্রাপ্ত হয়, অপর সূর্য্য অত্যন্ত ঢালু হইলেও ঐ ঢালুতা ৬০ অংশের ন্যূন হয় না, এই প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত কারণানুসারে ঐ বৃত্তদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান সর্ব্বাপেক্ষায় উষ্ণ থাকে। উক্ত বৃত্তদ্বয়ের বহির্দ্দেশে সূর্য্যদেব কদাপি ঠিক মস্তকোপরি হন না, সর্ব্বদা ঢালু থাকেন, সুতরাং তত্তদ্দেশ কোন কালে-ও অয়নান্ত-বৃত্ত-মধ্যস্থ-স্থানের তুল্য উষ্ণ হয় না। অপর নিরক্ষবৃত্তহইতে দেশ-সকল যত দূর হয়, ঐ ঢালুতার ততই বৃদ্ধি হয়, অতএব ঐ ঢালুতানুসারে তত্তদ্দেশের উষ্ণতার হ্রাস হয়। সূর্য্যদেব সর্ব্বদা নিরক্ষবৃত্তের ঠিক উপরিভাগে ভ্রমণ করিলে এই নিয়মানুসারে কেন্দ্র-নিকটস্থ স্থান-সকল এমত শীতাক্ত হইত, যে তথায় মনুষ্য বাস করিতে পারিত না। এই দোষের নিরাকরণার্থে সূর্য্যের অয়ণ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা কেন্দ্র-নিকটস্থ স্থান উত্তপ্ত হইয়া মনুষ্যাবাসের যোগ্য হয়। যে সময়ে সূর্য্য উত্তরায়ণান্ত-বৃত্তোপরি আইসেন, তৎকালে উত্তর-কেন্দ্র-নিকটস্থ-স্থানে দিবামান অধিক, ও রাত্রিমান অল্প হয়। ঐ দিবাভাগে পৃথিবী যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ সংগ্রহ করে, অল্পমান-রাত্রিতে তত্তাবৎ শীতল হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যহ গ্রীষ্মের সঞ্চয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, ও তৎসাহায্যে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ৭০ অংশস্থ-স্থানে নারোয়ে প্রদেশে এই প্রকারে গ্রীষ্মকালে তাপমান যন্ত্রের ৮০ তাপাংশ গ্রীষ্ম হইয়া থাকে। অপর সূর্য্য দক্ষিণায়নে যাত্রা করিলে ক্রমশঃ দিবামান অল্প, ও রাত্রিমান অধিক হইতে থাকে, তথা ঐ রাত্রিতে সঙ্গৃহীত শীতলতা অল্পমান-দিবসের উষ্ণতার অনায়াসে ধ্বংস করিয়া শীতের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শীতগ্রীষ্মের এই কারণ; এবং এই কারণেই সর্ব্বত্র ঋতুর ভেদ হয়।

২। দেশের প্রাকৃত সৌষ্ঠব ভেদের দ্বিতীয় কারণ, সমুদ্র-জলসীমাহইতে তাহার উচ্চতা। যে দেশ সমুদ্র-জলসীমা-হইতে যত উচ্চ তাহার উষ্ণতাও তদনুসারে হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার প্রাকৃত সৌষ্ঠবেরও ভেদ হয়। নিরূপিত হইয়াছে, গ্রীষ্মমণ্ডলে, যেখানে সূর্য্যোত্তাপ অত্যন্ত প্রখর, তথায় সমুদ্র-জলসীমাহইতে ১০,০০০ হস্ত উচ্চস্থান এতাদৃশ শীতল যে তাহাতে প্রায়ঃ চিরকাল বরফ থাকে।

৩। সমুদ্র অতিশীঘ্র শীতল বা উষ্ণ হয় না; উষ্ণ-বায়ু তদুপরিভাগ দিয়া প্রবাত হইলে জলহিল্লোল-স্পর্শে শীঘ্র শীতল হইয়া যায়, তথা শীত বায়ু তৎস্পর্শে ঐ জলের উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং উষ্ণ হয়, কিন্তু জলকে আশু উষ্ণ বা শীতল করিতে পারে না। হিল্লোলে সমস্ত জল আন্দোলিত থাকাতে শীত বায়ু তাহার একাংশ বহুকাল স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ প্রতিক্ষণে নূতন উষ্ণ জল উঠিয়া বায়ুর শীতলতা হরণ করে। ভূমি সর্ব্বদা আন্দোলিত হয় না, বারির ন্যায় উষ্ণতা চালনেও অশক্ত নহে, সুতরাং তদুপরি বায়ু-গমন-সময়ে সেই ভূমি অনায়াসে তাহার ধর্ম্ম অপহরণ করে। এই প্রযুক্ত সমসূত্রে স্থিত দুই প্রদেশের যে স্থান ভূমিতে বেষ্টিত তাহাতে যে প্রকার অত্যন্ত শীত ও গ্রীষ্ম ঘটিয়া থাকে, সমুদ্র-বেষ্টিত স্থানে তাদৃশ অত্যন্ত ঘটে না; ক্ষুদ্রদ্বীপ গ্রীষ্মকালে কদাপি অত্যন্ত উষ্ণ, বা শীতকালে অত্যন্ত শীতল, হয় না; সর্ব্বদা অন্যত্রাপেক্ষায় সমভাবে থাকে। কলিকাতা ও আফরিকার মধ্যদেশ উভয়েই সমসূত্রে আছে, কিন্তু কলিকাতার নিকটে সমুদ্র থাকাতে আফরিকার মধ্যদেশে যাদৃশ গ্রীষ্মের প্রখরতা ইহাতে তাদৃশ প্রখরতা অনুভূত হয় না। সমুদ্র-বায়ু শীতল হইবার যে কারণ উক্ত হইল, তদ্ভিন্ন অপর এক কারণ আছে। উক্ত বায়ু সমুদ্র দিয়া আসিবার সময়ে বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হওত শীতল হইয়া আইসে; তদ্ধ

ভূম্যুপরি প্রবাত-হওন-সময়ে তাহার বাষ্প ভূমিতে শোষিত হইয়া স্বয়ং শুষ্ক ও অসহ্য উষ্ণ হইয়া উঠে।

৪। পৃথিব্যুপরি সূর্য্য কিরণ পতনের যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বোধ হইবে, যে দেশের ঢালুতানুসারে তাহার উষ্ণতার, তথা প্রাকৃত ধর্ম্মের, ভেদ হইতে পারে। যে দেশ পূর্ব্বদিগে ঢালু তাহাতে অধিক রৌদ্র নিপতিত হয়, সুতরাং তাহার উষ্ণতা অধিক; পশ্চিমদিগে ঢালু দেশে রৌদ্র প্রখর হয় না, সুতরাং গ্রীষ্মের অল্পতা ঘটে। এই প্রযুক্ত আল্প নামক পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি সমোচ্চ হইলেও যে সময়ে এক পার্শ্বে দ্রাক্ষা ও সেব ফল ফলে, তৎকালে অপর পার্শ্ব সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত থাকে।

৫। পর্ব্বতদ্বারা দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম্মের অনেক প্রকার অন্যথা হয়। তদ্দ্বারা বায়ুস্থ বাষ্প আকৃষ্ট হইয়া প্রভূত বৃষ্টিরূপে পর্ব্বতমূলস্থ-দেশোপরি নিপতিত হয়। তাহার বাধায় বায়ুর গতির অন্যথা করে, ও উত্তাপকে প্রতিবিম্বিত হইয়া দূরে যাইতে নিবারণ করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি করে। এই প্রযুক্তই উপত্যকায় বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম অধিক ও অন্যত্র অল্পতা। অপর রুসিয়া ও সিবিরিয়া দেশের উত্তরে কোন পর্ব্বতশ্রেণী না থাকাতে হিমমণ্ডলের প্রখরশীতবায়ু আসিয়া ঐ সকল দেশে যে প্রকার শীতের বৃদ্ধি করে, ঐ সকল দেশের সমসূত্রে স্থিত অন্য দেশে তদ্রূপ ভয়ঙ্কর শীত কদাপি অনুভূত হয় না।

৬। মৃত্তিকা সর্ব্বত্র সমতুল্য নহে; কোন মৃত্তিকা প্রচুর বালুকাবিশিষ্ট; তাহাতে বৃষ্টির জল পড়িলেই শোষিত হইয়া পৃথ্বী-গর্ভে চলিয়া যায়, ও তাহা রৌদ্রে অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া তত্রত্য বায়ু উষ্ণ করে। আফরিকা দেশের বালুকাক্ষেত্রই তথাকার ভয়ানক উষ্ণতার কারণ। অন্য মৃত্তিকা কর্দ্দমবৎ তাহাতে জল পড়িলে শীঘ্র শুষ্ক হয় না, ও সূর্য্যকিরণে সেই জল বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া তথাকার বায়ুকে অসুস্থজনক করে। লবণ বিশিষ্ট মৃত্তিকাও অস্বাস্থ্যকর।

৭। কৃষি-কার্য্যে দেশের সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি হয় ইহা বর্ণন করাই বাহুল্য। অকর্ষিত ভূমি বন-জঙ্গলে সমাকীর্ণ; তত্রত্য নদী-সকলের তট ভগ্ন হইয়া ও তদ্দ্বারা বন্যার জল ভূমিতে বিস্তৃত হইয়া দুর্গন্ধি বাষ্প উৎপন্ন করে; তথায় সুস্থতার হানি অবশ্যই সম্ভবনীয়। মানব-পরিশ্রমে ভূমি কর্ষিত হইয়া রৌদ্রে শুষ্ক হয়, বন-জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়, নদীর তট বদ্ধ হয়, ও নানা প্রকারে সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির সদুপায় সংস্থাপিত হয়। পরন্তু বন কাটিবার নিয়ম আছে, যে স্থানের বনে অনিষ্টকর বায়ু আসিতে নিবারণ করে, তাহা ছেদন করা কোন মতে শ্রেয়ঃ নহে। কথিত আছে, গ্রীসদেশের সমস্ত বন কাটাতে তত্রত্য সুস্থতার হানি হইয়াছে।

৮। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বায়ু যে প্রদেশ দিয়া ভ্রমণ করে, তদনুসারে ভিন্ন২ ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়। সমুদ্রাগত বায়ু শীতল, মরুভূম্যাগত বায়ু উষ্ণ, ও পার্ব্বত্য বায়ু শুষ্ক ও শীতল, অতএব ইহা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে যে, বায়ুর আগমন দিগনুসারে প্রাকৃত-সৌষ্ঠবের ভেদ হইবে। যে দেশে সর্ব্বদা সমুদ্র-বায়ু প্রবাত হয় তথাকার বায়ু সর্ব্বদা অন্যত্রাপেক্ষায় সমভাবাপন্ন; কদাপি তত্রত্য লোক দুষ্কর্ষ্য শীত বা অসহ্য গ্রীষ্ম ভোগ করে না।

প্রাকৃত সৌষ্ঠবভেদের যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইল তন্মধ্যে উষ্ণতাই প্রধান; অন্য সকল কারণ প্রায়ঃ ঐ উষ্ণতার তারতম্য ঘটাইয়াই প্রাকৃত সৌষ্ঠবের ভেদ সম্পন্ন করে। ঐ উষ্ণতার ঊর্দ্ধ-সীমা নিরক্ষ-বৃত্তের কিঞ্চিৎ উত্তরে স্থিত। তথাহইতে যত উত্তর বা দক্ষিণদিগে অগ্রবর্ত্তি হওয়া যায় তত সূর্য্যকিরণের ঢালুতা ও হিমকেন্দ্রের নিকটতা প্রযুক্ত ক্রমশঃ উষ্ণতার হ্রাস হয়। তাপমান যন্ত্রদ্বারা * এই হ্রাস বৃদ্ধি নিরূপিত করা যায়। ঐ যন্ত্রদ্বারা উক্ত ঊর্দ্ধসীমার উষ্ণতা ৮৪ তাপাংশ নিরূপিত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যহ ঐ যন্ত্রে উষ্ণতার যে ভেদ দৃষ্ট হয় তাহার বার্ষিকগড় ৮৪ তাপাংশ। এই গড় নিরূপণার্থে প্রত্যহ ঐ যন্ত্রে যে সকল তাপ সঙ্খ্যা দৃষ্ট করা যায় তাহা একত্র করিয়া যে কএক বার দৃষ্টি করা যায় তৎসঙ্খ্যা দিয়া পূর্ব্ব সমষ্টির হরণ করিতে হয়; তদ্দ্বারা আহ্নিক গড় নিরূপিত হয়। পরে এক বৎসরের সমস্ত আহ্নিক গড় একত্র করিয়া ৩৬৫ দিয়া হরণ করিলে বার্ষিক গড় নিরূপিত হয়। তদ্যথা; যদ্যপি প্রাতঃকালে তাপমান-যন্ত্রে উষ্ণতা ৭১; দশ ঘণ্টার সময় ৭৬, দুই প্রহরের সময় ৮০; দুই প্রহর চারিটার সময় ৮৩; ও সন্ধ্যার সময় ৭৯ হয়; তাহা হইলে নিম্নে লিখিত অঙ্কানুসারে আহ্নিক গড় ৭৭ † তাপাংশ ৮ ‡ দশক হইবে।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১০২ সঙ্খ্যায় ঐ তাপমান যন্ত্রের বিবরণ প্রকটিত আছে।

† তাপাংশ জ্ঞাপনার্থে সঙ্খ্যার উপর (॰) এই প্রকার চিহ্ন, (‡) ও তাহার দশাংশের অংশ জ্ঞাপনার্থ এই প্রকার (॰) চিহ্ন দেওয়া যায়।

প্রাতঃকালে	.. ..	৭২
১০ টার সময়	.. ..	৭৫
১২ টার সময়	.. ..	৮০
৪ টার সময়	.. ..	৮৩
সন্ধ্যার সময়	.. ..	৭৯
সমষ্টি	.. .. ..	৩৮৯
দৃষ্টির সঙ্খ্যা	..	৫)৩৮৯(৭৭° ৮'

৩৫
———
৩৯
৩৫
———
৪০
৪০
———
০০

মাসিক ও বার্ষিক গড় ও এই প্রকারে নিরূপিত হয়।

যে সকল দেশের উষ্ণতার বার্ষিক গড় তুল্য শাস্ত্রে তাহাদিগকে "সমসূত্রস্থদেশ" শব্দে বিধান করে। পরন্তু ইহা স্মর্ত্তব্য যে, দুই দেশের বার্ষিক গড় তুল্য হইলেই তাহাদের শীতগ্রীষ্ম তুল্য হইবে, এমত নহে; অত্যন্ত গ্রীষ্ম ও অত্যন্ত শীতের গড় ও মাধুর্য্য গ্রীষ্ম-শীতের গড় তুল্য হইতে পারে; অতএব প্রত্যেক দেশের গ্রীষ্মকালের উষ্ণতার গড় ও শীতকালের উষ্ণতার গড় নিরূপিত না করিলে তাহার প্রকৃত অবস্থা স্থিরীকৃত হয় না। এই নিমিত্ত পদার্থবিদ্যাব্যবসায়িরা ঐ তিন প্রকার গড় নিরূপিত করিয়া থাকেন। মানচিত্রে "উষ্ণ-সমসূত্র," "গ্রীষ্ম সমসূত্র" ও "শীত-সমসূত্র" এই তিন প্রকার সমসূত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে অনেকের বোধ ছিল, যে যে সকল দেশ এক অংশরেখার উপর স্থিত আছে, তত্তাবতের উষ্ণতা তুল্য, কিন্তু সে ভ্রম মাত্র; সমসূত্রের মানচিত্রে দৃষ্টি করিলে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সমসূত্রস্থ-দেশের শীত গ্রীষ্ম সর্ব্বদা তুল্য এমত নহে; দেশ ও অবস্থা ভেদে কোন২ সময়ে অত্যন্ত শীত বা গ্রীষ্ম হইলেও সেই দেশ মাধুর্য্য-শীত-গ্রীষ্মবিশিষ্ট দেশের সহিত সমসূত্রে অবস্থিত হয়। কলিকাতায় অত্যন্ত-গ্রীষ্ম-সময়ে উষ্ণতা ১০০ তাপাংশের অধিক ও শীতকালে ৫০ তাপাংশের ন্যূন হয় না। পিকিন নগরে গ্রীষ্মকালে ১১০ তাপাংশ উষ্ণতা ঘটে, অথচ শীতকালে সর্ব্বত্র বরফে আবৃত হইয়া উষ্ণতা ৩০ তাপাংশ হয়। ভারতবর্ষের স্থানে২ গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা ১১০ বা ১১৫ তাপাংশ হইয়া থাকে, কিন্তু শীতকালে তথায় বরফ পড়ে না। আফরিকার মরুভূমিতে উষ্ণতা ১২১° দৃষ্ট হইয়াছে; ঋতুর ক্রমে, বোধ হয়, তাহাহইতে অধিক উষ্ণতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। শীততা বিষয়েও এই প্রকার ভেদ আছে; অনেক স্থানে সমস্ত শীতকালে জল জমিয়া থাকে। সিবিরিয়া-দেশে পারদ জমিয়া যায়; কুইবেক্ নগরেও তদ্রূপ ঘটে। হড্‌সন্ হ্রদের তটে পারদ তাপমান যন্ত্রের * ন্যূন সঙ্খ্যা হইতে ৫০ তাপাংশ ন্যূন উষ্ণতা হইয়াছিল। সুমেরু-সমুদ্রে কাপ্তান পারী সাহেব উক্ত যন্ত্রের ন্যূন সঙ্খ্যাহইতে ৫৫ তাপাংশ ন্যূন উষ্ণতা সহ্য করিয়াছিলেন।

বায়ুর গতি-বর্ণন-সময়ে উক্ত হইয়াছে, পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধ অপেক্ষায় দক্ষিণার্দ্ধ শীতল; এবং তদর্দ্ধে সমুদ্রের আধিক্য ঐ শীতলতার কারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পরন্তু তদ্ভিন্ন অপর কারণও আছে। সূর্য্যদেব নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাপেক্ষায় দক্ষিণে ৭৮০ দিন কম থাকেন, অর্থাৎ উত্তরায়ণ অপেক্ষায় দক্ষিণায়ণের কাল ৭৮০ দিন অল্প; তদ্ধেতুক দক্ষিণ ভাগের উষ্ণতার হানি হয়। অপর দক্ষিণ ভাগের সমুদ্রের বিস্তীর্ণতা-প্রযুক্ত কুমেরু সমুদ্রের বরফ সমুদ্রস্রোতে বিকীর্ণ হইয়া ভূভাগের নিকট আসিয়া গলন-সময়ে বায়ু শীতল করে; সুমেরু সমুদ্রহইতে বরফ আসিবার তাদৃশ সদুপায় না থাকা-প্রযুক্ত উক্ত ঘটনা সম্ভবে না। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণার্দ্ধে উষ্ণতার কি পর্য্যন্ত ভেদ আছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইবে।

অংশ রেখা,	ঋতু,	পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধের গড়,	পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধের গড়,
০° অবধি ১৫°	গ্রীষ্ম,	৮২° ৪'	৮৩° ৩'
ঐ	বর্ষা,	৮১° ৫'	৭৯°, ৭'
৩৪°	শীত,	৫৬° ৪৪'	৫৯°, ৭২''
৪৩°	গ্রীষ্ম,	৫৯° ৩৬'	৬৪°, ৭৬'
৪৮°	ঐ	৪৪° ৬'	৬৩°, ৮৬'
৫৮°	ঐ	৪৩° ১৬'	৫৬°, ৩'

কেহ২ কহিয়া থাকেন, যে পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল

* তাপমান যন্ত্র নানা প্রকার হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পারদ-তাপমান যন্ত্র ও মদ্য তাপমান যন্ত্রই প্রধান।

হইতেছে, কাহার বোধে, পার্থিব উষ্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু ঐ বাক্য-দ্বয়ের কোন বিশ্বসনীয় প্রমাণ নাই। তাপমানযন্ত্র একশত বৎসরাবধি মাত্র প্রচার হইয়াছে, এই প্রযুক্ত তদ্দ্বারা অদ্যাপি কিছু স্থির করা যাইতে পারে নাই। ক্রমাগত সহস্র বৎসর তাপমান-যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিবে।

দেশীয় প্রাকৃতসৌষ্ঠব-প্রসঙ্গে ঋতু-ভেদের উল্লেখ অবশ্য সম্ভবে, কিন্তু পৃথিবীর গতি বিষয়ে অনেক বর্ণন না করিলে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে না। ফলতঃ সে বিষয় গণিতভূগোলে বিচার্য্য; অতএব এস্থলে তদুল্লেখে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। এ প্রকরণ-সম্বন্ধে পাঠকদিগের এই মাত্র স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে শীতকাল হইলে দক্ষিণার্দ্ধে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হয়, ও দক্ষিণার্দ্ধে শীতের ঔৎকর্ষ্য হইলে উত্তরার্দ্ধে গ্রীষ্মের সম্ভব হয়; নচেৎ উত্তরার্দ্ধের শীত গ্রীষ্মের তুলনাকরণ-সময়ে ভ্রম হইতে পারে।

জিরাফার বিবরণ।

বিবিধার্থ-প্রকাশ-করণের উপক্রম-সময়ে তদ্বিজ্ঞাপন-পত্রে যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকটিত হয় নাই; অধুনা সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করা মনোনীত হইয়াছে। ঐ চিত্র জিরাফা-নামক-পশু-বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি। ভূমণ্ডলে যে সকল পশু সম্প্রতি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ঐ পশু সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চ। উষ্ট্রের পদ ও গ্রীবার সহিত এই পশুর পদ ও গ্রীবার তুলনা হইতে পারে; কিন্তু ইহার ত্বগাচ্ছাদিত শৃঙ্গদ্বয়, জলাধারবিহীন পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্তরিন্দ্রিয়ের অবয়ব উষ্ট্রবৎ না হইয়া হরিণের শৃঙ্গ পাকস্থলী ও অন্তরিন্দ্রিয়ের তুল্য বোধ হয়; এই প্রযুক্ত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকে হরিণ ও কালসারের মধ্যে এক পৃথগ্‌বর্গে পরিগণিত করিয়াছেন।

ইহার জন্ম-স্থান আফরিকা-খণ্ড, অন্যত্র কুত্রাপি ইহা প্রাপ্য নহে। উক্ত-খণ্ডে আরব্য-ভাষায় ইহার নাম "জিরাফা" বা "জোরাফা" বা "জেরাফে" বা "জেরাফেৎ"। ইহার উষ্ট্রবৎ অবয়ব এবং ব্যাঘ্রবৎ চিত্রিতবর্ণ দৃষ্টে কোন২ ইংরাজ ইহাকে "কামেল্ লেপর্ড্", অর্থাৎ উষ্ট্র-ব্যাঘ্র শব্দে বিধান করিয়াছেন।

জিরাফার অবয়ব-দৃষ্টে অনেকে বোধ করেন, যে ইহার পাশ্চাত্য পদহইতে পুরঃপদ দীর্ঘ, কিন্তু সে ভ্রম-মাত্র, ফলতঃ অন্যান্য-পশু-পদের ন্যায় ইহারও পুরঃপদ অপেক্ষায় পাশ্চাত্য পদ দীর্ঘ, কেবল স্কন্ধের উচ্চতা প্রযুক্ত তাহার দীর্ঘতা আশু প্রত্যক্ষ হয় না। উষ্ট্রের পদতলে যে প্রকার মাংসপিণ্ড হইয়া থাকে * জিরাফার পদতলে তদ্রূপ কোন মাংস-পিণ্ড নাই; কেবল হরিণ-খুরের ন্যায় দুই খানি খুর আছে। উষ্ট্রের উদর-মধ্যে যে প্রকার জল-রাখিবার স্থান থাকে, জিরাফার উদরে তাদৃশ কোন স্থান দৃষ্ট হয় না; অপর উষ্ট্রের ভারবহন-শীলতাও ইহাতে প্রাপ্য নহে। শৃঙ্গ-বিষয়ে প্রস্তাবিতপশুর এক অসাধারণ লক্ষণ আছে। অন্য-সশৃঙ্গ-পশুর ন্যায় ইহার মস্তকোপরি দুই শৃঙ্গ ব্যতীত ললাটের পুরোভাগে এক তৃতীয় শৃঙ্গের মূল আছে। জীবিত-পশুতে তাহা কেবল উচ্চ মাত্র বোধ হয়, কিন্তু ত্বগ্‌বিমোচন করিলেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, যে ঐ উচ্চতা ললাটাস্থিহইতে পৃথক্ এক খণ্ড অস্থিদ্বারা জন্মে; অন্য পশুতে ঐ অস্থির সদৃশ কোন অস্থি নাই। মস্তকোপরিস্থ শৃঙ্গের অগ্রভাগ স্থূল-কেশে মণ্ডিত।

জিরাফার জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য। তাহা অনায়াসে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; এবং প্রসারিত হইলে মুখহইতে এক হস্ত বহির্গত হইয়া পড়ে। তাহার উপরি কতকগুলি

---

* বিবিধার্থের ২ খণ্ডে ২০ পৃষ্ঠে দেখ।
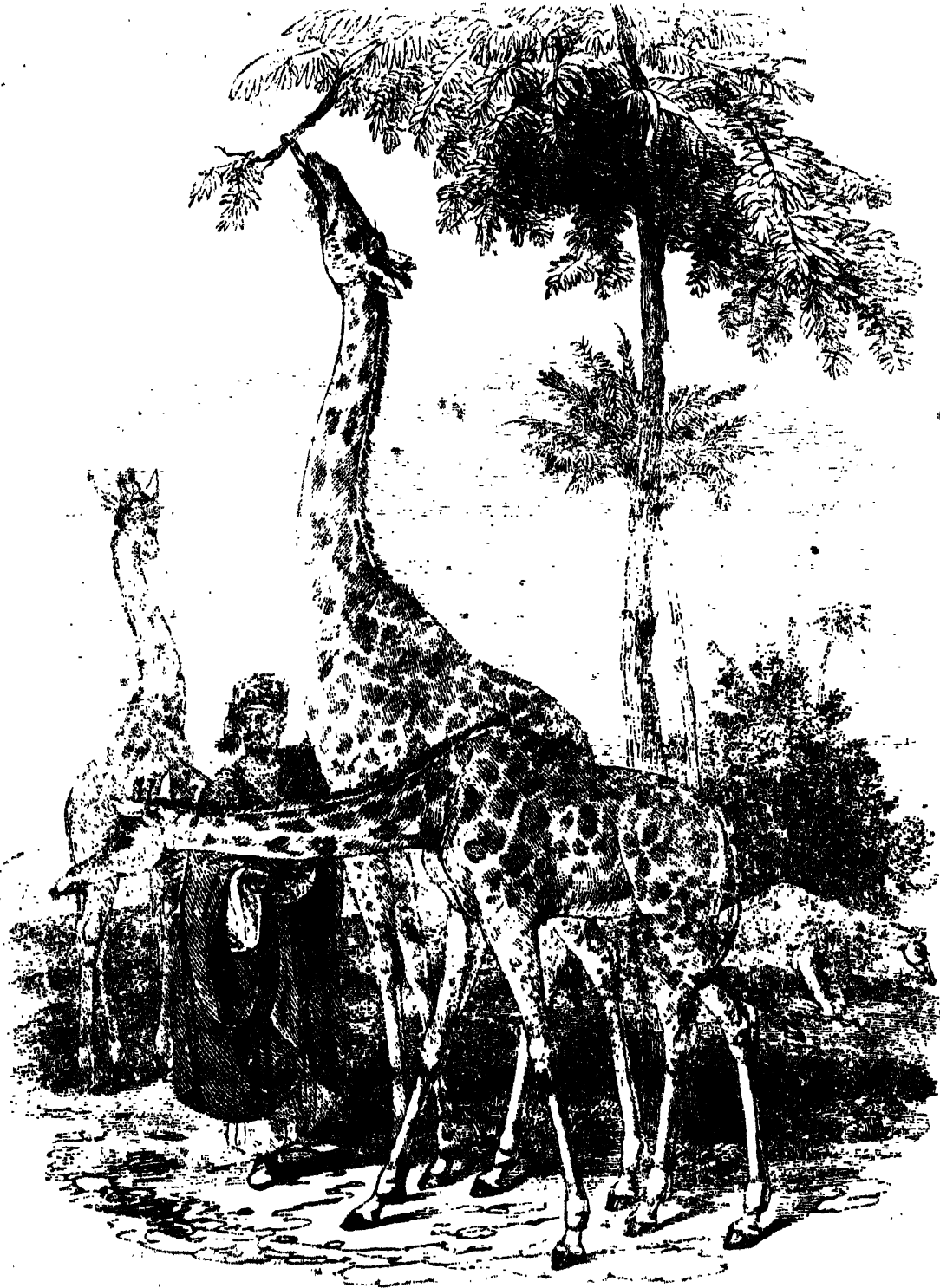
জিরাফা পশু।

কণ্টক থাকে, তাহাও স্বেচ্ছানুসারে নত বা উন্নত হইতে পারে। হস্তবৎ ঐ প্রসারিত জিহ্বা-দ্বারা জিরাফারা অনায়াসে শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

প্রস্তাবিত পশুর চক্ষুঃ বৃহৎ, এবং তাহার কিয়-দংশ চক্ষুঃকোটরহইতে বহির্গত; এই প্রযুক্ত শিরশ্চালন না করিয়া এই পশু অনায়াসে তা-হার পশ্চাতে স্থিত পদার্থ দেখিতে পারে।

ইহার বর্ণ পীত, এবং তদুপরি কৃষ্ণবর্ণের চিত্র হয়। পুংপশু অপেক্ষায় স্ত্রীর বর্ণ ফিকা এবং তাহার বদনের চিত্র কটাবর্ণ।

ইহাদের দন্ত-সঙ্খ্যা ৩২; তন্মধ্যে চর্ব্বণ-দন্ত ২৪, এবং ছেদন-দন্ত ৮; ঐ ছেদন-দন্ত-সমস্ত হনুদেশে স্থিত; উপরের মাড়ীতে তাহার একটিও জন্মে না, ফলতঃ গোছাগাদিবৎ ইহাদের উপর-মাড়ীর পুরোভাগে দন্ত নাই।

বিধাতা প্রস্তাবিত-পশুদিগকে শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে সৃষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং তদর্থেই ইহারা প্রশস্ত। ইহারা আফরিকা খণ্ডস্থ বাবলা বৃক্ষ ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে; তৃণক্ষেত্রে চরণ করিতে হইলে ইহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ পুরোবর্ত্তিপদদ্বয় অত্যন্ত প্রসারিত অথবা জানুদ্বয় ভূমিতে আরোপিত না করিলে তাহাদের বদন ভূমি-স্পর্শ করিতে পারে না।

জিরাফা পশু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; এবং আপদহইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর বোধ করে; পরন্তু শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে পলায়ন-সময়ে তাহাকে ভয়ানক-বেগের সহিত পদাঘাত করিতে ত্রুটি করে না। স্বভাবতঃ ইহারা ধীর, এবং বাল্যকালাবধি গৃহে প্রতিপালিত হইলে অনায়াসে মনুষ্যের বশ্য হয়। এতৎপশু-দর্শনাভিলাষিরা লার্ড সাহেবের চানকের উদ্যানে অথবা কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সুচারু বিহঙ্গমশালায় গিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; পরন্তু ইহা মন্তব্য, যে উক্ত স্থানস্থ পশু প্রাপ্ত-বয়স্ক নহে; প্রাপ্ত বয়স্ক পশু সার্দ্ধদশ হস্ত উচ্চ হয়।

গলিবরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায় প্রারম্ভ।

লিলিপট দেশীয় সম্রাটের সভ্যসমাজে পরিবৃত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে বন্ধনাবস্থায় দেখিতে আসা, ও তাঁহার আকার প্রকার বর্ণনা। গ্রন্থকারকে তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করাইতে নিপুণতর পণ্ডিত শিক্ষক নিযুক্ত হওন; সুশীলতা নিবন্ধন গ্রন্থকারের রাজানুগ্রহপ্রাপ্তি; পরিচ্ছদাদি অন্বেষণপূর্ব্বক গ্রন্থকারের নিকটহইতে তলবার ও বন্দুক কাড়িয়া লওন।

তদ্রূপে মুক্তবন্ধন হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত বোধ করিলাম, আমি এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কখন নয়নগোচর করি নাই। সমুদয় দেশ একটী উদ্যানের ন্যায় বোধ হইল। তন্নিকটবর্ত্তি প্রান্তর ভূমি সকল ঊর্দ্ধ সঙ্খ্যায় চল্লিশফিট চতুরস্র ক্রোশের অধিক হইবেক না, সে সকল বোধ হইল যেন চল্লিশটা পুষ্পের চৌকার ন্যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রের মধ্যস্থ উদ্যান ৭।৮ ফিট প্রশস্থ হইবেক। আর তত্রত্য উচ্চতম বৃক্ষের দৈর্ঘ্যতা পরিমাণ প্রায় ৭ ফিট। বামদিকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম, তথাকার প্রধান নগর চিত্রপটে লিখিত কোন নগরের ন্যায়।

কিয়ৎকাল পরে তত্রত্য নরপাল নিজ প্রাসাদহইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বারোহণ পুরঃসর আমাদিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাদৃশ সমাগম তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য বোধ হয় নাই। কারণ তাঁহার আরোহণের অশ্বটি সুশিক্ষিত ছিল বটে; কিন্তু তাহার জন্মাবচ্ছিন্নে এতাদৃশ আদৃশ বিকটাকার প্রাণী দর্শন হয় নাই, সুতরাং আমার আকৃতি জঙ্গমশৈলের ন্যায় তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ চমকিত

হইয়া বারম্বার অগ্রিম পাদদ্বয় উত্তোলন করিতে লাগিল, কিন্তু সম্রাট্ অশ্বারোহণে অতি নিপুণ ছিলেন; একারণ আসনচ্যুত হইয়া পড়িলেন না। তদবসরে তাঁহার পারিষদ্বর্গও তাহার সমীপস্থ হইয়া ঘোটকের রশ্মি ধারণ করিলে ভূপাল তাহাহইতে অনায়াসেই ভূমিতে অবরোহণ করিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া বারম্বার আমার বৃহদাকার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমার বন্ধন শৃঙ্খলের অগম্য স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে তদাজ্ঞায় পাচক ও পরিচারকবর্গ অন্ন ব্যঞ্জন ও বিবিধ পানীয় দ্রব্য এবং ফলমূল প্রভৃতি আমাকে অভ্যবহার করাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া শকটযন্ত্রে সমারোপিত করিয়া আমি হস্ত প্রসারিলে পাইতে পারি এমন স্থানে আনিয়া রাখিল। আমিও তথাহইতে ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় দ্রব্য পুরিত পাত্রাদি লইয়া অবিলম্বেই শূন্য করিলাম। তন্মধ্যে বিংশতিটা পাত্র মাংসপূর্ণ ও দশটা মদ্য পূর্ণ ছিল। মাংসের বিংশতিটা পাত্র তিন গ্রাসে খাইয়া ১০ পাত্র মদ্য এক এক ঢোকে পান পুরঃসর নিঃশেষ করিলাম। অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাও এতদ্রূপে উদরস্থ হইল। রাজ্ঞীরা এবং যুবতী রাজকুমারীরা বহুসঙ্খ্যক প্রিয় বয়স্যা সখী সমভিব্যাহারে আসিয়া আমার কিঞ্চিৎ দূরে স্ব২ আসনে উপবেশন করিল। পরে অকস্মাৎ সম্রাটের অশ্ব কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল ইহাতে ঐ সকল স্ত্রীলোক নিরতিশয় ভীতা হইয়া যে রূপে সম্রাটের সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিল; তদ্বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। সম্রাটের দেহদৈর্ঘ্য আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে কিছু অধিক। কিন্তু তত্তুল্য দীর্ঘাকার তৎসভায় আর কেহই ছিল না। তাহার আকার দর্শন করিবামাত্র দর্শকের মনে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইত। তৎকালীন রাজার বয়স ২৮ বৎসর ছিল, তন্মধ্যে প্রায়ঃ সাত বৎসর নানা দিগ্বিজয় করিয়া মহতী শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার আকার প্রকার সুচারুরূপে দর্শন করিবার মানসে আমি পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলে রাজা আমাহইতে ৫।৬ হাত দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহা হউক আমি অনেকবার তাহাকে হাতে পাইয়াছিলাম; সুতরাং তাহার বেশভূষাদির বর্ণনে কিছু মাত্র ত্রুটি করিব না। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি পরিষ্কার ও সহজ, না আসিয়াদেশীয় রাজবস্ত্রের মত অলঙ্কার বিভূষিত না ইউরোপদেশীয় ভূপালদিগের পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ন্যায় আভরণ হীন বোধ হয় কিন্তু উভয়ের মাঝামাঝি বলিতে পারা যায়। আবার তাঁহার মস্তকে নানা রত্ন সুশোভিত এক সুবর্ণময় কিরীট ছিল। তাহার চূড়ায় কোন উৎকৃষ্ট পক্ষির পুচ্ছ। দৈবাৎ বিমুক্তশৃঙ্খলাবন্ধন হইয়া পাছে আমি অত্যাচার করি, এই ভয়ে সম্রাট্ স্বহস্তে একখানি নিষ্কোষ অসি ধারণ করিয়াছিলেন; তাহার দৈর্ঘ্যপরিমাণ প্রায় তিন বুরুল হইবেক। তাহার ত্সরু ও কোষ হীরক খচিত হাটকময়। ঐ রাজার স্বর অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু সুস্পষ্ট এবং অভিব্যক্ত বর্ণাত্মক। এমন কি দণ্ডায়মান হইলেও তাহা আমার কর্ণকুহরে স্পষ্টরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। রাজবংশীয় ও অমাত্য বংশীয় স্ত্রীলোকেরা সুচারুরূপে পরিচ্ছন্ন হইয়া কৌতুক দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদের অবস্থানের স্থান দর্শনে বোধ হইল যেন একখানি উৎকৃষ্ট সাটীন বস্ত্র মণ্ডিত ভূমি ও তদুপরি কলধৌত ও রজত নির্ম্মিত পুত্তলিকাবৎ সুক্ষ্মোদ্ধারা কোন শিল্পী কিছু চিক্কণ কর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছে। ঐ মহারাজ ভূয়োভূয়ঃ আমার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; আমিও উত্তর দিলাম; কিন্তু ইহার মধ্যে

কে কি কহিল উভয়ের মধ্যে কাহারো তদর্থ বোধও হইল না।

অধিকন্তু আর কতিপয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের রীতি নীতি ধারা প্রভৃতির ভাব দেখিয়া বোধ হইল কএক জন পুরোহিত ও অপরেরা ব্যবস্থাপক কেবল আত্মপরিচয় প্রদান মানসে আমার সমীপাগত হইল। ডচ, লাটিন, ফরাসিস্ স্পানীয়, ইটালিয়ান্ প্রভৃতি যে কএকটা ভাষায় আমার কিছু২ অভিজ্ঞতা ছিল, সে সম্প্রদায়েতেই আমি কথা কহিয়া দেখিলাম; কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। সে যাহা হউক এই রূপে দুই ঘণ্টা থাকিয়া সভা ভঙ্গ হইল। অনন্তর মদ্দর্শনাভিলাষি সমাগত ইতর লোকেরা যথাসাধ্যে আমাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলে পাছে আমি তাহাদের উপরি কোন প্রকার অত্যাচার বা স্বয়ং কিছু দুষ্টতা করি, এই ভয়ে রাজা আমাকে অনেক রক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। তন্মধ্যে পরিদেবনাশূন্য কএক ব্যক্তি ছিল, তাহারা আমি সেই গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইবামাত্র আমার গাত্রে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল; তাহার একটায় আমার বামচক্ষুর কিঞ্চিন্মাত্র হানি হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাহাদের সেনানায়ক (কর্ণেল) তন্মধ্যহইতে দুই২ লোক ধরিয়া বাঁধিতেও তাহাদিগকে আমার করালকরে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সেনারাও তাহাদিগকে বন্ধনপূর্বক আপন২ ভল্লাগ্র (বল্লম) দিয়া ঠেলিতে২ আমি হাতে পাই এমন স্থলে আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল; আমিও তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাহাদের সব কএক জনকে ধরিয়া ৫ টা আপন পরিচ্ছদের জেবের মধ্যে রাখিলাম ও ষষ্ঠের প্রতি এমনি মুখ ভঙ্গী দেখাইলাম, যে সে বোধ করিল যেন আমি তাহাকে জীবদবস্থায়েই গ্রাস করিব, ইহা দেখিয়া ঐ নিরুপায়ব্যক্তি অত্যন্ত ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে সসৈন্য সেনাপতির ও যৎপরোনাস্তি মনঃক্ষোভ হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমাকে আপন জেবহইতে ছুরিকা বাহির করিতে দেখিয়া সে তাহার জীবনের আশায় এককালে জলাঞ্জলিই দিল। কিন্তু আমি অবিলম্বেই তাহাদিগকে নির্ভয় করিলাম। কারণ আমি সদয় ভাবে তাহার বন্ধন রজ্জুচ্ছেদন করিয়া তাহাকে ভূমিতে ছাড়িয়া দিলাম, সেও তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া গেল। এই রূপে অবশিষ্ট পাঁচ জনের এক২ টিকে বাহির করিয়া বন্ধনচ্ছেদন ও মুক্ত করিয়াদিলাম। ইহাতে তত্রত্য সৈন্যসামন্ত ও সমাগত ইতর লোক সকল আমার দয়ার্দ্রচিত্ততা দর্শনে নিতান্ত হৃষ্টভাবে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা বাহুল্যরূপে বদান্য রাজার কর্ণগোচরও করিয়াছিল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, আষাঢ়। [২৮ খণ্ড।

মোগল-জাতির আবাস।

মোগল-জাতির বিবরণ।

হিলাদিগের প্রসঙ্গে মোগলদিগের পুনঃ ২ উল্লেখ হওয়াতে অনেকে তজ্জাতীয়-বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন; অতএব প্রযুক্ত অধুনা সেই অভিলাষ সিদ্ধ করিবার প্রযত্ন করা যাইতেছে।

আসিয়া-খণ্ডের মধ্য-প্রদেশে যে সকল মনুষ্য বসতি করে, তাহারা তিব্বত, তুঙ্গুন্, তাতার, এবং মোগল, এই জাতি চতুষ্টয়ে বিভক্ত আছে। তন্মধ্যে যে সকল মনুষ্যেরা নেপাল-দেশের উত্তরে

বসতি করে, তাহারা তিব্বত নামে প্রসিদ্ধ, এবং তাহাদের নামহইতে তাহাদিগের নিবাস ভূমির নামও তিব্বত হইয়াছে। কাস্পীয়-হ্রদের পূর্ব্বে গোবি-মরুভূমি-পর্য্যন্ত প্রদেশ তাতার-জাতীয়দিগের বাসস্থান। গোবির উত্তরে মাঞ্চুরিয়া-পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ যে সকল মনুষ্যে সমাকীর্ণ তাহারা মোগল বা মোঙ্গল নামে বিখ্যাত। অপর এই জাতি-ত্রয়ের নিবাস-ভূমির স্থানে ২ অন্য এক জাতীয় মনুষ্য থাকে, তাহাদের নাম তঙ্গুস্।

পূর্ব্বকালে মোঙ্গল ও তাতার জাতির মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না; উভয়েই তাতার-নামে বিখ্যাত ছিল। অনেকে কহে তাহারা গগ্ ও মেগগ নামা দুই সহোদর ভ্রাতার সন্তান; ফলতঃ কাস্পীয়-হ্রদহইতে চীন-দেশেরউত্তর ভাগ-পর্য্যন্ত সমস্ত-প্রদেশবাসিরা এক জাতীয়, বহুকাল দলভেদ হওয়াতেই তাহাদের জাত্যংশে ভেদ হইয়াছে। রষীদউদ্দীন্-নামা প্রসিদ্ধ পারস্য-ইতিহাসবেত্তা লেখেন, সাড়ে আট শত বৎসর হইল আলঙ্গোয়া-নাম্নী প্রসিদ্ধা রমণীর পরাক্রমশালী পুত্রেরা আপনাদিগের বীর্য্য প্রকাশ-করণার্থে বীর্য্যজ্ঞাপক মোঙ্গল-উপাধি ধারণ করিয়াছিল; এবং ক্রমশঃ তাহাদের বংশ ও পরে তাহাদের দলবল সকলেই ঐ উপাধি ধারণ করিয়া মোঙ্গল-জাতির সৃষ্টি করে।

আলঙ্গোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বদান্তজার; তিনি বিশিষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিলেন, এবং তাহার রাজ্য মাঞ্চুরিয়াহইতে গোবিমরুভূমির পশ্চিম পার-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তৎপ্রযুক্ত উক্ত স্থান অদ্যাপি মোঙ্গোলিয়া নামে বিখ্যাত আছে।

মোঙ্গলদিগের কায়িক সৌষ্ঠব উত্তম নহে। প্রধানতঃ নিরামিষ ভোজিপ্রযুক্ত মোগলেরা পশ্চিম দেশীয় আমিষ-প্রিয় তাতারদিগের অপেক্ষায় খর্ব্বকায়, এবং লঘু। তাহাদের জঙ্ঘা অতি খর্ব্ব, এবং তৎপ্রযুক্ত সমস্ত দেহ খর্ব্ব বোধ হয়। শ্মশ্রু-প্রচুর নহে, কিন্তু মস্তকের কেশ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ, মোগলেরা ঐ কেশের একটি বেণী করিয়া পৃষ্ঠদেশে লম্বমান করিয়া রাখে। নয়নদ্বয় পরস্পর অতি অন্তর ও তীর্য্যগ্-ভাবে স্থিত, নাসিকা ক্ষুদ্র ও খর্ব্ব, এবং কপোল উচ্চ। ইহাদিগের হনূ দীর্ঘ, কিন্তু তত্রত্যদন্তপংক্তি ঊর্দ্ধ মাড়ির দন্তপংক্তি হইতে পশ্চাৎ স্থিত, ফলতঃ অনেকের দন্ত অধরোপরি স্থাপিত। বর্ণ উত্তম গৌরাঙ্গ (চম্পক-বর্ণ) বটে, কিন্তু অবয়ব তাদৃশ সুশ্রী নহে। বল-বীর্য্য-চপলতাদি গুণ ইহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি-মধ্যে গণ্য, কেহই তাহাতে বঞ্চিত নাই।

চীনদেশীয়দিগের সহিত সংশ্রব হইবার পূর্ব্বে মোঙ্গলেরা অদম্য, ক্রূর, এবং বিবাদ-তৎপর ছিল, কিন্তু অধুনা শান্ত, সরল, এবং আতিথ্য-প্রিয় হইয়াছে, পরন্তু অদ্যাপি এমৎ রিপুপরবশ আছে যে দৈব রাগান্বিত হইলে অদ্যাপি তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া থাকে।

কৃষিকার্য্য-সম্পাদনে মোগলেরা নিতান্ত বিমুখ; কেহই তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়ঃ ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তীর্ণ মোঙ্গলিয়া-প্রদেশে এক সহস্র কৃষক প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। তত্রত্য সকলেই মেষ, মহিষ, ছাগ বা অশ্ব চারণ করিয়া দিনপাত করে। অপর তাহারা অচল গৃহাদি নির্ম্মাণেও তৎপর নহে। তাহাদিগের দেশে ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী প্রায়ঃ নাই; হংসাদি-আচ্ছাদন করিবার টাপার ন্যায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঠাটে মেষলোম-নির্ম্মিত মলিদার ন্যায় এক প্রকার স্থূল বস্ত্র আচ্ছাদিত করিলেই তাহাদের গৃহ প্রস্তুত হয়। ঐ গৃহের নাম "য়ের;" ৭৩ পৃষ্ঠে তাহার চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ঐ গৃহ দুই-চারা-আোনজ-

বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; কিন্তু শীতকালে ঐ আচ্ছাদনের দ্বৈগুণ্য না করিলে দিনপাত করা দুষ্কর হয়। এই ঘের-নামক গৃহের মধ্যভাগে এক পাত্রে প্রজ্বলিত অগ্নি রাখে; এবং তজ্জাত-ধূম-নির্গমের নিমিত্ত গৃহোর্দ্ধভাগে এক ছিদ্র থাকে। মোঙ্গলিয়া-প্রদেশের কোন২ স্থান অত্যন্ত শীতল; শীতকালে তথায় বাস-করা দুঃসাধ্য; এই প্রযুক্ত মোগলেরা গ্রীষ্মকালে তথায় বসতি করিয়া শীতের প্রারম্ভে তথাহইতে অন্যত্র প্রস্থান করে। অপর মোগলদিগের সম্পত্তি-মধ্যে অশ্ব, উষ্ট্র, ছাগ ও মেষই প্রধান; তাহাদিগের চরণ-করাণেতে এক স্থানের ক্ষেত্র তৃণ-শূন্য হইলে, সুতরাং অন্যত্র প্রয়াণ করিতে হয়, এই কারণবশতঃও মোগলেরা বহুকাল একস্থানে বাস করিতে পারে না; সর্ব্বদা স্থানে২ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়, এবং তন্নিমিত্তে যাদৃশ গৃহ অনায়াসে স্থানান্তরিত হইতে পারে, তাদৃশই প্রস্তুত করে, ও গৃহ-সজ্জার সামগ্রী অধিক সঞ্চয় করে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মোগলেরা নিরামিষ ভোজী, পরন্তু তাহারা অন্ততঃ যে মাংস-ভক্ষণ করে না এমত নহে, মধ্যে২ মেষ মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। পরন্তু দুগ্ধই তাহাদিগের প্রধান আহার, এবং তাহা নানাপ্রকারে প্রস্তুত করিয়া গ্রহণ করে। দুগ্ধে বা চার জলে যবের শক্তু সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাই প্রসিদ্ধ রীতি। তাহারা অশ্বিনী-দুগ্ধ অতি-প্রিয় জ্ঞান করে; এবং তদ্দুগ্ধের তক্রে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করিয়া থাকে। শুদ্ধ জল পান করা মোগলদিগের রীতি নহে। জলে চার-ইষ্টক নাম্না চা-বিশেষ সিদ্ধ করিয়া পান করাই ব্যবহার-সিদ্ধ। অনেকে ঐ চার জলে দুগ্ধ, লবণ ও নবনীত মিশ্রিত করিয়া তাহার স্বাদুতা-বৃদ্ধি করে; কদাপি ঘৃতে ময়দা ভাজিয়া তাহাও ঐ চার জলে মিশ্রিত করে। ঐ চা পান করিবার নিমিত্ত মোগলমাত্রেই আপন২ বক্ষঃপ্রদেশে কাষ্ঠনির্ম্মিত চাপান-পাত্র ধারণ করিয়া থাকে।

অশ্বারোহণে মোগলেরা অত্যন্ত তৎপর; তৎ-কর্ম্মে তজ্জাতীয় কেহই অক্ষম নহে, এবং অতি বৃদ্ধেরাও প্রত্যহ বহু-ক্রোশ-পরিমিত-স্থান অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাতার-জাতীয়েরা মাংসাশী-প্রযুক্ত মোগলহইতে স্থূলকায়, এবং বলিষ্ঠ, কিন্তু লঘুকায় মোগলের তুল্য অশ্বারোহণে কুশল হইতে পারে না।

পূর্ব্বকালে মোগলদিগের আদিপুরুষেরা নানাবিধ দেবদেবীর উপাসনা করিত। বিশেষতঃ বৈকাল নামক হ্রদ তাহাদের অত্যন্ত মান্য ছিল। ডেড়-সহস্র বৎসরাবধি ইদানীন্তন মোগলেরা ঐ দেব-দেবীর বিনিময়ে বুদ্ধদেবের সেবায় তৎপর হইয়াছে; কিন্তু বৈকাল-হ্রদের মান্যতার লাঘব হয় নাই; অদ্যাপি সকলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি মান্য করিয়া থাকে। তাহারা কহে "ঐ হ্রদের সমুদ্রাভিমান আছে; কোন নরাধম তদগর্ভে নৌকারোহণ করিয়া ঐ জলাশয়কে 'দালাই' অর্থাৎ সমুদ্র নামে সম্বোধন না করিয়া 'ওসেরা' অর্থাৎ হ্রদ শব্দে আবেদন করিলে তৎক্ষণাৎ সে মহাশঙ্কটে নিপতিত হয়; কারণ ঐ কুপিত হ্রদ তাহার শাস্তির নিমিত্ত ঝড় বৃষ্টি তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট করে"। পরন্তু, শ্রুত আছি, এক জন সাহসপূর্ণ রুষীয় মনুষ্য এবিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণার্থে ঐ হ্রদের মধ্যভাগে আপন তরিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ হ্রদকে নিন্দাসূচক ওষেরা শব্দে সম্বোধন করিয়া তদুপরি এক গেলাস মদ্য ঢালিয়া দিয়াছিল; কিন্তু ঐ হ্রদ তাহাকে কিছুমাত্র শাস্তি দেয় নাই। বোধ হয় বিদেশী বলিয়া হ্রদ তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকিবেক।

মোগলেরা যুদ্ধবিগ্রহে অপ্রসিদ্ধ নহে; পূর্ব্বোক্ত বদাস্তজার সমরনৈপুণ্যে সামান্য ছিলেন না। তাঁহাহইতে দশম পুরুষ জঙ্গিসখাঁ আশিয়া-খণ্ডের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন; ও তাঁহার প্রপৌত্র বাবরশাহ ভারতবর্ষে মোগল-রাজ্য সংস্থাপন করেন। অপর এই মোগল-রাজবংশে আতিলা-প্রভৃতি অনেক সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল জন্মগ্রহণ করিয়া পারস, তুর্ক, চীন, ভারতবর্ষ, ও ইউরোপের কএক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন।

গলিবরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আমি যে ঘরে থাকিতাম তথায় ভূমিশয্যা অবলম্বন করায় রাত্রিকালে আমার বড় ক্লেশ হইত। করি কি, ক্রমাগত এই ক্লেশে এক পক্ষ যাপন করিতে হইল। অনন্তর রাজাজ্ঞায় আমার জন্য এক শয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা আপনাদের ব্যবহারের মত ছয় শত শয্যা একত্রে এক শকট বোঝাই করিয়া আনিল, এবং ঐ গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া আমার ব্যবহারার্থ এক শয্যা পুনঃ প্রস্তুত করাইল। তন্মধ্যে দেড় শত শয্যা দীর্ঘ প্রস্থে যুড়িয়া ও উপর্য্যুপরি চারিতল করিয়া সীবন হইল যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, আমি তৎকালে সেই প্রস্তরময় মেজিয়াৰূপ-শয্যার কাঠিন্য জনিত যাতনাহইতে মুক্ত হইলাম। উক্ত সংখ্যানুৰূপ তাহারা আমার জন্য চাদর, কম্বল, শয্যাচ্ছদ প্রভৃতি অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ফলতঃ এত দিন ক্লেশে কালহরণ করিয়া এই কএকখানা বস্ত্রর সাহায্যও যথেষ্ট বলিয়া মানিতে হইবেক।

রাজ্যমধ্যে আমার উপস্থিতির সংবাদ প্রচার হইবামাত্র কি ধনী, কি অলস, কি কুতূহলী, সকলেই আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। বলিতে কি, গ্রাম সকল শূন্যপ্রায় হইয়াছিল।

যদি রাজা তৎকালে রাজ্য মধ্যে ঘোষণাদ্বারা নিবারণ করিয়া না পাঠাইতেন, তাহা হইলে কৃষ্যাদি ও সাংসারিক ব্যাপারের মহাশৈথিল্য হইয়া উঠিত। রাজা যাহারা২ আমাকে দেখিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই বাটীতে ফিরিয়া যাইতে, এবং সভার বিনা অনুমতিতে আমার গৃহের নিকটস্থ শতহস্তের মধ্যে কাহাকেও না আসিতে দিতে, আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে অধ্যক্ষেরা যৎপরোনাস্তি লাভ করিয়াছিল।

এদিকে রাজা সশঙ্ক হইয়া ভূয়োভূয়ঃ সভ্যদিগকে আহ্বান করিয়া নানা উপলক্ষে আমার বিষয়ে বাদানুবাদাদি করিতে লাগিলেন। পরিণামে এক জন সদাশয় নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম; যে সসভ্য রাজা আমাঘটিত বিষয়ালোচনাজনিত-মহাক্লেশে দিনযামিনী যাপন করিতেছেন। আদৌ সভ্যেরা রাজাকে আমার বন্ধনোন্মোচন-করণের সুযুক্তি দিয়াছিল; কারণ দিন২ আমার আহারাদি দ্রব্য যোগাইতে যাদৃশ ব্যয় হইতেছিল, তাহা যদি তদ্রূপে কিছু কাল হয়, তবে রাজ্যমধ্যে এককালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। কখন২ বা তাহারা এমন পরামর্শ করিতে লাগিল, যে আমাকে কিছু আহার না দিয়া অনাহারে শুষ্ক করিয়া মারিয়া ফেলে। কোন২ সময়ে বিষমিশ্রিত-বাণে আমার মুখ নাসিকা হস্ত পাদাদি সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিয়া সংহার করিতে উদ্যত হয়; কিন্তু পাছে আমার মৃতদেহের পূতিগন্ধ রাজ্য মধ্যে বিস্তৃত হইয়া রাজধানী কিম্বা সম্ভবতঃ সমুদায় রাজ্যমধ্যে মহামারী উপস্থিত করে, এই আশঙ্কাই

তাহাদের তৎকরণের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এ সমস্ত নানাপ্রকার পরামর্শ হইতেছে, এমৎ-সময়ে কএক জন সৈনিক সভাগৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে দুই জন আমার পক্ষ হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ! এই মহাবীর আমাদের ছয় জন দোষিকে ধরিয়া মোচন করিয়াছে, এ বড় সদাশয়"। এই কথা শুনিবামাত্র সসভ্য-রাজার মনে এমনি সদ্ভাব উদয় হইল, যে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোষণাদ্বারা অষ্টাদশশত হস্তবৃত্ত ঐ নগরে ও তদুপান্তিমগ্রামসমুদায়ে এই আদেশে ডিণ্ডিম প্রচার করিয়া দিলেন, যে "আমার আহারার্থে গ্রামস্থ সমস্ত লোকদিগকে অনুক্রমে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৬ টি গো ৪০ টি মেষ ও তদুপযুক্ত অন্যান্য খাদ্য ও পেয় দ্রব্যাদি পাঠাইতে হইবেক, এবং যাহা তাহার উপযুক্ত মূল্য তাহা রাজভাণ্ডারহইতে প্রদত্ত হইবেক"। কারণ তথাকার এই প্রথা যে রাজার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ একপ্রকার নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বহইতেই হইত, কোন দৈব প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজ্যস্থ প্রজাবর্গ একবাক্যে যৎকিঞ্চিৎ২ প্রদান পূর্ব্বক তৎকার্য্য সমাধা করিত। সে যাহা হউক আমার দৈনন্দিন পরিচর্য্যা সমাধানার্থ রাজা ৬০০ লোক বিনাবেতনে কেবল আহার দানপণে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমার গৃহ দ্বারের উভয়-পার্শ্বে তাহাদের শিবির সংস্থাপিত হইল। অপর তদ্দেশপ্রচলিত পরিচ্ছদের ন্যায় আমার বেশোপযুক্ত-পরিচ্ছদ-প্রস্তুত-করণার্থ তিন শত সূচীজীবী, এবং তদ্দেশীয়ভাষা-শিক্ষা প্রদানার্থ ৬ জন উপযুক্ত সুশিক্ষক, নিযুক্ত হইল। পরে রাজকীয় অশ্ব ও দেশীয় মান্য লোক এবং রক্ষার্থ নিযুক্ত সৈন্যসামন্তাদি সকলেই আমার সম্মুখে নিঃশঙ্কায় যাতায়াত করণের অনুশীলন করিতে লাগিল। ফলতঃ ইত্যাদি ব্যাপার সকল রাজাজ্ঞানুসারে বিশিষ্ট-প্রকারে চলিতে ত্রুটি হইল না। তিন-সপ্তাহের মধ্যে আমার তদ্দেশীয় ভাষার যথেষ্ট শিক্ষা হইল। তদানীং রাজাও সশরীরে আসিয়া যৎপরোনাস্তি সম্মান সহকারে আমার তত্ত্বাবধারণ করিতেন; এবং আমার শিক্ষার্থ শিক্ষকদিগকে সাহায্য করিতে মহা সন্তুষ্ট হইতেন।

এখন তাঁহার সহিত আমি এক প্রকার কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম, আমার বন্ধন মুক্তি বিষয়ক কথাবার্ত্তাই প্রথম শিক্ষা হয়। রাজা আমার নিকট আগমন করিবামাত্র আমি প্রতিদিন ভূমিপাতিত-জানু হইয়া ঐ কথাই বার স্বার কহিতাম। তৎশ্রবণে তিনিও উত্তর দিতেন "হাঁ, কাল সহকারে তুমি মুক্তবন্ধন হইবে; কিন্তু আপাততঃ সভাসদ্বর্গের সহিত ঐকমত্যে পরামর্শ করা, বিশেষতঃ আমার রাজ্যের শান্তিভঙ্গের অকরণ-বিষয়ে তোমার শপথ করা ব্যতীত তুমি মুক্তি পাইতে পার না।" সে যাহা হউক রাজা আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মধ্যে২ রাজা ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রজাবর্গের ও তাঁহার অনুরাগ-ভাজন হইতে আমাকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আরো রাজার মনের এই অভিপ্রায় বোধ হইল, "যে একেত এ এতাদৃশ বৃহৎকায় তাহাতে আপনকার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র রাখিলেও রাখিতে পারে, যদি ইহার উপরি আবার অস্ত্রাদি রাখিয়া থাকে, তবেত যাহার পর নাই ভয় ও বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা, অতএব আশঙ্কাপ্রযুক্ত যদি তিনি কতিপয় সেনা পাঠাইয়া আমার শরীর ও বস্ত্রাদিতে গুপ্ত ধৃত-অস্ত্র শস্ত্র অনুসন্ধান

করান, তাহাতে আমি মনে২ বিষণ্ণ বা ক্রুদ্ধ না হই।" রাজার এতাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি কহিলাম, "আমি তোমার সম্মুখে নগ্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ও পরিধীত পরিচ্ছদাদি দেখাইতেছি, আপনি নির্ভয় ও সন্তুষ্ট হউন।" এই সমস্ত বিষয় আমি তাঁহাকে কতক কথায় কতক বা ইঙ্গিতদ্বারা অবগত করাইলাম। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "রাজ্য প্রচলিত-ব্যবস্থানুসারে আমার দুই জন সৈনিক যাইয়া তোমার বস্ত্রাদি অন্বেষণ করিবেক; কিন্তু তাহাতে তোমার অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত তাহা কদাচ সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবে না"। দয়া ও সদ্বিচার প্রভৃতি গুণে আমার প্রতি রাজার যে প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসে এককালে নিঃশঙ্ক হইয়া আমার হস্তে আপন সমস্ত লোকদিগকেই সমর্পণ করিতে পারিতেন। আর তাহারা যে২ দ্রব্য আমাহইতে লইয়াছিল, ঐ নগরহইতে প্রত্যাগমন-কালীন আমাকে সে সমস্তই তাহারা প্রতিদান করিয়াছিল। যাহা প্রত্যর্পণায় বোধ হয় নাই, তাহার যে মূল্য আমি নির্দ্দিষ্ট করিলাম, তদনুসারে তাহার সেই মূল্য তাহারা আমাকে দিয়াছিল।

সেই সকল দ্রব্য অন্বেষণার্থ উপস্থিত দুই জন সৈনিককে আমি হস্তে করিয়া তুলিয়া প্রথমতঃ আমার কুর্ত্তির জেবের ভিতরে রাখিলাম, পরে ক্রমে২ তাহাদিগকে এক জেবহইতে অন্য জেবে প্রবেশ করাইতে লাগিলাম, কিন্তু আমার ঘটিকা-রক্ষণের দুইটি জেব ও অন্য একটা গুপ্ত জেবের মধ্যে অনর্থক বোধে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইলাম না, কারণ সামান্য২ প্রয়োজন হইলে তাহাতে অসাধারণরূপে আমারই ব্যবহারে থাকে, অন্যের কিছুমাত্র সংস্পর্শ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ঘড়ি-রাখিবার দুই জেবের একটাতে আমার একটা রূপার ঘড়ি, অপরেতে এক চীরখণ্ড-পুটিত কএক সুবর্ণ মুদ্রা ছিল। এই দুই জন ভদ্র সৈনিক কালী, কলম, কাগজ লইয়া আমার পরিচ্ছদের যেখানে যাহা অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইল, তৎসমুদায়ই অবিকলরূপে পত্রারূঢ় করিল। তত্ত্ব লওয়া শেষ হইলে তাহারা ঐ পত্র সম্রাটের সুগোচর-করণ-মানসে আপনাদিগকে জেবহইতে নামাইয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিল। ঐ তালিকা-পত্র-লিখিত তাবদ্বিষয়ের একটি২ কথা ধরিয়া নিজ-ভাষায় অনুবাদ করিলাম, যথা।

"মহারাজ! আদৌ আমরা এই নরশৈলের (কুইনবসফ্লেষ্ট্রিনের) কুর্ত্তির দক্ষিণ জেব অনুসন্ধান করিয়া কেবল এক খানি প্রকাণ্ড স্থূল বস্ত্রখণ্ড দেখিতে পাইলাম; ইহাতে অনায়াসে আপনার রাজ্যের প্রধানালয়ের মধ্যভাগ আবৃত হইতে পারে। বামদিকের জেবে একটা বৃহৎ রজতময় সিন্দুক বা করণ্ড (পেটারা) প্রাপ্ত হইল, মাদৃশ অন্বেষণকারিদের পক্ষে তাহা উত্তোলন করা সুদূরপরাহত। আমরা ইহা অনাবৃত করিয়া দেখাইতে বাসনা করাতে তাহাই হইল; পরে আমরা তন্মধ্যে নামিয়া দেখিলাম, যে এক প্রকার ধূলির মধ্যে আমাদের আজানু পদ মগ্ন হইয়া গিয়াছে; আর তাহার অণুবৎ কিয়দংশ আমাদের উভয়ের মুখনাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবাতে আমরা অনবরতই হাঁচিতে লাগিলাম। ইহার ফতুয়ের দক্ষিণ জেবে দেখি যে শাদা২ পাতলা কোন দ্রব্য উপর্য্যুপরিভাবে সাজান বড় এক গাছা কাছি দিয়া বাঁধা কাল২ অক্ষরবৎ চিহ্নে চিহ্নিত তাহার প্রত্যেক চিহ্ন অস্মদীয় অর্দ্ধহস্ততল ন্যায়। ইহার বাম জেবে এক খানা

কোন যন্ত্রের মত এক বস্তু, মূলহইতে লম্বা ২ হস্ত কুড়িটা যষ্টিবৎ পদার্থে সুসজ্জিত, অবিকল যেন মহারাজের সভামণ্ডপের সম্মুখস্থ কাঠগড়া বোধ হয়, নরশৈল তাহা দিয়া আপন মস্তকের কেশ বিন্যাস করিয়া থাকে, ইহার তথ্য জানিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসিয়া বিরক্ত করিলাম না; ফলতঃ বলিতে কি আমাদের কথা তাহাকে অবগত করান বড় সহজ ব্যাপার নহে। পায়জামার (রেনফুলোর) দক্ষিণদিকের বড় জেবের ভিতর একটা লৌহময় ভিতর ফাঁপা কোন স্তম্ভবৎ পদার্থ দেখিলাম, সেটা এখানকার মানুষের মত লম্বা, তাহা হইতেও বড় এক খানা কড়িকাষ্ঠের ন্যায় শক্ত কাষ্ঠ তাহাতে বাঁধা, উহার এক দিকের উপরি দিয়া একটা প্রকাণ্ড লৌহ খণ্ড বাহির হইয়া রহিয়াছে, তাহা আবার এক প্রকার করিয়া কাটা; উহাদ্বারা কি ব্যবহার সিদ্ধ হয় তাহার কিছুই আমরা জানি না। উহার বাম জেবে ঐরূপ অপরূপ আর এক যন্ত্র রহিয়াছে। দক্ষিণের ক্ষুদ্রজেবে দেখি কতকগুলিন গোল ২ চেপটা শ্বেত ও রক্তবর্ণ ধাতুনির্ম্মিত খণ্ডবৎ বস্তু। তন্মধ্যে সাদাগুলিন রজতের বোধ হইল। বৃহৎ ও ভারীর কথা কি কহিব, তাহা সঞ্চালন করিতে আমাদের উভয়ের ক্ষমতা হইল না। বামদিকের জেবের মধ্যে অনিয়তগঠনের দুইটা কৃষ্ণবর্ণ-স্তম্ভ দেখিলাম, ঐ জেবের তলে দণ্ডায়মান হইয়াও তাহার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারিলাম না। তাহার একটা আবৃত থাকায় কোন অখণ্ড পদার্থের ন্যায় বোধ হইল, কিন্তু অপরটার ঊর্দ্ধভাগে দেখা গেল যেন আমাদের মস্তকের দ্বিগুণ বড় শ্বেতবর্ণ গোলাকার কোন পদার্থ রহিয়াছে। এতাদৃশ ভয়ঙ্কর যন্ত্র দর্শনে শঙ্কিত-মনে তাহা দেখাইতে আকিঞ্চন করিবায় নরশৈলকে তাহা দেখাইতে হইল। তিনি উভয় বস্তু নিষ্কোষ করিয়া আমাদিগকে জানাইলেন, যে উহার একের দ্বারা তিনি স্বদেশে আপন শ্মশ্রুক্ষৌর ও অপর দিয়া ভোজন কালে মাংস কর্ত্তন করিতেন। অনন্তর আর দুইটা ক্ষুদ্র জেব ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারি নাই। দেখিলাম ইহার দক্ষিণ বগলিহইতে এক গাছা রৌপ্য-শৃঙ্খল বাহির হইয়া রহিয়াছে। তাহার তলে এক আশ্চর্য্য যন্ত্র ছিল। আমাদের প্রার্থনানুসারে বাহির করিলে পর সেটা বোধ হইল, যেন বর্ত্তুলাকার ও অর্দ্ধেক রজতময় ও অর্দ্ধেক কোন স্বচ্ছধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য বিশেষ। নরশৈল সেই যন্ত্রটি আমাদের কর্ণের কাছে ধরিলে বোধ হইল, যেন ইহাতে জলযন্ত্রবৎ অবিরতই ধ্বনি হইতেছে। মনে ২ করিলাম হয় তাহা কোন অজ্ঞাত পশু, নয় সেই নরশৈলের উপাস্য দেবতা হইতে পারে। আমরা ব্যগ্রতাসহকারে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে তিনি আমাদিগকে এই বিজ্ঞাপন করিলেন, "যে ইহার সহিত এক মত না হইয়া আমি কোন কর্ম্ম কখন করি না", এই অস্পষ্ট কথার মর্ম্ম যদি আমরা যথার্থরূপে বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদিগকে তাহার উপাস্য দেবতাই বোধ করিতে হয়। বিশেষতঃ ইহা নরশৈলের জীবদ্দশার তাবৎকার্য্যের সাধনোপযোগি সময় কহিয়া দেয়, একারণ তিনি ইহাকে দৈববাণী বলিতেন। অপর বামদিকের বগলি বা ক্ষুদ্রজেবহইতে তিনি এক খানা জালবৎ দ্রব্য বাহির করিলেন, তাহা এত বড় যে তাহাতে অনায়াসে ধীবরদের কার্য্য-সাধন হইতে পারে, কিন্তু তাহা থলির ন্যায় বিস্তৃত ও সংকুচিত করা যায়, ও তাহা তদ্রূপে ব্যবহার করিতেও দেখিলাম। কএক খণ্ড পীতবর্ণ ধাতু তাহাতে

ছিল, যদি তাহা যথার্থ সুবর্ণ হয় তাহা হইলে তাহা বহুমূল্য হইবেক সন্দেহ নাই।

“মহারাজ, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিরতিশয় যত্নসহকারে তন্ন২করণপূর্ব্বক নর-শৈলের পরিধীত পরিচ্ছদের জেব সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। অপর যে এক প্রকাণ্ড পশুর চর্ম্মে নির্ম্মিত কটিবন্ধনে তাহার কটিদেশ বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে পাঁচ মানুষ লম্বা এক খানি অসি তাহার বাম ভাগে লম্বমান আছে, অপরদিকে দুই মুখো একটা থৈলী, তাহার এক ২ টা মুখে আপনার সমুদায় প্রজা অনায়াসে ধরিতে পারে। ইহারি একাংশে অস্মদাদির মস্তকবৎ বর্ত্তুলাকার গুটিকান্যায় অতিশয় ভারী ধাতুময় কোন পদার্থ, তাহা তুলিতে হইলে বড় বলবানের আবশ্যক হয়। থৈলার অপর ভাগে রাশীকৃত কৃষ্ণবর্ণ বালুকাবৎ বস্তু আছে, তাহা নিতান্ত গুরুতর নহে; আমরাও করতলে অক্লেশে ৫০ টা লইতে পারি।

“নরশৈলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্বেষিয়া যাহা ২ আমাদের নয়নগোচর হইল তৎসমুদায় অবিকল পত্রারূঢ় করিলাম। শৈল মহাশয় আপনার আদেশ যৎপরোনাস্তি মান্য করিয়া আমাদিগের প্রতি বিশিষ্টরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন ইতি। এই পত্র আপনার শুভ রাজ্যের ঊননবতিতম চান্দ্রমাসীয় শুক্ল চতুর্থীতে স্বাক্ষরিত হইয়া ক্লেফ্রিন ফ্রেলক, মারসি ফ্রেলক এই বাক্য মধ্য মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত হইল ইতি”।

ভূপাল সন্নিধানে যথাবিধানে এই নির্ঘণ্ট বা তালিকাপত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পর তিনি সাতিশয়-প্রযত্ন-সহকারে আমাকে ঐ সকল রক্ষিত বস্তু সমর্পণ করিতে আদেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তলবারের কথাই উল্লেখ করিলেন; তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ সেই সকোষ অস্ত্রখানি ও অন্যান্য বস্তু সকল জেবহইতে বাহির করিলাম। ইতিমধ্যে তিনি রক্ষা-করণার্থে নিজ-সমীপস্থ মনোনীত প্রধান ২ তিন সহস্র সেনাকে কিয়দ্দূরে আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহারাও তদনুসারে ধনুর্ব্বাণ লইয়া সতর্কতা-পূর্ব্বক সসজ্জও প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে রাজার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইবাতে সে সকল আমার দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই। ভূপতি অস্ত্রখানি নিষ্কোষ করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র আমি তাহা করিলাম। সমুদ্র জল লাগিয়া তাহার স্থানে ২ কিছু ২ মরিচা পড়িয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই উজ্জ্বল ছিল। ঐ সতেজ অস্ত্র করে করিয়া খেলিবার মত ইতস্ততঃ সঞ্চালন-করিবার-সময়ে সূর্য্যের তেজোবিম্ব তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইবামাত্র তাদৃশ চাকচক্যশালী প্রতিফলিততেজে তাহাদের চক্ষু সকল দগ্ধ বা বিদ্ধপ্রায় হওয়াতে তাহারা সমুপজাতভয়ে ভীত ও বিস্মিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চাৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। রাজার মনোবৃত্তি নিরতিশয় দৃঢ় ছিল বলিয়া তাঁহার যত পরিমাণে ভয়হইতে পারিত অনুমান হয় তদপেক্ষায় অনেক ন্যূন হইয়াছিল। অনন্তর রাজা আমাকে তাহা পুনর্ব্বার কোষমধ্যগত করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগত ভাবে আমার বন্ধনশৃঙ্খলার অনধিক চারি হস্ত বাহিরে ভূমিক্ষিপ্ত করিতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয় আদেশে আমাকে সেই কাল-চোঙ্গার মত দুইটা উক্ত অন্তঃশূন্য লৌহ-স্তম্ভবৎ পদার্থ বাহির করিতে কহেন, তিনি যুক্তিবলে স্থির করিয়াছিলেন, ইহা আমার পিস্তল। যাহা হউক তাঁহারি মতে আমি যত্ন সহকারে তাহা বাহির করিয়া তাহা যে কার্য্যে লাগে

তাহার সবিশেষ অবগত করাইলাম; এবং বারুদগুলান শুদ্ধ তাহা তাঁহার নিকটে রাখিলাম; বগলির মধ্যে বিশিষ্টরূপে বদ্ধ রক্ষিত থাকাতে তাহা সমুদ্রের জলে ভিজে নাই; সামুদ্রিক নাবিকমাত্রেই প্রায়ঃ এ দ্রব্যরক্ষার্থ সতর্কতা-পূর্ব্বক বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। আমি নির্ভয় হইবার জন্য রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ সাহস-প্রদান করত সতর্ক হইতে কহিয়া শূন্যমার্গে সেই পিস্তলের শব্দ করিলাম। তাহাতে রাজার বিস্ময় পূর্ব্বাপেক্ষায় প্রবলতর হইয়াছিল। উপস্থিত শত২ লোক শব্দ-শ্রবণে আহতমৃতবৎ তৎক্ষণমাত্রে ভূমিপতিত হইল; এবং আপন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বয়ং রাজাকেও কিয়ৎকাল অচেতনবৎ থাকিতে হইয়াছিল। পরিশেষে পিস্তল দুইটি ও বারুদগুলির বগলী পূর্ব্ববৎ তাঁহার অগ্রে নিক্ষেপ করিলাম, এবং জানাইয়া দিলাম; "দেখিও, সর্ব্বদা সাবধান, এক স্ফুলিঙ্গ মাত্র অগ্নিও যেন ইহাতে না লাগে, তাহা হইলে ইহার তেজে এক কালে মহারাজের অট্টালিকাটি সকল বস্তু আকাশে উড্ডীন হইয়া যাইবেক"।

এই রূপে আমি ঘড়িটাও রাজার নিকটে দিলাম, তিনি তদ্দর্শনে কুতূহলী হইয়া দুই জন দীর্ঘাকার সেনা-নায়ককে ইংলণ্ডে যেমন শাকটিকেরা এল-নামক মদিরার পিপা বহন করে, তদ্রূপে তাহা খাজ-দিয়া স্কন্ধে বহিয়া আনিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই যন্ত্র অনবরত শব্দায়মান দেখিবামাত্র রাজা বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। বিশেষতঃ ঘণ্টার কাঁটাহইতে মিনিটের কাঁটার মণ্ডলাকারে দ্রুতগতি-বিষয়ে নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বারংবার তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরন্তু অলৌকিক বোধে তৎপার্শ্বস্থ সুবুদ্ধি লোকদিগের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। এবিষয়ে তাহাদের মত সকল নানা প্রকার ও মহদন্তর, তত্তাবতের বিনা উল্লেখে পাঠকবর্গের অনায়াসেই অনুভব গম্য হওয়া অসম্ভব; পরন্তু বলিতে কি, সে সকল আপন বোধ ভূমিতে সুচারুরূপে আনিতে পারি নাই। অনন্তর আমি রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা, বড়২ নয় খণ্ড ও ছোট কএক খানা স্বর্ণ সহিত বগলী টি, ছুরিকা, ও ক্ষুর, কঙ্কতিকা, ও রজতের নস্যাধার, এবং রুমাল ও হিসাবের বহি এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিলাম। তন্মধ্যে আমার তলবার, পিস্তলদ্বয় এবং বারুদের থৈলা শকটে বোঝাই করাইয়া রাজভাণ্ডারে প্রবেশিত হইল; অবশিষ্ট দ্রব্য-জাত আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম।

উল্লিখিত জেবের মধ্যে একটা জেব অনুসন্ধানকালীন তাহাদের হাতে পড়ে নাই। তন্মধ্যে এক খানা দিব্যচক্ষু ছিল, দৃষ্টিশক্তির ন্যূনতা হইলে সময়ে২ আমি তাহা ব্যবহার করিতাম। এতদ্ব্যতীত একটা ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য যৎসামান্য বস্তুও ছিল, তাহাতে রাজার কিছু মাত্র অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারিত না। অতএব সে সকল বস্তু বাহির করিয়া দেখান যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিলাম না, বরং ভাবিয়া দেখিলাম এ সকল দ্রব্য পরহস্তগত করিলেই হয় অপহৃত নয় নষ্ট অবশ্যই হইবেক। রা. লা. বি.

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

টেপর্-পশু।

পর-পৃষ্ঠে যে পশুর চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহার নাম টেপর্। দক্ষিণ-আমেরিকা-দেশ ইহার জন্মভূমি, তথায় এই পশু অতিসুলভ; প্রাচীন-পৃথ্বী
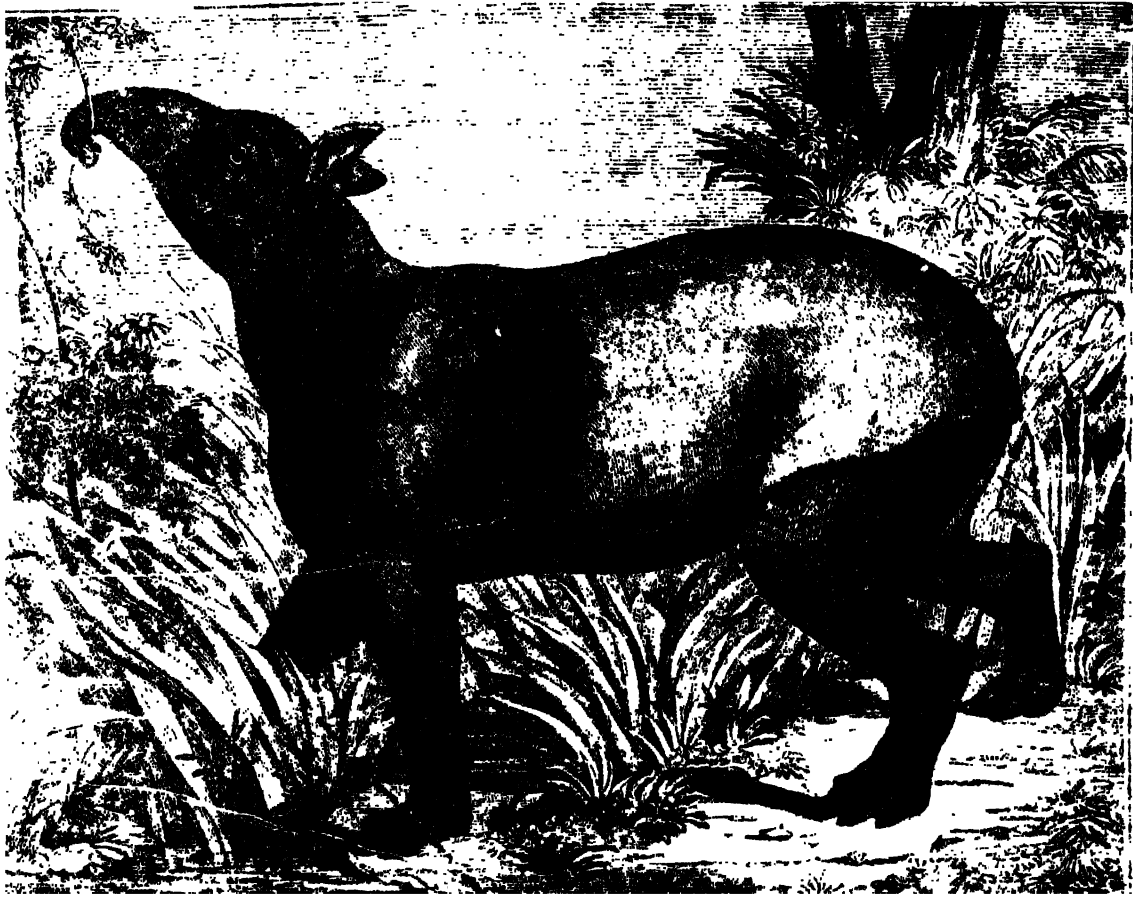
টেপর-পশু।

খণ্ডে কেবল সুমাত্রা-দ্বীপে ইহার আবাস আছে; তদ্ভিন্ন অন্যত্রে ইহা দৃষ্ট হয় না। উক্ত-দ্বীপে ইহা "কুড়োএয়ার," "সালাডা," ও "গিণ্ডল" নামে প্রসিদ্ধ; বেঙ্কুলন-নগরে ইহার নাম "বাবি-আলু"; এবং মালাকা-প্রদেশে "টেমু"। ইহার দেহ শূকরাকার, ৪৷৷০ হস্ত দীর্ঘ, এবং ২৷৷০ হস্ত উচ্চ। শূকরাপেক্ষায় ইহার শুণ্ড বৃহৎ ও বলবান্, ও পরিমাণে প্রায়ঃ অর্দ্ধহস্ত। ইহার লাঙ্গুল অতি খর্ব্ব, ও প্রায়ঃ লোমবিহীন। ইহার পদ-চতুষ্টয়ও খর্ব্ব এবং স্থূল, তন্মধ্যে পুরঃপদদ্বয়ে চারিটি করিয়া, এবং পাশ্চাত্য-পাদদ্বয়ে তিনটি করিয়া নখ থাকে। এই পশুদিগের ছেদন-দন্ত-সঙ্খ্যা প্রতি মাড়িতে ৬, এবং চর্ব্বণদন্ত-সঙ্খ্যা উপর মাড়ির প্রতি পার্শ্বে ৭, ও হনুর প্রতিপার্শ্বে ৬; সকলের সমষ্টি ৪২ টা। আমরিকা-দেশীয় টেপরের স্কন্ধে এক কেশশ্রেণী হইয়া থাকে; কিন্তু সুমাত্রা-দ্বীপের টেপরে তাহা দৃষ্ট হয় না। এই দেশীয় পশুর বর্ণগতও কিঞ্চিৎ ভেদ আছে; দক্ষিণ-আমরিকার টেপর্ কৃষ্ণাক্ত-ধূম্রবর্ণ; সুমাত্রা-দ্বীপের টেপর্ চিক্কণকৃষ্ণবর্ণ; এবং তাহার পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগ শুক্ল।

টেপর্ অতিবলবান্ পশু; কথিত আছে, মত্ত-বৃষাপেক্ষায় ইহার বেগ অসহ্য। বনমধ্যে যে দিগ্-দিয়া এই পশুরা ধাবমান হয়, তত্রস্থ সমস্ত ক্ষুদ্রতরু-গুল্মাদি ভগ্ন হইয়া এক নবীন পথ প্রস্তুত হইয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে ব্যাঘ্র ইহাদের পৃষ্ঠোপরি আক্রমণ করিলে ইহারা নিবিড়-বন-মধ্যে একাদৃশ-বেগে ধাবমান হয়, যেতৃক-আধার

ঘর্ষণে ব্যাঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি টেপরের কিছু অনিষ্ট হয় না।

ইহারা স্বভাবতঃ শান্ত, মনুষ্য দেখিলেই পলায়ন করে, এবং দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনী-যোগে আদৌ কোন জলাশয়ে উত্তমরূপে স্নান করত নবীন-তরু-গুল্মাদির অন্বেষণে বন-পর্য্যটন করিয়া থাকে। কোন দ্রব্যই ইহাদিগের পক্ষে অখাদ্য নহে। অস্থি, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড যাহা কিছু নিকটে প্রাপ্ত হয়, তাহাই গলাধঃকরণে ত্রুটি করে না। ভাজারা-নামক এক জন সাহেব একটা টেপর্-পশুকে একটা রজতনির্ম্মিত নস্য-দান দিয়াছিলেন, সে তাহা তৎক্ষণাৎ চর্ব্বণ করিয়া নির্গিলিত করিয়াছিল।

ইংরাজেরা কহে, টেপর্-পশুর মাংস শুষ্ক এবং কঠিন, কিন্তু আমরিকা-দেশবাসিরা তাহা সুস্বাদু জানিয়া এই পশুবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; পরন্তু বিনাশের রীতি সর্ব্বত্র তুল্য নহে; কোন স্থানে শিকারিরা বিষাক্ত শরদ্বারা টেপর্-বিনাশ করে, কুত্রাপি কুক্কুরের সাহায্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধ করে; কুত্রাপি বা বন্দুকই টেপর্-সংহারের অস্ত্র বলিয়া গণ্য আছে। কুক্কুরদ্বারা আক্রান্ত হইলে টেপর্ ঘাতকদিগের সহিত ভয়ানকরূপে যুদ্ধ করিয়া থাকে; এবং অনেককে বিনষ্ট না করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করে না, ও নিকটে কোন জলাশয় পাইলে তন্মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনায়াসে শত্রুহইতে নিষ্কৃতি পায়।

বদ্ধ হইলে টেপরেরা অত্যল্পকাল-মধ্যেই বন্ধনকারীর বশীভূত হয়। রোলিন্ সাহেব লিখিয়াছেন, দক্ষিণ-আমেরিকার রাজপথে অনেক পোষা টেপর্ ভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা প্রাতে বনে প্রস্থান করিয়া অপরাহ্নে প্রভুর বাটীতে প্রত্যাগমন করে। ইহাদিগের বল, ধৈর্য্য, এবং শান্তস্বভাব দৃষ্টে বোধ হয় চেষ্টা করিলে ঐ সকল গুণ মনুষ্যের ব্যবহারে প্রয়োগ হইতে পারে; ভারবহনার্থে ঐ সকল গুণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ডেবিড্ হেয়ার সাহেবের গুণবর্ণন।

(মৃত ডেবিড্ হেয়ার সাহেবের মৃত্যু-দিবসীয়-বার্ষিক-সভা-সমীপে পঠিত হয়।)

অদ্য মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণীয় দিবস উপস্থিত। সংবৎসরান্তে পুনরায় অদ্য আমরা এ-স্থলে একত্র উপবিষ্ট হইয়া সেই মহানুভাব পুরুষের গুণকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য তাঁহার গুণ স্মরণ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে মনঃ আর্দ্র হইতেছে। কি রূপে কি প্রকারে তাঁহার গুণানুবাদ করিব স্থির করিতে পারি না। তাঁহার গুণ সকল অসাধারণ ও আশ্চর্য্য। এমৎ দয়াশীল মানব—এমৎ পরহিতৈষী বান্ধব—এই বঙ্গদেশে কখনই দেখিতে পাই নাই। বিদেশীয় হইয়া ভিন্ন-জাতির কল্যাণার্থে এতাদৃশ-কঠোরতর-পরিশ্রম-কর্ত্তা অতি-দুষ্প্রাপ্য; তিনি আমাদিগের মঙ্গল-সম্পাদনার্থ ও মানসিক-উন্নতি-সাধনার্থ যে কত পরিশ্রম—কত ব্যয়—করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণন করা যায় না; যে সমস্ত আলোচনা করিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তির উদয় হয়। আমরা তজ্জন্য যে তাঁহার নিকটে এক গুরুতর ঋণ-পাশে বদ্ধ আছি, সম্পূর্ণরূপে কি তাহাহইতে কখন পরিমুক্ত হইতে পারিব? কখনই নহে। আমরা এস্থলে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিতেছি মাত্র।

এ দেশের অবস্থা স্মরণ করিলে [illegible]

য়ার সাহেবই স্মৃতিপথারূঢ় হায়েন; তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি আমাদিগের মানসপটে জাজ্বল্যমানরূপে প্রকটিত হয়। কি বিদ্যা-বিষয়ে, কি জ্ঞান-বিষয়ে, কি ধর্ম্ম-বিষয়ে, যে কোন প্রকারে এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকুক, হেয়ার সাহেবই তাহার অদ্বিতীয় কারণ। তিনিই আপনার যত্ন ও পরিশ্রমদ্বারা তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যখন দেখি এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি কোন সভা-বিশেষে উপস্থিত হইয়া সুযুক্তি-যুক্ত-বচনাবলিদ্বারা এদেশের মঙ্গল-সম্পাদনার্থে বক্তৃতা করিতেছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই সেই মঙ্গলোদ্দেশ্যের প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। যখন দেখি দেশীয়-ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া স্ত্রীলোকদিগের মূর্খতা-নিরাকরণ-জন্য কল্পনা করিতেছেন, বা চিরবিরহিণী-বিধবাদিগের সুদারুণ-বৈধব্য-যন্ত্রণা-দৃষ্টে কাতর হইয়া তাহা মুক্ত করিবার উপায় চেষ্টা করিতেছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ যখন দেখি হিন্দু যুবকেরা জননী-জন্মভূমির রোগ-প্রতিকারের নিমিত্ত মনঃসমর্পণ করিয়াছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। যখন দেখি এতদ্দেশস্থ কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ হইয়া বহু-প্রাণীর প্রাণ-রক্ষণ করিতেছেন, তখন হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক দেশস্থ ভ্রাতৃগণকে যখন যে স্থলে যে কিছু বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়-প্রদান করিতে দেখি হেয়ার সাহেবকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়, সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থা ক্ষণমাত্র স্মরণ করিলা দেখিলে কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন প্রতীত হয়! কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূল-কারণ হেয়ার সাহেবকেই কহিতে হইবেক। এই বঙ্গদেশ এককালীন নিবিড়-অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিক্ষিপ্ত ছিল। চিরমূর্খতা এদেশে আধিপত্য করিত, বঙ্গ-সন্তানেরা কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত অমানববৎ ব্যবহার করিতেন। করুণাকর হেয়ার সাহেব আমাদিগের তাদৃশ হীনাবস্থা দেখিয়া অতিশয়-দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া তাহা দূর-করিবার নিমিত্ত তৎপর হইয়াছিলেন। বিশেষ-পরিশ্রম-পূর্ব্বক তিনি এই হিন্দুকালেজ সংস্থাপন করেন। মেডিকেলকালেজ যদ্দ্বারা সহস্র২ প্রাণির প্রাণরক্ষা হইতেছে, তাহার উন্নতি-সাধনেও তাঁহার অতিমাত্র সাহায্য ছিল। তাঁহার প্রণীত বিদ্যালয়, যাহা অদ্যাপি তাঁহার নামদ্বারা আখ্যাত আছে, তাহাতে তাঁহার কত পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে! বঙ্গভাষার অনুশীলন-নিমিত্ত যে একটি পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তিনিই তাহারও সূত্র-পাত করেন। এই বিদ্যালয়সমূহে যে কত শত ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং হইতেছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

হেয়ার সাহেবের অসাধারণ দয়ার কথা কি কহিব? তিনি আপন বিদ্যালয়ে দরিদ্র দুঃখী এবং অন্যান্য বালকদিগকে বিনা বেতনে বিদ্যা-দান করিতেন; তাহাদিগকে পুস্তকাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিতেন, এবং সময়ে২ অর্থ সাহায্য করিতেও বিরত ছিলেন না। তিনি বঙ্গদেশস্থ দুঃখি বালকগণের পিতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কত শত পিতৃমাতৃহীন বালকেরা পুনরায় পিতৃহীন হইয়া অনাথ হইয়াছে! তাঁহার যত্নে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া কত শত ব্যক্তি [illegible]

সৌভাগ্যাদি সঞ্চয় করিয়াছেন! এতদ্দেশীয় অনেক ব্যক্তি তাঁহার স্নেহ ও করুণা রসের আস্বাদন করিয়াছেন; এই সভায় উপস্থিত অনেক মহাশয়েরা হেয়ার সাহেবের ছাত্র। তিনি এতদ্দেশস্থ লোকদিগের যে কি এক প্রিয়বন্ধু ছিলেন, তাহা বচনাতীত। যাহাতে আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, আমরা মনুষ্য সমাজে মান্য ও গৌরবান্বিত হই, এবং সর্ব্ব-প্রকার-সুখে সুখী হই, হেয়ার সাহেব যাবজ্জীবন তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ সামর্থ্য আমাদিগেরই কল্যাণার্থে সমর্পিত হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি কেবল আমাদিগেরই মঙ্গলসাধনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি কিছু কাল জীবিত থাকিয়া আপনার পরিশ্রমের সাফল্যানুভব করিতে পারিলেন না যে তাঁহাদ্বারা কি প্রর্য্যন্ত এদেশের বর্ত্তমান সৌভাগ্যাভিবৃদ্ধি স্বচক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারিলেন না। হা বন্ধো হেয়ার সাহেব! তুমি এক্ষণে জীবিত থাকিলে আমাদিগের সুখ সৌভাগ্য যে কতগুণে বৃদ্ধ হইত, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। হা মাতঃ বঙ্গভূমি! যাহারা তোমার মুমূর্ষ-বস্থার-প্রতিকারের নিমিত্তে যত্নযুক্ত হয়, তুমি কি তাহাদের ভারবহনে অসমর্থা? হায়! এক্ষণে রামমোহন রায়, যাঁহাকে প্রসব করিয়া তুমি জগৎ-মধ্যে ধন্যা হইয়াছিলে, সে মহাত্মা এখন কোথায়? বিদেশীয় সাধুলোকেরা যাঁহারা তোমার পোষ্য-সন্তানের ন্যায় হইয়া তোমাকে মাতৃবৎ জ্ঞানে তোমার সেবা শুশ্রূষা করিতে অতীব তৎপর ছিলেন, তাঁহারাই বা এখন কোথায়? কি আশ্চর্য্য যাঁহারা তোমার কল্যাণ-পথ চিন্তা করেন, তাঁহারাই কি অগ্রে তোমার অঙ্কহইতে অপহৃত হইয়া কৃতান্ত মন্দিরের অঙ্কবৃদ্ধি করিতে গমন করেন! হায়! তাঁহারা সকলেই বিলুপ্ত, সকলেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমার আত্ম-সন্তান বা পোষ্য-সন্তানগণের মধ্যে তোমার প্রতি যথার্থ প্রেমিক ব্যক্তি না দেখিতে পাইয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। কবে ভয়ঙ্কর জাত্যভিমান, বিষময় কৌলীন্য-প্রথা, কুৎসিত সামাজিক রীতি নীতি, যাহা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, কবে কি প্রকারে কাহার চেষ্টাদ্বারা তুমি তাহাদের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইবে, কবে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা স্বাধীনতা জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোক চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া তোমার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে, তোমার মুখশ্রী উজ্জ্বল হইবে, কবে তোমার পূর্ব্ব-গৌরব পুনঃ স্থাপিত হইয়া তুমি ধরাতলে পুনরায় মান্যা ও গণ্যা হইবে? *

যিনি আমাদিগের এমৎ প্রিয় মহোপকারী বন্ধু ছিলেন, আমাদিগের কল্যাণ-সাধন যাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল, ও যে ব্রত উদ্যাপনের-নিমিত্তে তিনি যত্ন, ধন, ও শারীরিক ক্লেশ, বিন্দুমাত্র বক্রী রাখেন নাই। অদ্য তাঁহার বিরহে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতেছি, মনঃ আকুল শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কোনরূপেই আর শান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে না। তাঁহার অভাবে আমাদিগের সুখলালসা চরিতার্থ হইতেছে না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগের সুখনদীর গতি খর্ব্ব হইয়াছে। যদিও আমরা অর্থব্যয় ও শারীরিক ও মানসিক আয়াসদ্বারা আমাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বিবিধ উপায় ও চেষ্টা করিতেছি, তথাচ তাহা সুসিদ্ধ

---

* যে সকল-প্রবন্ধ-পরিশেষে লেখকের স্বাক্ষর বা চিহ্ন থাকে, এতৎপত্রের সম্পাদক তদুক্ত অভিপ্রায়ের দায়ী নহেন। বি. স. স.

হইতেছে না; যেহেতুক আমাদিগের চেষ্টার প্রতিপোষক হয়, এমৎ বন্ধু অতিবিরল। স্বার্থশূন্য হইয়া পরজাতির মঙ্গল অন্বেষণ করেন, এতাদৃশ মনুষ্য এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। যাঁহারা আমাদিগের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ সে প্রকার নহে; সুতরাং তাঁহাদের যদ্রূপ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত, তাহা না করাতেই আমাদিগের মনোরথ কিছুই পূর্ণ হইতেছে না। উপস্থিত চার্টর-পরিবর্ত্তনের সময়ে হেয়ার সাহেবের বিরহ আমাদিগের সন্তপ্ত-হৃদয়ে পুনরুদ্দীপন হইয়াছে। তিনি যদি এমৎ সময়ে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে কি আমাদিগকে আর কিছু আক্ষেপ করিতে হইত? তবে কি আমাদিগের কিছু অকল্যাণ থাকিত? তিনি আমাদিগের দেশীয়-ভ্রাতৃগণের সহযোগী হইয়া যাহাতে আমাদিগের সমস্ত দুঃখ দূর হয়, এবং যাহাতে আমরা সম্পদের পদে সংস্থাপিত হই, তাহা অবশ্যই করিতেন। তাঁহার উদার স্বভাব ইহা না করিয়া কখন নিবৃত্ত হইত না; কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষের বুঝি এরূপ মঙ্গল কখন উপস্থিত হইবে না। আমরা বুঝি চিরকাল আক্ষেপ করিয়া জীবন হরণ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

যিনি এতদ্দেশস্থ লোকদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধির নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, অত্রত্য স্ত্রীলোকবর্গও বিদ্যাবতী হয় ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, সন্দেহ নাই। তবে যে তিনি তাহার বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, তাহার অনেক কারণ ছিল। প্রকাশ্যরূপে অবলাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতবর্ষের তাদৃশ সময় তখন হয় নাই। এক্ষণে তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার মহদভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ করিতেন। আমরা যে এক্ষণে নানাপ্রকার সাংসারিক রীতি নীতি এবং কুপ্রথা সকল পরিবর্ত্তন-করিবার চেষ্টা করিতেছি, এবং ক্রমশঃ সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইবার উপায় দেখিতেছি, হেয়ার সাহেব এতদ্দৃষ্টে অতিশয় আহ্লাদিত হইতেন, এবং যাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হই, তাহার বিলক্ষণ সহযোগিতা করিতেন। তিনি জীবিত থাকিলে বঙ্গভাষার অনেক উন্নতি হইত, এবং বিদ্যা-প্রচারের সুন্দর প্রণালী সংস্থাপিত হইত।—বলিতে কি আমরা সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতাম।

আর কি বলিব, কতই বা আক্ষেপ করিব, কতই তাঁহার গুণ স্মরিব। যতই তাঁহার গুণ স্মরণ করি, ততই বিচ্ছেদানল পুনরুদ্দীপ্ত হয়। মনের কি মহীয়সী শক্তি বলিতে২ বোধ হইল, যেন হেয়ার সাহেব এই সভা-গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রবিষ্ট হইয়া যেন তিনি আমাদিগকে সস্নেহ-বচনে জ্ঞানোপদেশ-প্রদান করিতে লাগিলেন

শ্রীশ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা।
১ লা জুন, ১৮৫৪ শাল।

বলী ও যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম-পচারের বিষয়।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের সংস্কার আছে যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে গমন করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়; কিন্তু পুরাবৃত্তানুসন্ধানদ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে পূর্ব্বতনকালে হিন্দুরা অনায়াসে অপর-দেশে গমন করিতেন, এবং প্রয়োজনমতে বসতিও করি-

য়াছেন। অদ্যাপি বহু দূর-দেশে হিন্দুসন্তানেরা অবস্থিতি করিতেছেন; * যাঁহারা ইহা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে অবগত করিবার নিমিত্ত আমরা বলী ও যবদ্বীপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম।

বলীদ্বীপস্থ হিন্দুদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় লোকদের এত সাদৃশ্য—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি-বর্ণবিভাগ—তাহাদের উৎপত্তি-বিবরণ—ব্রাহ্মণদিগের অসামান্য-সম্মান, এবং শিখা রাখিবার বিশেষ প্রথা—সমান-বর্ণের সহিত বিবাহ—অসম-বিবাহে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি—চণ্ডালজাতি—গোবধ-প্রতিষেধ—মৃত-পতির অনুগমন—মৃতশরীর-দাহ—ব্যবস্থাদি-প্রচার বিষয়ে ব্রাহ্মণের অধিকার—নানাবিধ-ছন্দের নাম—বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণাদি গ্রন্থ—সময়-বিভাগ—বারাদির নাম—অঙ্কশাস্ত্র—এই সকল-বিষয়ে উভয়জাতি এত সমভাবাপন্ন, যে বলীদ্বীপ-সম্পর্কীয় তত্তদ্বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ হিন্দু পাঠকদিগের পক্ষে বাহুল্য বোধ হইতে পারে।

ধর্ম্মবিষয়ে তথায় এখানকার ন্যায় নানাপ্রকার মত প্রচলিত নাই। শৈবধর্ম্ম বলীদ্বীপস্থ লোকদিগের স্বজাতীয় ধর্ম্ম; তথাকার বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অতি অল্প। ইহা অতি আশ্চর্য্য তথাকার ব্রাহ্মণেরা উপবীত ধারণ করেন না। ইহার কারণ কি? তাঁহারা কি পবিত্র-ব্রাহ্মণবংশীয় নহেন? অথবা তাঁহারা তথায় গমন-পূর্ব্বক আদিম নিবাসীদের সহিত উদ্বাহাদি করিয়া কি উপবীত ত্যাগী করিয়াছেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানে আমরা সমর্থ নহি। ব্রাহ্মণেরা কহেন, তাঁহারা পুত্তলিকার পূজা করেন না; কিন্তু বলীদ্বীপের মধ্যদেশে দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। প্রতিগ্রামে যে এক এক উপাসনা-স্থান থাকে, তাহাতে কোন দেবপ্রতিমা নাই। তথায় এখানকার ন্যায় সন্ন্যাসী সকল দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য-মধ্যে কেবল উদ্ভিজ্জই প্রশস্ত। পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে যে বলীদ্বীপে গোবধ প্রতিষিদ্ধ আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণব্যতীত অপরাপর জাতি গো ভিন্ন অন্য কোন পশুর বিচার না করিয়া প্রায়ঃ সর্ব্বপ্রকার জন্তুর মাংস অবাধে ব্যবহার করে।

বলীদ্বীপে কবি * নামে এক ভাষা আছে; তাহা সংস্কৃতেরই তুল্য। কিন্তু অধুনা সামান্য কথোপকথনে তাহার ব্যবহার নাই। পাঠকদিগের সুবোধ-জন্য উক্ত ভাষায় রচিত বারত-যুধ (ভারতযুদ্ধ) নামক গ্রন্থহইতে একটি শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

'পিতরাকুলং সুবেঃ নৃপতিকর্ণে মুমুৎমুরিণঃ।
ইরিকা গটোৎকচ হনুমান্ নস্থিয়া স কিং গগন॥'

কবি-ভাষায় রামায়ণ, নীতিশাস্ত্র, অর্জ্জুনবিজয়, এবং নানাবিধ আগম-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ আছে।

পূর্ব্বাঞ্চলস্থ-দ্বীপবাসীরা একবাক্য হইয়া কহে, যে ক্লিঙ্গ (কলিঙ্গ) দেশহইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম্ম, এবং ব্যবস্থা আনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ যবদ্বীপেই সে সকল আনীত হয়, তথাহইতে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় লোকেরা শস্যাঢ্যতাপ্রযুক্ত যবদ্বীপকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ১ শকাব্দে ত্রিতুষ্টি নামক এক জন ব্রাহ্মণ বহুলোক সমভিব্যাহারে যবদ্বীপে গমন করেন। তাঁহারা দ্বীপের দক্ষিণতটে উত্তীর্ণ হইয়া মেরু-নামক পর্ব্বতমূলে প্রথমতঃ বসতি করিয়াছিলেন। যবদ্বীপে অধুনা যে শক প্রচলিত আছে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এতদ্বিষয়ক কয়েক যুক্তার প্রস্তাব আছে।

* ভাষার নাম "কবি" অতি আশ্চর্য্য নহে; প্রাচীন বৌদ্ধদিগের ভাষার নাম "গাথা"; প্রাচীন বৈদিক-সংস্কৃতের নাম "ছন্দস্", এবং তাহার অপভ্রংশে পারসিদিগের ভাষা "জেন্দ" নামে বিখ্যাত আছে। বি. স. স.

তাহা ত্রিতুপ্তি নামা এক প্রাচীন রাজা স্থাপন করেন, তজ্জন্য ঐ শক অজিশক-নামে প্রসিদ্ধ আছে। যবদ্বীপের বর্ত্তমান শক ১৭৭৬। যবদ্বীপে আদিম হিন্দু ঔপনিবেশিকদিগের সঙ্খ্যা কত ছিল, তাহা বলিবার সময় যবদ্বীপবাসী ব্যক্তি সকল এক-বাক্য রহেন; কিন্তু ১৯০ পরিবারের অপেক্ষা অধিক বলিয়া কদাপি কেহই কহেন না। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, যে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অনেক স্ত্রী ও শিশু ছিল। ত্রিতুপ্তি স্বকীয় স্ত্রীপুত্রদিগকে সমভিব্যাহারী করিয়াছিলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম ব্রাহ্মণী-কালী, পুত্রদের নাম মনুমান্‌স্, এবং মনুমাদেব। ক্রাফর্ড সাহেব অনুমান করিয়াছেন, যে যখন তাহারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া যবদ্বীপে প্রস্থান করে, তখন তাহাদের বৌদ্ধ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তদ্রূপ করিবার বিশেষ বলবৎ প্রমাণ দেখিল। তিনি ও তাঁহার অপত্যেরা কিয়ৎকাল তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩৫০ শক-পর্য্যন্ত যবদ্বীপে অনেক ঔপনিবেশিকের সমাগম হয়। কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তির নাম এই; যথা,

শেলপ্রবত, ...	১০০	শকে গমন করেন।
ঘোটক	২০০	,, ,,
সুবিল, ...	৩১০	,, ,,
হুতম, ...	৩৩১	,, ,,
ত্রিসর্দা ও তৎপুত্র দশবাহু	৩৫০	,, ,,

৪৮০ শকে কতকগুলীন পণ্ডিত (শৈব?) যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মতের সহিত যবদ্বীপবাসীদের মতের বিভিন্নতা হওয়াতে তাঁহারা দুরীভূত হইয়া তথাকার রাজা শুতদামের শরণ-গ্রহণ করেন। শুতুদাম তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

যবদ্বীপবাসীদের মুসলমান-ধর্ম্ম-গ্রহণ-করিবার কিয়ৎকাল-পূর্ব্বে কতকগুলীন শৈব তথায় গমন করিয়া মজপহিৎ শমক-স্থানের শেষ রাজা ব্রবিজয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। মজপহিৎ রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহারা বলীদ্বীপে পলায়ন করেন; তাঁহাদের অধিপতির নাম চাহুরাহু। বলীদ্বীপে এক্ষণে ১৭৭১ শক চলিতেছে।

——

সর্পের বিবরণ।

নানাদেশে প্রচলিত ভিন্ন২ জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-দর্শনে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতেছে যে ভিন্ন২ দেশীয় ও জাতীয়েরা মৃত্যু-প্রদ অতিভয়ানক ব্যাপার-সম্পাদক সর্পদিগের সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে দেবতাবোধে প্রাণানুরোধে পূজাদি করিয়া থাকে, এবং তদ্গুণ-বিষয়ে নানামত-প্রযুক্ত ইহাদিগকে কেহ২ মঙ্গল-সমূহের, কেহবা পৃথিবীস্থ যাবদীয় অমঙ্গলের, মূল জ্ঞান করে। মিসর-দেশে সর্প-জাতি অত্যন্ত মান্য ছিল। তথাকার লোকেরা মন্দির-মধ্যে-প্রতিষ্ঠিত দেব-মূর্ত্তির সমীপে সর্পদিগকে সর্ব্বদা সংস্থাপিত করিয়া উত্তম২ ভোজ্য-পেয়াদি দ্রব্য ভোগদান করিত; এবং রাজা, পুরোহিত ও বশীকরণ-বেত্তাদিগের স্বীয়২ পদে অভিষেক-কালিক মহামহোৎসবে ঐ সর্পের পূজা করিত; তথা তাহারা সর্পকে প্রচুর শুভ ফলের চিহ্ন ও পৃথিবীর নিদান করিয়া জানিত। চিকিৎসাবিদ্যাও এই "বক্রঃ পন্নগধার্মিকঃ" বংশধারা লক্ষিত হইয়াছে। সর্পের পুচ্ছ তাহাদের বদনে বৃত্তাকারে সংলগ্ন করিলে যাদৃশ চক্রাকৃতি গঠন

সর্প নর্তক।
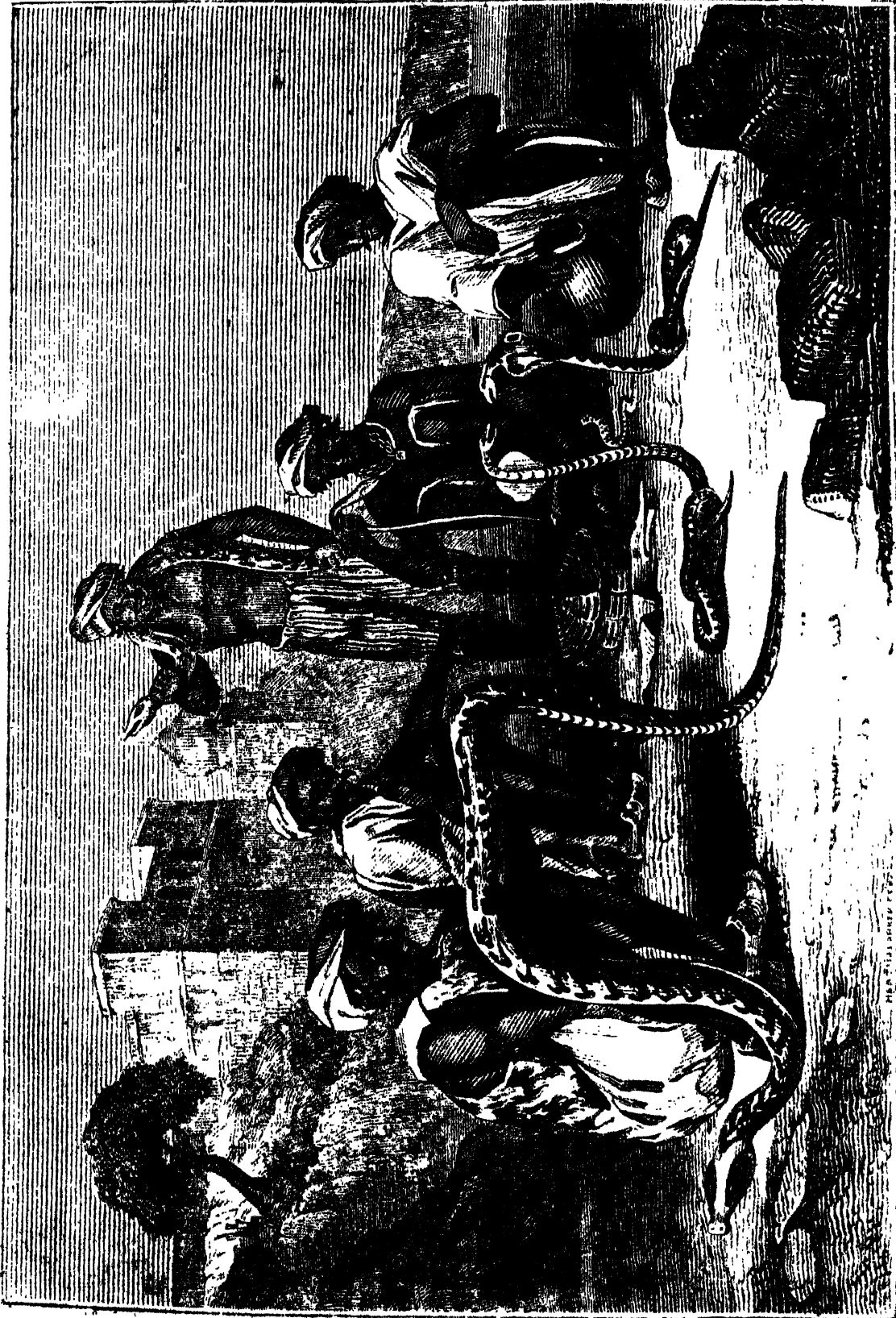
নিষ্পন্ন হয় তাহা তাহারা সৌরপরিধি অর্থাৎ চক্রাকৃতি সূর্য্য-মণ্ডল এবং অনাদি অনন্ত পারমেশ্বরী নিত্যতার অনুরূপ বোধ করিত। অস্মদাদির শাস্ত্রেও এই প্রকার উক্তি আছে, এবং বোধ হয়, তদ্ধেতুকই অনন্তদেব সর্পাকারে বর্ণিত হন। যে২ প্রকার বিরোধ বিসম্বাদাদির ঘটনা সম্ভব হয় সে সকলের প্রবর্ত্তক সর্পগণ ইহা ঐ মিসর-জাতীয়েরা কহিত, অপর তাহাদের বোধ ছিল যে ফিউরিস্ নাম্নী বিবাদাধিষ্ঠাত্রী-দেবী-ত্রয়-সর্প লইয়া কশারূপে ব্যবহার করিত।

টিগ্রিস্-নদী-তীরস্থ প্রাচীন কাল্ডীয় জাতীয়রা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে এই চক্রিগণের উপাসনার বিধান প্রকটিও করে; তদনন্তর তদ্দৃষ্টান্তে অদ্ভুত প্রতিমোপাসক উক্ত মিসরদেশীয়েরা তৎপ্রচার পূর্ব্বক পল্লবিত করে; পরিণামে আশিয়া ও আফ্রিকার যে২ স্থানে ঐ দেশের বাণিজ্য-বিষয়ে সংসর্গ ছিল তথায় অনেকানেক অংশে ইহা প্রচলিত হইয়া ফলপুষ্পাদিরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইহার প্রচার দর্শন বাহুল্য। বোধ হয় যে এতাবৎ এবং অত্রত্য অন্যান্য অবৈধ কুসংস্কার ও মিথ্যা-জ্ঞানের আকর স্থান মিসর দেশ, কিন্তু এতদ্বিষয়ে যুক্তি-সহ-অনুমান-ব্যতীত আর কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন। এই হেতু ঐ সকল মত এই ক্ষণে ভারতবর্ষীয় রূপে বিখ্যাত আছে। মিসরদেশীয়দিগের ন্যায় এই ভারতবর্ষে সর্প বিদ্যাবেত্তা অর্থাৎ সাপুড়ে অনেক আছে; তাহারা আপনাদিগকে অন্যনিরপেক্ষ জাতি করিয়া বোধ করিয়া থাকে। তাহাদের এতাদৃশ অভিমান আছে যে বশীকরণ-শাস্ত্রোক্ত সর্পমন্ত্রের এমত মোহিনী শক্তি আছে যে সেই মন্ত্রোচ্চারণ-মাত্রেই সর্পেরা বশীভূত হইয়া এক কালে জড়াবস্থায় পরিণত হয়; এবং তদবলম্বনে তাহারা উহাদিগকে নৃত্য করায়; যাহা কেবল অভ্যাস-মূলকই বোধ হয়। অধিকন্তু তাহারা কহিয়া থাকে যে যাদৃশ বিষধারী সর্প হউক তদ্দংশন ফল হইতে তাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, এবং ঐ সকল সর্পকে কিছু মাত্র ভয় করে না। ইহা সর্ব্ব-সাধারণ বিদিত আছে যে এই ব্যালগ্রাহিরা বনহইতে সর্প গ্রহণ করিয়া তাহার বিষ-দন্ত-সকল সমূলোৎপাটন-পূর্ব্বক ইতস্তত ক্রীড়া করায়। অতএব ঐ দন্ত-হীন-সর্প-শরীরে হস্তার্পণ করায় দোষ নাই, কিন্তু ইহা সপ্রমাণ আছে যে অতিনির্ভয় সর্পগ্রাহীও অগ্রে সর্পের বিষ-দন্ত ভগ্ন করিয়া তৎপুনরুত্থিতি না জানিয়া হঠাৎ তৎসর্প-দংশনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছে। সর্পের দন্ত ভগ্ন করিলে পুনশ্চ পাঁচ ছয় বার সে স্থানে দন্ত হয়, তাহা স্মরণ রাখিয়া তদুন্মূলনে যত্ন করিতে হয়, নচেৎ প্রাণ-সংশয়ের সম্ভাবনা; আমরা এতজ্জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি যে তম্মর্ত্তকদিগের বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া সর্প-স্পর্শ-বিষয়ে তাঁহারা যথা সাধ্য সাবধান থাকেন।

অন্যান্য-দেশের ন্যায় ভারত-খণ্ডেও অলৌকিক সর্পের ইতিহাস শুনা গিয়া থাকে; এবং এতদ্রূপ অদ্ভুত ইতিহাস অনেক শ্রুত আছে। কিন্তু তাহাদের স্পষ্ট-ব্যক্ত-অলীকত্ব লক্ষণসত্ত্বেও যে তদ্বিষয়ে অনেকের বিশ্বাস হয় ইহা পরমাশ্চর্য্য। অনেকে কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা স্বচক্ষুতে রাজসর্প দেখিয়াছেন; তাহার রাজবৎ ব্যবহার ও রাজ চিহ্নে চিহ্নিত গাত্র এবং রাজ মুকুটোপশোভিত মস্তক। উহা অপর-সর্পগণের সহিত বিচারাসনে বসিয়া বিচার করে, এবং রাজবদনুমতি করে। তৎপ্রজাবর্গ তাহাকে আহার-দান করে, তাহা উপস্থিত না করিতে পারিলে

আপনাদিগের এক জনাকে তাহার ভোজনার্থে বলি রূপে প্রদান করে। আমরিকা ও অন্যান্য খণ্ডে অনেক-সর্পের মোহিনী-শক্তি আছে. অর্থাৎ তাহারা যে প্রাণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই প্রাণী তৎক্ষণাৎ উহার দিকে আকর্ষিত হয়, তত্রত্য লোকেরা এমত বিশ্বাস করে; কিন্তু অত্রত্যেরা অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না, এবং বহু সুবিজ্ঞ পণ্ডিত যাঁহারা অনেক সর্প দেখিয়াছেন তাঁহারা কহেন যে ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।

সর্পগণ প্রায়ঃ পৃথিবীর সর্বাংশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু দেশ-ভেদে ন্যূনাধিক ও জাতি-ভেদ হয় এই মাত্র বিশেষ।

শ্লিগেল্-নামক গ্রন্থকর্ত্তা সর্পজাতি নিরূপণ-বিষয়ক স্বীয় গ্রন্থে সর্পগণকে সবিষ নির্ব্বিষ ভেদে দুই বর্গেতে প্রথমতঃ বিভক্ত করেন। অনন্তর নির্ব্বিষ-বর্গকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, এবং তাহাদের অবান্তর-ভেদে দুই শত ছয় প্রকার জাতি হয়। সবিষ-বর্গকে তিন শ্রেণীতে ভিন্ন করিয়া অবান্তর-ভেদসহকারে তাহাদিগের অষ্টপঞ্চাশৎ জাতি নির্ধার্য্য করিয়াছেন। অতএব উভয়-বর্গের জাতি সমুদায়ে দুই শত চতুঃষষ্টি-প্রকার হইল। সর্পজাতি জল ও স্থল উভয় স্থানে বাস করে, একারণ ইহাকে ভুজলচর কহা যায়; কিন্তু ইহাদের সকলেই উভয়ত্রসম্বন্ধ-সত্ত্বেও ইহাদিগকে স্থলজ ও জলজ এই দুই প্রকার ভিন্ন২ করিয়া বিভাগ করা যায়। অপর ইহাদিগের পরিমাণের যথেষ্ট ভেদ আছে। কেহ২ অতিদীর্ঘ এবং বলবান, কেহ বা হ্রস্ব এবং প্রাগুক্তদিগের সহিত তুলনায় প্রায়ঃ বলহীন।

উরগেরা অত্যল্পায়াম বিশিষ্ট দীর্ঘাকার হইয়া থাকে, একারণ তাহাই উহাদের সাধারণ লক্ষণ বলা যায়। মৎস্য জাতির ন্যায় এই জাতি সশল্ক। ইহারা প্রত্যঙ্গ হীন; এবং পঞ্জর মাত্রই ইহাদের দেহের অবলম্বন। এই পঞ্জর বহু-সঙ্খ্যক, এবং মেরুদণ্ডের সহিত অসাধারণ-রূপে সংলগ্ন থাকে। এই জাতির গতি উর্ম্মিবৎ; তদ্দ্বারা তাহারা অত্যন্ত বিষম-ধরাতল এবং বন-মধ্যে সমবেগে চলিতে পারে। ভিন্ন২ জাতীয় সরীসৃপগণের অন্তরিন্দ্রিয়ের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে; কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের বহ্বংশে সমতা দৃষ্ট হয়। অপর জাতিভেদে মেরুদণ্ডীয় খর্ব্বাস্থির অনেক ন্যূনাতিরেক দেখা যায়, এবং এক জাতির মধ্যে ব্যক্তিভেদে ৩০ বা ৪০ খণ্ডের ন্যূনাতিরেক হয়। মেরুদণ্ডের আকণ্ঠ-পুচ্ছ-পর্য্যন্ত সমুদায় অস্থির সঙ্খ্যা ১০০ অবধি ৩০০ পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছে, পরন্তু শতের ন্যূন ও ৩০০ শতের অতিরিক্ত প্রায়ঃ হয় না। পুচ্ছদেশীয় মেরুদণ্ডের খর্ব্বাস্থিবিষয়েও উক্ত ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন সর্পের কেবল পাঁচ খণ্ড মাত্র আছে কাহার বা সার্দ্ধ শত-সঙ্খ্যাবধি দুই শত-সঙ্খ্যা-পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সর্পদিগের দৈহিক পরিসরাপেক্ষা দীর্ঘতা সর্বতোভাবে বৃহৎ। অধিকন্তু তাহাদিগের শারীরিক-গঠনে এতাদৃশ কৌশল আছে যে তাহারা স্বস্বদেহের ভিন্ন২ ভাগ অনায়াসেই স্বেচ্ছাক্রমে স্ফীত করিতে পারে, সুতরাং তাহারা স্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু-সকল সহজেই গ্রাস করিতে সমর্থ হয়। এই কৌশল সর্প-মাত্রেরই মস্তকে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। অন্য-প্রাণিদিগের মস্তকের অস্থি-সকল পরস্পরের সহিত দৃঢ়তররূপে বদ্ধ থাকে, কিন্তু সর্পদিগের তদ্রূপ না হইয়া কয়েক মস্তকাচ্ছাদক

অস্থি ব্যতীত সকলই নমনীয়-শিরা-দ্বারা মিলিত হয় তাহাতে তাহারা অনায়াসেই আপনাপন দেহ প্রসারণাকুঞ্চন করিতে পারে। হনুর সন্ধি নম্য-মাংসপেশীর কব্জার ন্যায় হওয়াতে বিস্তার রূপে মুখব্যাদান হয়। কণ্ঠ এবং দেহের মাংসপেশীর বিপুলত্ব ও তাহাদের শিরা সকলের দীর্ঘত্ব-প্রযুক্ত সর্পদিগের বিশেষতঃ সবিষদিগের তত্তৎ স্থান অপ্রয়াসে প্রসারিত হয়।

উরগজাতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলবান্ নহে; তাহাদের নাসিকার উপলব্ধি প্রায়ঃ হয় না। চক্ষু অতিক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার উজ্জ্বল ও অতিতীক্ষ্ণ হয়, এবং জাতিভেদে তাহার অবস্থানেরও ভেদ দৃষ্ট হয়। সর্পাদিগের হৃৎপিণ্ড তাহাদের মস্তকের নিকট থাকে, তথা তাহারা অতি চতুরতার সহিত কুণ্ডলীভূত হইয়া অন্তঃকরণকে বিবিধ-বিপদ-গ্রামহইতে রক্ষা করে। তাহাদিগের জিহ্বা অতি মাংসল ও সূক্ষ্ম তথা দ্বিভাগীভূত। ঐ জিহ্বাকে তাহারা সর্বদাই বহির্নিক্ষেপ করে, বিশেষতঃ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনবরতই এবং অতি সত্বরে তাহাকে বহিরন্তঃপ্রয়োগ করায়। সর্পজাতির স্বভাবানভিজ্ঞ অনেকেই তাহাদের জিহ্বা দেখিয়া ভীত হন, এবং বোধ করেন যে উহাই বিষময় এবং বিষাকর, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে কোন আপদ নাই। তাহাদের জিহ্বার গঠন এমত যে তদ্দ্বারা নিগিলনের সহকার কিম্বা আস্বাদগ্রহ কিছু মাত্র হয় না; কেবল স্পার্শেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, এবং তন্নিমিত্তই তাহা সর্বদা সঞ্চালিত হয়। অনেক জাতীয় সর্পগণের জিহ্বা মূল পৃথক২ বোধ হয়, কিন্তু সকলেরই জিহ্বা গলদেশীয় অতি নম্য এবং দীর্ঘ শিরাদ্বারা সংলগ্ন থাকে যদ্দ্বারা ঐ যন্ত্রের সঞ্চালনে বিশেষ কৌশল জন্মে।

সর্পজাতির দন্ত ঈষদ্বক্র এবং তীক্ষ্ণ, এবং প্রত্যেক-দন্তের কিয়দংশ ফোঁপরা অপর ভাগ নিরেট। কিন্তু ইহা চর্ব্বণ কর্ম্মে নিষ্প্রয়োজনীয় সর্পদন্ত তাহাদের অবয়ব ও স্থিতির কৌশল-ক্রমে দংশন, ও দংশিত-বস্তুর ধারণ, তথা তৎসহকারে কপোলস্থ গ্রন্থিহইতে নিঃসৃত লালদ্বারা ভোজ্য দ্রব্য লেপিত হওত গলাধঃকরণোপযোগি হয়। পূর্ব্বোক্ত-দন্ত-ব্যতীত সর্পজাতির চতুর্থাংশের এক প্রকার বিষদন্ত হয়, যদ্দ্বারা দংশিত ক্ষত-মধ্যে এই বিষধর-জাতি তাহাদের অনিবার্য্য বিষ নিক্ষেপ করে। এই ভয়ানক-অস্ত্রের সংখ্যা দুই, এবং ইহার প্রত্যেকের মধ্যে এক ছিদ্র থাকে যদ্বর্ত্ম-দ্বারা বিষ নিঃসৃত হয়। ইহাদের স্থান ঊর্দ্ধ-মাড়ির প্রাক্-পার্শ্ব-ভাগ, এবং তন্নিম্নেতেই বিষাধার গ্রন্থি থাকে। এই দন্তের পঙ্‌ক্তিতে অন্য-দন্ত হয় না, এবং ইহাদিগকে কসের মাড়িতে কোষের ন্যায় আবরণ করে। কিন্তু তদ্দ্বারা অন্য দন্তের ন্যায় ইহারা রক্ষিত না হওয়াতে কোন কারণ বশতঃ ভগ্ন হইলে পরম কারুণিক পরমেশ্বরেচ্ছায় পুনঃ২ এক স্থানে ছয় বার বিষদন্ত উঠিয়া থাকে।

এই ক্ষণে দন্তের লক্ষণদ্বারা সবিষ নির্বিষ সর্প নিরূপণোপায়-বিষয়ে উরগপরীক্ষক ডাক্তর রসল সাহেবের রচিত উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করিতেছি। রসল সাহেব কহেন যে, "ইহা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে অহিংসক সর্পগণের উপর মাড়িতে তিন পঙ্‌ক্তি সামান্য দন্ত থাকে, তন্মধ্যে এক পঙ্‌ক্তি বহিঃস্থিত ও অপর দুই পঙ্‌ক্তি তালুকাভ্যন্তরবর্ত্তী। সবিষ সর্পের বহিঃস্থিত দন্ত পঙ্‌ক্তি নাই। যখন উপর-মাড়িতে বাহ্য দন্ত পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায় তখন আর বিষদন্তের অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। যে স্থলে অভ্যন্তরস্থ-দন্ত-পঙ্‌ক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় সে স্থলে বিষ-

দন্ত যদি স্পষ্টও না দেখা যায় (কারণ কখন২ মাংস-ছেদ না করিলে বিষদন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না) তথাপি অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে সে জাতি হিংসক সর্প, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই"।

ইংরাজি ১৮৫০ অব্দের সত্যার্ণবহইতে উদ্ধৃত।

বৃষ্টির বিবরণ।

সূর্য্যোত্তাপে যে২ প্রকারে দেশীয় প্রাকৃত-ধর্ম্মের ভেদ হয় তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু তদ্দ্বারা কি প্রকারে জল বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া নভোভাগে উত্থান করে, ও পরে কি নিয়মেই বা তাহা পুনঃ একত্র হইয়া হিম-শিশির-বর্ষাদিরূপে পৃথিব্যুপরি বর্ষিত হয়, তাহার উল্লেখ হয় নাই। এই প্রকরণে তাহার সঙ্ক্ষেপে বিবরণ লিখিতব্য।

তাপদ্বারা সকল পদার্থই ক্রমশঃ স্ফীত বা প্রসারিত হইতে থাকে, ও তদভাবে সঙ্কুচিত হয়; পরন্তু সকল পদার্থ সমভাবে স্ফীত হয় না। কঠিন-পদার্থাপেক্ষায় তরল-পদার্থ অধিক স্ফীত হয়, ও তদপেক্ষায় বায়ু অধিক। কঠিন পদার্থ ক্রমশঃ তাপাধিক্যে দ্রব হইয়া যায়, তদনন্তর তাপের বৃদ্ধি হইলে বাষ্পরূপে তাহার পরিণত-হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ তরল পদার্থ কঠিন-পদার্থাপেক্ষায় শীঘ্র বাষ্পরূপে পরিণত হয়। এই বাষ্প-হওনের তাপ-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণে উত্তপ্ত না হইলে কোন পদার্থ বাষ্পীভূত হয় না। পরন্তু কোন২ পদার্থের এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যৎকর্ত্তৃক তাহার উপরিভাগের পরমাণু-সকল অন্তর্ভাগের পরমাণুর তাপ-সমাহরণ-করত, বিশেষতঃ নিকটস্থ উত্তপ্ত বায়ুর তাপ-সমাহরণ-করত, বাষ্প-হওনোপযুক্ত তাপসংগ্রহ করিয়া স্বয়ং বাষ্প হইয়া যায়। এই প্রযুক্ত মদ্য, কর্পূর, আতর প্রভৃতি কয়েক পদার্থ সর্ব্বদাই বাষ্পীভূত হইয়া থাকে। জলও এই প্রকারে বাষ্পীভূত হয়। প্রাতঃকালে কোন প্রশস্ত অগভীর পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমিত জল রাখিলে বৈকালে তাহার সমস্ত পাওয়া যায় না; কিয়দংশ বাষ্প হইয়া বায়ুতে মিশ্রিত হয়। বায়ুতে আর্দ্রবস্ত্র শুষ্ক-হইবার এই মাত্র কারণ। সমুদ্রাদি-জলাশয়হইতে এই প্রকারে যে পরিমাণে জল প্রত্যহ বাষ্প হইয়া আকাশে উত্থিত হয়, তাহা মনন করিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অনুমিত হইয়াছে, প্রতিবর্ষে ২,০৫,২০,০০,০০,০০,০০০ দুই শঙ্কু পঞ্চ নিখর্ব্ব দুই খর্ব্ব মন জল আকাশহইতে বৃষ্ট হইয়া পৃথিব্যুপরি নিপতিত হয়, এতদ্ভিন্ন কোটি২ মন জল হিম-শিশির-শিলা-কোয়াসা-প্রভৃতি নানারূপে আকাশহইতে পড়িয়া থাকে; তৎসমুদায়ের আদিকারণ বাষ্প। আদৌ ভূমিহইতে আকাশে বাষ্পরূপে জল না উঠিলে তাহার কিছুমাত্র উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে প্রত্যহ পৃথিবীহইতে ১০,০০,০০,০০,০০০ এক নিখর্ব্ব মন, তথা প্রতি-ঘণ্টায় ৪,১৬,৬৬,৬৬,৬৬৬ চারি অব্দ ষোড়শ কোটি ছেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি সহস্র ছয় শত ছেষট্টি মন জল বাষ্প হইয়া উঠিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন নিয়মিত-পরিমাণে বৃষ্টি হইত না। এই বিস্ময়জনক পরিমিত-জলের কিয়দংশ প্রাণিদিগের প্রশ্বাসহইতে তথা বৃক্ষাদির পত্রহইতে * ও দগ্ধ-হওন-সময়ে কাষ্ঠাদিহইতে নির্গত হয়, অবশিষ্ট সকল জল রৌদ্রদ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকে।

হিম-শিশির-বর্ষাদি আকাশাগত বারিমাত্রের কারণ বাষ্প; তদ্ভিন্ন তাহার কিছুই উৎপন্ন হয় না, সুতরাং যে সকল কারণে বাষ্পের বৃদ্ধি হয় তাহাতে বৃষ্ট্যাদিরও আধিক্য হয়। ঐ বাষ্প আবৃত-স্থানাপেক্ষায় অনাবৃত-স্থানে অধিক জন্মে, ও যে জল বাষ্প হইবে, তচ্চতুর্দ্দিগস্থ বায়ু ঐ জলাপেক্ষায় উষ্ণ থাকিলে বাষ্প শীঘ্র উৎপন্ন হয়; গভীর-পাত্রাপেক্ষায় অগভীর-পাত্রে ও বায়ুর সাহায্যে বাষ্প সত্বরে উত্থিত হইতে থাকে। এই প্রযুক্ত উষ্ণ দুগ্ধ ঝটিতি শীতল করিতে হইলে এতদ্দেশীয়া গোহিনীরা তাহা গভীর বাটীহইতে অগভীর পরাল্লিতে ঢালিয়া থাকেন, তদভিপ্রায় এই যে গভীর-পাত্রে দুগ্ধের যে অংশ শীতল-বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, অগভীর-পাত্রে তদপেক্ষায় অধিকাংশ বায়ু স্পর্শ করিয়া শীঘ্র শীতল হইবে; ঐ পরাল্লির উপর বাতাস করিলে দুগ্ধের আন্দোলন হইয়া তাহার সর্ব্বত্র বায়ু স্পর্শ করে, তথা শীতকার্য্যও শীঘ্র সম্পন্ন হয়।

অপর জল ও বায়ুর উষ্ণতা তুল্য হইলে, তথা জল অপেক্ষায় বায়ু ১৫ তাপাংশহইতে অধিক শীতল হইলে

---

* বৃক্ষদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে; তাহা পত্রদ্বারা অন্তর্গত ও বহির্গত হয়; এবং প্রশ্বসন সময়ে বায়ুর সহিত কিঞ্চিৎ বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে।

বাষ্পোত্থিতির অত্যন্ত লাঘব হয়। বায়ু বাষ্পে পূর্ণসিক্ত * হইলেও বাষ্প জন্মিবার হানি হয়; এই প্রযুক্ত বর্ষাকালে অত্যল্প বাষ্প জন্মিয়া থাকে।

বায়ুস্থ বাষ্পের ও বৃষ্টি-পতনের পরিমাণ-করণার্থে পদার্থবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা নানা উপায় স্থির করিয়াছেন। এতদ্দেশে আড়ার পরিমাণ প্রসিদ্ধ; বিলাতে তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য যন্ত্রদ্বারা বাষ্প ও বৃষ্টি নিরূপিত হয়। কোন দেশে নিপতিত বৃষ্টি মৃত্তিকাদ্বারা শোষিত ও তড়াগাদিতে সঙ্গৃহীত না হইয়া যদ্যপি উক্ত দেশের উপরে সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত থাকিত, ও তদ্দ্বারা ঐ বৃষ্টজলের যে গভীরতা হইতে পারে, উল্লেখিত বৃষ্টিমান-যন্ত্রে তাহা অনায়াসে নিরূপিত হয়। এই প্রকার বাষ্পমান-যন্ত্রও প্রচারিত আছে, তদ্দ্বারা যে পরিমিত জল বাষ্পরূপে পরিণত হয়, তাহার গভীরতা নিরূপণ করা যায়। ঐ যন্ত্র-দৃষ্টান্তানুসারে কোন স্থানে ২৫ কি ৩০ বুরুল বৃষ্টি হইয়াছে বলিলে এই জ্ঞাতব্য যে উক্ত স্থানে যে বৃষ্টি পড়িয়াছে তাহার জল মৃত্তিকাদ্বারা শোষিত বা নদদ্বারা প্রবাহিত বা তড়াগাদিতে সঙ্গৃহিত না হইলে, তৎস্থানের সর্ব্বত্র ২৫ কি ৩০ বুরুল গভীর হইয়া সঙ্গৃহিত থাকিত। ৩০ বুরুল বাষ্প হইয়াছে বলিলে ৩০ বুরুল গভীর জল বাষ্পরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহাই জ্ঞাতব্য।

শীতকালে বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে; এই প্রযুক্ত তৎকালে প্রচুর বাষ্প জন্মিয়া থাকে; গ্রীষ্ম-বায়ুর উষ্ণতায়ও অধিক বাষ্প হওনের উপায় হয়; কিন্তু তৎকালিক বায়ুকে শীতকালজাত বাষ্প সিক্ত রাখিয়া ততোধিক বাষ্প হইতে দেয় না, এই কারণবশতঃ শীতকালে যে পরিমাণে তড়াগাদি শুষ্ক হয়, গ্রীষ্মে তদ্রূপ হয় না। পরে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়-ঋতুজাত বাষ্পে বায়ু পূর্ণসিক্ত হইলে, বাষ্প-হওন-কার্য্য প্রায় স্থগিত হয়, ও বায়ু-মিশ্রিত বাষ্প বৃষ্টিরূপে পড়িতে আরম্ভ করে।

যে স্থানহইতে যে পরিমাণে বাষ্প উত্থান করে তথায় তদনুরূপ বৃষ্টি নিপতিত হয়; সুতরাং গ্রীষ্মমণ্ডলে যে পরিমাণে বৃষ্টি হয়, সমমণ্ডলে তাদৃশ হয় না, ও সমমণ্ডলের বৃষ্টি হিমমণ্ডলের বৃষ্টিহইতে অনেক অধিক। অনুমিত হইয়াছে, গ্রীষ্মমণ্ডলে গড়ে প্রতিবর্ষে ৮০ বুরুল গভীর জল বাষ্প হয়; ও তথাকার বৃষ্টির বার্ষিক গড় ১০০ বা ১১০ বুরুল; উত্তর-সমমণ্ডলের বাষ্প-পরিমাণ ৩০ বুরুল, বৃষ্টি-পরিমাণ ৩৪ বা ৩৫ বুরুল হইবেক।

প্রত্যেক মণ্ডলের সর্ব্বত্র সমপরিমাণে বারি পতিত হয় না। ক্ষেত্রাদি-নিম্ন-স্থানাপেক্ষায় উচ্চ-স্থানে বৃষ্টি অল্প, কিন্তু ক্ষেত্রাদি সমভূমিহইতে পর্ব্বতের ঢালে, বিশেষতঃ ঐ ঢাল অসম অতি উচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্বে স্থিত হইলে, বৃষ্টির আধিক্য হয়;—কারণ বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্ব্বতাভিমুখে গমন-সময়ে তৎস্পর্শে শীতল হওত বৃষ্টিরূপে নিপতিত হইয়া থাকে; এই প্রযুক্ত হিমালয়ের ঢালু স্থানে বৃষ্টি অধিক। অধিত্যকায় বৃষ্টি অল্প, এবং উপত্যকায় অধিক; তদ্দৃষ্টান্ত ইরাণ দেশ; তথায় প্রায়ঃ কদাপি মেঘ দৃষ্ট হয় না, তথাচ তন্নিকটস্থ মাজেন্দ্রান-প্রদেশে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। সমুদ্রতটে বাষ্প অধিক, তথা বৃষ্টিও অধিক। বৃহদ্ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে অধিক বাষ্পের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বৃষ্টি অল্প; কিন্তু স্থানভেদে এই নিয়মের অনেক অন্যথা হইয়া থাকে। সমমণ্ডলে ভূমির পশ্চিম-পার্শ্বে অধিক বৃষ্টি হয়, ও গ্রীষ্মমণ্ডলে ভূমির পূর্ব্ব-পার্শ্বে অধিক; ইহার কারণ, উক্ত মণ্ডলদ্বয়ের বায়ু; গ্রীষ্মমণ্ডলে বাণিজ্যবায়ুর সাহায্যে বাষ্পপূর্ণ বায়ু আসিয়া পূর্ব্ব-তটে উৎক্ষিপ্ত হয়, সমমণ্ডলে বায়ুর গতি তাদৃশ নহে, সুতরাং বৃষ্টিরও অন্যথা ঘটে।

স্থানভেদে বৃষ্টি-হইবার কালের অনেক ভিন্নতা হইয়া থাকে; কোন স্থানে বারমাসই কিঞ্চিৎ২ বৃষ্টি হয়; কোথাও বর্ষের সমস্ত বৃষ্টি দুই তিন বা চারি মাসের মধ্যে নিপতিত হইয়া যায়; কোথায় শীতকালে বৃষ্টি হয়; কোথায় গ্রীষ্মে, কোথায় হেমন্তে, কোথায় বা নিয়মিত বর্ষাকালে বারি বৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরভাগে উত্তরায়ণ-সময়ে, ও তদ্দক্ষিণে দক্ষিণায়ন-সময়ে বৃষ্টি হয়; ফলতঃ পৃথিবীর স্থানে২ যে নিয়মে বৃষ্টি হয়, তদ্দৃষ্টে বর্ষাকালকে ঋতুর মধ্যে গণ্য করা শ্রেয়ঃ বোধ হয় না। শীত গ্রীষ্মই ঋতুর প্রধান, অপর-সকল তাহার সন্ধিস্থানমাত্র। স্পেন, পর্টুগাল্, এবং ইটালিদেশ-সকলের দক্ষিণভাগে, তথা সিসিলি ও মেদেরা দ্বীপে, ও আফরিকার উত্তরভাগে, তথা গ্রীস-দেশের সর্ব্বত্রে, ও আসিয়াখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, শীতকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে; অতএব ঐ সকল স্থানকে, "শীতকালিক বৃষ্টির মণ্ডল" বলিলে বলা যায়। আল্প-পর্ব্বতের উত্তরভাগস্থ জর্মনি-দেশ, ফ্রান্সদেশের পূর্ব্বভাগ, ফিনলণ্ডও প্রদেশ, সুই-

* যাহাহইতে অধিক সিক্ত হইতে পারে না তদবস্থার নাম পূর্ণসিক্তাবস্থা।

জর্ম্মণ-দেশের উত্তরভাগ ডেনমার্ক এবং উরাল পর্ব্বতের পূর্ব্ব সিবিরিয়া দেশ পর্য্যন্ত সকল স্থান গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহা "গ্রীষ্মকালিক-বৃষ্টিমণ্ডল" নামে বর্ণিতব্য। তথায় শীতকালে প্রায়ঃ কিছুমাত্র বারি বর্ষিত হয় না। ইউরোপখণ্ডের পশ্চিম-পার্শ্বস্থ সমস্ত দেশ তথা ব্রিটন আদি তত্রত্য দ্বীপ-সকলে বর্ষাকালেই বৃষ্টিপাত হয়, সুতরাং তত্তদ্দেশ "প্রাবিট্ বৃষ্টিমণ্ডল"। আফরিকার দক্ষিণভাগে ও অষ্ট্রেলিয়া-দ্বীপে বর্ষা ও শীতকাল বৃষ্টিপাতের সময়; পরন্তু প্রতিদ্বাদশবর্ষান্তে ক্রমাগত তিন বৎসর তথায় কিছু মাত্র বৃষ্টি না হইয়া অকাল উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে গ্রীষ্মমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক বৃষ্টি হয়; কিন্তু ঐ বৃষ্টি পড়িতে অধিককাল আবশ্যক হয় না; তথায় দুই মাস-মধ্যে যে বৃষ্টি নিপতিত হয়, হিমমণ্ডলে দুই বৎসরেও তাহা সম্ভব নহে। জটলণ্ডের নিকট সিট্‌কা-নামক-দ্বীপে বর্ষের ৪০ দিবস পরিষ্কার থাকে, অপর প্রত্যহ বৃষ্টি হইয়া থাকে, অথচ কলিকাতায় বর্ষে যে পরিমিত বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহার চতুর্থাংশ-পরিমিত বারিও তথায় নিপতিত হয় না। চেরাপুঞ্জি-প্রদেশে যে প্রকার প্রচুর বৃষ্টি হয়, ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি তাদৃশ বৃষ্টি ঘটে না; তথায় ৮০। ৮৫ দিবসের মধ্যে ৪৫০—৫৫০ বুরুল বৃষ্টি প্রপতিত হয়, অথচ তথায় বর্ষের ২৮০ দিবস পরিষ্কার থাকে, কোন মেঘ বা বৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয় না। সেণ্টপিতর্সর্গ-নগরে প্রতি সপ্তাহে কিঞ্চিৎ২ বৃষ্টি পড়িয়া বর্ষের ১৬৯ দিবসে ১৭ বুরুল বৃষ্টি প্রপতিত হয়। অন্যত্রেও এই প্রকার অনেক ভেদ আছে, এবং তদ্দৃষ্টে ভূগোলবেত্তারা গ্রীষ্মমণ্ডলকে "সাময়িক বৃষ্টিমণ্ডল", ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ স্থানকে, "চিরবৃষ্টিমণ্ডল" শব্দে বিধান করেন।

সাময়িক-বৃষ্টিমণ্ডলে ক্রমাগত দুই তিন বা চারি মাস মধ্যে২ বৃষ্টি হইয়া ৫০—৬০—১০০ বা ততোধিক বারি বর্ষিত হয়; অবশিষ্ট কাল অনাবৃষ্টি থাকে। চিরবৃষ্টিমণ্ডলে বৃষ্টি অল্প, কিন্তু তাহা বর্ষের সর্ব্ব সময়েই কিঞ্চিৎ২ পড়িয়া থাকে।

ভারতবর্ষে মৌসুমি বায়ুর প্রাদুর্ভাব-প্রযুক্ত তথায় বৃষ্টির পূর্ব্বোক্ত নিয়ম রক্ষা পায় না, অয়নভেদে তথায় বৃষ্টি না হইয়া মৌসুমানুসারে বৃষ্টি হয়। অগ্নিকোণীয় মৌসুম-সময়ে, মলবার তটে ও ঈশান-কোণীয় মৌসুম-সময়ে চোরমণ্ডল-তটে বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ঘাটপর্ব্বতের বাধায় সমুদ্রের বাষ্পপূর্ণবায়ু দক্ষিণদেশে সর্ব্বত্র প্রবাত হইতে পারে না বলিয়া তথায়ও অন্ত-ভিন্ন২ ঋতুতে বারি বর্ষিত হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মমণ্ডল-সমমণ্ডলাদিতে যে প্রকার বৃষ্টির ভেদ বর্ণিত হইল, উক্ত প্রত্যেক মণ্ডলের প্রত্যেক স্থানে প্রায়ঃ তদ্রূপ ভেদ আছে; অতএব স্মর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা কেবল স্থূল জ্ঞানের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সূক্ষ্ম বোধের নিমিত্ত প্রত্যেক স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কয়েক প্রধান স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

স্থানের নাম,	বার্ষিক গড়।
চেরাপুঞ্জি,	৫০০ বুরুল,
আরাকান্,	১৫০ ,,
দার্জিলিঙ্,	১২৫ ,,
বোম্বাই,	৮০ ,,
মান্দ্রাজ,	৪৮ ,,
কাশী,	৪৩ ,,
মথুরা,	২৭?
কলিকাতা,	৬৫ ,,
দিল্লী,	২৩ ,,
সান্ লুই মারানহো,	২৮৫ ,,
সেণ্টডোমিঙ্গো দ্বীপ,	১২০ ,,
গ্রেণাডা দ্বীপ,	১১২ ,,
রোম,	৩১ ,
লিবরপুল,	৩৪ ,,
লণ্ডন,	২৪ ,,
পারি,	২১ ,,
সেণ্টপিটর্সবর্গ,	১৭ ,,
অপসল,	১৬ ,,

কোন২ দেশকে ভূগোলবেত্তারা "নির্বর্ষ" বা "বর্ষা-বিহীন" দেশশব্দে বর্ণন করেন, কারণ তত্তদ্দেশে বৃষ্টির প্রচার নাই। তিব্বতদেশের অধিত্যকা, পারস্য-দেশের মধ্যভাগ, মোঙ্গোলিয়া, গোবি-মরুভূমি, আরবদেশের উত্তর ও মধ্যভাগ, মিসরদেশ, সাহারা-মরুভূমি প্রভৃতি স্থান এই প্রকার; তথায় বৃষ্টি নাই, এবং প্রায়ঃ নভোভাগ মেঘাচ্ছন্ন হয় না; তন্মধ্যে কোন২ স্থানে ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া থাকে, কোথায় বা বর্ষে দুই চারি পসলা হয়; অপর কোন২

স্থানে কদাপি বৃষ্টি হয় না। মিসর-দেশে বৃষ্টি নাই; তদ্বিনিময়ে শস্যোৎপাদনার্থে বর্ষে২ নীল-নদীর বন্যা হইয়া থাকে, ঐ বন্যার জলে ভূমি সিক্তা হইয়া শস্য-শালিনী হয়। উত্তরামেরিকায় মেক্সিকোর অধিত্যকা, গোয়াটিমালা এবং কালিফর্ণিয়া প্রদেশে বৃষ্টি নাই। দক্ষিণামেরিকার পশ্চিম-পার্শ্বে বৃষ্টির এতাদৃশ অভাব যে আমাদিগের দেশে ৩০ শালের বন্যা কি ৭৬ মন্বন্তর যদ্রূপ চিরস্মরণীয়, তথায় মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টিপাত তদ্রূপ অন্যোন্য স্মরণীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য আছে। লাইমা প্রদেশের লোকেরা কহে, ইংরাজি ১৬৫২ অব্দের ১৩ই জুলাই দিবসে প্রাতে ৮টার সময়ে, পরে ১৭২০ অব্দে, তৎপরে ১৭৪৭ অব্দে, এবং তৎপরে ১৮০৩ অব্দের ১৯শে আপ্রেল দিবসে মেঘগর্জ্জন হইয়াছিল। সিন্ধুদেশের নিম্নভাগস্থ মনুষ্যেরা মধ্যে২ বিদ্যুৎ দেখিতে পায়, কিন্তু মেঘগর্জ্জন কাহাকে বলে তাহা তাহাদের প্রায়ঃ বোধ নাই, কারণ শতবর্ষের মধ্যে তাহাদিগের দেশে দুই একবার বৃষ্টি হয়। বড় বৃষ্টি নাই বলিয়া তাহারা কাগজের ঘরের ন্যায় এতাদৃশ ক্ষণভঙ্গুর গৃহ নির্ম্মাণ করে যে তাহা দুই এক পসলা বৃষ্টিতেই বিনষ্ট হয়; এই প্রযুক্ত ৩০।৪০ বা ৫০ বৎসরান্তে দৈবাৎ দুই চারি দিন বৃষ্টি হইলে, তদ্দেশে ভয়ানক উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। পরন্তু বৃষ্টির পরিবর্ত্তে তথায় গরুয়া নামক এক প্রকার কোয়াসা আছে; কোন২ দিবস পূর্ব্বাহ্নে তাহা সমস্ত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তৎকালে সূর্য্যদেব চন্দ্রের ন্যায় বোধ হয়। পরে রজনীযোগে ঐ কোয়াসা প্রচুর শিশিররূপে তদ্দেশোপরি নিপতিত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে গ্রীষ্মাপেক্ষায় শীতকালে অধিক বাষ্প উৎপন্ন করে। ঐ বাষ্পের কিয়দংশ মেঘরূপে পরিণত হয়। অপরাংশ নভোভাগে শীত-বায়ুর সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া শিশির বা কোয়াসারূপে ভূমিতে নিপতিত হয়; শীতের প্রাখর্য্য হইলে তাহা হিম বা তুষার রূপ ধারণ করে। দেশীয় উষ্ণতার বর্ণন-সময়ে উক্ত হইয়াছে, গ্রীষ্মমণ্ডলই সর্ব্বাপেক্ষায় উষ্ণ, তথাহইতে যত কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রবর্ত্তি হওয়া যায়, ততই শীতের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারিবেক, যে ঐ শীতপ্রধানদেশে শিশির পতন-সময়ে শীতাধিক্যে হিম * রূপে পরিণত হইবেক। ঐ হিম হওনের সীমা পৃথিবীর উত্তরভাগে ৩০ অক্ষাংশ, তাহার দক্ষিণে হিম পড়ে না। পৃথিবীর দক্ষিণভাগে হিমসীমা ৪৮ অক্ষাংশ তাহার উত্তরে হিম পড়িতে দেখা যায় নাই।

পরন্তু এই নিয়ম সমভূমির সম্বন্ধেই প্রমাণীকৃত হয়, পর্ব্বতে ইহার অনেক অন্যথা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; তদ্বিবরণ পরে বক্তব্য।

বাষ্প শীত-ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে নিপতিত হয়; ও কখন২ ঐ পতন-সময়ে শীতাধিক্য হইলে অত্যন্ত ঘন অর্থাৎ দৃঢ় হইয়া যায়, এবং তাহা শিলা-নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দৈব শিলা-হওনের কারণ বিদ্যুৎ; তাহার সাহায্য ভিন্ন শিলা হইবার সম্ভাবনা নাই।

* হিম শব্দের প্রকৃত অর্থ আকাশাগত "বরফ"; কিন্তু অনভিজ্ঞতা-দোষে তাহা শিশির-জ্ঞাপনার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই গ্রন্থে আমরা ঐ শব্দ প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত করিলাম। তড়াগাদির জল জমিয়া যে দৃঢ় পদার্থ হয়, তাহা বরফ শব্দে জ্ঞাপন করিব। যেমত ইংরাজি "আইস্" ও "স্নো" শব্দে যে ভেদ, আমরা হিম ও বরফ শব্দে সেই ভেদ নির্দ্দিষ্ট করিলাম। হিমের পর্য্যায় "নীহার" ও "তুষার"; ইহার অন্যতম শব্দ স্বেচ্ছামতে ব্যবহৃত হইবেক।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, শ্রাবণ। [২৯ খণ্ড।
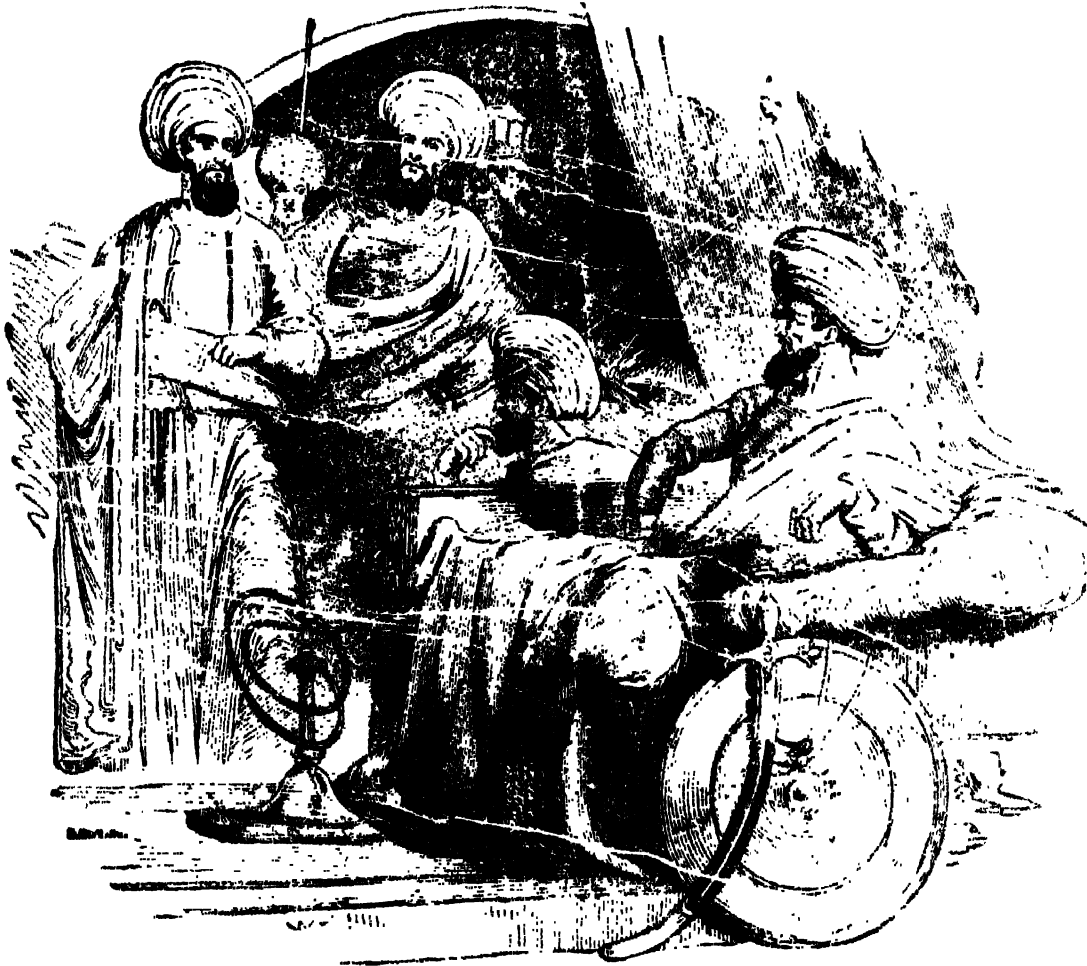
সিন্ধু-দেশীয়দিগের উপাখ্যান।

সিন্ধু-নদের উভয়-তটস্থ ভূমি সিন্ধুদেশ নামে বিখ্যাত। আটক্-নগরহইতে সমুদ্র-পর্য্যন্ত তাহার বিস্তার, এবং রাজবারা ও বেলুচিস্তান্ দেশের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ভূমি তাহার অন্তর্গত।

এই প্রদেশের প্রাকৃত-ধর্ম্ম সর্ব্বত্র তুল্য নহে; টাটা করাচি প্রভৃতি সমুদ্র-নিকটস্থ ভূমি শিলা ও বালুকাময়, প্রায়ঃ তৃণবৃক্ষাদি বর্জ্জিত এবং

অস্বাস্থ্যজনক। সিন্ধু-দেশীয় লোকেরা ঐ স্থানের "লার" নাম বিধান করে।

লার-প্রদেশের উত্তরে হাইদরাবাদের চতুর্দিগ্বর্ত্তি স্থান "বিচোলো" নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতে শস্যাদি অনেক উৎপন্ন হয়, এবং বৃক্ষাদিরও অভাব নাই; তথায় অনেক বিখ্যাত নগরাদিও আছে। এই খণ্ডে বহুকাল সিন্ধু-দেশের রাজপাট ছিল, এবং অধুনা ইংরাজদিগের তদ্দেশ-শাসনকর্ত্তা রাজপুরুষেরা তথায় বাস করে, এই প্রযুক্ত অন্য ভাগাপেক্ষায় তাহার সৌষ্ঠব অধিক। সিন্ধু-নদের বন্যায় তথায় মধ্যে২ অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ঐ বন্যায় দেশের শস্যসম্পত্তি এ প্রকারে বৃদ্ধি করে যে লোকে তজ্জনিত অনিষ্ট অনিষ্টই জ্ঞান করে না।

বিচোলোর উত্তরস্থ সেহবান্ লার্খান্ খয়েরপুর প্রভৃতি স্থানের সমষ্টি নাম "সিরো"। তথায় সমুদ্র-বায়ুর প্রচার নাই, সুতরাং বর্ষের নয় মাস ক্রমাগত অসহ্য গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব থাকে; অধিকন্তু বেলুচিস্তান্ ও ভাওলপুরের মরুভূম্যাগত সিমুম-নামক প্রাণসংহারক উষ্ণ বায়ু আসিয়া অনেক উপদ্রব ঘটাইয়া থাকে, তৎকালে পর্জ্জন্য-বর্ষণ হইলেই কিঞ্চিৎ ইষ্ট, নচেৎ অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। অপর সিন্ধু-দেশে অধিক বৃষ্টি হয় না, তৎপ্রযুক্ত মধ্যে২ কিঞ্চিৎ হইলে জনগণে তাহাকে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করে। সিরো-প্রদেশে সিন্ধু নদের তটস্থ ভূমি উর্ব্বরা এবং অনেক উদ্যানাদিতে পরিশোভিত, কিন্তু তদ্ভিন্ন সকল স্থান মরুভূমি-প্রায়ঃ; কোন স্থানে কেবল ঝাউবন, কোন স্থান বালুকাময়: কোথাও বা তৃণ-হীন শিলাময় পর্ব্বত, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু সিরো-প্রদেশে প্রসিদ্ধ নগর অনেক আছে; এবং তাহাতে প্রজারও অভাব নাই। বক্কর্, সক্কর্, রোহার, লার্খানা খয়েরপুর প্রভৃতি নগর-সকল সিন্ধু-দেশের এই প্রদেশে স্থিত। শেষোক্ত স্থান অদ্যাপি স্বাধীন আছে; ইংরাজকর্ত্তৃক সিন্ধু-দেশীয়দিগের পরাজয়-সময়ে তাহার পরাজয় হয় নাই। তালপুর-বংশীয় মীর আলি-মোরাদ্ অধুনা ঐ স্থানের সাম্রাজ্য করিতেছেন।

সিন্ধু-দেশের প্রধান অঙ্গ সিন্ধু-নদ; তাহা উক্ত-দেশ-সম্বন্ধে রাজপথ, জলদাতা এবং শস্যদাতা। তরী-সকল বাণিজ্য-সাধনার্থে তাহার গর্ভদিয়া ভ্রমণ করিতেছে, দূরদেশস্থ বন্ধু পরস্পর-সন্দর্শনোপায় তাহাহইতে প্রাপ্ত হইতেছে; তাহার বন্যায় ভূমি শস্যশালিনী হইতেছে; তথাকার প্রাণি সকল তজ্জলে জীবন-ধারণ করিতেছে। চৈত্র অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত মধ্যে ২ সিন্ধু-নদের বন্যা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে চৈত্র ও ভাদ্রের শেষে যে বন্যা হয় তাহাই অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রস্তাবিত দেশের আদিম প্রজারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল; কিন্তু বহুকাল যবন-সংসর্গে তাহাদিগের ধর্ম্ম চ্যুত হইয়াছে। এইক্ষণে তাহাদিগের অধিকাংশ মোসল্মান্; এবং বর্ণসঙ্কর মনুষ্যেরা যে প্রকার দুর্বুদ্ধি হইয়া থাকে তদ্রূপ অধম। পরন্তু তত্রত্য বেলুচ-জাতীয় ব্যক্তিরা এই নিন্দার ভাজন নহে; তাহাদের অনেকে পর্ব্বতে বাস করত যথাযোগ্য-ব্যায়াম-সহকারে আপন২ কায়িক-সৌষ্ঠব সুচারুরূপে বাড়াইয়া থাকে: এবং মৃগয়া-যুদ্ধ-বিগ্রহে কোন মতে সামান্য নহে। ইংরাজকর্ত্তৃক সিন্ধু-রাজ্যের অপহরণ-সময়ে যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইয়াছিল, তাহার প্রশংসা বেলুচ-জাতিদিগকেই অর্শে; কথিত

আছে তজ্জাতীয় তাবৎ লোকেরা যুদ্ধ-সজ্জায় উপযুক্ত কাল পাইলে ইংরাজদিগের পক্ষে সিন্ধু-রাজ্য গ্রহণ-করা কঠিন হইত।

মোসল্‌মান্‌ সংসর্গে সিন্ধিদিগের বর্ণ যে প্রকার সঙ্কর; তৎকারণ তাহাদিগের ভাষাও সেই প্রকার সঙ্কর হইয়াছে। উক্ত ভাষার মূল সংস্কৃত; ব্যবহার-দোষে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তন হইয়া যে প্রকারে প্রাকৃতাদি-ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার ও উৎপত্তি তদনুরূপ।

সিন্ধিদিগের আহার ব্যবহার প্রায়ঃ অন্যান্য মোসল্‌মান্‌দিগের তুল্য। যে কোন অংশে পার্থক্য আছে তাহার সমুদায় বর্ণন করিবার অবকাশ এই পত্রে সম্ভবে না; অতএব তদ্বিষয়ক কতিপয় প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে হইবে।

হিন্দুদিগের ন্যায় সিন্ধিরা কন্যা অপেক্ষায় পুত্রকে প্রিয় জ্ঞান করে, এবং বেলুচ জাতীয় প্রভৃতি কোন২ জাতীয়েরা রাজপুত্রদিগের অধম-প্রথানুগামী হইয়া জন্মিবামাত্র কন্যাকে অহিফেণ নির্গীলিত করাইয়া অথবা দুগ্ধে নিমগ্ন করাইয়া বিনষ্ট করে। পরন্তু প্রস্তাবিত দেশে কন্যা-বিনাশের রীতি বলবৎ নহে; এবং কন্যা-জন্মকালে তৎপ্রতি অবহেলা করাও ব্যবহারসিদ্ধ নহে। পুত্র কন্যা উভয়ের জন্ম-সময়ে প্রসূতিকার আত্মীয় কুটুম্বেরা তুল্য-আনন্দ-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহার গৃহে গীত-বাদ্যাদি আনন্দসূচক ব্যাপার-শ্রবণাবলোকনে তৎপর হয়, এবং গৃহকর্ত্তাও যথাসাধ্য দুগ্ধ মিষ্টান্ন ও তবাকু দিয়া আতিথ্য-সাধন করিয়া থাকেন। প্রসূতিকার আত্মীয়া ও কুটুম্বিনীরা তদ্দর্শনার্থে আগমন-সময়ে নব-প্রসূতের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ২ দুগ্ধ আনয়ন করা বিহিত জ্ঞান করে; তদন্যথায় অসভ্যাপবাদের সম্ভাবনা। এই জন্মোৎসব ক্রমাগত পাঁচ দিন থাকে; তদনন্তর ষষ্ঠ দিবসে নব প্রসূতের নাম-করণ-সংস্কার বিহিত হয়। তাহার কোন বিশেষ লক্ষণ নাই, অতএব এইক্ষণে আমরা তদীয় দ্বিতীয় সংস্কারের উল্লেখ করিতেছি।

দ্বিতীয় সংস্কারের নাম "আকিকো" অর্থাৎ চূড়াকরণ; জন্মানন্তর তিন মাস অবধি এক বৎসরের মধ্যে এই সংস্কার করা বিধেয়। তদর্থে একটি সুলক্ষণ মেষকে মোসল্‌মান্‌দিগের প্রচলিত বিধির অনুসারে বধ করিয়া তাহার মাংসহইতে চর্ম্ম, ও পরে অস্থিহইতে মাংস, পৃথক্‌ করিতে হয়; এবং তৎকালে অস্থি যাহাতে আহত বা ভগ্ন না হয় তদর্থে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ ঐ ব্যাঘাত হইলে পরে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পৃথক্‌-কৃত মাংস আত্মীয়-কুটুম্বদিগের ব্যবহারার্থ পাকশালায় প্রেরিত হয়, ও বালকের মস্তক মুণ্ডিত হইলে মুণ্ডিত কেশ ও পূর্ব্বোক্ত মেষাস্থি মেষত্বকে আবৃত করিয়া গৃহদ্বারে অথবা সমাধি-স্থানে (গোরস্তানে) প্রোথিত করিয়া রাখে। সিন্ধিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে স্বর্গে গমনের পথে বৈতরিণী নদীর স্থানাপন্না এল্‌সিরৎ নাম্নী এক ভয়ঙ্করী নদী আছে; এক অতিসূক্ষ্ম-সূত্রের সেতুদিয়া তাহা পার হইতে হয়; ঐ সূত্রোপরি অতি সাবধানে পদ নিক্ষেপ না করিলে তন্নিম্নে নরকে পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু আকিকো সংস্কার যথাবিহিত সিদ্ধ হইলে এই আপদের নিরাকরণ হয়, কারণ এই নদী-পার-হওন-দিবসে পূর্ব্বোক্ত মেষাস্থি ও চর্ম্ম সুন্দর অশ্বাবয়ব ধারণ করত যৎসম্বন্ধে আকিকো সংস্কার বিহিত হয়, তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতে২ নদ্যুত্তরণ করত স্বর্গারোহণ করে।

সিন্ধিদিগের তৃতীয় সংস্কার বিদ্যারম্ভ, ও চতুর্থ সংস্কার সুন্নৎ। তদনন্তর বিবাহের উদ্যোগ হইয়া থাকে। ধনবান্ সিন্ধিরা হিন্দুদিগের কদর্য্য রীত্যনুসারে বিংশতি-বৎসরের মধ্যেই উদ্বাহ বন্ধনে নিবদ্ধ হয়; কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ২৫-৩০ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহের উদ্যোগ করে না। সিন্ধিদিগের ঘটক "উকীল" নামে বিখ্যাত; তাহারা বাকপটুতায় তাহাদিগের বঙ্গীয়-ভ্রাতাদিগকহইতে কোন মতে ন্যূন নহে। উভয় দেশেই তাহারা পাত্র-কন্যার প্রশংসায় গদ্‌গদচিত্ত, ও প্রলোভ-দর্শনে তুল্য কুশল; এবং তাহাদিগের বাক্যের বায়ু-তুল্য দার্ঢ্যতা উভয়-স্থানেই সমান। বিবাহের কল্পনা হইলে প্রথমতঃ ঘটককৃত প্রস্তাব শ্রবণমাত্র বিবাহ দিতে স্বীকার করা সিন্ধিদিগের বোধে সৎপ্রথা নহে; এই প্রযুক্ত উদ্বাহ-প্রস্তাব শুনিলেই সিন্ধি-কন্যাকর্ত্তারা অস্বীকার করিয়া ঝটিতি ঘটককে বিদায় করেন। তদনন্তর এক মাস অতীত হইলে ঘটক কন্যাকর্ত্তার নিকটে দ্বিতীয় বার আগমন-পূর্ব্বক নানাবিধ ভূমিকার পর পুনরায় বিবাহের প্রসঙ্গ করে: তাহাতে কন্যাকর্ত্তার বিরাগ থাকিলে তিনি সে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে নিষেধ করেন; নতুবা আপন সম্মতি-প্রকাশ-করণার্থে অর্দ্ধ-সম্মতিসূচক কোন বাক্য কহিয়া থাকেন। এ বিষয়ের এক প্রচলিত বাক্য এই; "ঈশ্বরের নিবন্ধন খণ্ডাইবার নহে; কিন্তু এইক্ষণে আমাদিগের কন্যা-দানে অভিরুচি নাই"। এই প্রকারে আশ্বাসিত হইলে বরকর্ত্তা ও তৎপরিবার পুনঃ২ ভাবি কুটুম্বদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। ঐ ভাবি কুটুম্বেরাও আপন সভ্যতা-প্রদর্শনার্থে তাহাদের বাটী সর্ব্বদা যাতায়াত করে। এই সময়ে প্রতিবাসিরা বরযাত্রায়-ভোজের লোভে পাত্রকন্যার প্রশংসায় বিরত হয় না, সুতরাং অল্পকাল-মধ্যেই বিবাহের কল্পনা স্থিরীকৃত হইয়া উঠে।

অতঃপর বিবাহের দিন স্থির করা আবশ্যক; তন্নিমিত্ত আমাদিগের ন্যায় কোন পত্র লিখিবার প্রয়োজন হয় না। বরকর্ত্তা সপরিবারে যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কার ও কিঞ্চিৎ পিষ্ট মেহদি-পত্র লইয়া মহাসমারোহে কন্যাকর্ত্তার বাটী আগমন করেন; তথায় স্ত্রীপুরুষেরা পৃথক্ ২ সভা করিয়া আগত স্ত্রীদিগকে স্ত্রীর সভায় ও পুরুষদিগকে বহির্বাটীতে সমাদর-পূর্ব্বক উপবেশন করায়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রেই বিবাহ-সম্বন্ধে নাপিত ও নাপিৎনী প্রধান অঙ্গ; তাহাদিগের অনুপস্থিতে বিবাহ টোপর-বিহীন-বিবাহের ন্যায় বোধ হয়। সিন্ধুদেশে নাপিত অপেক্ষায় নাপিৎনী প্রধানা; সে পত্রের দিবস, পাত্রের বাটীহইতে তৈল-হরিদ্রার প্রতিনিধি বস্ত্রালঙ্কার-মেহদি-প্রভৃতি আনয়ন-পূর্ব্বক কন্যাকে সুসজ্জীভূতা করত স্ত্রীদিগের সভা-মধ্যে উপবিষ্ট করায়; ও তদনন্তর এক বৃহৎ-পাত্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ লইয়া বহির্বাটীতে বরকর্ত্তার সম্মুখে তাহা সংস্থাপিত করে।

বরকর্ত্তা শুভাশীঃপুরঃসর ঐ দুগ্ধ সভাস্থ সকলের সহিত পানকরণপূর্ব্বক উপস্থিত মিষ্টান্ন সেবন করত অবশিষ্ট মিষ্টান্ন স্ত্রীদিগের সভায় প্রেরণ করেন। অতঃপর কন্যাকর্ত্তা বিবাহের দিন স্থির করিলেই সভা ভঙ্গ হয়।

বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র কন্যার সাক্ষাৎ হওয়া প্রসিদ্ধ রীতি নহে; পরন্তু আফগানদিগের ন্যায় অনেকে গোপনে ভাবিস্ত্রীর সাক্ষাৎ করিয়া থাকে; এবং কখন২ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইতে দৃষ্টা হইয়াছে।

সিন্ধু-দেশে গাত্রহরিদ্রার ব্যাপার সামান্য নহে; কন্যাকর্ত্তার গৃহে বিবাহের মাসাধিক কাল-হইতে ঐ উৎসব প্রারব্ধ হয়, এবং তৎকাল যাবৎ প্রত্যহ মহাসমারোহে ভোজ হইতে থাকে। নাপিৎনী সাধ্যানুসারে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম-পূর্ব্বক কন্যার রূপ-লাবণ্যোৎপাদনার্থে সেবায় তৎপরা—গাত্রে উপটন, মস্তকে মাথাঘসা, নয়নে কজ্জল, বয়ানের স্থানে২ মৃগনাভির চিহ্ন, কেশের বেণী-নির্ম্মাণ, গাত্রের লোম-বিমোচন, হস্ত-পদে মেহদি, ওষ্ঠে অলক্তবর্ণ, কপোলে অভ্রুক-চূর্ণ, কেশে সুগন্ধি তৈল ইত্যাদি দ্বারা কন্যার রূপলাবণ্যের বৃদ্ধি করিতে কোনমতে ত্রুটি করে না। পাত্রের গাত্রহরিদ্রা বিবাহের দুই তিন দিবস পূর্ব্বে আরব্ধ হয়, কারণ তাহার অঙ্গরাগে অধিক কালের আবশ্যক নাই।

বিবাহের দিবসে সিন্ধিরা কোন বিশেষ যজ্ঞাদি করে না; সমস্ত দিবসাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেবল অঙ্গরাগ স্বাভীষ্টানুরূপ সাধনে নিযুক্ত থাকে। বেশভূষা হইলে পর পাত্রের গৃহহইতে দুই ব্যক্তি কন্যার নিকট গিয়া এক জন তৎপক্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিতে তাহাকে অনুরোধ করে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাবতী; বিশেষতঃ উদ্বাহ-দিবসে অত্যন্ত লজ্জায় সঙ্কুচিতা থাকে; সুতরাং প্রতিনিধি-নিয়োগের অনেক বিলম্ব হয়। অবশেষে তাহার পিতা কি ভ্রাতা কি অন্য কোন আত্মীয় তৎপদে নিযুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি পাত্রের গৃহে সমাগত মোল্লা প্রভৃতি সভাস্থ সকলের সম্মুখে সাক্ষিতা দিয়া কহে, "কুঁয়ার (কন্যা) অমুককে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন"। এই প্রকারে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে পর মোল্লা ঐ প্রতিনিধিকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেন; তুমি অমুক অমুকের কন্যা, অমুকের পৌত্রী অমুককে, অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, অমুককে দান করিতে স্বীকৃত আছ"? ও সে স্বীকৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত বাক্যানুরূপ বাক্যে পাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, ও সে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল। তৎপরে কন্যা স্ত্রীধন-স্বরূপে (দেয়ন—মোহর) কত টাকা প্রাপ্ত হইবে, অলঙ্কারাদিতে তাহার স্বত্ব হইবে কি না, ইত্যাদি বাক্যের চুক্তি-পত্র লিখিত হয়, ও তদনন্তর মোল্লা উদ্বাহের মাহাত্ম্যসূচক * অনেক-বক্তৃতা-করণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করত বিবাহ সুসম্পন্ন করেন। তৎপরে স্ত্রীআচার-ব্যাপার; তদুল্লেখে অনেকে কুতূহলী হইতে পারেন, কিন্তু এই পত্রে তদ্বর্ণনের স্থানাভাব।

সিন্ধিদিগের শেষকার্য্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, তাহা মোসলমানদিগের প্রচলিত-রীত্যনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব তাহার বিস্তার-করণ বাহুল্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সিন্ধিরা মোসলমান, অতএব তদ্বিষয়ের ব্যাখ্যান করায় প্রয়োজন নাই; পরন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদিগের এক আশ্চর্য্য বিশ্বাস আছে, তাহার প্রসঙ্গ করা কর্ত্তব্য। তাহারা কহে, ঈশ্বরানুগ্রহ-প্রাপ্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি জনগণের যে প্রকার উপকার করিতে পারে, তাহার গোরহইতেও সেই রূপ উপকার সম্ভবে। এই প্রযুক্ত বিদেশীয় কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদিগের দেশে আগত হইলে, তাহাকে বধ করিয়া স্বদেশে গোর দিয়া রাখিবার চেষ্টায় সাধ্যানুসারে ত্রুটি করে না। মিমোহরি নামা এক ব্যক্তি মুলতানি ফকীরকে এই অভিপ্রায়ে বধ করিবার উদ্যোগে কয়েক জন সিন্ধি রজনীযোগে তাহার অনুপস্থিতে তাহার শিষ্যকে বধ করিয়াছিল।

* বিবিধার্থ ১ খণ্ডে ১২৮ পৃষ্ঠে ইহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে।

হাইদর্ আলি।

(দ্বিতীয় খণ্ডের [illegible] পৃষ্ঠহইতে ক্রমাগত।)

ইংরাজদিগের সহিত এই গুরুতর-সংগ্রাম-পরিশেষ-করণের কিয়ৎকাল পরে হাইদর্ হররাজাপেক্ষা আর এক প্রবল শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা মাধোরাও ও অন্যান্য যুদ্ধবিশারদ সেনানীর অধীনে হাইদরের সৈন্যের দ্বিগুণ সঙ্খ্যক এক দল সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিল। হাইদর্ পূর্ব্ববৎ স্বীয় নগরাদি বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগের দূরীকরণে বহুবিধ যত্ন পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা একে২ তাঁহার সমুদয় সুরক্ষিত দুর্গ ও নগর আক্রমণ-পূর্ব্বক আপনাদিগের কর-গত করিতে লাগিল; ও অত্যাচার-নিষ্ঠুরাচরণ-প্রদর্শনদ্বারা সকলের হৃৎকম্প জন্মাইতে লাগিল। কোন দুর্গস্থিত সৈন্য শত্রুদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করাতে মহারাষ্ট্রীয় সেনাধ্যক্ষ তৎপ্রতিফল-স্বরূপ তাহাদিগের নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন করাইলেন, পরে দুর্গরক্ষক সেনাপতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও এই রূপ শাস্তির যোগ্য, ইহা তোমার বোধ হইতেছে কি না"? সে উত্তর করিল, "ইহাতে আমার অঙ্গ-হানি মাত্র, কিন্তু তোমার সম্মান অপযশ।" এই সদুত্তরের অভিপ্রায় নিষ্ঠুর মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর হৃদয়ে প্রবেশ করিল, ও সে সেনাপতির প্রতি হস্তোত্তোলন না করিয়া তাহাকে সুস্থ-শরীরে গমন করিতে অনুমতি দিল। অতঃপর মাধোরাও পাড়া প্রযুক্ত যুদ্ধে অশক্ত হওয়াতে ত্র্যম্বকমামাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং অবসৃত হইলেন।

হাইদর্ স্বীয় রাজধানীতে এই অভিনব সেনাপতির প্রবেশ অবরোধ করিবার নিমিত্ত কতিপয় পার্ব্বত্য পথে আপন সেনা লইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারিলেন না। অবশেষে রজনীযোগে সেনাসহ রাজপাটে প্রস্থানার্থে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ দুর্বুদ্ধিবশতঃ একটা বন্দুক ধ্বনি করাতে তদাকর্ণন মাত্র শত্রুরা তাহার সৈন্যের পলায়ন-ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিল। হাইদর্ প্রতিদিন নিশাযোগে যে রূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিতেন, এই রাত্রিতে ভয়ানক বিপদাপন্ন হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই; অর্থাৎ তিনি সুরাপানে বিলক্ষণ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বয়ং সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে অপারক হইলেন; অপর তিনি তৎকালে বিবেকশূন্য হইয়া আপন পুত্র টিপূকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও তাহার পৃষ্ঠে অতিশয়-বল-পূর্ব্বক বেত্রাঘাত করিলেন; তাহাতে টিপূ রাগান্বিত হইয়া শপথ করিলেন, যে তিনি সে রাত্রিতে শত্রুবিরুদ্ধে কদাপি অস্ত্রধারণ করিবেন না। হাইদরের সৈন্যেরা এই রূপে সেনাপতি বিহীন হইয়া শত্রুকর্তৃক অনায়াসে ইতস্ততঃ তাড়িত হইল।

পরে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করণে ব্যস্ত ছিল, সেই সুযোগে হাইদর্ এক দ্রুতগামী অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে সমাগত হইলেন। টিপূও এক ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া শত্রুদলের মধ্য দিয়া অপরিচিতরূপে প্রয়াণ করিলেন। এক্ষণে ত্র্যম্বকমামা মহীসুরের রাজপাটে প্রবেশ করিয়া এই নগরকে আপনাদের

করতলে আনয়ন করিতে পারিলেই হাইদর্‌কে রাজ্য-চ্যুত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এই বৃহৎ কার্য্যোপযোগী বুদ্ধি-কৌশলসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি সম্মুখ যুদ্ধে তাচ্ছীল্য করিয়া প্রায়ঃ মাসাবধি অনর্থক কর্ম্মে কালহরণ করিতে লাগিলেন; এই অবকাশে হাইদর্ সৈন্য-সঙ্গ্রহ ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরে আপনাকে পূর্ণ ক্ষমতাবান্ দেখিয়া শত্রুদিগের তাড়না করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রায়ঃ সার্দ্ধবৎসর গত হইলে হাইদর মহারাষ্ট্রীয়দিগকে স্বীয়-রাজ্যের উত্তরাংশের অনেক ভাগ ও নগদ ১৫ লক্ষ টাকা দিয়া পরে আরও ১৫ লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন।

এই যুদ্ধে ইংরাজেরা পূর্ব্ব-সন্ধ্যনুসারে হাইদরকে কিছুই সাহায্য করেন নাই। কারণ এই যুদ্ধারম্ভ-কালে কোম্পানীর প্রধান কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মান্দ্রাজস্থ সমাজের প্রতি এরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাঁহারা কর্ণাটস্থ যুদ্ধবিগ্রহে কোন প্রকার সংশ্রব না রাখেন, বিশেষতঃ হাইদর্ বা অন্য কোন প্রদেশস্থ রাজার পক্ষে কিছুমাত্র সহায়তা না করেন; সুতরাং হাইদর্ যথাসাধ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আপন প্রজাদিগকে বশীভূত করণে উদ্যুক্ত হইলেন। প্রথমে তিনি মলবার-প্রদেশে প্রবেশ জন্য তদঞ্চলের দ্বারস্বরূপ কুর্গদেশ আক্রমণ করেন। এই স্থান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল, সুতরাং তাহা অনায়াসেই তাঁহার হস্তগত হইল। হাইদর্ তথায় আপন জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া আপন জঘন্য নিষ্ঠুরস্বভাবের এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তত্রত্য প্রজাদিগের উৎসাদনকল্পে তাঁহার নিকট যে কেহ নরমুণ্ড আনয়ন করিবে তাহাকে প্রত্যেক মুণ্ডের ৫ টাকা পারিতোষিক দিবেন বলিয়া আপন সৈন্যদিগকে তাহাদের সংহারার্থে উৎসাহ প্রদান করেন, ও স্বয়ং রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া ছিন্নমুণ্ড-সকল গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে তাহার নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ৭০০ মনুষ্যের প্রাণ-নাশ করিলে পর তিনি এরূপ পরম সুন্দর মুখশ্রীবিশিষ্ট দুই মস্তক দেখিলেন, যে তদ্দর্শনে তাঁহার পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি নরহত্যাতে ক্ষান্ত হইতে অনুমতি করিলেন।

কুর্গের পর হাইদর্ কালিকট্ অধিকৃত করেন। তৎপরে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আপন রাজ্যের যে খণ্ড দিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধারার্থে সচেষ্ট হন। তদভিপ্রায় সুসিদ্ধ করণার্থে তাঁহার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। ১৮২৯ সংবৎসরে মাধোরাওর মৃত্যু হয়, ও রঘুনাথরাও (যিনি রাঘোবা বলিয়া খ্যাত ছিলেন,) মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান-সেনানী-পদে আরূঢ় হয়েন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা এক মত হইয়া তাঁহাকে ঐ পদে বরণ করিতে সম্মত হইল না। ইহাতে রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। ঐ সুযোগে হাইদর্ আপন পূর্ব্বাধিকারের অধিকাংশ প্রায়ঃ অবাধে গ্রহণ করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তহইতে আপন রাজ্য উদ্ধার-করণানন্তর হাইদর্ গুতি নামক এক প্রধান দুর্গ অবিলম্বে আক্রমণ করেন। এই দুর্গ মুরারীরাও নামা এক জন অতীব পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় দস্যু-কর্ত্তৃক রক্ষিত ও কতিপয় গিরিমধ্য-স্থিত হওয়াতে দুর্ভেদ্য ও দুর্গম্যপ্রায়ঃ ছিল। দুর্গস্থ সৈন্যেরা

হাইদরের সহিত ব্যাপককাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বহু সঙ্খ্যক-মুদ্রা-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। হাইদর্ তাহাতে সম্মত হইয়া ঐ প্রতিজ্ঞা-পালনের প্রতিভূস্বরূপ এক জন যুবা পুরুষকে স্বীয় শিবিরে লইয়া গেলেন। ঐ যুবাকে তিনি যথেষ্ট অভ্যর্থনাদিদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাহার নিকট সন্ধি প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কৌশল-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তাঁহার কপটতা না বুঝিতে পারিয়া সরলভাবে ব্যক্ত করিল, যে দুর্গে ত্রিদিবসোপযোগি মাত্র পানীয় উদকের সঞ্চয় আছে, এই হেতুই দুর্গাধ্যক্ষ সন্ধি করিবার মানস করেন। হাইদর্ এই সন্ধান পাইবামাত্র অবিলম্বেই একটা ছল করিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তাহাতে মুরারিরাও অগত্যা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া তাঁহার পদানত হইল।

ইংরাজেরা তাঁহাদের পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে হাইদর্ যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্ত্তৃত্বে আক্রান্ত হয়েন, তখন তাঁহাকে সসৈন্যে রক্ষা করেন নাই; অতএব হাইদর বিবেচনা করিলেন, যে ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা ভদ্র নহে। প্রত্যুত তিনি আপন সৌভাগ্যরূপ-উদ্যানে তাহাদিগকে বিষময় কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সমূলোৎপাটনে একাগ্রচিত্ত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও এই সময়ে হাইদরের সহিত পূর্ব্বকৃত শত্রুতা-পরিহার-সহিত সৌহার্দ্দ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল; ও ইংরাজদিগের বিপক্ষে হাইদরের সহিত এক ষড়যন্ত্র করিল। এদিকে মান্দ্রাজস্থ রাজপুরুষেরা হাইদরের সহিত সদ্ভাব করণ স্থির করণার্থে তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ সন্ধি-স্থাপন জন্য এক দূত প্রেরণ করিলেন। হাইদর্ তাঁহাদের এই প্রস্তাবে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাহা তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে যখন ইংরাজদিগের সাহায্য তাঁহার অত্যন্ত প্রার্থনীয় ছিল, তখন তাহারা প্রতিশ্রুত থাকিয়াও তৎপ্রদানে সম্পূর্ণ কার্পণ্য করিয়াছে; এখন তাহাদের সহায়তা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন জানিয়াই তাহারা মুক্ত-হস্তে তাহা দিতে ব্যগ্র হইয়াছে। অপর এই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীসদিগের মধ্যে বিলাতে সঙ্গ্রাম উপস্থিত হওয়াতে ফরাসীসেরা ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের ক্ষতিকরণাভিপ্রায়ে হাইদরের সহিত যোগ দেওনের মানস করিল; ও হাইদর্ তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে এক সন্ধিপত্র স্থির করিলেন।

ইংরাজেরা ভারতবর্ষে ফরাসীসদিগের অধিকৃত সমুদয় স্থান ধ্বংস করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইল। প্রথমে তাহারা পণ্ডিচরি হস্তগত করে। হাইদর্ তাহাতে কিছু আপত্তি করিলেন না, বরং মৌখিক আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তৎপরেই যখন ইংরাজেরা মল্লারস্থ মহীদুর্গ আক্রমণের উদ্যোগ করিল, তখন তিনি ঐ স্থান নিজ-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদিগকে তৎপ্রতি হস্তনিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু ইংরাজেরা ঐ দুর্গ ফরাসীসদিগের প্রতিষ্ঠাপিত জানিয়া তাঁহার বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিল না, ও অবিলম্বে তাহার বিনাশার্থে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিল। হাইদর্ তাহার রক্ষার্থে সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কথিত আছে, যে ইংরাজেরা এ দুর্গ লওনাবধি তাঁহাদের প্রতি হাইদরের অন্তঃকরণ অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজেরা ভ্রমক্রমে তাঁহাহইতে কোন বিপদই আশঙ্কা করে নাই, প্রত্যুত

তাঁহার সহিত সন্ধি করণার্থে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিল। হাইদর্ ঐ দূতের যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাহার হস্তে এক খানি পত্র সমর্পণ পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। ঐ পত্রে ইংরাজেরা তাঁহার যে সকল অনিষ্টের প্রতি কারণ হইয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া অবশেষে তিনি এইরূপ ভয় প্রদর্শন করেন যে "এখনও আমি ইহার প্রতিকার করি নাই, ভবিষ্যতে যাহা হয়"। ইংরাজেরা ইহাতে সন্ধির আশা পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় জনৈক সাহেবকে তাহার সমাধা-নিমিত্ত হাইদরের নিকট প্রেরণ করে; কিন্তু হাইদর্ ইংরাজদিগের শঠতা-স্মরণ-পূর্ব্বক ক্রোধসহ্য করিতে না পারিয়া উপস্থিত ব্যক্তিকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন, যে "আর সন্ধিতে কি ফল? ১৮৯০ সংবৎসরের যে সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হয়, ইংরাজেরা তাহার প্রত্যেক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞানুসারে আমার বিপক্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা তাঁহাদিগের উচিত ছিল; তাহা না করাতেই আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলাম, ইহার পর তাঁহাদের আর অন্যার্য্যোল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়"।

সন্ধির কল্পনা এই প্রকারে ব্যর্থ হইলে হাইদর্ ইংরাজদিগের সহিত সঙ্গ্রামার্থ এক বিপুল সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। হাইদরাবাদের নিজাম মহম্মদ্ আলি এতদ্বিষয় ইংরাজদিগকে জ্ঞাপন করিয়া উপস্থিত গুরুতর বিপদের ঝটিতি পরিত্রাণের উপায়-করণে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজদিগের উপায়াভাব ও রাজপুরুষদিগের পরস্পর মনান্তর থাকাপ্রযুক্ত কোন সদুপায়ের চেষ্টা হইল না। অপর তাহারা মনে করিল যে মহম্মদ্ আলি তাহাদিগকে বারম্বার বিপথগামী করিয়াছে, অতএব তাঁহার অমূলক কথা শুনিয়া হাইদরের সহিত পুনরায় বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে। এদিকে হাইদর্ এক দল অন্যূন-নবতি-সহস্র-সংখ্যক সাহসিক সৈন্য, তদতিরিক্ত চারি-শত-ইউরোপীয়-পদাতিক সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গপত্তনহইতে চাঙ্গামা নামক স্থান-দিয়া কর্ণাট-দেশে উপনীত হইলেন, ও আপন নিদারুণ-বিক্রম-প্রকাশ-পুরঃসর তথাকার প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা তখনও নিরুদ্বেগে বসিয়া ছিল; কিন্তু যখন হাইদরের সৈন্য কর্ত্তৃক যে সকল গৃহ-দগ্ধ হইতেছিল, তাহার ধূম ও অগ্নিশিখা মান্দ্রাজ-নগরের চতুর্দ্দিগে দেদীপ্যমান হইল, তখন দিব্য-চক্ষুদ্বারা আপনাদের সম্পূর্ণ বিপদ্ অবলোকন করিয়া সশব্যস্তে তৎ প্রতীকারের উপায়-চিন্তনে নিযুক্ত হইল। প্রথমে তাহারা দুর্গ-সকল আপনাদের অধীনে আনিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইল, কিন্তু দুইটা দুর্গ ব্যতিরেকে অপর সকলই শত্রু সমাক্রান্ত হইয়াছিল। তৎকালে ইংরাজদিগের সেনানায়ক সর্ হেক্টর্ মনরো সাহেবের অধীনে এক দল, ও কর্ণেল্ বেলির অধীনে অপর এক দল, এই দুই দলে সর্ব্বশুদ্ধ ৫২০০ যোদ্ধা ছিল। ঐ উভয়ের সংযোগ হইলে ইংরাজদিগের পক্ষে মঙ্গল হইতে পারিত, কিন্তু হেক্টর সাহেব অবিবেচনা-পূর্ব্বক বেলি-সেনাপতির সহিত সসৈন্যে মিলিত না হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে ১,০০০ যোদ্ধামাত্র প্রেরণ করিলেন। অল্প সৈন্য লইয়া বেলি-সাহেব হাইদরের সহিত যুদ্ধে প্রাণপণ-চেষ্টা করিলেও পরাভূত হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? হাইদর্ তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশ বিনষ্ট করেন, ও অবশিষ্ট ২০০ ইউরোপীয় ও অপর কতকগুলি দেশীয় পদাতিককে

বন্ধন করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে লইয়া যান। তথায় তিনি ঐ বন্দীদিগকে যৎকিঞ্চিৎ কদন্ন আহার, অপকৃষ্ট বাস ও অন্যান্য শারীরিক ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন; ও তদ্যাতনায় তাহারা অনেকেই সাংঘাতিক-রোগে আক্রান্ত ও সেই রোগের কিছুমাত্র চিকিৎসা না হওয়াতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

অতঃপর হাইদর্ ইংরাজদিগকে পরাজয় করিয়া অনায়াসেই আরকট্ দুর্গ অধিকৃত করত কর্ণাটস্থ অন্যান্য কতকগুলিন্ অতি প্রধান ২ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতাস্থ গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব মান্দ্রাজের উক্ত দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিরাকরণ-নিমিত্ত ত্বরায় আইর্কুট্ নামা এক জন বিখ্যাত সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন, ও যুদ্ধার্থে অন্যান্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কুট সাহেব মান্দ্রাজে আসিয়া যুদ্ধের কিছুই সুবার্থা দেখিলেন না। তাঁহার অধীনে ৭,০০০ মাত্র যোদ্ধা ছিল, তন্মধ্যে সপ্তদশ-শতের অধিক ইউরোপীয় পদাতিক ছিল না। অধিকন্তু হাইদর্ মান্দ্রাজের নিকটস্থ প্রদেশসকল মরুভূমি-প্রায়ঃ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তথায় কিছুমাত্র শস্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না; ইহাতে ইংরাজ-সেনাপতিকে সৈন্যদিগের আহারীয়-সামগ্রী-প্রাপ্তির নিমিত্ত কেবল মান্দ্রাজের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; সুতরাং পদে ২ দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রহিল; কিন্তু সাহসিক কুট্ সাহেব এই সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াও শত্রুদমন-করণে আপন প্রাণপণ-চেষ্টা নিয়োগ করিলেন, ও শত্রুহইতে ত্বরায় ওয়ান্তিওয়াস্ ও পরমেকলি নামক দুই দুর্গের পরিত্রাণ করিলেন। পরে কড়েনুর-নামক স্থানে হাইদরের সহিত তাঁহার এক যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে হাইদর্ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েন, ও সেস্থান ত্যাগ করত স্থানান্তরে গমন করেন।

যুদ্ধের পর ইংরাজ-সেনাপতি ওয়ান্তিওয়াস্ ও বেলোর নামক দুর্গ শত্রুদিগের হস্তহইতে উদ্ধৃত করেন। এই সকল লাভ সৌভাগ্যের চিহ্ন বটে, কিন্তু এক স্থলে হাইদরের কৌশল জালে পতিত হইয়া ইংরাজদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। কর্ণেল্ ব্রেথ্ওয়েট্ সাহেব ২,০০০ যোদ্ধা লইয়া টানজোর-প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ প্রদেশে হাইদরের অধিকাংশ সৈন্য বর্ত্তমান-থাকা প্রযুক্ত কর্ণেল্ সাহেবের তথায় অবস্থিতি করা অকর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তিনি মান্দ্রাজস্থ সাহেবদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা পরিত্যাগ করিতে অশক্ত হইলেন। হাইদর্ ঐ অবকাশে আপন বেতনভুক্ কতকগুলিন লোককে মান্দ্রাজহইতে আগত দূতবৎ সাজাইয়া ইংরাজ-সেনাপতিকে মিথ্যা-সংবাদদ্বারা অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে কর্ণেল্ সাহেব আপনাকে নিরাপদ জানিয়া স্বচ্ছন্দে বসিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে হাইদরের সৈন্য তাঁহার চতুঃপার্শ্বে দাবানলের ন্যায় বেষ্টন করিতে লাগিল। তথাকার এক জন প্রজাকর্ত্তৃক সাহেব আপনার সম্পূর্ণ বিপদের বিষয় জ্ঞাত হইয়াও হাইদরের চরদ্বারা এরূপ বিভ্রান্ত ছিলেন, যে সেই সংবাদ অমূলক জ্ঞান করিলেন। অবশেষে তিনি আপন সৈন্যাপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অচিরাৎ সসৈন্যে হত হইলেন।

হাইদর্ এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া আপন বিশেষ সৌভাগ্য-বোধে হৃষ্টচিত্ত না হইয়া ভাবি বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হন। তিনি দেখিলেন, যে হেষ্টিংস্ সাহেবের ষড়যন্ত্রদ্বারা মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইং-

রাজদিগের সহায় হইবেক, ইহা প্রতিশ্রুত হইয়াছে। অপর কল্লবার-অঞ্চলে ইংরাজকর্তৃক তাঁহার এক দল সৈন্যের প্রতিঘাত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ভগ্নাশ হইয়া কর্ণাট-পরিত্যাগ-করণোন্মুখ হইয়াছিলেন। এমত সময়ে তিনি এক সহস্র ফরাসীস যোদ্ধার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন। ফরাসীসেরা প্রথমে কড়েলুর দুর্গ আক্রমণ করে। ঐ স্থান সম্যক্ রক্ষিত না হওয়াতে তাহা অল্পায়াসেই তাহাদের করতলস্থ হইল। তৎপরে ওয়াণ্ডিওয়াস্-নামক প্রধান দুর্গে তাহাদের হস্তক্ষেপ হইবামাত্র কূট্ সাহেব তাহাদের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে প্রস্তুত হইলেন, ও তাহাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া আর্নি-নামক স্থানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন।

ইতঃপূর্ব্বাবধি হাইদরের অস্বাস্থ্য দিন২ বৃদ্ধ হইতেছিল। এক্ষণে রাজবিস্ফোটক-নামক অসাধ্য ব্যাধিকর্তৃক পীড়িত হইয়া তিনি ১৯৪১ সংবৎসরে অন্যূন অশীতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

হাইদরের জন্মাবধি চরম পর্য্যন্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় তিনি কি নীচ-অবস্থাহইতে, যথা-কথঞ্চিৎ লেখন-পঠন-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াও কি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর ঐ বিপুল রাজ্য অধিকার ও শাসন করণে তিনি কি অনন্যসামান্য-বুদ্ধিনিপুণতা ও কৌশল প্রদর্শন করেন! সমর-নৈপুণ্যে ও রাজ্য শাসনে, বোধ হয়, তাঁহার তুল্য বিচক্ষণ মনুষ্য তৎকালে কেহই দক্ষিণ-দেশে ছিল না। প্রতারণা—কপটতা—বিশ্বাসঘাতকতা—বিজাতীয় নিষ্ঠুরতা—প্রভৃতি কুক্রিয়ায় তিনি বিরক্ত ছিলেন না, বটে, কিন্তু তাঁহার আচরণ বিচার-করণ-সময়ে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে তাঁহার ন্যায় হঠাৎ দারিদ্র্য-দশাহইতে অসম্ভব ঐশ্বর্য্য ও একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলে—বিশেষতঃ তদবস্থায় অমূল্য বিদ্যাজ্ঞানবঞ্চিত হইলে—মনুষ্যের দোষ-সকল প্রবল হইয়া গুণ-গ্রামকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবেক, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহার তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনেক সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তিও বিষয়মদে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাহইতে অধিক দুষ্ক্রিয়ায় মগ্ন হইয়াছে। অতএব বিদ্যা-বিহীন হাইদরের পক্ষে দুষ্টাচার হওয়া অসম্ভব নহে, তিনি যে চৌকিদারের গৃহে জন্ম লইয়া পরে চৌকিদারি কর্ম্মের যথাকথঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হওত বৃহদ্রাজ্য উপার্জ্জন ও সুচারুরূপে তচ্ছাসন করিয়াছিলেন ইহাই পরমাশ্চর্য্য।

দে না ঠা.
পাথুরিয়াঘাটা।

বিজয়নগরের ইতিহাস।

দক্ষিণ-দেশের পুরাবৃত্তানুসন্ধান-বিষয়ে কর্ণেল মেকেঞ্জি নামা এক জন ইংরাজ অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি ক্রমাগত ৩০ বৎসর তৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বিপুল-ব্যয়সহকারে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ইতিহাস ও সাহিত্যাদি বিষয়ক অনেক পুস্তক ও দেবদেবীর মূর্ত্তি—তথা অট্টালিকা দেবভবন প্রভৃতি অনেক প্রাচীন পদার্থের চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অপর তাঁহার অনুজ্ঞায় ও পরিশ্রমে অন্যূন ৫০ খানি বৃহদাকার সংস্কৃত ও পারসি পুস্তক ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছিল। তাঁহার সহযোগি কাবেলি বেণ্টক বোরিয়া নামা

এক জন ব্রাহ্মণ সপ্তশতী চণ্ডী ইংরাজিতে অনুবাদিত করেন; অপর এক জন ব্রাহ্মণ প্রাচীন তাম্রশাসন প্রভৃতি অনেক বীজক পাঠ করিয়া রাজাদিগের পূর্ব্বকালীন বংশাবলী নিরূপণ করেন। ঐ প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িদিগের প্রতিরূপ পূর্ব্বপৃষ্ঠে মুদ্রিত হইল; বোধ করি তাহা পাঠকদিগের দর্শনীয় হইবেক।

উক্ত মেকেঞ্জি সাহেব অনেক প্রাচীন-নগরের বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে তুঙ্গভদ্রা-নদীর ~~দক্ষিণতটস্থ~~ একটি ধ্বস্তাবশিষ্ট-নগরের উল্লেখ আছে; পূর্ব্বকালে তাহা বিজয়নগর-নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ নগরের উত্তরদিগে অনন্তুন্দ বা হস্তিহরী নামক উপনগর এই ক্ষণে নগর বলিয়া খ্যাত আছে। প্রকৃত বিজয়নগরের ভগ্নাবশেষ বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ; অধুনা তাহা কেবল বানরের আবাস হইয়াছে। নদীতীরবর্ত্তি বর্ত্মের পশ্চিমদিকে নগরের প্রধান-মন্দির-সকল স্থাপিত ছিল। তন্মধ্যে একটি মন্দিরে বিতলদেব নামে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুর-মূর্ত্তিবিশেষ আছে। ঐ মন্দিরের ছাদ প্রস্তর নির্ম্মিত, এবং উত্তমরূপে খোদিত বিংশতি-হস্ত-উচ্চ স্তম্ভোপরি স্থাপিত। ঐ স্তম্ভ সকলের প্রত্যেকটি অখণ্ড প্রস্তর। পম্পপতিবিরূপাক্ষ-নামে একটি মনোহর মন্দির আছে, এক সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত, স্তম্ভশ্রেণিদ্বারা সুশোভিত বর্ত্ম দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সেই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিয়া থাকেন। বীরভদ্র ও গণেশের নামে প্রতিষ্ঠিত অপর দুইটি বিখ্যাত দেবায়তন প্রস্তাবিত নগরে বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে শেষোক্তের নিকটে ২০ হস্ত উচ্চ এক নরসিংহ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। রাজার অট্টালিকা, হস্তিশালা, এবং তুঙ্গভদ্রা-নদীর উপর একটি সেতুর ভগ্নাবশেষও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

১৪৩৮ শকে বর্বেশ-নামক এক জন ইউরোপীয় গ্রন্থকার বিজয়নগরকে সুবিস্তীর্ণ, বহুজনাকীর্ণ, এবং ধনধান্য-পূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে তথায় দেশজাত হীরক, ভারত-সমুদ্রের মুক্তা, পেগুর পদ্মরাগমণি, চীন ও সেকন্দরাবাদের পট্ট ও কিমখাব; শেষোক্ত স্থানের বনাৎ, নানা দেশের পারদ, অহিফেন, চন্দন, মুসব্বর, এবং কর্পূর; মলয়বারের মৃগনাভি ও মরিচ ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য উক্তনগরে বিক্রীত হইত। তত্রত্য রাজার ৯০০ হস্তী, ২০,০০০ অশ্বারোহী, এবং বহুসঙ্খ্যক পদাতি ছিল। রাজা এবং অমাত্যেরা প্রস্তরময় সুরম্য নিকেতনে বাস করিতেন; কিন্তু অপর লোক মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সামান্য গৃহে নিবসতি করিত। বর্বেশের লিপ্যনুসারে বোধ হয় তুলুব, কানারা, চোরমণ্ডল, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় ইত্যাদি দেশ কোন সময়ে বিজয়নগরাধিপতির অধিকার-ভুক্ত ছিল।

বিজয়নগরের স্থাপন-বিষয়ে দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কোন জনশ্রুত্যনুসারে মাধববিদ্যারণ্য-নামক এক ব্যক্তি দৈবানুকম্পায় ধনলাভপূর্ব্বক বিদ্যানগর-নামা এক নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন; সেই নগরের নাম পরিবর্ত্ত হইয়া বিজয়নগর হইয়াছে। অপর প্রবাদদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে মাধবাচার্য্য স্বয়ং রাজত্ব না করিয়া বুক্ক নামক-ব্যক্তিকে রাজপদে স্থাপন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই সকল কিংবদন্তীদ্বারা বোধ হয় যে বিদ্যারণ্যের সাহায্যে বুক্ক ও হরিহর নামা ব্যক্তিদ্বয় বিজয়নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যারণ্য মাধবাচার্য্য আমাদিগের শাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধ আছেন; তিনি স্মৃতি—ব্যাকরণ—

ও অধ্যাত্মশাস্ত্র বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত করেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম সায়নাচার্য্য। এই নামে তিনি বেদের ভাষ্যকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত আছেন। কথিত আছে যে মাধবাচার্য্য সঙ্গম-রাজার মন্ত্রী ছিলেন, ও সঙ্গমরাজার অধিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব্ব-সমুদ্র-পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। সঙ্গমের পুত্র বুক্ক ও হরিহরের রাজত্ব সময়েও মাধবাচার্য্য অভিহিত পদে বৃত ছিলেন।

সঙ্গম-রাজের বিস্তীর্ণ-রাজ্যের কথা কবির বর্ণনাতিশয়মাত্র বোধ হয়; সম্ভবতঃ তিনি কল্যাণ বা বেল্লাল রাজাদির অধীনস্থ এক জন যুদ্ধপ্রিয় ভূস্বামী ছিলেন; তাঁহাদের পতনের পর সঙ্গম কিম্বা তাঁহার পুত্রেরা ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া বিজয় নগরের সূত্রপাত করিয়া থাকিবেন। জনশ্রুত্যনুসারে বোধ হয় ১২৫৮ শকে এই নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মুসলমান-কর্তৃক মহীসুর-প্রদেশীয় বেল্লাল-রাজাদের রাজধানী আক্রান্ত হয়, এবং অন্ধ্ররাজ্য বিনষ্ট হয়; অতএব তৎকালে বিজয়নগরের উন্নতি বিলক্ষণ সহজ হইয়াছিল ইহা বোধ হইতেছে।

পাষাণে খোদিত রাজানুশাসন পত্রে বুক্ক-রাজের ও বিজয়নগরের প্রশংসা আছে। বুক্ক শালিবাহনের চতুর্দশ শতাব্দের শেষ-ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি এক উদ্যমশীল উৎসাহান্বিত নৃপতি ছিলেন, এবং বহু-দূর পর্য্যন্ত আপনার ক্ষমতা প্রচার করেন; যুদ্ধবিগ্রহাদিতে সর্ব্বদা তিনি অনুকূল থাকিতেন। বিশেষতঃ সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষশূন্যতা প্রযুক্ত তিনি অনেক বিষয়ে লব্ধকাম হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী বিদ্যারণ্য শৈবাচারবিশিষ্ট, এবং ইরুগুপ্পু নামক এক জন সেনাপতি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পূর্ব্বোল্লেখিত শাসনপত্রে দৃষ্ট হইয়াছে যে তিনি একবার এই বলিয়া জৈন ও বৈষ্ণবদের বিরোধে মধ্যস্থতা করেন, যে "এই দুই প্রকার ধর্ম্মের কোন বিভিন্নতা নাই"।

বুক্ক-রাজের পর কতিপয় অপ্রসিদ্ধ রাজা বিজয়নগরে রাজ্য করেন। তদনন্তর তৈলঙ্গরাজ নরসিংহ নামক উৎকল দেশীয় রাজাকর্তৃক বিজয়নগরের রাজসিংহাসন অধিকৃত হয়। নরসিংহ বিজয়নগরের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ-দেশের মুসলমান-রাজাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দক্ষিণ-দেশের অনেক ভাগ স্বাধিকারস্থ করিয়াছিলেন। তিনি বীর-নরসিংহ ও কৃষ্ণদেব নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। কৃষ্ণদেব স্বকীয় ভ্রাতার অধীনে দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। বীর-নরসিংহের তিনটি পুত্র; অচ্যুত, সদাশিব, এবং ত্রিমল। ইহাদের শৈশবতাপ্রযুক্ত কৃষ্ণদেবকর্তৃক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বস্তুতঃ বীরনরসিংহ জীবিত থাকিতেই কৃষ্ণদেব রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-রায়-চরিত্র-নামক গ্রন্থানুসারে কৃষ্ণদেব এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। নরসিংহের পাণিগৃহীত্রী তিপম্বা, স্বকীয় পুত্র বীর-নরসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তির প্রতি ব্যাঘাত জন্মিবে, এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ, কৃষ্ণদেবের প্রাণ হনন করিতে স্বামিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণদেব অমাত্যদিগ দ্বারা রক্ষিত হয়েন। নরসিংহ আপন-মৃত্যুসময়ে কৃষ্ণদেবের জীবিত-থাকিবার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন; ইহাতে বীরনরসিংহ নৈরাশ্যশোকে কালের গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেব বিজয়নগরাধীন রাজ্য সুদৃঢ়রূপে

স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি আদিলশাহী রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ-তীর-পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করেন; পূর্ব্বদিগে কন্দবির ও বারাকুল প্রদেশ জয় করেন; এবং উত্তরে কটক-পর্য্যন্ত আসিয়া গজপতি-নৃপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। দক্ষিণে শ্রীরঙ্গপত্তন ও কামেশ্বর-নগর তাঁহার কর্ম্মচারিদ্বারা শাসিত হইত। পোর্তুগীস্-গ্রন্থকর্ত্তারা লেখে "যে সালসেট্-দ্বীপস্থ রাচোল্ নামক স্থানও তাঁহার অধীন ছিল"। বোধ হইতেছে, মলবার দেশের রাজাও তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ কৃষ্ণরায়ের অধীনে বিজয়নগর-রাজ্যের সীমা ও ক্ষমতা যাদৃশ উন্নত হইয়াছিল তাদৃশ আর কখনই হয় নাই।

কৃষ্ণরায় বিদ্যার উন্নতি-পক্ষেও যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার সভাস্থ আট জন পণ্ডিত "দিগ্গজ" নামে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে অনেকে তেলুগু-ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন; কেবল অপ্পায়্য দীক্ষিত-নামক এক জন সংস্কৃত-গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন।

প্রস্তাবিত রাজা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি উদয়গিরি-দুর্গ জয়-করণপূর্ব্বক তথাহইতে এক কৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া কৃষ্ণপুরে স্থাপিত করেন; ও তাহার ব্যয়াদি-নির্ব্বাহ-নিমিত্ত সাতখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ রায়ের পুত্র ছিল না; এবং নিকটতম উত্তরাধিকারী অচ্যুত অনুপস্থিত থাকাতে স্বকীয় জামাতা রামরায়কে তত্ত্বাবধারকরূপে নিযুক্ত করিয়া সদাশিবকে রাজত্ব-প্রদান করেন। পরন্তু অচ্যুত প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্বকীয়-রাজ্য অধিকৃত করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর সদাশিব রামরায়ের সাহায্যে রাজত্ব করিতেন।

মুসলমান্-ধর্ম্মাবলম্বি আদিলশাহি-রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে রামরায়ের মৃত্যু হয়; এবং তদবধি মুসলমান্দিগের দৌরাত্ম্যে বিজয়নগর উৎসন্ন হইয়াছে।

কাঠবিড়াল।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কতকগুলিন পশুকে দ্বিদন্তী নামে বিখ্যাত করেন; কারণ তাহাদিগের মুখপুরোভাগের প্রত্যেক মাড়ীতে দুইটি করিয়া ছেদন-দন্ত থাকে। ইন্দুরদিগের ঐ সুতীক্ষ্ণ দন্ত প্রসিদ্ধ আছে; সজারু শশক ও কাঠবিড়ালেরাও ঐপ্রকার-দন্তবিশিষ্ট: এই প্রযুক্ত উল্লিখিত পশু-সকলকে এক বর্গান্তর্গত কহা যায়। এতদ্ভিন্ন বিবরপ্রভৃতি অপর কতকগুলিন পশুরও দুই ছেদন দন্ত-থাকে: অতএব তাহারাও এই দ্বিদন্তি-বর্গমধ্যে নির্ণীত হয়।

এই পশুদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে ইহারা পাশ্চাত্য-পদদ্বয়োপরি উপবেশন করত পুরঃপাদ-সহকারে অনায়াসে আহারাদি করিতে পারে। কাঠবিড়ালেরা এই অবস্থানরূপে করিতে অত্যন্ত তৎপর, এবং আহার-করণ সময়ে সর্ব্বদা তাহা ধারণকরিয়া থাকে। কেবল শশা এইরূপে উপবেশনে পটু নহে: বোধ হয়, তাহাদিগের গাত্রস্থ শলাকাসকল ঐ অপটুতার কারণ হইবেক।

সমস্ত দ্বিদন্তি-পশুর বর্ণন এক প্রস্তাবের অভিসন্ধি নহে, অতএব এই প্রস্তে কেবল কাঠবিড়ালদিগের বিবরণ লেখা যাইতেছে। ঐ পশুদিগের সরল গাত্র, চিত্রিতাঙ্গ, কোমল-কেশ, ও ক্রীড়াতৎপর চঞ্চল স্বভাবপ্রযুক্ত ইহারা অনেকের প্রিয়। ইংলণ্ডদেশে অনেক বিলাসবতীরা এই পশুকে বিড়ালাদির ন্যায় প্রীতিপাত্র-জ্ঞানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। দেশব্যবহার-বশীভূতা এতদ্দেশীয়া বনিতারা রন্ধনশালায় বিব্রতা,

প্রিয়পাত্রগণের অবকাশ-বিহীনা, তত্রাপি তাঁহার ভক্তগণের প্রতি বিরক্তা নহেন, এবং প্রসন্ন হইয়া কাঠবিড়ালের প্রতিপালিকা হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

কাঠবিড়ালের অনেক জাতিভেদ আছে। কতক-গুলি কাঠবিড়াল ভূমিতে বাস করিয়া শশকাদির ন্যায় মটর ছোলা প্রভৃতি ভূম্যপরিস্থ উদ্ভিদ-পদার্থ সেবন করত জীবন-রক্ষা করে; তাহাদিগকে "ভূচর-কাঠবিড়াল" শব্দে কহি। অপর কতকগুলিন সর্ব্বদা বৃক্ষোপরি কালযাপন করে, তাহারা সুতরাং ক্রমচর; ও তন্নিমিত্তই কাঠবিড়াল মাত্রের নাম সংস্কৃত গ্রন্থে বৃক্ষমর্কটিকা বৃক্ষশায়িকা পর্ণমৃগ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলিন কাঠবিড়াল পক্ষবিশিষ্ট এবং তৎসহকারে উড্ডীন হইতে সক্ষম হয়। তাহারা "খেচর" মধ্যে গণ্য। এই গণত্রয়ে প্রায়ঃ পঞ্চাশত জাতি নির্ণীত আছে; তন্মধ্যে ৩০।৩৫ জাতি কাঠবিড়াল ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অবয়ব এবং বর্ণবিষয়েও কাঠবিড়ালের অনেক ভেদ আছে; রেখাচতুষ্টয়বিশিষ্ট সামান্য কাঠবিড়াল, অনেকের অপেক্ষায় ক্ষুদ্রকায় মেদনীপুর, আরাকান, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে তাহাহইতে দশগুণ বৃহৎ,—প্রায়ঃ ঝুমরি কুকুরের তুল্য—কায় কাঠবিড়াল অনেক আছে। অপর ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালেরও অভাব নাই; নেঙটি ইন্দুরের তুল্য কাঠবিড়াল দৃষ্ট হইয়াছে।

প্রস্তাবিত-পশুদিগের বর্ণগত অনেক ভেদ আছে। কোন২ পশু কৃষ্ণবর্ণ, কেহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ ধূম্রবর্ণ, কেহ তাম্রবর্ণ, কেহ শুক্ল-কৃষ্ণ-রেখা-বিশিষ্ট, কেহ ভস্মশুক্ল, অথবা কৃষ্ণ ভস্ম ইত্যাদি বর্ণের রেখাবিশিষ্ট। পরন্তু সকল বর্ণই রম্য বটে।

বৃক্ষমর্কটিকাদিগের পুচ্ছ অতি সুন্দর, এবং তাহার আকৃতিহইতে এই পশুদিগের নাম "চমর-পুচ্ছ" হইয়াছে। খেচরপর্ণমৃগাদিগের পুরঃপদ ও পাশ্চাত্য-পদের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে এক প্রকার ত্বক্ হইয়া থাকে, তৎসাহায্যে তাহারা অনায়াসে উড্ডীন হইতে পারে। ঐ ত্বগুপরি কোন পালক নাই, এবং তাহার আকৃতিও পক্ষীর ডানার তুল্য নহে। এই পক্ষবিশিষ্ট পর্ণমৃগেরা নিশাচর, অর্থাৎ দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনীযোগে আপন২ খাদ্য অন্বেষণ করে।

স্বভাবতঃ এই পশুরা অত্যন্ত চঞ্চল, এবং সর্ব্বদা ধাবন উৎপ্লবন ও ক্রীড়ায় তৎপর থাকে। সিকারিরা কহে, যে কাঠবিড়াল এতাদৃশ সত্বরে দৌড়িয়া থাকে, যে তাহার গমন-সময়ে তাহাকে বন্দুকদ্বারাও মারা অসাধ্য, ফলতঃ নয়নও তাহার গতির অনুগামী হইতে পারে না। হোয়াইট্ সাহেব লেখেন, যে বিড়ালীরা কাঠবিড়াল-শাবককে অত্যন্ত প্রিয়জ্ঞান করে, এবং প্রাপ্ত হইলে সযত্নে স্তন পান করাইয়া আপন-শাবকের ন্যায় তাহাদিগের পোষণ করে।

মোহম্মদের জীবন চরিত।

ইং রাজি ৫৭০ অব্দে ১০ই নবেম্বর বা কাহারো মতে ৫৭১ সালের ২১ সে এপ্রল্ দিবসে মোহম্মদ মক্কানগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা। বিখ্যাত হাসেম্ বংশহইতে তাঁহার উৎপত্তি হয়। এই বংশ কুরেস জাতিরই এক শাখা। এই জাতীয়েরা আরব-জাতীয়দের আদিপুরুষ ইস্মাইল্ হইতে আপনাদের উৎপত্তি কহিয়া থাকে। অন্যান্য ঘনিষ্ঠ-জাতিদের উপরি ইহারাই কর্তৃত্ব-প্রকাশ করিয়াছিল। বহু বাণিজ্যব্যাপার কুশল্ কুরেস জাতীয়েরা ধনাঢ্যতা ও সভ্যতাবিষয়েই যে কেবল বিখ্যাত ছিল এমত নহে, কিন্তু তাহারা আরব-জাতির সাধারণ প্রাচীন উপাসনা স্থান কাবার নিকট বাস করত পুরুষানুক্রমে তথাকার তাবৎকার্য্যের সম্পাদক ও অভিভাবক হইয়াছিল। পৌরোহিত্য-সম্বলিত সে স্থলের আধিপত্য দীর্ঘ-কাল-পর্য্যন্ত তাহাদের হস্তগত থাকাতেই তাহারা তথাকার একপ্রকার সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিল।

মুসলমান্ গ্রন্থকারেরা ভূরি২ অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাদ্বারা মোহম্মদের জন্ম সুশোভিত করিতে সযত্ন আছেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, "উহার জন্মকালীন পারসাহিত গঢ়ানল সহসা নির্ব্বাণ হয়, এবং সর্ব্বতোদেদীপ্যমান এক তেজোরাশি দ্বারা সমুদায় আরবদেশ ব্যাপ্ত হয়"। সে যাহা হউক, আমরা এতাদৃশ লোকাতীত তদ্গত গুণগ্রাম তাঁহার উন্মত্তবৎ শিষ্যসম্প্রদায়ের ক্ষীণ-বিশ্বাসসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া চলিলাম। অতি শৈশবাবস্থাতে মোহম্মদের পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। মোহম্মদ দুই বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাঁহার মাতা আমিনা লোকান্তর যাত্রা করেন। উক্ত কাবার প্রধান পুরোহিত নিজ বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মত্লিব্কর্তৃক তিনি তৎকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আবদুলের মরণান্তে মোহম্মদ নিজ কনিষ্ঠ পিতৃব্যের অধীন হইলেন। তাহার নাম আবুতালিব। মোহম্মদ্ ঐ পিতৃব্যের সহিত অনেক দেশ পরিভ্রমণ

বিশেষতঃ অর্ণবযানেও কএক বার সুরিয়া ও দেমাস্কসের মেলায়, এবং বাগ্‌দাদ্‌ ও বসোরা নগরে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

বিংশতি-বর্ষ-বয়ঃক্রমের সময় মোহম্মদ মহাতীর্থ-যাত্রিদিগের পাথেয়-বস্তু-লুণ্ঠন-লালসায় আড়ম্বরে২ সমাগত অপহারক-জাতিগণের প্রতিকূলে যাত্রা করেন। এইরূপ পরিভ্রমণ ও সমর করণে তাঁহার তত্তৎকর্ম্মে নিরতিশয় সাহস হইতে লাগিল; এবং তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ চিকীর্ষার একপ্রকার অঙ্কুর হইয়াছিল। উক্তাবকাশে বিশ্রাম ও ধর্ম্মচিন্তার নিমিত্ত তাঁহার নির্জ্জন স্থান বাসের আবশ্যক হয়; এবং তাঁহার মনে২ এমত সংকল্প উদয় হইয়াছিল, যে স্বসমকালীন উপাসকগণ মক্কায় গিয়া যাদৃশ নিষ্ঠুর-ভাবাপন্ন পৌত্তলিক-ধর্ম্ম ও অসঙ্গত-কর্ম্ম-সকল করিয়া থাকেন, তাহার বিষয়ে বিশেষ তথ্য জানা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিরোধে পড়িয়া কাবার মন্দিরের পুনর্নবী করণ-সময়ে তাহার ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ একখানি কৃষ্ণ পাষাণ তাঁহাকে পুনঃ স্থাপিত করিতে হইয়াছিল।

বসোরার মঠাধ্যক্ষ বহেরিয়া-নামক এক জন নেষ্টোরীয় মতাবলম্বী প্রথমতঃ যুবক মোহম্মদের অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিল। সে তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহার পিতৃব্য আবু তালিবের নিকট যাইয়া এইরূপে ভাবি ঘটনা বলিয়া দিল যে যদি যাতুক য়িহুদীদিগের ষড়যন্ত্র-সংঘাত লঙ্ঘিয়া মোহম্মদকে কৌশলক্রমে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে এ ভবিষ্যতে এক মহামান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিবেক, সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশতি-বর্ষ-বয়ঃক্রম-সময়ে মোহম্মদ খদীজা-নাম্নী ধনবতী বিধবা যুবতীর সহিত পরিচিত হইয়া কিছুকাল-বিলম্বে তাহার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ক্রমাগত পঞ্চদশ-বৎসরকাল মনোগত-সাধনে সযত্ন হইয়া বারংবার অদূরবর্ত্তি ভূধরের গুহাতে কখন বা সুরিয়া কদাচিৎ বা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে গমনাগমন করিতেন। এই সকল পরিভ্রমণ-সময়ে আপন-অবস্থানুসারে যত হইতে পারে তৎপরিমাণে সর্ব্ব-বিষয়ের সমাচার লইতে তিনি ত্রুটি করিতেন না; কথিত আছে তিনি এক দিন কতিপয় সুবিজ্ঞ য়িহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান-দিগের সহিত যৎপরোনাস্তি আনুগত্যভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত রব্বি আবদুল্লা ইবন্ সোলম, এবং তাহার শ্যালক পুত্র বরকের বিষয় বিশেষরূপে বিবরণ করা হইয়াছে। উহাদের অন্তিমবরক আদৌ স্বজাতীয় নানা দেবোপাসনায় রত থাকিয়া তত্ত্যাগ পূর্ব্বক য়িহুদীয়-ধর্ম্মাবলম্বন করেন, পরিশেষে তাহাতেও অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মে সমাসক্ত হইয়া তদ্ধর্ম্ম-পুস্তকের আদি ও অন্তভাগের সুচারুমর্ম্মজ্ঞ হয়েন।

চত্বারিংশদ্বর্ষ-বয়সে মোহম্মদ ভবিষ্যদ্বক্তৃভাবে আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি-কুটুম্বগের মধ্যে আপনার মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী খদিজা, বরক্, আবুবেকর, তৎপিতৃব্যপুত্র আলীবিন্ আবু তলিব এবং অন্যান্য তৎপরিবারস্থ লোক-সকল অবিলম্বে তদ্দত্তোপদেশকে ধর্ম্মোপদেশ এবং তাঁহাকে (আল্লার) ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাথমিক উদ্যমসকল সর্ব্বতোভাবে সফল হইল।

মোহম্মদ অতিযত্নিষ্ঠ স্বসম্পর্কীয় বন্ধুবান্ধবগণকে বিরলে এতাদৃশ ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানে ক্রমাগত বর্ষত্রয় ব্যস্ত থাকিয়া একদা নিজালয়ে হাসেমবংশীয় মান্য ব্যক্তিদিগকে নিম-

শ্রবণ করিয়া পাঠাইলেন; এবং একমাত্র অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বরের অকৃত্রিম উপসনার প্রচার-করণ-মানসে নানা-দেবোপাসনাসূচক পৌত্তলিক-ধর্ম্ম-পরিত্যাগের মন্ত্রণা সম্প্রদানপূর্ব্বক আপামরসাধারণ সকলকে ঘোষণাদ্বারা এই বিজ্ঞাপন করিলেন যে "জিব্রেল্ নামক একমাত্র পরমেশ্বরের দূত স্বর্গহইতে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে এই পারমেশ্বরিক প্রত্যাদেশ কহিয়া গিয়াছেন যে তুমি নিরতিশয় যত্নসহকারে স্বদেশীয়গণকে জগদীশ্বরের অমূল্য প্রসাদ বিতরণ করিবে; তাহাই তাহাদের কেবল পরম-কৈবল্যের নিদান হইবেক সন্দেহ নাই"। মোহম্মদের মুখহইতে এই কথা শ্রবণমাত্র তৎস্থানোপস্থিত জনতা তাঁহার মত-গ্রহণের কথা দূরে থাকুক এককালে সবিস্ময় ঘৃণারসে নিমগ্ন হইল। কেবল আলী-নামক উন্মত্ত-প্রায় অপোগণ্ড এক বালক মহম্মদের সমভিব্যাহারী হইবার জন্য তাঁহার পাদানত হইয়া পড়িল। তাহার পিতা আবুতালিব সহজে অতি ধীর ও মৃদুস্বভাব, করেন কি? অতি গম্ভীরতাভাবে মোহম্মদকে এই অদ্ভুত কল্পিত অভিপ্রায় হইতে ক্ষান্ত হইবার পরামর্শ দিলেন। মোহম্মদ কি সে কথায় কাণ্ দেন? তিনি উত্তর করিলেন, "দেখ, চন্দ্র ও সূর্য্যকে স্বপথহইতে সরাইতে চাহিলে কি কেহ কৃতকার্য্য হয় বোধ্ কর?" অপর আত্মীয়-স্বজনের বাধায় ভীত না হইয়া, বরং তাহার ইচ্ছাবৃত্তি আরো উত্তেজ হইয়া উঠিল। ইহাতে তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত মক্কার প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত এবং জন-সমাজে জগদীশ্বরের একত্ব-সংস্থাপনাসূচক বক্তৃতা করিতে ও তৎসমাপনান্তে তাহাদের কৃতপূর্ব্ব পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বনে যৎপরোনাস্তি অনুশয় করত তাহাদিগকে পরাৎপর পরমকারুণিক পরমেশ্বরের অকৃত্রিম উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন; এবং কোরানের কোন২ অংশ উদ্ধৃত করিয়া কাবার মন্দিরের দ্বারে খোদিত করিয়া রাখিলেন। কথিত আছে, তিনি মহাকবি লেবিদ্-নামক এক ব্যক্তিকে এইরূপে স্বমতে আনিয়া মহাসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহার বুদ্ধির মহোন্নতি ও ধর্ম্মকথা প্রচারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিল। প্রজারা এই নাস্তিজ্জদের উপদেশ শুনিতে লাগিল। এবং বক্তৃতাবলে মনে২ আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের অত্যল্প লোক পুরুষ-পরম্পরাগত চির-প্রচলিত ধর্ম্ম ক্রিয়াকলাপাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় আত্ম-ধর্ম্মাবলম্বনে মনস্থ করিয়াছিল। মোহম্মদের সন্নিধানে তাহারা ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল, "আপনি এই দৈব-প্রত্যাদেশ কোন২ অদ্ভুত ঘটনায় সুদৃঢ় করুন"। কিন্তু তিনি অতি বিজ্ঞতা-পূর্ব্বক তদ্ধর্ম্মের আন্তরিক গূঢ় সত্যতারই প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং স্পষ্টাভিধানে কহিলেন, "আশ্চর্য্য-ঘটনা ও শুভ-লক্ষণ প্রভৃতি কেবল শ্রদ্ধাবৃত্তির ন্যূনতা-সম্পাদন করত নাস্তিকতাকেই সতেজ করিয়া তোলে।

মোহম্মদ অনেকানেক অদ্ভুত কার্য্য করিতেন, তন্মধ্যে মক্কার মস্জিদ্ হইতে যামিনীযোগে যিরুশালম্ নগরে যাত্রা ও চন্দ্রকে অস্ত্রদ্বারা দ্বিখণ্ড করা তাঁহার ভক্ত শিষ্যেরা প্রৌঢ়োক্তিতে বর্ণনা করিয়া থাকে। এই বিষয়ে তাহাদের যে অলীক কথন সে অতিঅসম্ভব, সুতরাং এই স্থলে তাহার উল্লেখ করণের আবশ্যক নাই।

মোহম্মদ নিজপত্নী খদিজার লোকান্তর-গমনের পর অবুবেকরের একমাত্র দুহিতা আয়ে-

সা-নাম্নী যুবতীর প্রাণিগ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে শ্বশুর জামাতায় অতিশয় প্রীতি জন্মে। ঐ আবুবেকরের পরামর্শ-বলে আবুওবৈদা, হমজা, ওথমান, উমার প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ২ ভদ্র সন্তান মোহম্মদের মতেই মত নিযোজনা করিল। তথাপি বৎসরদশেককাল মধ্যে এই নব-ধর্ম্ম-প্রচারের কিছু উন্নতিই হয় নাই। ফলতঃ যদি কুরেশ্ জাতীয়েরা হাসেম্ বংশীয়মাত্রের প্রতিকূল না হইত তাহা হইলে ইহার এক কালে লোপাপত্তি হইবারই সম্ভাবনা ছিল। মোহম্মদের কএক জন অনুচর অতিশয় যাতনা ও তাড়নায় পীড্যমান হইয়া আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিয়াছিল বটে, তথাপি তাহাদের মনে ঐ বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত থাকিতে ক্ষান্ত হয় নাই। অবশেষে মক্কাস্থ সমস্ত লোক ঐকবাক্যে মোহম্মদের প্রাণ সংহারে কৃতনিশ্চয় হওয়াতে তিনি প্রচ্ছন্ন বেশে যাথরেব নগরে পলায়ন করেন। পরে ঐ নগর ভব্যবক্তার নগর মেদিনা-নামে খ্যাত হয়। খৃঃ ৬২২ সালের ১৬ই জুলাই ও বিক্রমাদিত্যের ৬৭৮ সংবতের শ্রাবণ মাসে এই ব্যাপার ঘটনা হয়। ঐ পলায়ন দিবস হইতেই মোহম্মদের হিজরা নামক অব্দ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মক্কাহইতে প্রত্যাবর্ত্তমান যাত্রিগণ মেদিনা-বাসিদের বুদ্ধি-ভূমিতে অদ্বৈত ধর্ম্ম বীজ বপন করাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা, মত-প্রচারকের শঙ্কাবলম্বনরূপ জলাভিষেকে অঙ্কুরিত করিতে মনন করিল। ইতিপূর্ব্বে বিশেষ ২ কার্য্যোপলক্ষে মোহম্মদকে তাহারা নিমন্ত্রণ করিত এবং কহিত, "তোমার কাহারো প্রতি বৈরনির্য্যাতনের আবশ্যকতা হইলে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না"। তাহারা এতাদৃশ পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে একদা ঐ নির্ব্বাসিত ভব্যবক্তার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যথাসম্মানে বিজ্ঞাপন করিল, "আমরা আপনার এই অভিনব-ধর্ম্মের প্রণালী বলপূর্ব্বক প্রচার-করণে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করিব, কোন মতেই ত্রুটি করিব না"।

এবংপ্রকার উৎসাহ প্রাপ্তিমাত্র মোহম্মদের নানাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তি আরো পৃথীয়সী হইল। তাহার মনে স্বীয় দেববাণীর গ্রাহ্যতাবিষয়ে অনেক আশ্বাস জন্মিল। ইহাতে তিনি ঐ উপস্থিত মেদিনাবাসিদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, "পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা এই সনাতন ধর্ম্মের অনুসারে যুক্তিযুক্ত; অতএব প্রতিজ্ঞা কর অদ্যাবধি আরবীয় ও অন্যান্য প্রতিবাসিনী জাতিরা যাবৎ অদ্বৈতধর্ম্মের অবলম্বন না করে, এবং আমাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া না মানে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহাদের শোণিতে স্ব২ করবাল আরক্ত করিতে ত্রুটি করিবে না"।

মোহম্মদ এই প্রকার অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে পর কুরেশ্ জাতির সহিত তাঁহার তিনবার যুদ্ধ হয়। উক্ত জাতিরা আবু সোফিয়ানের অধীন; তিনি মোহম্মদের ও হাসেম বংশের অত্যন্ত শত্রু। আবুতালিবের লোকান্তর গমনের পর মক্কার প্রধানতা তাঁহাতেই বর্ত্তিয়াছিল। সুরিয়া দেশে যে সকল ধনাঢ্য বণিকেরা গমন করিত তাহাদের রক্ষা এবং মোহম্মদের সাহসিক দলকে আক্রমণ করিবার অভিসন্ধিতে আবুসফিয়ান এক সহস্র সমরদক্ষ যোদ্ধা সঙ্গ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মোহম্মদ তৎকালে তিন শত যোদ্ধা লইয়া মেদিনা হইতে ক্রোশ-দশেক পথ অন্তরে বেদর নামক এক পর্ব্বতের গহ্বর মধ্যে শত্রুসমাগম্ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; পরে শত্রুগণকে সমুপাগত জানিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা কদৈক

যুদ্ধ করণান্তর সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইয়া স্ব ২ অর্থসম্পত্তি ফেলিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার নির্ণয় হইল না। এই পরাজয়ে অপমানিত হইয়া পর বৎসর হিজরি ৩ অব্দে আবুসোফিয়ান তিন সহস্র যোদ্ধার এক দল সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধার্থ মেদিনার অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় উভয় পক্ষে ওহদ্ পর্ব্বতের নিকট এক তুমুল সঙ্গ্রাম হয়. তাহাতে মোহম্মদ অত্যন্ত আহত হন। শত্রুপক্ষীয়েরা এ যাত্রায় জয়ী হইল, কিন্তু মোহম্মদ অবিলম্বেই বিছিন্ন সৈন্য দলবদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে পুনর্ব্বার উপস্থাপিত করিলেন। এই তৃতীয় সঙ্গ্রাম কেবল মহাবল পরাক্রান্ত আলীরই বাহুবলে পর্য্যবসিত হয়। এই সময়ে মেদিনা নগর ক্রমাগত দশ দিন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত থাকে। সমনন্তর উভয় পক্ষের ঐকমত্যে দশ বৎসরকাল যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত রাখাই নির্দ্ধারিত হইল। ইত্যবকাশের মধ্যে মোহম্মদ সকলের মত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিম্বা কৈনকাও, কোরৈধা, নধির, কৈবার্ প্রভৃতি প্রধান ২ যিহূদীয় জাতিদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন।

সঙ্গ্রামানুপযুক্ত যিহূদীদিগের হস্তহইতে দুর্গ ও নগরাদি অক্লেশেই অপহৃত ও লুণ্ঠিত হইল। দুর্ভাগ্যবান্ প্রজারা জেতার নবধর্ম্মাবলম্বনে অনিচ্ছুক হইবাতে অতি নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক দেশহইতে দূরীকৃত, ও বিবিধ যাতনায় ক্লিষ্ট, এবং হত হইতে লাগিল। এই রূপে দেশীয় জাতি সকলের দমন হইবাতে মোহম্মদের পরাক্রম ও প্রাবল্যের ইয়ত্তা রহিল না। কোরেশ জাতীয় প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীরা কিছুকালের জন্য সমর স্থগিত রাখিবেক কহিয়াছিল, কিন্তু পরে তৎপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গে তাহারা কৃতোদ্যম হইল; অতএব মোহম্মদ তৎক্ষণাৎ দশ সহস্র যোদ্ধা সঙ্গ্রহ পূর্ব্বক হিজরি ৮ অব্দে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিনা বাধায় নগর আক্রান্ত হইল। মোহম্মদীয় অদ্বৈতধর্ম্মের জয় পতাকা উত্তোলিত হইল, দেখিয়া প্রজারা যে ভব্যবক্তাকে ইতিপূর্ব্বে পৈতৃক বাসস্থানহইতে নির্ব্বাসন করিয়াছিল তাহাকেই ঐকবাক্যে মক্কার অধীশ্বর বলিয়া তাহার শরণাগত হইল। মোহম্মদও যাহাদের হইতে পূর্ব্বে এত অপমানিত হইয়াছিলেন তাহাদিগকে নিজ মতাবলম্বী দেখিয়া তৎক্ষণমাত্রেই মার্জ্জনা করিতে ত্রুটি করিলেন না; পরে কাবার চতুর্দ্দিকস্থ ৩৬০ খানি দেবপ্রতিমা ভগ্ন ও চূর্ণ করণপূর্ব্বক পৌত্তলিকধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও না দেখিতে পাওয়া যায় এমনি ভাবে সকল বস্তু নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; এবং ঐ সকল স্থান এক অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বরের ভজনালয়ে সুশোভিত করিয়া দিলেন। তদবধি ঐ স্থান মহাতীর্থ রূপে খ্যাত হইল। তথায় যাত্রিরা যে সমস্ত ধর্ম্ম চর্চ্চা ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে সে সকল তাঁহারি ভজনা ও উপাসনার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

মোহম্মদকর্ত্তৃক মক্কার পরাজয় ও তৈরফের দুর্দ্ধর্ষ দুর্গের নিপাত দেখিয়া আরবীয় সমস্ত পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী জাতীয়েরা অবিলম্বে আসিয়া তাহার অধীন হইল। সমীপস্থ দেশবর্ত্তী প্রধানেরাও তৎকালীন সমুপাগত হইয়া জয়শীল ভব্যবক্তৃ মোহম্মদের নিকটে বিবিধ জাতীয় উপহার প্রদান পূর্ব্বক অকপট বন্ধুত্ব সম্বলিত সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল। সম্ভ্রমলিপ্সামদে মত্ত হইয়া মোহম্মদ পারস্যরাজ খোশ্রু পরবেজ্ ও আবিসিনিয়া-দেশের রাজা হিরাক্লিটস্ ও বাইজানটিয়মের নিকটে গম্ভীররূপে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক এই বলিয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন যে, "তোমরা হয় অদ্বৈতধর্ম্মের অবলম্বন কর, নয় আমার

সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও”। এ দিকে তিন সহস্র মোশলেম যোদ্ধা সঙ্গৃহীত হইয়া পালাস্টিনের পরিসীমা আক্রমণ করিল; এবং এই যাত্রায় পশ্চিমাঞ্চলের নানা দেশীয় বিবিধ-জাতিসকল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিয়া মোহম্মদের বশ্যতা স্বীকার করিল। খ্রীষ্টিয়ানবর্গের উপরি দয়া প্রকাশ করিয়া মোহম্মদ তাহাদিগের হইতে যৎকিঞ্চিৎ কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ যাত্রাহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আর একবার জন্মের মত তীর্থচূড়ামণি মক্কাতে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনন্তর তথাহইতে মোহম্মদ মেদিনায় ফিরিয়া গেলেন, এবং তথায় দুই সপ্তাহকাল জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া তত্রত্য শিষ্যগণকে মহাভয়সাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। এই ব্যাপার ইং ৬৩২ অব্দের ৮ই জুনে ঘটনা হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর ছিল। মোহম্মদের মরণানন্তর তাঁহার উন্মত্তবৎ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারী ওমরের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল যে মোহম্মদের মরণ কদাচই হইতে পারে না। এতাদৃশ অসঙ্গত প্রত্যয় উচ্ছেদন বিষয়ে ধীরস্বভাব সুবিজ্ঞ আবুবকরের যৎপরোনাস্তি প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইতে হইয়াছিল। তিনি তত্রস্থিত ক্ষিপ্তবৎ জনতাসন্নিধানে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, “তোমরা যাহাকে উপাসনা করিয়া থাক তিনি কি মোহম্মদ কিম্বা মোহম্মদের ঈশ্বর? অবশ্যই বলিতে হইবেক তাঁহার ঈশ্বর: যিনি তাঁহার ঈশ্বর, তিনি কখন মরেন না; কিন্তু মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তি; তাঁহার মরণ ও জনন আমাদের ন্যায়ই হইবেক, ইহাতে সন্দেহ কি”?

মোহম্মদের বুদ্ধিবৃত্তি অদ্ভুত ও তীক্ষ্ণ ছিল, তিনি এমত কৌশল করিয়াছিলেন, যে তৎপ্রণীত ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম কি, তদ্বিষয়ে কেহ কোন তর্ক করিল না; তথাপি শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় আরব, সুরিয়া, আসিয়ামাইনর, পারস, মিসর, এবং আফরিকার কিয়দংশের মধ্যে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যাইতেছে ব্রহ্মপুত্রের তটাবধি আৎলান্তিক্ মহাসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে এক শত কুড়ি লক্ষ মনুষ্যেরও অধিক ব্যক্তি তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছে।

মোহম্মদ প্রণীতধর্ম্মের নাম অদ্বৈতধর্ম্ম বা মোস্লিম ধর্ম্ম। কোরাণ নামক গ্রন্থে ঐ ধর্ম্ম সুব্যক্ত আছে। মোহম্মদ স্বয়ং ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং কহিতেন যে ঈশ্বরের দূত আসিয়া তাঁহাকে এক২ দিন এক২ অধ্যায়ের উপদেশ দিয়াছিল। এই ধর্ম্মের দুই অঙ্গ, “ইমান্” ও “দীন”। মতপ্রকাশকের প্রতি যে বিশ্বাস তাহার নাম ইমান; ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নাম দীন। এই ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে পরমেশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, পরমকারুণিক। কেবল তাঁহারি উপসনাদিই শ্রেয়ঃসাধন ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহার মহিমা প্রতিনিয়ত দেবদূতে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর বিশ্বসংসারই তাঁহার সৃষ্টত্ব ও নিয়ন্তৃত্বের একমাত্র নিদর্শন স্থল। তিনিই জগতের কর্ত্তা, তিনিই জগতের পাতা, তিনিই জগতের শাস্তা, তিনিই জগতের ভাগ্যাভাগ্যের নিয়ন্তা, তাঁহারি ঐশ্বরিক শক্তি ও আদেশে মানবাদি জাতি সকল জনন মরণাদি প্রাপ্ত হইতেছে। এই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের বীজমন্ত্র “লা ইলাহা ইল্লিলল্লা মোহম্মদ রসূল আল্লা” অর্থাৎ ঈশ্বর এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এবং মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। এই বাক্যে বিশ্বাস না করিলে কেহই মুসলমান হইতে পারে না।

রা. মা. বি.

হিম-বিবরণ।

বায়ুর উষ্ণতা-বিষয়ক-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে পৃথিবীর উত্তরস্থ সপ্তম-অক্ষাংশ স্থান সর্ব্বাপেক্ষায় উষ্ণ; তাহাহইতে উত্তর-দক্ষিণে ক্রমশঃ উষ্ণতার হ্রাস হইয়া কেন্দ্র-নিকটস্থ স্থান অত্যন্ত শীতল হয়। তাপমান-যন্ত্রদ্বারা ঐ উষ্ণতা-নিরূপণের উপায়ও তথায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত যন্ত্রের ৩২ তাপাংশ-পরিমিত উষ্ণতায় জল জমিয়া বরফ হয়; এই প্রযুক্ত যে সকল-স্থানে গ্রীষ্ম-পরিমাণ ৩২ তাপাংশ বা তন্ন্যন, তথায় জল বরফরূপে পরিণত থাকে। হিম-কেন্দ্রের সন্নিকটের উষ্ণতা ৩২ তাপাংশহইতে অনেক ন্যূন: তত্রত্য কোন২ স্থানে গ্রীষ্মকালেও ঐ সংখ্যা অতিক্রম করে না; তত্তাবৎ স্থানে তরল জল দৃষ্টিগোচর হওয়া কঠিন; সমস্ত জল বার মাস বরফরূপ ধারণ করিয়া আছে। তথায় শিশির ও বৃষ্টির পরিবর্ত্তে নীহার পড়িয়া থাকে। অপর যে সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে যথানিয়মে গ্রীষ্ম হইয়া শীতকালে বায়ু ৩২ তাপাংশ অপেক্ষায় শীতল হয়, তথায় জল শীতকালে বরফ রূপ ধারণ করত গ্রীষ্মে দ্রবীভূত হইয়া যায়। সমমণ্ডলের অনেক স্থানে ও হিমমণ্ডলের সর্ব্বত্রে এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সমমণ্ডলের কোন২ স্থানে শীতকালের দুই চারি দিন মাত্র ৩২ তাপাংশ পর্য্যন্ত উষ্ণতা হইয়া থাকে, তথায় বর্ষে ঐ অল্পকাল মাত্র জল জমিয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে শীতের লাঘব, তথা জল জমিবার অসম্ভাবনা। কলিকাতায় অত্যন্ত শীতের সময়েও বায়ুর উষ্ণতা ৫০ তাপাংশের ন্যূন হয় না, সুতরাং এখানে কদাপি তুষার নিপতিত হয় না, এবং জল জমিয়া বরফ রূপ ধারণ করে না *।

পৃথিবীর উত্তরস্থ সপ্তম অক্ষাংশের উভয় পার্শ্বে ক্রমশঃ যে প্রকার শীতের বৃদ্ধি হয়, সমভূমিহইতে ঊর্দ্ধ্বদেশেও সেই প্রকার শৈত্যাধিক্য বোধ হয়; ফলতঃ প্রাকৃত-ধর্ম্মবিষয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ-পর্ব্বতের মূলভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলবৎ, তদূর্দ্ধ্বে কিয়দংশ সমমণ্ডলবৎ, ও তদূর্দ্ধ্বে হিমমণ্ডলবৎ। শস্যাদ্যুৎপত্তি, নীহার-পতন, কাষ্ঠিক-[illegible], প্রভৃতি বিষয়ে পৃথিবীর মণ্ডল-ভেদে যে প্রকার ভেদ হয়, পর্ব্বতের উচ্চতানুসারেও সেই প্রকার ভেদ ঘটিয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ-পর্ব্বতের মূলভাগে বরফ জমে না, তদূর্দ্ধ্বে শীতকালে তুষার পড়ে, গ্রীষ্মে তুষার বা বরফ থাকে না; তদূর্দ্ধ্বে পর্ব্বতাগ্রভাগে চিরকাল তুষার ও বরফ বর্ত্তমান থাকে। সমমণ্ডলস্থ-পর্ব্বতের মূলভাগ সমমণ্ডলবৎ, তদূর্দ্ধ্বে তুষার, হিমমণ্ডলস্থ-পর্ব্বতের সর্ব্বত্রেই হিমবিশিষ্ট। কুমেরুবর্ষে ইরিবস্-নামক দশ-সহস্র-হস্ত-উচ্চ এক আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, তাহা মধ্যে২ দ্রবীভূত প্রস্তর ভয়ানক-বেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, ও দিবারাত্রি ধূম উদ্গীরণ করিতেছে; অথচ তাহার সর্ব্বাঙ্গ অতিস্থূল হিমশিলায় মণ্ডিত, কুত্রাপি এক মুষ্টি মাত্র মৃত্তিকাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

পূর্ব্ব বর্ণনানুসারে বোধ হইতে পারে যে গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ পর্ব্বত মাত্রেতেই তিন মণ্ডলের প্রাকৃত ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। যে সকল পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ তাহাতেই ঐ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, নিম্ন পর্ব্বতে তাহা অনুভূত হয় না। ফলতঃ নিরক্ষবৃত্তের নিকটহইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত যেমন ক্রমশঃ উষ্ণতার হ্রাস হয় পর্ব্বতের উচ্চতানুসারে সেই মত ক্রমশঃ উত্তাপেরও লাঘব হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতের ৪—৫ সহস্র হস্তোর্দ্ধ্ব পর্য্যন্ত তুষার দৃষ্ট হয় না, এবং তথাকার শীতও সমভূমির শীতের তুল্য; তদূর্দ্ধ্বে ক্রমশঃ শীতের ও তুষারের বৃদ্ধি হইয়া দশ সহস্র হস্ত উচ্চ স্থানে বর্ষের ৮। ৯ মাস শীত ও নীহার থাকে, তদূর্দ্ধ্বে আরও শীতের বৃদ্ধি হইয়া দ্বাদশ-সহস্র-হস্ত উচ্চ স্থানে শীত বা নীহারের বিশ্রাম হয় না, তথাহইতে অবধি হিমালয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র চিরকাল নীহারাবৃত থাকে, গিরিরাজ ঐ শুভ্র টোপর কদাপি চ্যুত হন না। অপর মনুষ্যমস্তকে টোপর ধারণ করিলে যে প্রকারে মস্তক ও টোপরের মিলন স্থানে টোপরের সীমা জ্ঞাপক রেখা অনুভূত হয়, তেমনি ঐ গিরিশিখরে ও চিরনীহারের সীমানিরূপক রেখা নির্দিষ্ট আছে; গ্রীষ্মকালে সেই রেখার নিম্ন স্থানস্থ সকল নীহার গলিয়া যায়, কিন্তু সেই রেখার ঊর্দ্ধ্বস্থ নীহার বিকৃত হয় না।

ঐ রেখাকে "চিরনীহারের সীমা" শব্দে কহি। পৃথিবীর মণ্ডলভেদে ও পর্ব্বতভেদে ঐ সীমার স্থানভেদ হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে ঐ সীমা দ্বাদশ

* হুগলী-প্রদেশে অগভীর-মৃৎপাত্রে জল রাখিয়া শীতকালে বরফ প্রস্তুত করার রীতি ছিল; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের উক্তির কোন বিরোধ হইবে না; কারণ ঐ বরফ প্রস্তুত করণের প্রথা স্বতন্ত্র, বায়ুর শীতলতা তাহার প্রধান কারণ নহে।

সহস্র হস্ত উচ্চে ও উত্তর ভাগে চতুর্দ্দশ সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আল্পস পর্ব্বতে তাহা নব সহস্র হস্ত উচ্চে ও উরাল পর্ব্বতে [illegible] সহস্র হস্ত উচ্চে স্থিত। পূর্ব্বোক্ত ইরিনস্ পর্ব্বতের মস্তকেই ঐ চিরনীহার সীমা স্থিত আছে।

প্রস্তাবিত চিরনীহারসীমার নিম্নে চিরনীহারের বাহুস্বরূপ কোন২ স্থানে বৃহদাকার নীহারের রাশি লম্বমান হইয়া থাকে; তাহা চিরনীহারবৎ বার মাস দৃঢ় থাকে, কদাপি দ্রব হয় না। ঐ লম্বমান নীহারবাহুর ইংরাজি নাম "গ্লাসিয়র্"। বঙ্গভাষায় তাহাকে "চিরনীহারবাহু" শব্দে বিধান করিব। পর্ব্বতের ক্ষুদ্র উপত্যকা মধ্যে বা দুই গণ্ডশৈলের মধ্যস্থ নিম্ন স্থানেই প্রস্তাবিত চিরনীহারবাহু বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ নিম্ন স্থানের আকারানুসারে চিরনীহারবাহুর আকৃতির ভেদ হয়। কোন চিরনীহারবাহু অল্পাকার, কেহ দীর্ঘ নদীবৎ, কেহ বা তড়াগবৎ। এই সর্ব্বপ্রকার চিরনীহারবাহুর উপরিভাগ বর্ত্তুল, এবং ক্রমাগত তাহা অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। গ্রীষ্মকালে ঐ গতিদ্বারা প্রত্যহ চিরনীহারবাহু ১।৩ হস্ত অগ্রসর হয়। শীতকালে ঐ গতির কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, কিন্তু কদাপি গমনে নিরস্ত হয় না। পরন্তু কোন২ চিরনীহারবাহু ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া লুপ্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ যে সকল চিরনীহারবাহু অধিক ঢালু স্থানে স্থিত তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। পর্ব্বত পার্শ্ব অত্যন্ত ঢালু হইলে তাহাতে চিরনীহারবাহু তিষ্ঠিতে পারে না। এই প্রযুক্ত দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিস্ পর্ব্বতে আশিয়ার ককেসস্ পর্ব্বতে, আলতাই পর্ব্বতে ও উরাল পর্ব্বতে চিরনীহারবাহু নাই। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বেও কোন চিরনীহারবাহু দৃষ্ট হয় না। পরন্তু তাহার পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বে অনেক চিরনীহারবাহু বর্ত্তমান আছে; কাশ্মীর প্রদেশে আরিবেল গ্রামের নিকটে বীণ সাহেব এক বৃহৎ চিরনীহারবাহু দেখিয়াছিলেন; তাহা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ প্রশস্ত এবং শত পদ উচ্চ।

উপরে উক্ত হইল যে অত্যন্ত ঢালু স্থানে চিরনীহারবাহু থাকে না; তৎকারণ শীতকালে তৎস্থানে যে সকল নীহার সঞ্চিত হয়, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে তাহার মূল ভাগ দ্রব হইয়া ঐ নীহারপিণ্ড স্বস্থান হইতে উপত্যকা মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই প্রযুক্ত পার্ব্বত্য পথ বা সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দিয়া ভ্রমণ করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; তৎস্থানে বায়ুর যাতায়াত প্রায়ঃ থাকে না, সকলই স্তব্ধভাবে আছে; ঐ পথ দিয়া গমনসময়ে শব্দ বা গোলযোগ করা নিষিদ্ধ, কারণ তদ্দ্বারা পতনোন্মুখ হিমশিলা-সকল শিখরাগ্রহইতে ছিন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ শব্দকারিদিগের মস্তকোপরি নিপতিত হয়। সামান্য লোকে এই ঘটনাকে দানবকীর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। কিংবদন্তী আছে কাঙ্গরা দেশীয় এক জন রাজপুত্র মহীপাল পঞ্চ সহস্র স্বজাতীয় অকুতোভয় বলদল সমভিব্যাহারে কাশ্মীর দেশের পার্শ্বে পাঠানদিগের দমনার্থে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পথি মধ্যে হিন্দুকুশ-পর্ব্বতের এক গিরি-সঙ্কটের দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহাকে লোকে কহিল যে ঐ গিরি-সঙ্কট এক জন দানবের অধীন; তাহার সম্মান রক্ষা করত নিস্তব্ধভাবে ঐ পার্ব্বত্যপথ-দিয়া গমন করাই ভদ্র, নচেৎ ঐ দানব পর্ব্বতাকার বৃহৎ হিমশিলা-প্রক্ষেপণ-পূর্ব্বক সকলকে বিনষ্ট করিবেক। তিনি কহিলেন, "আমি রাজপুত্র, স্বয়ং দেবতা, আমি কোন্ দানবের ভয় করিব? রাজপুত্র শরীরে ভয় পদার্থ কদাপি বর্ত্তে না, এবং আমিও জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিবার পাত্র নহি।" অপর ঐ অভিপ্রায়ানুসারে তোপ ও ডঙ্কাধ্বনি করিতে২ তিনি পার্ব্বত্যপথ প্রবেশ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে হিমশিলার পতনে সসৈন্য তন্মধ্যে প্রোথিত রহিলেন, এক ব্যক্তিও প্রত্যাগমন করত তদ্বার্ত্তা কহিতে জীবিতবান রহিল না। এই ঘটনাহইতে প্রস্তাবিত পর্ব্বতের নাম হিন্দুকুশ অর্থাৎ হিন্দুহন্তা হইয়াছে। তিব্বত-দেশীয় পার্ব্বত্য পথে এই প্রকার ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে; এবং তত্রত্য লোকেরা তদ্দ্বারা দানবের অস্তিত্ব প্রমাণ করে; বস্তুতঃ পতনোন্মুখ হিমশিলা সকল শব্দের বেগে কম্পিত হইয়াই পড়িয়া থাকে।

কোন২ স্থানে এই পতনশীল হিমশিলার এক২ খণ্ড দুই তিন সহস্র হস্ত বৃহৎ হইয়া থাকে, এবং তাহার পতন সময়ে পথি মধ্যে পর্ব্বত শিখরাদি যাহা কিছু উপস্থিত থাকে, তৎসমুদায় ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং তৎসময়ে ভয়ঙ্কর বজ্রবৎ শব্দ হইয়া থাকে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, ভাদ্র। ৩০ খণ্ড।

সাণ্ডবিচ দ্বীপবাসীদিগের সহিত কাপ্তান কুকের সাক্ষাৎ।

সাণ্ডবিচ্ দ্বীপ।
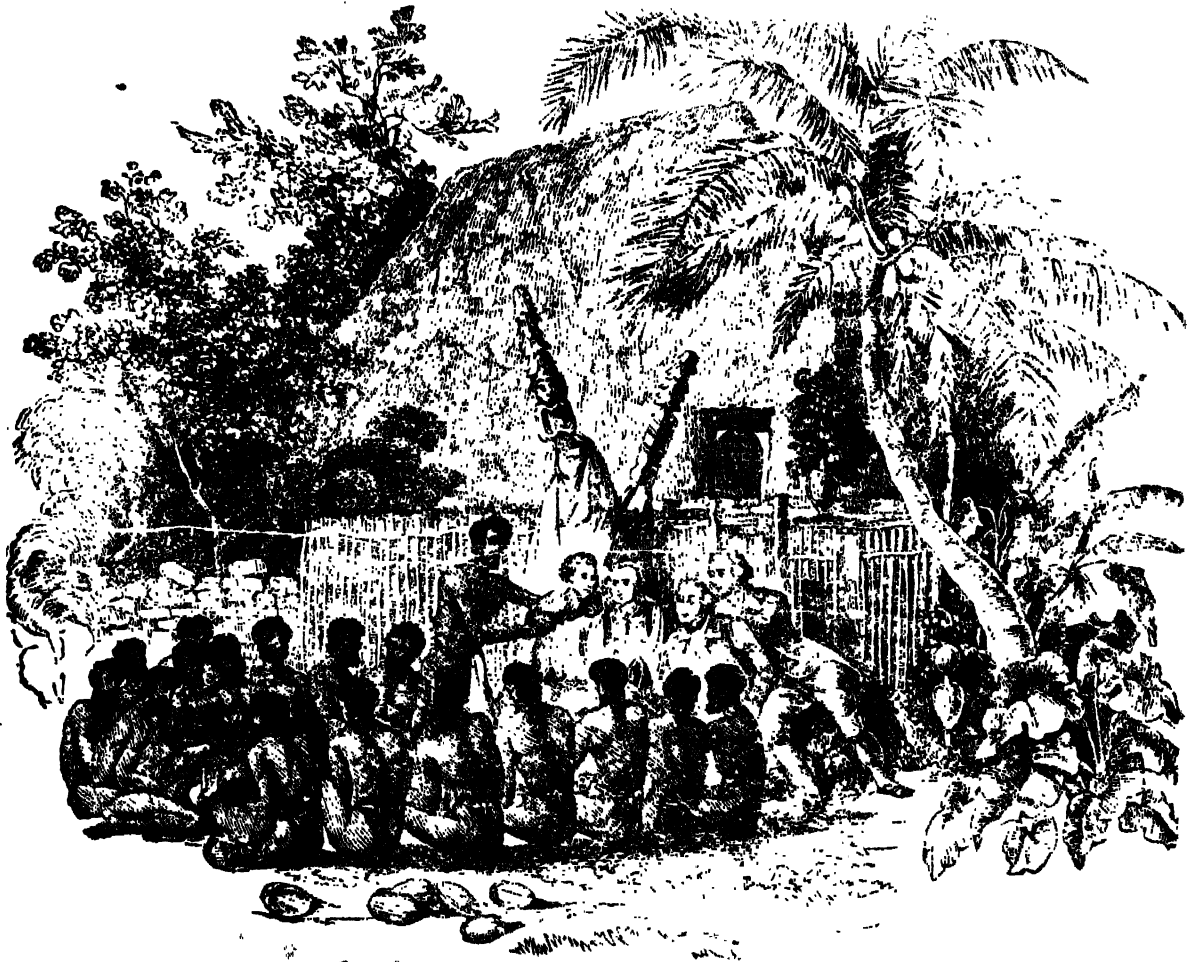
আসিয়াখণ্ডের পূর্বস্থ সমুদ্র "স্থির-সমুদ্র" নামে বিখ্যাত, কারণ অন্য সমুদ্রে জোয়ারের সময়ে যে রূপ জল উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, উক্ত সমুদ্রে তাদৃশ জলের উত্থিতি হয় না, তথায় জল প্রায়ঃ সর্বদা সমভাবে থাকে। ঐ স্থির জলে প্রবাল-কীটেরা অনায়াসে নির্বিঘ্নে আপন ২ আবাস নির্মাণ করে, এবং ঐ আবাস-সকল ক্রমশঃ জলোর্দ্ধভাগে নিঃসৃত হইয়া দ্বীপ-রূপে পরিণত হয়। এই প্রকারে স্থির-সমুদ্রে

বহুসঙ্খ্যক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। ভূগোলের মানচিত্রে দৃষ্টি করিলে অনায়াসে ব্যক্ত হইবে, যে স্থির-সমুদ্রে যত দ্বীপ আছে, পৃথিবীর আর কুত্রাপি তত নাই। ঐ সকল দ্বীপের অধিকাংশই অতিক্ষুদ্র; তাহাদের ৫।৭ টা বা ততোধিক দ্বীপ একত্রে মণ্ডলীভূত আছে, তন্মধ্যে যে টা প্রধান তাহারই নামে অপর দ্বীপ গুলিন বিখ্যাত হয়। ভূগোলগ্রন্থে ঐ সকল মণ্ডলীভূত দ্বীপ "দ্বীপসমষ্টি," "দ্বীপব্যূহ," "দ্বীপমণ্ডল" বা "দ্বীপসঙ্ঘ" নামে নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঐ সকল দ্বীপের অনেকই নির্জ্জন, এবং তন্মধ্যে অতিক্ষুদ্রগুলিন তরুলতাদিতেও বিহীন। ইহাদের মধ্যে যে সকল দ্বীপে মনুষ্যাবাস আছে, তাহা পরস্পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এবং তাহাতে ফলপুষ্পাদিরও অভাব নাই। পরন্তু তত্রত্য মনুষ্যেরা অত্যন্ত অধম, এবং যৎপরোনাস্তি অসভ্য। লৌহাদি ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র বা কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে কেহই সক্ষম নহে; অনেকে বল্কল ধারণ করিয়া পর্ণকুটীরে দিনযাপন করে; কেহ বা দিগম্বরাবলম্বন-পূর্ব্বক বৃক্ষকোটরাদিতে কালক্ষেপ করিয়া থাকে; কৃষিকর্ম্মে কেহই তৎপর নহে; সকলেই বন্য ফল মূল ও মৃগয়া দ্বারা জীবনোপায় উপার্জ্জন করে।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মনুষ্যেরা ঐ সকল দ্বীপের কোন বিবরণ জ্ঞাত ছিলেন না। অশীতি বর্ষ হইল কুক্-নামা এক জন অতিপ্রসিদ্ধ কাপ্তান (পোতাধিপ) পৃথিবীপ্রদক্ষিণ করত স্থির-সমুদ্রের অনেক দ্বীপাদির বিবরণ জনসমাজে প্রচারিত করেন। ঐ প্রসিদ্ধ নাবিক দুই বার স্থির-সমুদ্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয়বার তত্রত্য দ্বীপস্থ এক অসভ্য জাতীয় কর্ত্তৃক বিহত হন। উল্লিখিত দ্বীপের নাম "হাওয়াই" বা "ওহিহি"। স্থিরসমুদ্রের মধ্যভাগে নিরক্ষবৃত্তের সন্নিকটে ১৫৭ পশ্চিম-মধ্যাহ্ন-রেখায় ঐ দ্বীপ বর্ত্তমান আছে; তাহার চতুর্দ্দিগে অপর দশ বার টি দ্বীপ আছে; তাহাদের সমষ্টির নাম "সাণ্ডবিচ্ দ্বীপ"। ঐ দ্বীপসমষ্টিতে প্রজার অভাব নাই। ১৮৮৯ সংবৎসরে পাদরি এলিস্ সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে তথায় ১,৩০,০০০ ব্যক্তি প্রজা আছে। যে সময়ে কাপ্তান্ কুক্ ঐ দ্বীপে গমন করেন, তৎকালে তথাকার মনুষ্যেরা তৎপ্রতিবাসি অন্য দ্বীপবাসী অপেক্ষায় সভ্য ছিল; তাহারা ভূমিকর্ষণ, বল্কলের বস্ত্র নির্ম্মাণ, মাদুরবুনন প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর ছিল, এবং দেবোপাসনায়ও উৎসুক ছিল; পরন্তু নরবলি প্রদানে বিমুখ ছিল না, এবং শত্রু-পক্ষীয়-নরমাংস বিশেষ পর্ব্বদিবসে ভক্ষণ করিত।

তৎকালে কুক্কুর শূকর ও ইন্দুর ভিন্ন অন্য কোন পশু তথায় ছিল না, এবং তাহারা সকলেরই খাদ্য মধ্যে গণ্য ছিল। লালআলু, নারিকেল, নানা প্রকার কদলী এবং ইক্ষুও প্রচুর ছিল। তারো এবং রোটিকাফল নামক অপর দুই প্রকার ফল প্রস্তাবিত দ্বীপে অনেক, এবং তদবলম্বনেই তত্রত্য লোকেরা জীবন ধারণ করিত।

কুক সাহেবের বধ অবধি ১৮৫০ সংবৎসরপর্য্যন্ত উক্ত দ্বীপে কেহ গমন করে নাই। শেষোক্ত বর্ষে বাঙ্কুবর্ সাহেব তথায় গমন করেন; এবং তদবধি বাণিজ্যানুরোধে অনেকে তথায় যাতায়াত করিতেছে; বিশেষতঃ আমরিকাহইতে চীনদেশে আগমন করিতে ঐ দ্বীপের পার্শ্বদিয়া গমন করিলে বিশেষ সুবীধা হয়; এই প্রযুক্ত মার্কিন-দেশীয় অনেক বণিক্ ঐ পথ দিয়া গমনাগমন করে; এবং আপনাদি-

গের সভ্যতা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহাদিগের পূর্ব্ব-অসভ্য-আচরণের অনেক পরিবর্ত্ত করাইতেছে। অপর বিদেশীয় বণিগ্‌দিগের সংস্রবে দ্বীপবাসিদিগের যে প্রকার সভ্যতার উন্নতি হইতেছে, পাদরিদিগের পরিশ্রমে ধর্ম্মবিষয়েও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিয়াছে। তথায় বাঙ্কুবর সাহেবের গমনের পর বিংশতি বৎসর মধ্যে রিওরিও নামা এক জন তত্রত্য রাজা খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক এক মহাসভায় আপন পূর্ব্বধর্ম্মের নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করত আপন স্ত্রীদিগকে তাহা ভক্ষণ করান। প্রজারা ঐ ধর্ম্মত্যাগী রাজার শাসনার্থে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রযুক্ত কোনমতে তাহার অনিষ্ট করিতে পারে নাই। ঐ রাজা সস্ত্রীক হইয়া বিলাতে গমন করিয়াছিলেন; তথায় উভয়েই হাম রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। উক্ত রাজার পিতা তামেহামেহা স্বদেশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে সাণ্ডবিচ-দ্বীপ-সমূহের প্রত্যেক দ্বীপে এক২ পৃথক্২ রাজা ছিল; তিনি তৎসমুদায়কে পরাভূত করিয়া আপন অধীনে আনয়ন করেন।

প্রস্তাবিত দ্বীপে অধুনা চন্দন-কাষ্ঠাদি দ্রব্য-বহুলের বাণিজ্য আছে; এবং বিদেশীয় অনেক জাহাজ তথায় যাতায়াত করিয়া থাকে। ইংরাজ, ফরাসিস্, এবং মার্কিন দেশীয় রাজারা তথাকার রাজার স্বাধীনতা স্বীকার করেন, এবং তাঁহার রাজসভায় আপন২ দূত সংস্থাপিত রাখিয়াছেন। সম্প্রতি হাওয়াই-দ্বীপে হোনোলুলু নামক এক দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার বপ্রোপরি ষষ্টি তোপ আছে, এবং রাজার অধীনে ১২—১৪ খানা জাহাজ আছে। প্রধান-নগরে মুদ্রাযন্ত্র সংবাদ-পত্র এবং বিদ্যালয় অনেক বর্ত্তমান আছে। বিদ্যালয়ের সঙ্খ্যা দুই শত; তাহাতে অন্যূন-চতুর্দ্দশ-সহস্র বালক বিদ্যাভ্যাস করে। বাণিজ্যদ্বারা তত্রত্য প্রজারা সমুচিত অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, এবং ধর্ম্মার্থে অনায়াসে প্রতিবর্ষে ২০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে।

মোহম্মদের মতবিবরণ।

মোহম্মদের মত এই যে মনুষ্যের আত্মা নিত্য। মরণানন্তর মনুষ্যমাত্রেই আপন২ কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফলের ভাগী হইবেক। পাপিরা, নাস্তিকেরাও পৌত্তলিকেরা অন্তে অন্ধতমসাবৃত ও প্রজ্বলিত-হুতাশনপূর্ণ নরককুণ্ডে নিপাতিত হইবেক। ধর্ম্মশালীরা অনন্ত-স্বর্গসুখভোগ, ও পাপাত্মারা অবিচ্ছিন্ন-নরকযাতনা সহন করিবেক। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ ইতিকর্ত্তব্যতা কলাপের মধ্যে প্রতিদিন ৫ বার করিয়া মক্কার মসজিদে উপাসনা করাই প্রধান ও মুখ্য কর্ম্ম। উপাসনায় পরমেশ্বরোপস্থানের অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম, উপবাসে তাহার প্রাসাদের দ্বার প্রাপ্তি, সহসৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া ও বদান্যতা প্রকাশ করাই তাঁহার সামীপ্য লাভরূপে কোরাণে বর্ণিত আছে; এবং দেহশুদ্ধি ও ভুয়োভুয়ঃ আরাধনা দৃঢ়রূপে আজ্ঞাপ্ত হইয়াছে। প্রতি শুক্রবারে মসজিদে যাইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে কার্য্য করা বিধিবোধিত হইয়াছে। অদ্বৈত-ধর্ম্মের জন্মভূমিরূপ মক্কানগরে অন্ততঃ জীবনের মধ্যে একবারও যাওয়া উচিত। লোকেরা ন্যূন সঙ্খ্যায় চারি বিবাহ করিতে পারিবেক। কোরাণে জ্ঞানকৃত বধ, লাম্পট্য, পরাপবাদ, মিথ্যা-সাক্ষ্যদান, অসত্য-প্রমাণ, করাই নিরতিশয় পাপমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কুসীদ গ্রহণ, দ্যূত-

ক্রীড়া, মদ্যপান, ও শূকর-মাংস-ভোজনও অতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম। মোহম্মদ নিজে সপ্তদশ নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই বিধবা, কেবল একমাত্র আবুবেকরের কন্যা আয়েশাই পুনভূ ছিল না।

মোহম্মদীয়েরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর শেষ দিবসে পরমেশ্বর এক মহাসভা করিয়া সমস্ত মনুষ্যকে সমাধিহইতে পুনরুত্থাপন এবং সকলের দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক যথাবিহিত পুরস্কার ও দণ্ড প্রদান করিবেন। ঐ দিবসের নাম "চরমবিচারের দিন"। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে শব সমাহিত হইলে, সে পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, ও মোহম্মদকে তৎপ্রেরিত দূত, বলিয়া মানিত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বর্গীয় আত্মা তাহার সন্নিধানে দুই দেবদূত প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাহারা গিয়া জিজ্ঞাসিলে যদি সে স্বীকার করে, তবে স্বর্গীয় সুখ স্বচ্ছন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ অন্তিমবিচারদিবস অবধি আপনার চরম বিচার পর্য্যন্ত তাহাকে মহানরকযাতনা সহ্য করিতে হয়। মুসলমানেরা কহে, মরণকালে মরণদূত যম আসিয়া মুমূর্ষুর দেহহইতে আত্মা পৃথক্ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের আত্মা সদেহে স্বর্গে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আত্মসমূহ ব্যক্তিদিগের কর্ম্মানুসারে যাতনার তারতম্যে সংরক্ষিত হয়।

কোন দিবস সমাধিহইতে জীবাত্মার উত্থান হইবে তাহার প্রচার নাই। মোহম্মদ শিষ্যদিগকে জানাইয়াছেন যে আমি পুনরুত্থান-বিষয়ে দেবদূত জিবরেলের সন্নিধানে প্রশ্ন করিলে পর তিনি এ বিষয় "জানি না" বলিয়া উত্তর দিয়াছেন। মুসলমানেরা বলে ঐ চরমবিচারের প্রাক্কালে পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয়, ধূমাচ্ছন্ন পৃথিবী, মনুষ্যবাক্য ভাষি পশু-পক্ষী প্রভৃতি অনেক২ অদ্ভুত ভয়ানক চিহ্ন দৃষ্ট হইবেক; কিন্তু মোহম্মদের নিজের কথা এই, "পুনরুত্থান দিবসে এই দৃশ্যমান সমস্ত পৃথিবী পরমেশ্বরের এক মুষ্টিমৃত্তিকা ও স্বর্গ বর্ত্তুলাকারে তাঁহার দক্ষিণকরস্থিত হইবেক। তদানীং দেবদুন্দুভিধ্বনি হইবেক, ভূর্লোক ও স্বর্লোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি এককালে ধ্বংস হইয়া যাইবেক। অনন্তর দুন্দুভি পুনর্ধ্মাত হইলে সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিবেক। কোরাণে বলে "পরমেশ্বর আপনিই তাহাদের বিচার করিবেন; এবং যে শরীরের যে আত্মা সে তদনুরূপ পুরস্কার তাঁহাহইতে প্রাপ্ত হইবেক। নাস্তিকেরা একেবারে নরকগামী হইবেক। আস্তিকেরা স্বর্গ সুখভোগ করিবেক"।

কোরাণে অনেক প্রকার নরক বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্য ভয় প্রদর্শনার্থ মোহম্মদও পাপভেদে নরকভেদ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সকলের মধ্যে ন্যূনশাস্তি পাদুকাবিহীনপাদ অগ্নিতে সংস্থাপন করা বিহিত। দগ্ধ-তৈলপূর্ণ-কটাহে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভর্জ্জিত হওয়া নাস্তিকদের দণ্ড। অগ্রে নাস্তিক থাকিয়া পশ্চাৎ মোহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বন করিলে পর তাহাকে অগ্রে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নরক-যাতনা ভোগ করিতে হয়, অনন্তর তাহাহইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে অধিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে। উক্ত স্বর্গ ও নরক নামক সুখদুঃখালয়ের মধ্যস্থানে আরাফ" নামক এক লোক বিশেষ আছে। যাহাদের পাপ পুণ্য সমানাংশ তাহারা ঐ লোকে গিয়া অবস্থিতি করিবেক। নরকের উপরি ভাগ দিয়া 'পুলসেরাত' নামক এক সেতু আছে, তাহা কেশবৎ সূক্ষ্ম, ও ক্ষুরধারাপেক্ষাও অধিক

তীক্ষ্ণ। সকল মনুষ্যকে তাহা দিয়া গমন করিতে হইবে। যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সৎ তাঁহারা অবলীলাক্রমে চকিতের ন্যায় পার হইয়া যান; এবং যাহারা পাপিষ্ঠ ও অসৎ তাহারা যাইবার উদ্যম করিবামাত্র ঐ সেতুর নিম্নস্থ অতলস্পর্শ মহাঘোর নরকে পতিত হয়।

মোহম্মদ স্বর্গ সপ্ততল বলিয়া ব্যবস্থাপিত করেন। তাহার উপরিস্থ সপ্তম তল নিরতিশয় সুখধাম; তাহা মোহম্মদের আবাস স্থান। ইহার দ্বারে মোহম্মদবাপী-নামক এক জলের উৎস আছে। মোহম্মদীয়েরা বলে 'যে ঐ বাপীর এক চমস জল পান করিলে জন্মের মত এককালে পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া যায়'। স্বর্গীয় ভূমি কেবল কস্তুরী কুঙ্কুমময়। মুক্তা ও যাকুৎ মণি তথাকার প্রস্তরস্থানীয়। প্রাসাদের ভিত্তি সুবর্ণ তত্রত্য ও রজত বিনির্ম্মিত। বৃক্ষসকলের স্কন্ধদেশ স্বর্ণময়। তন্মধ্যে প্রধান বৃক্ষের নাম "তুবা" অর্থাৎ সুখতরু। বোধ হয় অস্মদাদির শাস্ত্রোক্ত কল্পতরু এই সুখতরুর আদর্শ স্বরূপ, তদ্বর্ণনা শ্রবণানন্তরই তাহার কল্পনা হইয়া থাকিবেক। ঐ তরু মোহম্মদের প্রাসাদ স্থিত। দাড়িম্ব খর্জুর, আঙ্গুর প্রভৃতি উত্তমোত্তম ফলভরে ঐ বৃক্ষের শাখা-সকল অবনত হইয়া মোহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাসস্থল শোভিত করিয়া বিস্তৃত আছে। ঐ বৃক্ষের মূলাবধি অনন্তক্রোশ পর্য্যন্ত দুগ্ধ, মদ্য, মধুপ্রভৃতি সুপেয় দ্রব্যের হ্রদ-সকল প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; ইহার স্রোতে মোহম্মদের বাপী পরিপূরিত হয়। মরকত হীরকাদি মণিদ্বারা ঐ হ্রদের সোপান-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সমস্ত স্বর্গীয় শোভা বর্ণনা করিলাম সে সমস্তই অপ্সরাদিগের শোভাহইতে অধরীকৃত। মোহম্মদের ধর্ম্মবিশ্বাসীরা সেই সকল অপ্সরোগণের সহিত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। মোহম্মদ স্বীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার জন্য শিষ্যদিগকে এই প্ররোচনা দিয়াছেন, যে এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করিলে অন্তে স্বর্গে গিয়া দুগ্ধ ফেণনিভকৃত অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন ও নানা জাতীয় অলৌকিক স্বাদুসম্পন্ন ফল ভোগ এবং অপ্সরোগণের সহিত বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। কোরাণে বলে "অতি নিকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসীও ৭২ জন স্বর্গের অপ্সরাভোগ নিমিত্ত প্রাপ্ত হয়। তদ্ব্যতীত তাহাদের মর্ত্যলোকীয় বিবাহিতা স্ত্রীরা তথায় উপস্থিত থাকে। সে বাসার্থ এক মণিময় আবাস ও ভক্ষণার্থে লোকাতীত সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেক। তাহার অবস্থার গতিকানুসারে তাহার পরিচ্ছদ ও গৃহালঙ্কার দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপর সে ব্যক্তি এ সকল বিষয় রসের আস্বাদন জন্য অপরিমিত ক্ষমতাশীল—অনন্তকালস্থায়িনী— যৌবনদশা প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রতি বিষয় কামনা করিবামাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়া থাকে।

মোহম্মদীয় স্বর্গ তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে। ইহার অধিকাংশ যিহূদী, পারসি, ও হিন্দুদিগের এবং কিয়দংশ খ্রীষ্টীয়ানদের মত হইতে তৎকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। রা. না. বি.

সিয়াগোষ।

দ্বিতীয়পর্ব্বের ২০৭ পৃষ্ঠে আমরা বিড়ালাদিপশু-শ্রেণীর সাধারণ-লক্ষণের বর্ণন করিয়াছি; তদালোচনাদ্বারা পাঠকবর্গ অনায়াসে এই পশু-শ্রেণীকে অন্য-পশুশ্রেণীহইতে পৃথক্ করিতে সক্ষম হইবেন। উক্ত শ্রেণীর প্রধান পশু সিংহ; তাহা দেশ

সিয়াগোষ।

ও বর্ণভেদে দুই দলে বিভক্ত আছে; ভারতবর্ষীয় এবং অফরিকা-দেশজ। ভারতবর্ষীয় সিংহ পাণ্ডুবর্ণ, ও অফরিকাদেশজ সিংহ কটাবর্ণ। উল্লিখিত-শ্রেণীস্থ দ্বিতীয় জাতির নাম "পুমা" অথবা "মার্কিন সিংহ"; ঐ জাতীয় পশুর অবয়ব সিংহের তুল্য, কিন্তু তাহার কেশরা হয় না। তদীয় তৃতীয় জাতির নাম ব্যাঘ্র; চতুর্থের নাম চিতা; তদনন্তর পঞ্চমাবধি বিংশতিতম-পর্য্যন্ত জাতিতে নানাবিধ চিতাব্যাঘ্র নির্ণীত আছে। একবিংশতিতম অবধি কএক জাতিতে বিড়াল বনবিড়ালাদি কএক পশু নির্ণীত হয়; এবং তৎপশ্চাৎ "সিয়াগোষ" অর্থাৎ "কৃষ্ণকর্ণ।" ঐ পশুমাত্রের কর্ণাগ্রে কৃষ্ণকেশের এক২ গুচ্ছ হইয়া থাকে।

এই পশু দেহদৈর্ঘ্য, পুচ্ছাবয়ব কর্ণ গুচ্ছ, ও বর্ণাদিভেদে পাঁচ সাত দলে বিভক্ত আছে। উপরে মুদ্রিত-চিত্রে এতদ্দেশপ্রসিদ্ধ সিয়াগোষের অবয়ব অঙ্কিত হইল। এই পশুর অবয়ব বৃহৎ-কুক্কুরাবয়বের তুল্য; ইহার দৈর্ঘ্য-পরিমাণ নাসাগ্রহইতে পুচ্ছমূলপর্য্যন্ত ১৬০ হস্ত; উচ্চতা ১ হস্ত। দেশ ও ঋতুভেদে ইহার বর্ণগত অনেক ভেদ হইয়া থাকে, অত্যন্ত-শীত-প্রধান-দেশে ইহাদের বর্ণ প্রায়ঃ শুক্ল, এবং দেহে এক প্রকার চিত্র সুস্পষ্ট বোধ হয়; কিন্তু গ্রীষ্মদেশে ঐ বর্ণের গাঢ়তা জন্মিয়া শৃগালবৎ বা ততোধিক মলিন হইয়া যায়, এবং চিত্র-সকল অস্পষ্ট হয়; কেবল গলদেশ এবং বক্ষোদেশ শুক্ল থাকে। ইহার

পুচ্ছ কটাবর্ণ এবং তাহার স্থানে২ অঙ্গুরীয়কবৎ কৃষ্ণ রেখা দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে এই পশুবিষয়ে অনেক অলীক গল্প প্রচরিত ছিল। বিজাতীয় মনুষ্যদিগের বোধ ছিল যে সিয়াগোষ এমত সূক্ষ্মদর্শী যে সে প্রস্তরাদির ব্যবধান থাকিলেও তাহার অপর পারের বস্তু দেখিতে পায়। কেহ২ কহিত যে ইহার মূত্রে মণিমুক্তাদি জন্মে। এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, কহে যে সিয়াগোষ হস্তীর মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভক্ষণ করে না; এবং তৎপ্রাপ্ত্যর্থে হস্তীর মস্তকোপরি আরোহণ করত প্রথমতঃ তাহার নয়ন বিদীর্ণ করে, ও তদনন্তর মস্তক ভগ্ন করিয়া তদন্তর্গত মেদঃ ভক্ষণ করে। অধুনা বঙ্গদেশে জ্ঞানালোক এ প্রকার বিভাসিত হইয়াছে যে এই সকল বাক্য যে কেবল মাহাত্ম্যসূচক তাহা বর্ণন-করিবার আর প্রয়োজন নাই; পাঠকমহাশয়েরা ঐ বাক্য শ্রবণমাত্রই তাহা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন।

বিড়াল-শ্রেণীস্থ পশুমাত্রেরই নয়ন অতি উজ্জ্বল। এই প্রযুক্ত একটা সামান্য প্রবাদ আছে যে, "রাত্রে বিড়ালের চক্ষু জ্বলে।" সিয়াগোষের নয়ন বিড়ালাদির নয়ন অপেক্ষাও বিশেষ উজ্জ্বল, বোধ হয়, অন্য কোন পশুর নয়ন এতাদৃশ উজ্জ্বল নহে, সুতরাং তদ্বর্ণনে যে অলীক গল্পের প্রচার হইবে ইহা কোন মতে আশ্চর্য্য নহে।

সিয়াগোষের স্বভাব বিড়ালবৎ দেখিতে মৃদু, কিন্তু ইহা উত্তমরূপে মনুষ্যের বশীভূত হয় না; কিঞ্চিৎ হিংসুক সর্ব্বদাই তদাচরণে বর্ত্তমান থাকে। বিড়ালাদি পশু প্রায় সকলেই পূর্ণসাহসী, কেহই ভীত নহে; এবং সিয়াগোষ সাহসিকতায় কাহার কনিষ্ঠ নহে। ঐ পশু সিংহকে দেখিয়াও ভীত হয় না; অনায়াসে অকুতোভয়ে তাহার নিকটে শিকারদ্বারা খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে। বোধ হয় অক্লেশে বৃক্ষারোহণদ্বারা সিংহহইতে ত্রাণ পাইতে পারে বলিয়াই ঐ সাহস হইয়া থাকিবেক; কারণ বৃক্ষচর-চিতাকে সম্মুখে দেখিলে সিয়াগোষ তাদৃশ সাহসিকতা প্রকাশ করে না।

সিয়াগোষ শিকার করিয়া খাদ্যের-সংগ্রহ করে, এবং তদর্থে ব্যাঘ্রবিড়ালাদিবৎ রজনীযোগে বন-ভ্রমণ করিয়া থাকে। নকুল, বেজি, কাঠবিড়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু ইহার প্রধান খাদ্য; তদাহরণার্থে সিয়াগোষ বৃক্ষে২ ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত পটু। ছাগ, মেষ, হরিণ, শশকাদিও প্রস্তাবিত পশুর অখাদ্য নহে, এবং হংস কুক্কুটাদি পক্ষীও তাহার সুখাদ্যমধ্যে গণ্য; ফলতঃ সিয়াগোষ সুখাদ্য মাংস পাইলেই ভক্ষণ করে, কিছুই বর্জ্জন করে না। অপর কা কথা অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে স্বজাতীয় পশুকেও পরিত্যাগ করে না। কথিত আছে যে মেষমাংসার্থে এই পশু সুড়ঙ্গ খনন করিয়া মেষগোষ্ঠে প্রবেশ করে; এবং বৃক্ষমূলতঃ দ্রুতগামী পশুর স্কন্ধে বৃক্ষহইতে নিপতিত হইয়া তাহার সংহার করে।

এই পশুরা অত্যন্ত শোণিতপিপাসু, এবং জীবহিংসা করিয়া আদৌ তাহার শোণিত পান করত পরে ক্ষুধার উদ্রেকানুসারে মাংস-ভক্ষণ করে; অত্যন্ত ক্ষুধিত না হইলে শোণিত-পানেই সন্তুষ্ট থাকে, মাংসাহারে উৎসুক হয় না। যে সকল দেশে সিংহের আধিক্য আছে তথাকার সিয়াগোষ স্বয়ং মৃগয়া না করিয়া সিংহের অনুচর্য্য করত তাহাকে খাদ্যসুপ্রাপ্য-স্থানে লইয়া যায়, এবং মৃগরাজের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া

দিনযাপন করে; এই নিমিত্ত ইহার নাম "সিংহের সেভো" প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সিয়াগোষের চর্ম্ম এবং লোম অতি কোমল, বিশেষতঃ শীতলদেশবাসি-সিয়াগোষের লোম অত্যন্ত সুন্দর; ধনী ব্যক্তিরা তাহার পরিচ্ছদ শীতকালে ব্যবহার করেন। এই কারণ অনেকে এই পশুর সংহারে নিযুক্ত আছে; এক হড্‌সন্‌-উপসাগরের তটহইতে প্রতিবর্ষে ৮—৯ সহস্র সিয়াগোষ-ত্বক্‌ বিক্রয়ার্থে আনীত হইয়া থাকে।

গলিবরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

তৃতীয়াধ্যায়।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিলিপট দেশীয় সামাত্য-সমভাস্মৃতি মনোনীত পথহইতে আকর্ষণ করণ। তত্রত্য সভার সমারোহ পূর্ব্বক বিনোদ বর্ণন। কোন বিশেষ নিয়মে বদ্ধ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে স্বাধীনতা প্রদানের বিবরণ।

সামাত্য রাজা ও প্রজা সকলকেই আমার ভদ্রতা ও সাধুবৃত্ততা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট দেখিয়া বোধ করিলাম আমার অবিলম্বেই বন্ধন মোচন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যথাসম্ভব আর কএকটি প্রণালী ব্যবস্থাপন করিতেও ত্রুটি করিলাম না। আদৌ তদ্দেশবাসিরা ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া আসিতে এবং নির্ব্বিঘ্নে আমার নিকটহইতে চলিয়া যাইতে লাগিল, কখন ২ আমি ভূমিতে শয়ান হইলে তাহাদের পাঁচ ছয় জন আমার মস্তকে আরোহণ পূর্ব্বক নৃত্যও করিত। পরিশেষে বালক বালিকারা ক্রীড়াচ্ছলে আমার কেশজালে প্রবেশিয়া লুক্কায়িত হইতে লাগিল। তৎকালে আমি তাহাদের দেশীয় ভাষায় কথোপকথন বুঝিতে ও কহিতে এক প্রকার পারক্‌ ছিলাম। ইতিমধ্যে এক দিবস রাজা আমাকে কোন দেশীয় কৌতুক দেখাইয়া সন্তুষ্ট করণের মানসে মহাসমারোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মনে তাহার কিছুতেই পরি তুষ্টি হইল না। তন্মধ্যে এক প্রকার রজ্জুনৃত্যের ন্যায় কৌতুক হইয়াছিল। তাহা তাহারা ভূমিহইতে প্রায়ঃ সার্দ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধে এক গাছি সূক্ষ্ম শ্বেত রজ্জু বিস্তার করিয়া সম্পন্ন করে। এ বিষয়ের বর্ণনায় গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বাহুল্য করিতে মানস করি পাঠকবর্গ স্থিরচিত্তে পাঠ করিতে অবহেলা করিবেন না।

যাহারা ঐ রাজ সভায় বিশিষ্ট প্রকারে কৃপাভাজন হইয়া উচ্চ পদ প্রাপ্তির প্রার্থনা রাখিত তাহারাই এ সমস্ত ব্যাপার স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়াছিল। বাল্যকালাবধি তাহারা এ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া থাকিত। ঐ সকল ব্যক্তি প্রায়ঃ সদ্বংশজাত ও সদ্বিদ্য হইত না। কোন রাজকীয় কার্য্যালয়ে কোন রাজকার্য্যচারির মরণ বা অপরাধ বিশেষ নিবন্ধন তৎপদ শূন্য হইলে ঐ সকল নর্ত্তকেরা কার্য্যার্থীরাজসমীপে কর্ম্ম প্রার্থনা করে; তাহাতে রাজা তাহাদের নৃত্য বিষয়ে পরীক্ষা লন। সর্ব্বাপেক্ষায় যে ব্যক্তি অধিক ঊর্দ্ধে লাফাইতে পারে রাজাজ্ঞায় সেই ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হয়। পাছে ভুলিয়া থাকে এই আশঙ্কায় প্রধানামাত্যেরা উক্ত বিষয়ে স্ব ২ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আদিষ্ট হইত, এবং তাহারা যে তাবৎ পর্য্যন্তও তদ্বিষয় বিস্মৃত হয় নাই, ইহা রাজাকে সুবিদিত করিত। ফ্লিম্‌ন্যাপ্‌ নামক কোষাধ্যক্ষের প্রতি এক সরল রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবার অনুমতি হয়, তদ্বিষয়ে রাজ্যের প্রত্যেক কুলিন

হইতে তাহার লম্ফ অন্ততঃ এক বুরুল অধিক দৃষ্ট হইল। আমি তাহাকে এক গাছা রজ্জুর উপরি দিয়া একোদ্যমে বারংবার মাতা ঘুরাইয়া পড়িতে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। হয় পক্ষপাত হইবেক, বলিতে কি, আমার মতে প্রধান রাজকার্য্যাধ্যক্ষ আমার তত্রত্য এক জন বন্ধু রেলড্রেসান এ বিষয়ে ঐ কোষাধ্যক্ষের নীচে হইলেন। অবশিষ্ট প্রধান২ অধ্যক্ষেরা তাহাহইতে উদ্বর্ত্তিয়া গেল।

এতাদৃশ কৌতুক করণ সময়ে কখন২ আকস্মিক বিপদও ঘটিয়া থাকে। একদা আমি স্বচক্ষে দুই তিন জন তাদৃশ কৌতুকীকে তৎকরণ সময়ে হস্ত পদাদি ভাঙ্গিতে দেখিয়াছি। এতাদৃশ ব্যায়াম প্রদর্শনার্থ যখন অমাত্যবর্গের প্রতি অনুমতি প্রদত্ত হয় তখন তাহাতে তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষায় আরও অধিক বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। বিজিগীষাবৃত্তির বশীভূত হইয়া পরস্পর বিরোধ করত তাহারা এত দূর রজ্জুলঙ্ঘন করে যে অন্ততঃ একবারমাত্র অধঃপতিত না হইয়া কেহই নিষ্কৃতি পায় না, বরং ততোধিক হইয়াও থাকে। আমি নিশ্চয় অবগত হইয়াছিলাম আমারই উপস্থিতির দুই এক বৎসর পূর্ব্বে ফ্লিম্‌ন্যাপ্ নামক কোষাধ্যক্ষ এই ব্যাপারে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, ভাগ্যে২ রাজার শয়নের একটা গদি যদি ভূমিতে ফেলিয়া না দেওয়া যাইত, তাহা হইলে সে ভগ্নগ্রীব হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

তথায় আরো এক প্রকার খেলা আছে, তাহার কৌতুক কেবল সময় বিশেষে রাজা, রাজ্ঞী, এবং প্রধানামাত্যকেই দেখান যায়। তাহাতে রাজা মেজের উপরি নীল, হরিত, রক্ত এই তিন রঙ্গের তিন গাছা সূত্র রাখেন। যাহাকে২ বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন করিয়া পুরস্কৃত করিতে রাজা মনস্থ করেন, তাহাদিগের জন্যই এ সকল সূত্র প্রস্তুত করা যায়। এতাদৃশ মহতী ক্রিয়া রাজধানীর প্রধানালয়েই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যার্থিরা তথায় যাইয়া আপন২ গুণাগুণ বিষয়ে পরিক্ষিত হয়, তাহাতে কাহার কেমন ক্ষিপ্রকারিতা তাহা সুব্যক্ত হইয়া উঠে। এ ব্যায়াম পূর্ব্বাপেক্ষায় নিতান্ত বিভিন্ন। আমি ইহার একাংশগত তুল্যতা আর কোন ব্যায়ামে দেখি নাই। ঐ স্থানে রাজা স্বহস্তে এক যষ্টি ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা দুই দিকে সমান ও সরল, কিছুমাত্র সরু মোটা বোধ হয় না। পদপ্রার্থির অগ্রসর হইয়া ক্রমে২ কখন বা তাহা উল্লঙ্ঘন কখন বা তাহার নীচে দিয়া সঙ্কুচিত শরীরে ভূয়োভূয়ঃ অগ্র পশ্চাৎ ভাগে যাতায়াত করে, লাটি গাচটি তুলিয়া নামাইয়া ধরিলেই তাহাদের উক্ত দুই প্রকার গতির অবলম্বন করিতে হয়। কখন২ ঐ যষ্টি রাজা এক দিগে ও প্রধান মন্ত্রী অন্য দিকে ধারণ করেন। কখন বা তাহা অসাধারণরূপে মন্ত্রিহস্তেও থাকে। ইহাদের যে ব্যক্তি সতর্কতা পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সমাধা পর্য্যন্ত সেই যষ্টি ধারণ করিয়া থাকিতে পারে তাহার পুরস্কার উক্ত নীলবর্ণ সূত্র প্রদত্ত হয়। ও দ্বিতীয়কে রক্ত, এবং তৃতীয়কে [illegible] সূত্র [illegible] দেশে [illegible] প্রথানুসারে ঐ সভায় যাহার কটিদেশ তাদৃশ সূত্রে সুশোভিত না [illegible] এমৎ ব্যক্তিই অপ্রসিদ্ধ।

সৈন্যদের ও রাজমন্দুরার ঘোটক [illegible] প্রতি নিয়ত আমার সম্মুখে উপনীত হইবাতে তাহারা ক্রমে২ নিঃশঙ্ক হইয়া উঠিল। বলিতে কি আমার তাদৃশ [illegible] দেহ সন্দর্শনে [illegible]

আমার পাদের নিকটে২ আসিতে লাগিল। যখন আমার হাত ভূমিতে পাতা থাকিত তখন প্রধান২ অশ্বারোহেরা স্ব২ অশ্বকে আমার সেই হাত লঙ্ঘাইতে শিক্ষা দিত। একদা সম্রাটের এক জন শিকারী প্রকাণ্ড এক শিকারের ঘোড়া চড়িয়া পাজামা ও জুতাশুদ্ধ আমার জঙ্ঘা ডিঙ্গাইয়া ছিল, ফলতঃ এ মহালম্ফ বলিতে হইবেক। সে যাহা হউক, আমিও এক দিন সৌভাগ্যক্রমে রাজাকে অতি অদ্ভুতরূপে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। আদৌ আমি তাঁহাকে সামান্য বেত্রের মত মোটা দুই পাদ লম্বা কএক গাছা লাটি আনাইতে কহিলাম। তাহাতে তিনিও তদনুসারে বন্য লোকদিগকে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। পর দিন প্রভাতে ছয় জন বুনো লোক প্রত্যেকে আট২ ঘোড়া যোতা এক২ গাড়িতে সেই সকল বেত্র বোঝাই করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইল। আমি তাহাহইতে নয় গাছা যষ্টি লইলাম। এবং তৎসমুদায় আড়াই পাদ চতুরস্রাকারে সুদৃঢ়রূপে ভূমিতে প্রোথিত করিলাম। অনন্তর আর চারি গাছা লইয়া প্রোথিতপূর্ব্ব লাটির ভূমি ছাড়া দুই পাদ উচ্চে আড়ুলির ন্যায় কোণে২ [illegible] বাঁধিয়া লম্বা পোতা ঐ নয় গাছা লা- [illegible] দিয়া বাঁধিলাম। [illegible] ঢাকের ছাদের মত আ[illegible]। আড়ুলি চারি গাছা যষ্টি ঐ রুমালহইতে পাঁচ [illegible] উচ্চ হইবাতে চতুর্দ্দিকে ঢিপি ঢিপির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে পর আমি রাজার নিকট কহিলাম সশস্ত্র ২৪ জন [illegible] ২ অশ্বারূঢ় সৈন্যকে তাহার ভিতর যাইয়া খেলা করিতে আদেশ করুন। তাহাতে রাজা আমার মতে সম্মত হইলে পর আমি তাহা-দিগকে একে২ হাতে করিয়া তুলিয়া লইলাম। তখন তাহারা অশ্ব পৃষ্ঠে আরূঢ় এবং সায়ুধ ছিল। রীতিমত একত্র হইবামাত্র তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর মিথ্যা হুড়াহুড়ি করিতে ও ভোঁতা তীর ছুড়িতে এবং নিষ্কোষ অসি লইয়া কেহ পলায়ন কেহ কাহারো পশ্চাদ্ধাবমান হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাহাদের যুদ্ধ বিষয়ে এতাদৃশ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইল যে বুঝি তেমন আর কোথাও কখন না দেখিয়া থাকিব। গোছা২ যষ্টি পুতিয়া মণ্ডলাকারে বৃতি দেওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাদের স্ব২ ঘোটক সহিত অধঃপতনহইতে নিস্তার হয়। এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে রাজার মনে২ এমন আনন্দ জন্মিল, যে তিনি সেই উৎসব ক্রমাগত কিছু দিন চালাইতে আদেশ করিলেন; এবং পরম সন্তোষ পূর্ব্বক এই আদেশের কথা সৈন্যদিগকে শুনাইবার জন্য আপনাকে বেড়ার উপরি তুলিয়া ধরিতে আমাকে কহিলেন, তথা যথা যৎকিঞ্চিৎরূপে রাজ্ঞীকেও প্ররোচনা দিতে লাগিলেন; “তুমিও উহাকে দিয়া চৌকী শুদ্ধ তোমাকে তুলিয়া ধরিতে দেও, হানি নাই; তাহা হইলে যাহা কিছু এ স্থলে হইতেছে সকলেই সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পাইবে”। কি আনন্দ! এতাদৃশ কুতূহলের সময়ে, যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না সে আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবেক। কেবল একটি বার মাত্র এক জন কাপ্তেনের একটি সতেজ ঘোড়া অতিবেগে সেই বেড়ায় বেষ্টন করা আমার রুমালে এক পদাঘাত করিয়াছিল। তাহাতে তৎক্ষণমাত্র তাহার পা তাহাতে বিদ্ধ হইবাতে অশ্বারোহ সহিত ঘোটকটি উত্তানপাদ হইয়া পড়িয়া গেল।

আমি তাহাদের উভয়কেই অবিলম্বে তুলিয়া সুস্থ করিলাম। পরে সেই ছিদ্রটি এক হাত দিয়া আচ্ছাদন করিয়া সেনাদলকে অপর পথ দিয়া বাহির করিয়া দিলাম। রা. না. বি.

প্রাকৃত-ভূগোল।

দেশভেদে উদ্ভিজ্জ-ভেদ।

জগদীশ্বরীর অতুল্য করুণার বর্ণনার্থে উদ্ভিজ্জ-বস্তুর আলোচনা বিশেষ ফলদায়িনী। ঐ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার অনুকম্পার কত বিস্ময়জনক প্রমাণ প্রতীত হয়। জীবের আহার-নিমিত্ত তিনি বসুন্ধরাকে কি আশ্চর্য্য উৎপাদন-ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন! ঐ ক্ষমতা-প্রসাদে কত কোটিশঃ তরুলতাদি প্রত্যহ উৎপন্ন হইতেছে! যে স্থানে নয়ন-নিঃক্ষেপ করা যায় তথায়ই উদ্ভিজ্জ-পদার্থের দৃষ্টি হয়। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের উত্তপ্তবায়ুহইতে হিম-মণ্ডলের চিরনীহার-পর্য্যন্ত, তথা সমুদ্রের লোক প্রসিদ্ধ-অতলস্পর্শ-গর্ভ-হইতে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরাগ্রপর্য্যন্ত, কোন স্থানে তরুলতাদির অভাব নাই। মেল্‌ভিল্‌-দ্বীপে, যথায় বর্ষের দশ মাস ভয়ানকশীতের প্রাদুর্ভাব থাকে এবং যত্রত্য বায়ব্য-উষ্ণতার বার্ষিক গড় ২ তাপাংশমাত্র, তথায়ও তৃণ, শৈবাল, মাদা, গোলালা প্রভৃতি অনেক [illegible] হইয়াছে; কাপ্তান্ পারি তথায় এক সপুষ্প রা[illegible]কুলস্ তরু দেখিয়াছিলেন। হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে চিরনীহারাবৃত-পর্ব্বত-শিখরে কোন উদ্ভিজ্জ-পদার্থ নাই, কিন্তু সে ভ্রম মাত্র; সোস্যুর্ সাহেব সপ্র[illegible] করিয়াছেন, যে চিরনীহারের উপরে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম শৈবাল জন্মিয়া থাকে, সামান্য নয়নে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ নীহার দাবিত করিলে তাহা পদ্মবর্ণবৎ ব্যক্ত হয়।

জ্যোতির অভাবে তরুলতাদির অত্যন্তাভাব হয় না; খনি ও গুহার মধ্যে নানা প্রকার ছত্রাক (কোঁড়ক ব্যাঙের ছাতা) শ্রেণীজাত পদার্থ জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ অমরিকার কুমানা-প্রদেশে কারিপ্-গুহার মধ্যে তদ্দ্বারু- হইতে সহস্রাধিক হস্ত অন্তরে হম্বোল্ডট সাহেব ১॥০ হস্ত উচ্চ কতকগুলি তরু দেখিয়াছিলেন, রশ্ম্যভাবে তাহার পত্র-সকল শুক্লবর্ণ হইয়াছিল, এবং অবয়বেরও অন্যথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উদ্ভেদিকা শক্তির বিশেষ হানি হয় নাই। জল-মধ্যে লতাদি জন্মিতে সকলেই দেখিয়াছেন, পরন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্য যে কোন ২ ঐ জলজলতা ভারতে অতি বৃহৎ বৃক্ষাপেক্ষায়ও দীর্ঘ। আৎলান্তিক মহাসমুদ্রের মধ্যভাগে এক প্রকার শৈবাল শতাধিক ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া আছে; দূরহইতে তাহা জল প্লাবিত ক্ষেত্রের ন্যায় বোধ হয়। অনেক জলজলতা ১৫০ হস্ত জলের নিম্ন মুগ্ধাকুরূপে জন্মিতেছে।

কেবল উষ্ণতায় বৃক্ষ জন্মিবার হানি হয় না। ভারতবর্ষে আইসলণ্ড দ্বীপে তথা অন্যত্রে অনেক উষ্ণ-প্রস্রবণ (সীতাকুণ্ড) আছে, যাহার জল এমত উষ্ণ যে তাহা স্পর্শ করিলেই হস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহাতে তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র অন্ন প্রস্তুত হয়; অথচ তন্মধ্যে নানাবিধ লতা জন্মিতেছে। গন্ধকের গন্ধেও তরুর বিশেষ হানি হয় না। অনেক আগ্নেয়-পর্ব্বতের গন্ধকপূর্ণগর্ভে কএক প্রকার তরু অনায়াসে জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ প্রয়োজনানুরূপ জল পাইলে উদ্ভিজ্জ বস্তু সকল স্থানে জন্মিতে পারে; কেবল জলাভাবেই তাহার উৎপত্তির হানি হয়। সাহারা এবং গোবি মরুভূমিতে জলের অত্যন্তাভাব; তথায় বৃষ্টি, মেঘ, হিম, শিশির কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না; ক্রমাগত মারাত্মক উষ্ণ শুষ্ক বায়ু বহিতেছে, এবং তদ্দ্বারা তত্রত্য অগ্নিকণাবৎ বালুকা-সকল সঞ্চালিত হইয়া সকলেরই প্রাণ সংহরণ করিতেছে; জী[illegible] তিষ্ঠিতে পারে না, সুতরাং [illegible] [illegible] ও [illegible] বোধ হয়, সর্ব্বত্রই উদ্ভিজ্জ-বস্তুর অবস্থিতি আছে।

পরন্তু সকল দেশে এক প্রকার তরুলতাদি জন্মে না। দেশীয়-প্রাকৃত-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, যে উৎপত্তি-বিষয়ে প্রত্যেক দেশের আবান্তরিক ভেদ আছে; কোন দেশে ধান্য, কোথাও গোধূম, কোথাও কাসাবা-ফল, কোথাও রোটিকা-ফল, কোথাও দ্রাক্ষা, কোথাও খর্জুর, কোথাও কাওয়া, ইত্যাদি দেশভেদে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয়। পরন্তু কোন এক দেশের দ্রব্য অন্যত্র [illegible] উৎপন্ন

[illegible] পূর্ব্বক পিপাসুর তৃষ্ণা-নিবারণ করিতেছে; [illegible] পুষ্টিজনক-শস্য-প্রদান-পুরঃসর ক্ষুধার শান্তি [illegible] কোন বৃক্ষ মধুর-ফলদ্বারা রসনা সন্তৃপ্ত করি- [illegible] তরু কমনীয় পুষ্পদ্বারা নয়নেন্দ্রিয়ের—কেহ [illegible]া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের—স্বার্থ সাধন করিতেছে। [illegible] দেশে কদলী-বৃক্ষানুরূপ একপ্রকার বৃক্ষ আছে, [illegible]হার কাণ্ড ছিদ্রিত করিলে অনায়াসে এক-ঘটীপরিমিত সুস্বাদু জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণামরিকায় অপর একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা দেখিতে বটবৃক্ষবৎ; তাহার পত্রসকল চর্ম্মের ন্যায় স্থূল; প্রস্তরোপরি তাহার জন্ম. এবং তাহার নিকটে অন্য কোন বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রীষ্মকালে ক্রমাগত বহুমাসের অনাবৃষ্টিতে তাহার শাখা-সকল শুষ্ক-কাষ্ঠ-প্রায়ঃ বোধ হয়, অথচ তাহার কাণ্ডে ছিদ্র করিলে তদ্দ্বারা প্রচুরপরিমাণে একপ্রকার দুগ্ধ নির্গত হয়; তাহা পুষ্টিজনক ও সুস্বাদু, এবং দেখিতে বটদুগ্ধের তুল্য। উক্ত স্থানের কাফরিরা এই বৃক্ষকে "গাভী-বৃক্ষ" কহে, এবং অনেকে প্রত্যহ প্রাতে পাত্র লইয়া এই দুগ্ধাহরণার্থে যাত্রা করিয়া থাকে। এই মণ্ডলে সম ও হিম মণ্ডলের বৃক্ষ লতাদিও দুষ্প্রাপ্য নহে; তত্রত্য উচ্চপর্ব্বতে তত্তাবৎ অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ—সর্ব্বাপেক্ষায় স্থূল—সর্ব্বাপেক্ষায় সুন্দর—সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট—উদ্ভিজ্জ বস্তু যাদৃশ প্রাচুর্য্যে এই মণ্ডলে জন্মিয়া থাকে, তাদৃশ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা-বিশারদ মহাশয়েরা অনুমান করেন, পৃথিবীতে দুই লক্ষ জাতীয় বৃক্ষ আছে; তন্মধ্যে তাঁহারা প্রায়ঃ এক লক্ষ জাতীয় বৃক্ষের বর্ণন করিয়াছেন। ঐ লক্ষ তরু ৮৯৩৫ শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং তাহার প্রায়ঃ অর্দ্ধাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে স্থিত।

পুনঃ২ উক্ত হইয়াছে, যে দেশভেদে বৃক্ষাদির ভেদ হয়; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ঐ দেশ-শব্দে ব্যবহারসিদ্ধ-দেশের উল্লেখ হয় নাই; প্রাকৃত-ধর্ম্ম-ভেদে যে সকল স্থানের পার্থক্য আছে, তাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। শোসুর-নামা এক জন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্বেত্তা এই বিষয়ে ভ্রমনিরাকরণার্থে সমস্ত-পৃথিবীকে ২৫ উদ্ভিজ্জপ্রদেশে বিভাগ করেন। ঐ প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে; দৃষ্টিমাত্রেই তাহা প্রত্যক্ষ হয়। যে ব্যক্তি অনেক বন ভ্রমণ করিয়াছে সে কোন এক বিশেষ বন দেখিবামাত্র কহিতে পারে; "এই বনের লক্ষণ অমুক-দেশের বনের তুল্য"। ঐ লক্ষণ কোন এক বিশেষ বৃক্ষের বাহুল্যেই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষের সমুদ্র-নিকটে নারিকেল তাল ও খর্জ্জুরের আধিক্য; মধ্য-দেশে আম্রের বাহুল্য। মেয়েন্-নামা এক সাহেব দেশীয়-উদ্ভিজ্জলক্ষণ বিংশতিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার বর্ণনানুসারে কোন দেশ তৃণবহুল, অর্থাৎ তথায় ধান্যাদি তৃণ বা বংশের আধিক্য আছে। কোন দেশ কদলী-বহুল, অর্থাৎ তথায় কদলী আদা হরিদ্রা আরোরুট প্রভৃতি বৃক্ষের আধিক্য আছে। কোন দেশ কেয়া-বহুল; কোন দেশ আনারস-বহুল। কোন দেশ ঘৃতকুমারি-বহুল। কোন দেশ, তাল-বহুল। কোন দেশ মাদা-বহুল। কোন দেশ বাবলা বহুল। ইত্যাদি।

পুষ্পলতাবৃক্ষাদি-বিষয়ে দেশ-ভেদে যে রূপ ভেদ হইয়া থাকে, খাদ্য-দ্রব্য-বিষয়েও তদনুরূপ ভেদ আছে। সুমেরু-মণ্ডলীয় স্থানের মনুষ্যবর্গের প্রধান খাদ্য-দ্রব্য রাই-নামক শস্য; তথায় ধান্যাদি কিছুই জন্মে না; তৎপার্শ্বে গোধূম; ফ্রান্স-দেশের দক্ষিণপর্য্যন্ত সমস্ত তাহাই মনুষ্যের জীবনাবলম্বন। উক্ত স্থানের দক্ষিণে গোধূমের অপ্রাপ্তি হয় না, পরন্তু ফ্রান্স-দেশের দক্ষিণভাগহইতে অয়নান্তবৃত্ত-পর্য্যন্ত-স্থানে গোধূম মনুষ্যের একমাত্র খাদ্য নহে; যব, ভুট্টা, যই (ওট) এবং ধান্যও তথায় নরবর্গের খাদ্য মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য। এই সীমার দক্ষিণে দক্ষিণায়নান্ত-বৃত্ত-পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ধান্যের আলয়; তথায় অন্যান্যপ্রকার শস্য হইয়া থাকে; পরন্তু ধান্যই তথাকার প্রধান খাদ্য; সকলেই তদবলম্বনে দেহধারণ করে। ইক্ষু, কাওয়া, নারিকেল, খর্জ্জুর আম্রাদি দ্রব্যও এই মণ্ডলের পদার্থ; এতদ্ভিন্ন অন্যত্র তাহা উত্তমরূপে জন্মে না। এলা, লবঙ্গ, দারুচীনি, জায়ফল, মরিচ, কর্পূরাদি সুগন্ধ-দ্রব্য ও মশালাসকল আসিয়া-খণ্ডের দক্ষিণ-ভাগে নিরক্ষ-বৃত্তের নিকটে বিশেষতঃ ভারত-সমুদ্রের উত্তরাঞ্চলস্থ-দ্বীপব্যূহে জন্মিয়া থাকে; তদন্যত্র কুত্রাপি উৎপন্ন হয় না। দক্ষিণামরিকায় এবং তন্নিকটস্থ কোন২ দ্বীপে কোকোয়া-নামক এক প্রকার শুষ্ক ফল জন্মে, তাহাও অনেকের জীবনাবলম্বন বটে; পরন্তু তাহা ধান্যগোধূমাদির সহিত তুলনার যোগ্য নহে। জীবনাবলম্বনের মধ্যে ধান্যই প্রধান, তদনন্তর গোধূম,

তদনন্তর যব, তৎপশ্চাৎ জই, তৎপশ্চাৎ রাই, তৎপশ্চাৎ কোকোয়া এবং অবশেষে লাইকেন্।

হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে চীন-দেশের শেষসীমা-পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র চা-গাছের দেশ, তৎসীমার বহির্ভাগে চা জন্মে না।

বৃক্ষাদির জন্মস্থান-বিষয়ে যাহা কিছু উক্ত হইল তাহা কেবল তদীয় স্বভাব-সিদ্ধ-সম্বন্ধজ্ঞাপক; মনুষ্যকর্ত্তৃক তাহাদের প্রতিপালন-বিষয়ের কোন উদ্দেশ তাহাতে নাই। এতদ্দ্যোতক-সীমার বহির্ভাগে অনেক স্থানে ধান্যের চাষ আছে, গ্রীষ্মমণ্ডলের কদলী-বৃক্ষ ইংলণ্ডে অনেকের বাগানে সুপ্রাপ্য, এবং শীতপ্রধানদেশের পাইন্-জাতীয় বৃক্ষ গ্রীষ্মমণ্ডলে অপ্রাপ্য নহে; পরন্তু তৎতাবৎ মনুষ্যকর্তৃক রোপিত হইয়াছে; ঐ সকল বিভিন্ন স্থান প্রোক্ত বৃক্ষ-সকলের স্বাভাবিক জন্মভূমি নহে।

কতকগুলিন উদ্ভিদ-পদার্থ একমাত্র দেশে বর্ত্তমান আছে, অন্যত্র কুত্রাপি তাহার প্রাপ্তি হয় না। কোন২ গুলিন অতি দবস্ত দুই দেশে প্রাপ্য, তদ্ব্যতীত অন্য দেশে প্রাপ্য নহে; অপর কতকগুলিন তিন চারি দেশে প্রাপ্য, অপর কতক গুলিন পৃথিবীর সকলস্থানে পাওয়া যায়। এই একদেশজায়মান, দ্বিদেশজায়মান বা বহুদেশজায়মান বৃক্ষবর্গ কি প্রকারে ভূমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়াছে পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া ভিন্ন মত প্রচারিত করিয়াছেন। লিনিয়স সাহেব অনুমান করেন, যে আদৌ পৃথিবীর কোন এক দেশে সমস্ত প্রাণী ও বৃক্ষবর্গের সৃষ্টি হয়, তথা হইতে ক্রমশঃ ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র তাহাদের বিস্তার হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার মতানুসারে ঐ অজ্ঞাত-দেশ গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ; তাহার মধ্যে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে; সেই পর্ব্বতের তলদেশ-অগ্রপর্য্যন্ত উষ্ণতার প্রভেদে স্তরে২ প্রথমসৃষ্ট সমস্ত পদার্থ সংস্থাপিত হয়; পরে বায়ু জলস্রোতঃ এবং প্রাণিদিগের সাহায্যে তাহা স্থানান্তরিত হইয়া পৃথ্বী ব্যাপিয়াছে। কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন, প্রথমতঃ প্রত্যেকজাতীয় বৃক্ষ অনেক স্থানে এক কালে জন্মিয়াছিল; পরে ঐ একাধিক স্থান হইতে অন্যত্রে বিস্তৃত হয়। অপরে কহেন যে যে স্থানে যে রূপ মৃত্তিকা ও জল ও উষ্ণতা তথায় তদনুরূপ বৃক্ষাদি জন্মিয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশ এককালে তরুলতাদিতে সমাকীর্ণ করিয়াছে; এক২ স্থানে এক২ জাতীয় বৃক্ষ জন্মিয়া পরে বিস্তৃত হয় নাই। ... য়ের অনুসন্ধান তাদৃশ ফলদায়ী নহে, পরন্তু ... পোষণার্থে যে সকল প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়া থা... কিঞ্চিৎ লেখায় পাঠকদিগের সন্তুষ্টি হইতে পা...

যে সকল উদ্ভিজ্জ-পদার্থের অবয়ব অতি... অসম্পূর্ণ-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট তৎতাবৎ পৃথ্বীর... ব্যাপ্ত আছে। অব্যক্ত পুষ্পক * উদ্ভিজ্জ-... অর্থাৎ শৈবাল কোঁড়ক (ছত্রক) প্রভৃতি বস্তু ভূমণ্ডলের অনেক স্থানে তুল্য। অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপে যে সকল লাইকেন্-নামা শৈবাল দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ বিলাতে সুপ্রাপ্য। অপর ফরণ্-তরুর যে একশত-জাতি তথায় প্রচার আছে, তন্মধ্যে ২৮ প্রকার তরু পৃথিবীর অন্যত্রে অনায়াসে পাওয়া যায়।

এক পত্রোৎপত্তিক † বৃক্ষ বহুপ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। তৃণাদি ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রায়ঃ তুল্য। মার্কিন এবং ইউরোপ খণ্ডে ও তৃণ-বিষয়ে তুল্যতা আছে; ফলতঃ তৃণ প্রায়ঃ কোঁড়কের (ছত্রকের) তুল্য সর্ব্বত্র-ব্যাপি। ব্রোণ্-নামা এক জন উদ্ভিজ্জবেত্তা অস্ট্রেলিয়া-প্রদেশে ৪০০ জাতীয় অব্যক্তপুষ্পক বৃক্ষ, ৮৬০ জাতীয় একপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষ, এবং ২৯০০ জাতীয় দ্বিপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। ঐ তরুসকলের মধ্যে ১২০ প্রকার অব্যক্তপুষ্পক বৃক্ষ বিলাতে স্বতঃ জন্মিয়া থাকে; ৮৬০ জাতীয় একপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষের মধ্যে ৩০ টি জাতি বিলাতে প্রাপ্য, এবং ২৯০০ জাতীয় দ্বিপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষের কেবল ১৫ টি জাতি বিলাতে দৃষ্ট হয়; অপর সকলগুলি অস্ট্রেলিয়া দ্বীপে স্বতঃ সিদ্ধ। দক্ষিণামেরিকার মধ্যভাগে যে সকল দ্বিপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষ আছে, তৎসমুদায়ই তদ্দেশ-ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

* সমস্ত উদ্ভিজ্জবর্গকে দুই অংশে বিভাগ করা যায়; প্রথম, যাহাদিগের পুষ্প অনায়াসে দৃষ্ট হয়; যথা, আম্র কুম্মাদি, দ্বিতীয় যাহাদের পুষ্প দৃষ্টিগোচর হয় না, যথা, শৈবালাদি। ঐ প্রথমাংশের নাম "ব্যক্তপুষ্পক", ও দ্বিতীয়ের নাম "অব্যক্তপুষ্পক"।

† কতকগুলিন বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া এককালে দুইটা পত্র ধারণ করে, যথা, আম্র, লিচু, পীচ, গোলাব, বেল, যূথি প্রভৃতি; তাহাদের নাম দ্বিপত্রোৎপত্তিক। অপর কতকগুলিন বৃক্ষের বীজ হইতে আদৌ একটি পত্র অঙ্কুরিত হয় ও পরে এক২ টি পত্র করিয়া প্রসরিত হয়। তাহাদের নাম এক পত্রোৎপত্তিক নারিকেল খর্জ্জুর তৃণ তাল কদল্যাদি এই বর্গের বৃক্ষ।

অফরিকার মধ্যভাগের তরু-সকলও তদনুরূপ। শেষোক্তদেশের পূর্ব্ব-তটে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ-তটেও সুপ্রাপ্য; দক্ষিণামরিকার পূর্ব্ব-তটের বৃক্ষসকলের কতকগুলি অফরিকার পশ্চিমে জন্মিয়া থাকে।

স্থিরসমুদ্রের দ্বীপসকলের মধ্যে যে গুলিন আসিয়া-খণ্ডের নিকটস্থ তাহাতে আসিয়াদেশপ্রসিদ্ধ বৃক্ষই দৃষ্ট হয়, এবং যে গুলিন অমরিকার নিকটস্থ তাহাতে প্রাধান্যতঃ অমরিকার বৃক্ষই জন্মিয়া থাকে। যে সকল দ্বীপ দুই মহাভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে স্থিত, তাহার বৃক্ষলতাদি উভয়-খণ্ডের তুল্য। এইপ্রযুক্ত মাল্টা এবং সিসিলীদ্বীপে ইউরোপ এবং অফরিকা এই উভয় স্থানের বৃক্ষ প্রচরিত আছে।

সমুদ্র-তটস্থ-বৃক্ষের এই সাম্যত্ব-দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে সমুদ্রস্রোতে এক-তটের বৃক্ষবীজ অপর-তটে নীত হইয়া ঐ সাম্যত্ব ঘটায়। তদ্ভিন্ন বায়ুসহকারেও অনেক বীজ একদেশহইতে অন্যদেশে নীত হয়। অপর মনুষ্য-পশু-পক্ষিদ্বারাও একদেশের বীজ অন্যত্রে চালিত হইয়া থাকে। কাকের উদরে অশ্বত্থ-বৃক্ষের বীজ কি প্রকারে চালিত হয় তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। নূতন সম্ভূত দ্বীপে প্রথমতঃ শৈবাল জন্মে; তদনন্তর সমুদ্রস্রোতে সমাগত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষাদি সম্ভবে; পরে এইরূপে ক্রমশঃ অন্যান্য বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। অপিচ প্রায়ঃ অনেক দ্বীপে তাহার স্বতঃসিদ্ধ এক বা ততোধিক বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাতে বোধ হয় প্রত্যেক স্থানের এক বা ততোধিক বিশেষ তরু নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, পরন্তু অধুনা তাহার অধিক আলোচনায় স্পৃহা নাই।

ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাফ্ অর্থাৎ তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

পদার্থবিদ্যার আলোচনাদ্বারা যে সকল আশ্চর্য্য ও মহদুপকারি বস্তু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাষ্প-যন্ত্র ও তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্র সর্ব্বপ্রধান। তৎসাহায্যে মনুষ্য অদ্ভুত দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়া অসম্ভাবনীয়-কার্য্যসকলও অবহেলায় নিষ্পন্ন করিতেছেন। গল্পোক্ত পুষ্প-রথাদি দিব্যযান-পদার্থসকল বাষ্পযন্ত্রদ্বারা গতার্থ হইয়াছে। ক্রীতদাস অপেক্ষায়ও উত্তম আজ্ঞাবহ হইয়া উক্তযন্ত্র মনুষ্যের কোন কর্ম্মই করিতে অস্বীকার করে না। বিলাতে বাষ্পীয় যন্ত্র জল তুলিতেছে, কাষ্ঠ কাটিতেছে, প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া দেশভ্রমণ করিতেছে, বস্ত্র বপন করিতেছে, তিলাদিমর্দ্দন করিতেছে, ভূমি-কর্ষণ করিতেছে, খাত-খনন করিতেছে, জলসেচন করিতেছে, খনিহইতে ধাতু উত্তোলন করিতেছে, লৌহাদি পিটিতেছে, শর্করা প্রস্তুত করিতেছে, তরি-সঞ্চালন করিতেছে; ফলতঃ এক বাষ্পযন্ত্রদ্বারা, সিবিকা-বাহক, নাবিক, তন্ত্রবায়, মোদক, কর্ম্মকার, তৈলকার, কৃষাণ প্রভৃতি সকল ভৃত্যের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র বাষ্পীয়-যন্ত্রের তুল্য উপকারি নহে; পরন্তু যদ্দ্বারা সহস্রক্রোশ-দূরস্থ-বন্ধুরা প্রতিক্ষণে পরস্পর আপন ২ স্বাক্ষরিত পত্র আদান প্রদান করিতে পারেন তাহার ক্ষমতা সামান্য বলা যায় না। কলিকাতাহইতে আগরা এবং তথাহইতে বোম্বাই-পর্য্যন্ত একটি তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা একদণ্ডকাল-মধ্যে বোম্বাই-নগরের সংবাদ কলিকাতায় আসিতেছে। ঐ পরমাশ্চর্য্য-যন্ত্রের সঙ্ক্ষেপ-বিবরণ পরপর কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে লিখিত হইল; পাঠকবৃন্দ মনোযোগপূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে, বোধ করি, অনায়াসে এই অদ্ভুত যন্ত্রের লক্ষণ ও ধর্ম্ম জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

পদার্থবিদ্যানুসন্ধায়ীরা নির্ণয় করিয়াছেন যে "ভূমণ্ডল ও তদুপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে "একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার "নাম তাড়িত।

"এই পরমাশ্চর্য্য পদার্থ সচরাচর প্রত্যক্ষ "হয় না, কিন্তু কখন কখন কোন কোন বস্তুহইতে "অতিশয় সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ স্বরূপে আ- "বির্ভূত হয়। বিদ্যুৎ ও বজ্র-ধ্বনি এই পদার্থের "কার্য্য। আর কাচ, রেশম, তৈলস্ফটিক, গন্ধক, "ধুনা, কয়েক প্রকার রত্ন ইত্যাদি কতক গুলি দ্রব্য "ঘর্ষণ করিয়া তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প প্র- "মাণে তাড়িত প্রকাশ করিতে পারা যায়।

"যদি কাচ অথবা লাক্ষা শুষ্ক হস্তে অথবা "লোমজ বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া কেশ, সূত্র, পালক, "কাগজ, অথবা অন্য কোন লঘু দ্রব্যের নিকট "ধরা যায়, তবে ঐ লঘু দ্রব্য সেই কাচ অথবা "লাক্ষা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে লগ্ন হইয়া "থাকে। কিন্তু অত্যল্প কাল সংযুক্ত থাকিয়াই "বিযুক্ত হইয়া পড়ে। এ উভয় ব্যাপারই ঐ "তাড়িত নামক পদার্থের গুণ; একারণ তাহার "যে গুণ দ্বারা লঘু বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার "সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে তাড়ি- "তাকর্ষণ বলে এবং যে গুণ দ্বারা তাহা হইতে "বিযুক্ত হয়, তাহাকে তাড়িতবিযোজন (তা- "ড়িত প্রতিসরণ) কহে।

"তাড়িতের আর এক গুণ এই, যে যদি এক "স্থানে অধিক থাকে, এবং তাহার নিকটবর্ত্তি "অন্য স্থানে অল্প থাকে, তবে প্রথমোক্ত স্থা- "নের কিয়দংশ শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উভয় "স্থানে সমান হয়। যদি এক খান মেঘে অধিক প্র- "মাণ তাড়িত থাকে, আর এক মেঘে অল্প প্রমাণ "থাকে, তবে উভয় মেঘ পরস্পর নিকটবর্ত্তি "হইবার সময়ে প্রথমোক্ত মেঘের কিয়ৎ প্রমাণ "তাড়িত নির্গত হইয়া শেষোক্ত মেঘে প্রবিষ্ট হয়, "এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটনার সময়ে অতি প্রখর "জ্যোতিঃ প্রকাশ ও ঘোরতর মেঘ গর্জ্জন "হয়; লোকে তাহাকেই বিদ্যুৎ ও বজ্র-ধ্বনি "কহিয়া থাকে। পৃথিবীহইতে মেঘে, অথবা "মেঘহইতে পৃথিবীতে তাড়িত প্রবেশ করিবার "সময়েও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

"এই তাড়িত পদার্থ কোন কোন বস্তুদ্বারা "এক স্থানহইতে অন্য স্থানে দ্রুত বেগে সঞ্চা- "লিত হয়। এই সকল বস্তুকে তাড়িতপরিচা- "লক কহে। অন্য কতক গুলি বস্তুর পরিচাল- "কতা শক্তি এত অল্প, যে কোন স্থানে তা- "ড়িতের সঞ্চলন নিবারণ করিতে হইলে ঐ সকল "দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। এ সমস্ত বস্তুকে "অপরিচালক কহে।

"সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। তদ্ভিন্ন "অঙ্গার, লবণাক্তজল প্রভৃতি আর কতক গুলি "দ্রব্য আছে, তাহারাও পরিচালক বটে, কিন্তু "ধাতুর ন্যায় নহে। কাচ, গন্ধক, ধুনা, পরি- "শুষ্ক বায়ু, কাষ্ঠ, কাগজ, কেশ, রেশম, পা- "লক, পশুলোম, এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে অপ- "রিচালক"*।

এই তাড়িত বা বৈদ্যুৎ-পদার্থ চুম্বকলৌহেতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে; এবং তাহাহইতেই উক্ত লৌহের আকর্ষণ-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্যদ্বয় সংস্পৃষ্ট থাকিয়া ন্যূনাধিক উত্তপ্ত হইলে অথবা দ্রাবকাদি-পদার্থে নিমজ্জিত থাকিলে ঐ তাড়িত-পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু চুম্বক-লৌহের তাড়িত, (চৌম্বক তাড়িত) আকাশাগত বা কাচাদি-ঘর্ষণদ্বারা উৎপন্ন তাড়িত (বৈদ্যুত তাড়িত) ও দ্রাবকাদি-দ্রব্যজাত তাড়িত (রাসায়ন-তাড়িত) এই তিনের কিঞ্চিৎ অবান্তর ভেদ আছে; অতএব ঐ তিন প্রকার তাড়িতই এক অভীষ্ট সাধনার্থপ্রযুক্ত হইতে পারে না।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১০২ সংখ্যা ১৩৮ পৃষ্ঠ।

বার্ত্তাবহ-যন্ত্রের নিমিত্ত রাসায়ন-তাড়িতেরই ব্যবহার হয়। ঐ তাড়িতের উৎপাদন করা অনায়াস-সাধ্য। এক কাচ বা মৃৎপাত্রে (টম্বল গ্লাসে) একাংশ গন্ধক-দ্রাবক ও দশাংশ জল মিশ্রিত করিয়া তন্মধ্যে এক খণ্ড দস্তা ও এক খণ্ড তাম্র ডুবাইলেই ঐ তাড়িত উৎপন্ন হয়। পরে ঐ ধাতুখণ্ডদ্বয়ের সহিত লৌহ বা তাম্র বা অন্য কোন ধাতুর তার সংযুক্ত করিয়া অনায়াসে বহুদূর-পর্য্যন্ত ঐ তাড়িত লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। প্রস্তাবিত যন্ত্রের ধাতুদ্বয়হইতে যে তাড়িত জন্মে তন্মধ্যে তাম্রজাত তাড়িত দস্তাজাত তাড়িতকে আকর্ষণ করে; এবং অন্য তাম্রখণ্ডজাত তাড়িতকে প্রতিসৃত করে; ফলতঃ চুম্বক-লৌহের যে শক্তিতে এক ভাগ উত্তরদিগে ও অপর ভাগ দক্ষিণদিগে আকর্ষিত হয়, প্রস্তাবিত যন্ত্রজাত তাড়িত সেই শক্তিবিশিষ্ট; তাহার তাম্রজাত তাড়িত চুম্বকের উত্তর-ভাগের তুল্য,এবং দস্তাজাত তাড়িত তাহার দক্ষিণভাগের তুল্য। অতএব তাম্রজাত তাড়িত কোম্পাসের উত্তরভাগের নিকটে আনীত হইলে উভয়ে পরস্পর প্রতিসৃত হয়; এবং দক্ষিণভাগকে আকর্ষণ করে; তথা দস্তাজাত তাড়িত দক্ষিণভাগকে প্রতিসৃত করিয়া উত্তরভাগকে আকর্ষিত করে। প্রস্তাবিত-পাত্রের তাম্র ও দস্তা বৃহদাকার করিলে অথবা তদ্রূপ তিন চারি বা ততোধিক পাত্র একত্র করিলে এই আকর্ষণ-প্রতিসরণ-শক্তির আধিক্য হয়। পরস্তম্ভে যে চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহাতে তিনটি-পাত্রবিশিষ্ট-যন্ত্রের অবয়ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ চিত্রের ক, ক, ক, চিহ্নে দ্রাবক-পূর্ণ কাচপাত্র, ত, ত, ত, তাম্রপত্র, এবং দ, দ, দ, দস্তার পত্র। প্রত্যেক পাত্রের দস্তার পত্র অপর-পাত্রের তাম্রপত্রের সহিত পিত্তলের তারদ্বারা সংযুক্ত। এক পার্শ্বস্থ পাত্রের দস্তা খ চিহ্নিত তারদ্বারা অপর পার্শ্বীয় পাত্রস্থ তাম্রপত্রের গ, চিহ্নিত তারের সহিত মিলিত হইয়াছে।
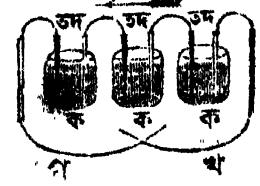
তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র।

এই যন্ত্রের তাম্র ও দস্তায় যে তাড়িত উৎপন্ন হয় তাহার পরস্পর আকর্ষণ-শক্তি অত্যন্ত বেগবতী, পরস্পরের মিলন-নিমিত্ত তাহা এক নিমেষমাত্রে সহস্র২ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করিয়া থাকে। চিত্রের খ, এবং গ, চিহ্নিত তার যত দূরপর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া যায়, তত দূরপর্য্যন্ত ঐ তাড়িত নিমেষমাত্রেই ভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং ঐ ভ্রমণসময়ে ঐ সমস্ত তার চুম্বক-লৌহের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তৎকালে তাহার নিকটে কোম্পাসের কাঁটা থাকিলে তাহার উত্তর-দক্ষিণভেদে আকর্ষিত বা প্রতিসৃত হইয়া থাকে।

নিম্নস্থ চিত্রে প্রস্তাবিত বিষয়ের বিশেষ পরিজ্ঞান হইবে। এই চিত্রের নাম তাড়িতমান-যন্ত্র।
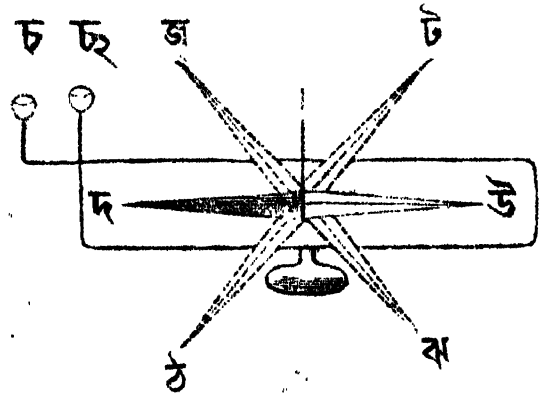
তাড়িতমান-যন্ত্র।

তাহার নির্ম্মাণার্থে একটি তাম্রতারকে দীর্ঘচতুরস্রাকারে বক্র করিয়া এক কাষ্ঠাসনে স্থাপিত

করত তাহার মধ্যে একটি কোম্পাসের কাঁটা রেসমদ্বারা ঝুলাইতে হয়। এই যন্ত্র উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্যভাবে রাখিলে কোম্পাসের কাঁটা ও দীর্ঘচতুরস্রাকৃতি এক ভাবেই থাকে। অতঃপর পূর্ব্ব বর্ণিত তাড়িতোৎপাদক-যন্ত্রের যে পার্শ্ব দস্তায় শেষ হয় তৎপার্শ্বের তার (খ অঙ্কিত তার) আনিয়া তাড়িতমান যন্ত্রের চ-চিহ্নিত স্থানে ও তাম্রপার্শ্বের তার (গ চিহ্নিত তার) আনিয়া ছ-চিহ্নিত স্থানে সংস্পৃষ্ট করিলেই তাম্র-তার-মণ্ডল চুম্বক-লৌহের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং চুম্বক-লৌহের ধর্ম্মবিশিষ্ট কোম্পাসের কাঁটাকে প্রতিসৃত করে; তথা ঐ কাঁটা ঘুরিয়া যায়, ও তাহার উত্তরভাগ পূর্ব্বাভিমুখ (ঝ- চিহ্নের নিকট) ও দক্ষিণভাগ পশ্চিমাভিমুখ (জ-চিহ্নের নিকট) হয়। চ বা ছ চিহ্নিত স্থানে তাড়িতোৎপাদক-যন্ত্রের তারের বিয়োগ করিলেই তাম্র-তার-মণ্ডলের চুম্বকত্ব লুপ্ত হয়, তথা কোম্পাসের কাঁটা স্বস্থানে আসিয়া পুনঃ উত্তর-দক্ষিণমুখে স্থিত হয়। তাড়িতোৎপাদক-যন্ত্রের খ চিহ্নিত তার তাড়িতমান-যন্ত্রের চ-চিহ্নিত স্থানে সংযুক্ত না করিয়া ছ-চিহ্নিত-স্থানে সংযুক্ত করিলেও তাড়িতমান যন্ত্র চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোম্পাসের কাঁটার সঞ্চালন করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ অবস্থায় উক্ত কাঁটার উত্তরভাগ পূর্ব্বে না আসিয়া পশ্চিমদিগে ট-চিহ্নের নিকট যায়, এবং দক্ষিণভাগ পূর্ব্বে ঠ-স্থানে আইসে। এই কাঁটার সঞ্চালন বিষয়ে তাম্রদস্তাভেদে ব্যতিক্রম হইবার কারণানুসন্ধানে কালক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই, পরন্তু ঐ ব্যতিক্রম হইতেই বার্ত্তাবহনের উপায় হয়, অতএব এই প্রস্তাবের অর্থ গ্রহণার্থে তাহার বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতেরা এই কাঁটার সঞ্চলনহইতেই, সাঙ্কেতিক অক্ষরের সৃষ্টি করেন, এবং ঐ অক্ষরদ্বারা বার্ত্তাবহন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাড়িত-বার্ত্তাবহ-যন্ত্র-চালকেরা সকলেই এক প্রকার সাঙ্কেতিক অক্ষরের ব্যবহার করে না; অনেক স্থানে অনেক প্রকার সঙ্কেতের প্রচার আছে; তৎসমুদায়ের বিবরণ এই ক্ষুদ্রায়তন-পত্রে লেখা সম্ভব নহে; অতএব কেবল কলিকাতার যন্ত্রে যেং সঙ্কেতের ব্যবহার আছে, তাহারই নিয়ম এই স্থানে লিখিতব্য। কলিকাতাস্থ-যন্ত্র-পরিচালকেরা তাড়িতমানযন্ত্রস্থ কাঁটার উত্তরভাগ এক বার পূর্ব্বাভিমুখ হইলে অ (A) অক্ষরের কল্পনা করেন। কাঁটা উপর্য্যুপরি দুই বার পূর্ব্বাভিমুখ হইলে ব (B) অক্ষরের, তিন বার পূর্ব্বাভিমুখ হইলে স (C) অক্ষরের এবং চারি বার পূর্ব্বাভিমুখ হইলে দ (D) অক্ষরের কল্পনা করেন। কাঁটার উত্তর-ভাগ পূর্ব্বে না আসিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইলে ল (L) অক্ষরের কল্পনা হয়, কাঁটা এক বার পশ্চিমে তৎপরে পূর্ব্বে আইলে এ (E) অক্ষরের কল্পনা হয়। ইংরাজি বর্ণমালার অপর সকল অক্ষর এই প্রকারে কল্পিত হইয়াছে, তাহার জ্ঞাপনার্থে নিম্নে আমরা সমস্ত সঙ্কেত গুলিন লিখিতেছি; এক এক দাঁড়িতে এক এক বার কাঁটার সঞ্চালন লক্ষিত হইয়াছে; তথা ঐ দাঁড়ি অগ্রে ঝোঁকান হইলে, কাঁটার উত্তরভাগ পূর্ব্বে আসিয়াছে, এবং পশ্চাতে ঝোঁকান হইলে কাঁটার উত্তরভাগ পশ্চিমে গিয়াছে, এই বোধ করা কর্ত্তব্য।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।	I	II	III	IIII	\I	\II
বঙ্গাক্ষর।	অআ	ব	চছ	ড	এ	ফ
ইংরাজি অক্ষর।	A	B	C	D	E	F
”	\III	\IIII	II/I	I\II		
”	গ	হ	ইঈজ	ক		
”	G	H	IJ	K		

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।	I	II	III	IIII	/ I
বঙ্গাক্ষর।	ল	ম	ন	ও	প
ইংরাজি অক্ষর।	L	M	N	O	P
”	/ I I	/ I II	/ IIII	/ I I	
”	খ	র	স	তট	
”	Q	R	S	T	
সাঙ্কেতিক চিহ্ন।	II\ I	I \ II	I\ II	I\III	
বঙ্গাক্ষর।	উ	ব্উ	ক্ষ	য়	জ.
ইংরাজি অক্ষর।	U	W	X	Y	Z.

যে পাঠক-মহাশয়েরা এই প্রস্তাবের এপর্য্যন্ত মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন যে প্রস্তাবিত যন্ত্রদ্বারা কি প্রকারে এক-দেশের সংবাদ অন্যত্রে অবিলম্বে পাঠান যাইতে পারে। তত্রাপি এবিষয়ের স্পষ্টপ্রকাশার্থে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। এবিষয়ের জ্ঞানাভিলাষি পাঠকবৃন্দ মনন করুন যে মদীয় পূর্ব্বোক্ত তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র একটি বারাণসীতে সংস্থাপিত আছে; এবং কলিকাতায় একটি তাড়িত-মান-যন্ত্র বর্ত্তমান আছে, এবং ঐ যন্ত্রের খ, গ, স্থানহইতে কাশীপর্য্যন্ত দুই গাছি লৌহতার সন্নিবদ্ধ আছে। এই ক্ষণে যদ্যপি কাশীস্থ সংবাদদাতা কহিতে চাহেন যে “আমি পীড়িত আছি”, তবে তিনি সম্মুখে উপস্থিত তারদ্বয়ের খ-চিহ্নিত তার তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রের শেষ দস্তার সহিত এবং গ-চিহ্নিত তার শেষ তাম্রের সহিত সংস্পৃষ্ট করিবেন, ঐ সংস্পার্শনমাত্রেই কলিকাতাস্থ তাড়িতমান-যন্ত্রস্থ কাঁটার উত্তরভাগ পূর্ব্বে ঝ অক্ষরের নিকট আইসে; তদ্দৃষ্টে কলিকাতাস্থ সংবাদগৃহীতা এক খানি প্রস্তর ফলকে (স্লেটে) একটি চিহ্ন করেন, তদ্যথা \ ; তৎপরক্ষণে কাশীস্থ সংবাদদাতা উপর্য্যুপরি দুই বার গ, চিহ্নিত তার তাড়িতোৎপাদক-যন্ত্রের তাম্রের সহিত এবং খ-চিহ্নিত তার দস্তার সহিত সংস্পৃষ্ট করান, তদনুসারে কলিকাতাস্থ তাড়িতমান-যন্ত্রের কাঁটা দুই বার পশ্চিমাভিমুখ হয়, ও তথাকার কর্ম্মকারক প্রস্তর ফলকে তদনুরূপ দুইটি চিহ্ন দেন, তদ্যথা II ; তৎপরে কাশীস্থ সংবাদদাতা তারদ্বয়ের উপর্য্যুপরি তিন বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন, তাহাতে কলিকাতাস্থ যন্ত্রের কাঁটা একবার পশ্চিমে, পরে একবার পূর্ব্বে, তৎপরে এক একবার পশ্চিমে সঞ্চালিত হয়; এবং তথাকার কর্ম্মকর্ত্তা তদনুরূপ চিহ্ন করেন; তদ্যথা \ / I এই তিন চিহ্ন একত্র করিলে I—\\—\ / I “আমি” শব্দ উৎপন্ন হইল।

আ ম্ ই

তদনন্তর কাশীস্থ সংবাদদাতা তারদ্বয়ের ক্রমশঃ যথানিয়মে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও কলিকাতাস্থ ব্যক্তি তাড়িতমান-যন্ত্রস্থ কাঁটার গত্যনুসারে প্রস্তরফলকে চিহ্ন দিতে থাকেন। সংবাদ শেষ হইলে তাঁহার প্রস্তরফলকে নিম্নস্থ চিহ্নগুলি প্রত্যক্ষ হয়, এবং তদর্থে সংবাদদাতার অভিপ্রেত বার্ত্তা ব্যক্ত হয়।

চিহ্ন I-\\-/ I-/ I-\ / \-IIII-\ I \-

অর্থ। আ ম্ ই প্ ঈ ড্ ই

চিহ্ন। I \ I-I-III-\ / I

অর্থ। ত আ ছ্ ই

উপরে যে প্রকার বর্ণিত হইল তাহাতে অনুভূত হইতে পারে যে সঙ্কেতদ্বারা এক২ টি অক্ষর জ্ঞাপন করা এবং তাহাহইতে সংবাদ উদ্ভাবন করা অতি ক্লেশপ্রদ; পরন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অন্ততঃ পাঁচ দিন ক্রমাগত দিবারাত্র বেগে ধাবন করত কাশীহইতে সংবাদ আনা অপেক্ষায়, দুই চারি মিনিট শ্রম করা শতাংশে শ্রেষ্ঠ।

অপর তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্রচালকেরা অভ্যাস-বশতঃ সঙ্কেত-পাঠে এতাদৃশ পারগ হয় যে "আমি পীড়িত আছি" এই তিনটি পদ পাঠ করিতে অর্দ্ধ পল কালও লাগায় না। উত্তম সঙ্কেত-পাঠকেরা এক মিনিট-কাল-মধ্যে বিংশতি টি পদ পাঠ করিতে পারে। অপর পূর্ব্ববর্ণিত তাড়িতোৎপাদক-যন্ত্রের তারের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন কার্য্য অনায়াসে সাধনার্থে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তদ্দারা এক-বিপল-কাল-মধ্যে দুই তিন বার তারের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

প্রস্তাবারম্ভে কথিত হইয়াছে যে লবণাক্ত জল, সিক্ত মৃত্তিকাদি বস্তু তাড়িত-পদার্থের পরিচালক; ঐ সকল বস্তু তাড়িত-সঞ্চালনের তার সংস্পর্শ করিলেই ঐ তারহইতে তাড়িত সংহরণ করত অন্যত্র লইয়া যায়, সুতরাং বার্ত্তাবহনের ব্যাঘাত ঘটে। এই দোষ নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত যন্ত্র-নির্ম্মাতারা ঐ তার সকল অপরিচালক পদার্থদ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন, অথবা আকাশ-মার্গ-দিয়া ঐ তার বিস্তৃত করেন। অপরিচালক-পদার্থের মধ্যে ধুনা রেশম রবর্ এবং গটাপার্চা-নামক একপ্রকার বটদুগ্ধ সর্ব্বপ্রধান; ঐ কোন পদার্থদ্বারা তার আবৃত করিলে তাহাহইতে তাড়িত অন্যত্র যাইতে পারে না। এই প্রযুক্ত কলিকাতাহইতে বোম্বাই-পর্য্যন্ত যে তার বিস্তৃত আছে তাহা গটাপার্চাদ্বারা আবৃত।

কথিত হইয়াছে যে তাড়িত-যন্ত্রদ্বারা দূর-দেশস্থ ব্যক্তিদ্বয় অবিলম্বে পরস্পরকে আপন হস্তাক্ষর দেখাইতে পারেন; কিন্তু প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে অধুনা তাহার বিশেষ-বর্ণনায় বিরত হইতে হইল।

পারস্য-দেশ-প্রচলিত গোলেস্তান্-নামক নীতি-শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।

শেখ সাদি সীরাজ-নগরীতে জন্মপরিগ্রহণ করেন। বিবিধ-ছন্দোবন্ধের পদ্য ও ললিত গদ্যে শ্রবণ-মনোহর রমণীয় উপাখ্যানদ্বারা স্বীয় গ্রন্থ সুশোভিত করিয়া পারস রাজ্যে তিনি অতি প্রধান গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক বৃত্তান্ত সকল অতি অদ্ভুত ও ফলজনক হইলেও গোলেস্তান্ প্রশংসা-ছলে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না; উক্ত-গ্রন্থবিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠকবর্গকে অবগত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

গোলেস্তান্ গ্রন্থ আট অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে রাজনীতি, দ্বিতীয়ে সন্যাসীদিগের নীতি, তৃতীয়ে সন্তোষের ঔৎকর্ষ্য, চতুর্থে মৌনব্রতের ফল, পঞ্চমে প্রেম ও যৌবন, ষষ্ঠে বিশীর্ণাবস্থা ও জরা, সপ্তমে বিদ্যার ফল, অষ্টমে অবস্থাভেদে জীবন-যাপনের প্রথা বর্ণিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। গোলেস্তানের লিপিচাতুরী বিবেচনা করিতে হইলে গ্রন্থকারের অসাধারণ রচনাশক্তি বিশিষ্টরূপেই প্রতীত হয়। রচনা-প্রণালী ভূরি ২ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়াও সুকুমারতা ও প্রসাদগুণ পরিত্যাগ করে নাই। পারস-প্রসিদ্ধ অন্যান্য অলঙ্কৃত কাব্য-সমূহের সহিত তুলনা করিয়া এক্ষণে পারসিকেরা ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মানিতেছে। এই গ্রন্থ জনসমাজে এতাদৃশ প্রসিদ্ধ আছে, যে অধুনা তাহার দোষ গুণ বা লক্ষণ বর্ণন করায় মৎসরতার প্রকাশ হইতে পারে, অতএব কয়েকটি সন্নীত্যাত্মক গল্প পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বিবি-

ধার্থৈক-দেশে প্রচার করিতেছি: তাঁহারা তৎ-পাঠে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় ও নীতিশিক্ষার নিয়ম অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য।

"এক দিবস স্নানার্থ আমি স্নানাগারে প্রবিষ্ট আছি, এমত সময়ে এক বন্ধু আসিয়া একটি সৌরভময় আমমৃৎপিণ্ড আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমিও তাহা সমাদরপূর্ব্বক পরিগ্রহ করিয়া কহিতে লাগিলাম, "অহে মৃৎপিণ্ড! তুমি কস্তূরী কি অন্য কোন সুরভি পদার্থ? তোমার সৌরভে আমোদিত হইয়া আমার চিত্ত মুগ্ধপ্রায় হইতেছে"। ইহাতে মৃৎপিণ্ড উত্তর করিল, "আমি অতি সামান্য অপকৃষ্ট মৃৎপিণ্ড, আমি কিছুকাল সৌরভপূর্ণ গোলাব-পুষ্পের সমভিব্যাহারে বাস করিয়াছিলাম, এ কারণ তাহার সৌরভ আমাতে সংক্রান্ত হইয়াছে। যদি আমার তাদৃশ সাধুসঙ্গলাভ না হইত, তাহা হইলে আমাকে সামান্য মৃত্তিকাই থাকিতে হইত"।

রাজদৃষ্টান্তের মাহাত্ম্য।

"একদা রাজা নৌসেরবান্ মৃগয়া করিতে গিয়া বনমধ্যে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে পাচকদিগকে শীকার করা পশু পক্ষির মাংস পাক করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তথায় লবণের অভাব প্রযুক্ত রাজা ভৃত্যবর্গকে সন্নিহিত গ্রামহইতে কিঞ্চিৎ লবণ আনিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং কহিয়া দিলেন; "লবণের যথার্থ মূল্য যাহা হইবেক, তাহা প্রদান করিতে কোন মতে ত্রুটি করিও না"। ভৃত্যেরা কৃতাঞ্জলিপুটে রাজসমক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! এ তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত এতাদৃশ আশঙ্কা কেন হইতেছে? ইহাতে কি অনিষ্টই উৎপন্ন হইবেক?" রাজা উত্তর করিলেন, "অপকর্ম্মমাত্র অল্পে২ আরব্ধ হইয়া এই বিস্তৃত জগতীমণ্ডলে বহুলপ্রচার হইয়া থাকে। প্রত্যেক নূতন২ দোষ কালসহকারে পরিণামে বদ্ধমূল হইয়া উঠে। রাজা হইয়া স্বয়ং যদি কাহারো উদ্যানস্থ বৃক্ষহইতে অন্যায়ে কোন একটি ফল পাড়িয়া লন, তাহা হইলে তাঁহার ভৃত্যেরা তাহার বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেল। যদি রাজা ভৃত্যবর্গকে কোন প্রজার হংস কুক্কুটের পাঁচ ছয়টি ডিম্ব বলপূর্ব্বক আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে কি তাহারা তাহাদের সমস্ত পক্ষি আনিয়া শৈল্যপক্ব (কাবাব) করিতে কালব্যাজ করে? দুরাত্মা রাজা কদাচ দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে না। কিন্তু তাহার কুকার্য্যজাত অকীর্ত্তি দিগ্দিগন্ত ব্যাপিনী হইয়া চিরস্থায়িনী থাকে"।

গুরু তর ভয় স্বল্পভয়ের নাশক।

এক রাজা এক জন বালক ভৃত্য সমভিব্যাহারে এক পোতে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছেন। ভৃত্যটি জন্মাবচ্ছিন্নে সমুদ্র নয়নগোচর করে নাই: সুতরাং সে পোতাদির গুণাগুণও জানিত না। একারণ সে বালক রোদন ও পরীতাপ করিতে লাগিল এবং সমুদ্রের তরঙ্গদর্শনে ভয়ে কম্পমান হইতে লাগিল। রাজা তাহাকে যথেষ্ট সাহস ও যৎপরোনাস্তি সান্ত্বনা প্রদান করিলেও সে প্রবোধমানিল না। তাহার ক্রন্দনে রাজার কৌতুক-করণ-বিষয়ে মহা ব্যাঘাত হইতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন উপায় দেখিতে পান না। এমত সময়ে এক জন পোতস্থ দার্শনিক পণ্ডিত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন; "মহারাজ, যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি উহাকে সান্ত্বনা করিতে পারি"। রাজা কহিলেন, "ইহার পর আর দয়ার কর্ম্ম কি আছে"? দার্শনিক পোতবাহদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা এই বা-

লককে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেও, উন্মজ্জন নিমজ্জন্ হইতে২ যখন সে ডুবুং হইবেক তখন তাহাকে কেশে ধরিয়া পমর্ব্বার পোতে ঘর্ষণ করিয়া তুলিও"। তৎপরামর্শে তাহারা বালককে তদ্রূপ করিয়া তুলিলে পর সে পোতের এক কোণে গিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিল। রাজা ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "একি প্রকারে হইল"। দার্শনিক উত্তর করিলেন, "প্রথমতঃ এ বালক জলমজ্জনজন্য বিপদ্ ঘটনা ও পোতাবলম্বনে তাহাহইতে পরিত্রাণ পাইবার বিষয় কিছুই অবগত ছিল না। এই ক্ষণে ক্লেশে পতিত হইয়া পরে সুখজনক রসাস্বাদন করত অনায়াসে তজ্জনিত সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে।

"যে ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে তাহার যবশক্তুতে স্পৃহা থাকিতে পারে না। পরন্তু যাহা তাহার দেখিতে অসুখকর আমার পক্ষে তাহা দর্শনমাত্র হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে। স্বর্গীয় অপ্সরোগণের পক্ষে পাবনলোকও নরক তুল্য প্রতীয়মান হয়, কিন্তু নরকবাসিদিগকে জিজ্ঞাসিলে তাহারা কি সেই লোক স্বর্গতুল্য করিয়া জানায় না"?

পরনিন্দার নিন্দা।

"আমার স্মরণ হয়, আমি বাল্যাবস্থায় বড় ধর্ম্মাত্মা ছিলাম। আমি প্রতিনিয়ত রাত্রিযোগে যথা সময়ে গাত্রোত্থান পুরঃসর জগদীশ্বরের উপাসনাদি করিতাম। এক রাত্রি আমি পিতার সমীপে উপবিষ্ট ও বিনিদ্র হইয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছিলাম. এমত সময়ে দেখিলাম অপরাপর সমস্ত লোক আমাদের চতুর্দ্দিকে শয়িত ও নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে আমি পিতাকে কহিতে লাগিলাম, 'দেখুন ইহারা সকলেই নিদ্রায় অচেতন ও মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে, উপাসনার্থ কাহাকেও ভূমিপাতিতজানু দেখিতে পাই না'। এই কথা শুনিবামাত্র মৎপিতা উত্তর করিলেন, "বাপু হে! এই রূপে পরকীয় দোষের উদ্ভাবন না করিয়া যদি তুমিও নিদ্রিত থাকিতা তাহা হইলেও বড় ভাল হইত"। আত্মশ্লাঘী ব্যক্তি শ্লাঘার অবগুণ্ঠনে বদন আবরণ করিয়া আপনা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে সমর্থ হয় না। যাহার দৃষ্টি পরমেশ্বরে সমর্পিত থাকে সে কি আপনাহইতে কাহাকেও অধিক দোষী বিবেচনা করে"?

পরের নিকটে উপকারবশতা, স্বীকার অপেক্ষা কায়িক শ্রম সহ্য করা শ্রেয়ঃ।

একদা কএক জন একত্র হইয়া হাতিমতাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কখন কাহাকেও আপনহইতে অধিক সদাশয় দেখিয়াছেন"? তদুত্তরে তিনি কহিলেন, "এক দিবস আমি এক আরব-রাজমন্ত্রির সহিত কোন বনোদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলাম এক কাঠুরিয়া কতকগুলিন কণ্টকযুক্ত ডালপালা একত্র করিয়া বোঝা বাঁধিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, কেন এত ক্লেশ করিতেছ? হাতিমের অতিথিশালায় অনেক লোক গিয়া অনায়াসে আহার করিয়া আইসে; তুমি কেন তথায় গমন কর না"। সে উত্তর করিল "যাহারা পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে সমর্থ হয়, তাহারা কেন হাতিমের অধীনতা স্বীকারে স্বাধীনত্ব চ্যুত হইবেক"? আমার বিবেচনায় সেই ব্যক্তিকেই আমা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বোধ হয়"।

মাতৃপ্রতি ভক্তি।

"একদা আমি যৌবনমদমত্ততায় অভীভূত হইয়া জননীর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি নিতান্ত খিদ্যমানা হইয়া গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া রোদন

করত কহিতে লাগিলেন, "হাঁ রে তোকে যে এত ক্লেশে বাল্যাবস্থায় পালন করিয়া এই তরুণতাবস্থা প্রাপ্ত করাইলাম, তাহার কি এই প্রতিফল দিলি? এতাদৃশ নিষ্ঠুরতা প্রকাশের কি আর পাত্র পাইলি না? হায়! সন্তান সিংহবৎ পরাক্রমশালী হইলে বৃদ্ধমাতার কথায় তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না; পরন্তু তোর নিরুপায় শৈশবাবস্থার কথা যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত তোর মনে থাকিত তাহা হইলে কি তুই আমাকে এতাদৃশ কঠিন বাক্য কহিতে পারিতিস্? এখন তোর বল পরাক্রম সিংহের ন্যায় হইয়াছে, এবং আমারও এই শেষ অবস্থা।"

কর্ম্মানুসারে পরিচারক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, তদন্যথায় হানি হয়।

"এক ব্যক্তি নেত্ররোগী চক্ষুর যাতনায় এক অশ্বচিকিৎসকের নিকট ঔষধ লইতে গমন করিয়াছিল। উক্ত চিকিৎসক পশুদিগকে যেরূপ করিয়া থাকে তদ্রূপ তাহার চক্ষেও ঔষধাদি দিল। রোগী ঐ ঔষধপ্রভাবে একবারে অন্ধ হইয়া গেল, অধিকন্তু রাগান্ধ হইয়া বিচারকের নিকটে তাহার নামে অভিযোগ করিল। বিচারপতি অনুমতি করিলেন, "তুমি দূরীভূত হও; তোমার এ হানির অভিযোগ গ্রাহ্য নহে। তুমি যদ্যপি স্বয়ং গর্দ্দভ না হইতে তাহা হইলে কদাচ আপন নেত্ররোগের চিকিৎসা অশ্বচিকিৎসককে দিয়া করাইতে না"। এই গল্পের তাৎপর্য্য এই যে যে ব্যক্তি কঠিন কার্য্য সাধনে অল্পদর্শীকে নিযুক্ত করে, এবং উত্তরকালীন পরিতাপ বিষয়ক চিন্তায় পরাঙ্মুখ হয়, বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাকে এক প্রকার মূর্খ বলিয়াই গণ্য করেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানী হয় সে কখন গুরুতর ব্যাপারের ভার কদাচ কোন সামান্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করে না। যাহারা মাদুর বুনন করে, তাহাদিগকেও এক প্রকার তন্তুবাপ কহা যায়, কিন্তু তাহাদের হস্তে পট্ট বস্ত্র বপন করিবার ভার বিশ্বাস পূর্ব্বক কে সমর্পণ করিয়া থাকে?"

হিতকারির আপদ্ কালে তাহার কথায় নির্ভর করা শ্রেয়স্কর নহে।

ইহা বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত আছে, যদি এক বালককে এক প্রচুর ভারবাহী সুশিক্ষিত উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দেওয়া যায়। আর বালক যদি দুর্গম শঙ্কাজনক পথ দিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে চাহে; এবং দৈবাৎ যদি তাহার হস্তহইতে রাশরজ্জু সরিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ উট তাহার চালান মানে না, কেননা বিপদের কাল উপস্থিত হইলে তখন হিতকারীও নিতান্ত অহিত হয়। রা. না. বি.

কৃত্রিম মুক্তা।

অপর পৃষ্ঠে যে মৎস্যের চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহা বিলাতে সুখাদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; এবং মৎস্যপ্রিয় ব্যক্তিরা ইহাকে ধৃত করণার্থে অত্যন্ত ব্যগ্র থাকে। জেসি নামা এক সাহেব লেখেন, যে "আমার প্রিয়পাত্র মধ্যে ব্লীক মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষায় বিশেষ ক্রীড়ালুক, এবং আনন্দপ্রদ। পৃথিবীমণ্ডলে ইহার অপেক্ষায় অধিক চঞ্চল মৎস্য আর কুত্রাপি নাই; অপরাহ্নে জল নিকটস্থ মক্ষিকা ও অপর কীট ধৃত করণে ইহারা যৎপরোনাস্তি তৎপর এবং সর্ব্বদাই চঞ্চল এবং হর্ষযুক্ত থাকে।" পরন্তু এই মৎস্য সুখাদ্য বা তড়াগাদিতে দেখিতে সুন্দর বলিয়া তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহে। ইহার শল্কের নিম্নে এক প্রকার রজত-চূর্ণবৎ অতি সূক্ষ্ম প-

ব্লীক মৎস্য।
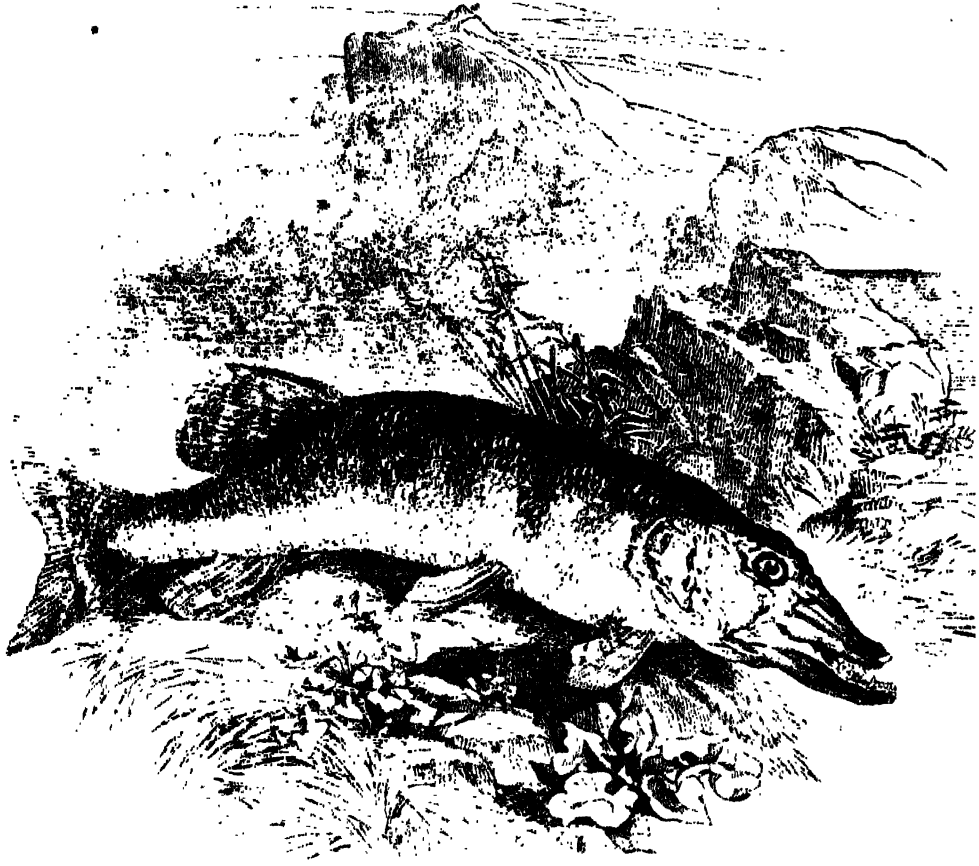
দায় থাকে, এবং তাহাই এই মৎস্যের মাহাত্ম্য-বৃদ্ধির প্রধান কারণ ঐ পদার্থহইতে তাহার শল্ক-সকল রৌপ্যবৎ চাকচক্যশালী বোধ হয়, এবং শিল্পকারেরা তদ্দ্বারা এক প্রকার অতিসুন্দর কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই পদার্থ রোহিত জাতীয় সকল মৎস্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু মুক্তা নির্ম্মাণার্থে হোয়াইটবেট্ মৎস্যের শল্ক সর্ব্বপ্রধান, তৎপশ্চাৎ ব্লীক মৎস্যের শল্ক, এবং তদনন্তর রোচ এবং ডেস্ * মৎস্যের শল্ক। ধীবরেরা এই সকল মৎস্য ধৃত করত তাহার শল্ক-সকল মুক্ত করিয়া লয়, এবং মুক্তা-প্রস্তুত-কারীদিগকে বিক্রয় করে। মুক্তা-প্রস্তুতকারীরা ঐ শল্ক সাবধানে ধৌত করত জলে ভিজাইয়া রাখে। দুই তিন দিন জলে ভিজিয়া থাকিলে রজতবৎ চূর্ণ পদার্থ শল্কহইতে পৃথক্ হয়; ঐ পদার্থে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার গঁদের জল বা শিরিস মিশ্রিত করত তাহাই তবলকির ভিতরে বা উপরে লিপ্ত করত শুষ্ক করিলেই মুক্তা প্রস্তুত হয়। এই কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করণ-কার্য্যে অনেকে নিযুক্ত আছে, এবং এতদর্থে প্রস্তাবিত মৎস্যের শল্ক টাকায় ১ বা ১।।০ তোলক পরিমাণে বিক্রীত হয়। রোহিত, কাতলা, বাটা প্রভৃতি মৎস্য ব্লীক, ডেস্ প্রভৃতির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত বটে, বোধ হয় তাহাদের শল্কে যে রজতবৎ পদার্থ আছে, তাহাতেও মুক্তা প্রস্তুত হইতে পারে, অতএব তদ্বিষয়ের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন তিনি অবশ্যই প্রচুরার্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

* এই মৎস্যের চিত্র বিবিধার্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, আশ্বিন। [৩১ খণ্ড।

নুট্কা-জাতির বিবরণ।
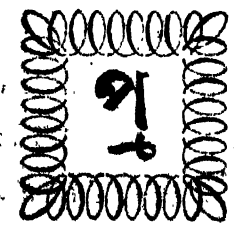
প্রত্যেক-জীবের আবাস-নিমিত্ত পৃথিবীর বিশেষ২ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন জীব পর্ব্বতে বাস করে, কেহ সমভূমিতে অবস্থান করে, কেহ বা গুহার মধ্যে থাকিলেই নির্ব্বিঘ্নে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কেহ কেহ উষ্ণ-স্থান-প্রিয়, কেহ সাম্য-স্থান-প্রিয়, কেহ বা শীতপ্রধান-দেশে নিবাসের ইচ্ছুক। দ্বীপ, উপত্যকা, অধিত্যকাদি ভেদেও তন্নিবাসি জীবের ভেদ হয়। কেবল মনুষ্য এই নিয়মের অধীন নহে; সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাস করিতে সক্ষম; হিমমণ্ডলের অসহ্য শীত, বা নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ

দুঃসহ্য গ্রীষ্ম, কিছুতেই তাহাকে ভীত করিতে পারে না। হিমমণ্ডলের স্থানে২ এমত শীত যে তথায় বর্ষের নয় মাস ক্রমাগত জল জমিয়া থাকে, অগ্ন্যুত্তাপে না গলাইলে পানোপযুক্ত দ্রব জল পাওয়া ভার: অথচ তথায় স্বচ্ছন্দে মনুষ্য বাস করিতেছে। অপর সাহারা-মরুভূমিতে এমত গ্রীষ্ম যে মনুষ্য মরিলে রৌদ্রোত্তাপে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, পচিবার অবকাশ থাকে না; কিন্তু সে স্থানও নির্জন নহে। এই প্রকারে সর্ব্বত্র বাসে সক্ষম বলিয়াই মনুষ্যের মাহাত্ম্য অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে; পরন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র মনুষ্য আপন কায়িক ও মানসিক ধর্ম্ম সমভাবে রক্ষা করিতে পারে না। দেশভেদে মনুষ্যের অবয়ব ও বুদ্ধিগত অনেক ভেদ হইয়া থাকে। ককস্কস্-পর্ব্বত-নিকটস্থ অতুল্য সুন্দর বীরপুরুষ, আফরিকার কাফরি, সাণ্ডবিচ্-দ্বীপের অসভ্য প্রজা, মেদিনীপুরের ধাঙ্গড়, এবং অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপের অস্থিচর্ম্মসার দীর্ঘকায় নৃঅবয়ব, ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণ হইতে পারে।

উত্তরামরিকার পশ্চিম-তটে "নুট্কা কলম্বীয়" নামা এক জাতি আছে; তাহারা এই প্রস্তাবের এক উত্তম প্রমাণ। তাহাদিগের আহার ব্যবহার সকল মনুষ্যহইতে পৃথক। রকি-পর্ব্বতের নিকটে অত্যন্ত শীতল স্থানে তাহাদিগের আবাস, অথচ বস্ত্রাদি-বপন-ক্রিয়ায় অক্ষম, সুতরাং তাহারা সর্ব্বদা সলোম ভল্লুকচর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের অবয়ব খর্ব্ব অথচ স্থূল, এবং বর্ণ প্রায়ঃ ইংরাজদিগের তুল্য গৌরাঙ্গ; পরন্তু দেশ-ব্যবহার-বশতঃ ইহারা দেহে সর্ব্বদা নানা প্রকার মৃত্তিকা লিপ্ত করিয়া রাখে। ইহাদিগের মস্তকের প্রকৃত অবয়ব, অপরাপর মনুষ্যের তুল্য বোধ হয়, তাহাদিগের এক কদর্য্য দেশ-ব্যবহারের বশতঃ তাহার নিরূপণ করা কঠিন। অপত্য জন্মিবামাত্র তাহারা মস্তকের উভয়-পার্শ্বে দুই খানি কাষ্ঠফলক (তক্তা) এমত সবলে বান্ধিয়া রাখে, যে অল্পকাল-মধ্যেই বালকের মস্তক চিরকালের নিমিত্ত চেপটা হইয়া যায়; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এবম্প্রকারে মস্তক বিকৃতাকার করায় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির কোন হানি হয় না; সকলেই অসভ্যতানুরূপ সুচতুর ও কর্ম্মঠ, এবং আপনাদিগের প্রয়োজনমত গৃহ-নৌকাদি-নির্ম্মাণে তৎপর।

ইংরাজেরা ইহাদিগকে "নুট্কা-কলম্বীয়" নামে বিখ্যাত করিয়াছে, পরন্তু ঐ শব্দ ইহাদিগের দেশে প্রচলিত নহে। দলভেদে ইহারা আপনাদিগকে চেনুক্, ক্লাট্সপ্, ওয়াকাশ্, মুল্টলোমা বা ক্লামুথ্ নামে বিখ্যাত করে।

এই জাতীয়-মনুষ্যদিগের প্রধান খাদ্যদ্রব্য সামন্ মৎস্য। তদ্ধৃত-করণার্থে ইহারা সর্ব্বদা ব্যগ্র, এবং শীতের প্রাক্কালে সকলেই এই মৎস্য ধরিয়া শীতকালে ভোজনের নিমিত্ত শুষ্ক করিয়া রাখে। এই মৎস্য-সঙ্গ্রহের শেষ হইলে পর সকলেই আনন্দে মহামহোৎসব করিয়া থাকে; এবং তৎকালে কোন২ দলপতি বনমধ্যে গিয়া অনাহারে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র সাধন করিতে থাকে। ঐ তপস্বীদিগের নাম "তামিশ্"। নুট্কাদিগের বিশ্বাস আছে যে তপস্যা-কালে ঐ দলপতিরা "নৌলোক" নামা এক দেবতার সহিত কথোপকথন করে, এবং তদনুগ্রহে দৈবশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে যাহা হউক, হঠাৎ এক২ দিবস এক২ জন তামিশ্ দেহে কৃষ্ণকেশবিশিষ্ট চর্ম্ম আচ্ছাদন এবং মস্তকে বল্কল-নির্ম্মিত রক্তবর্ণ মুকুটাদি ধারণ করত গ্রাম-মধ্যে প্রবেশ করে। তদ্দৃষ্টে আবাল-বৃদ্ধ-

বনিতা সকলেই পলায়ন করিতে থাকে; কেবল সাহসিক বা সাহস-সুখ্যাতির অভিলাষী কোন২ পুরুষ তাহার সম্মুখে অগ্রসর হয়। তামিশ্ এমত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাহাকে ধৃত করত দন্তদ্বারা, তাহার বাহুহইতে দুই তিন গ্রাস মাংস দংশন করিয়া লয়। ঐ দংশন-সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক স্তব্ধ থাকাই প্রশংসনীয়; যে ব্যক্তি তাহাতে অক্ষম তাহার অত্যন্ত নিন্দা হয়; তামিশ্ অনায়াসে এবং শীঘ্র দংশন করিয়া মাংস না লইতে পারিলেই নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। লোকে প্রচরিত আছে, যে নুট্কারা নৃমাংসাশী; পরন্তু উল্লিখিত-প্রকারে যত মাংস ভোজন হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য নৃমাংস ভক্ষণ করে না।

নুটকাদিগের ভাষার লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তাহারা আজতেক * জাতির শাখা হইবেক। ঐ উভয় জাতির ভাষার অনেক বাক্য "ৎল্" বা "ৎলী" শব্দে শেষ হয়, এবং উভয়ই এক অর্থে ব্যবহৃত; তদ্যথা, "আপ্কুইক্লিৎল্", আলিঙ্গন; "ভোমর্কাস্তিক্সিৎল্", চুম্বন; "হিতল্তজিৎল্", জৃম্ভণ; "ৎজিৎজিমিইল্", পৃথিবী; "আগ্কোয়াৎল্", যুবতী, রমণী, ইত্যাদি।

ইহাদিগের আবাস কাষ্ঠনির্ম্মিত, অত্যন্ত অপরিষ্কৃত, এবং মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে কাষ্ঠে খোদা পুত্তলিকাদি অনেক থাকে। ১৪৫ পৃষ্ঠে মুদ্রিত চিত্রে দুইটি বৃহদাকার পুত্তলি দৃষ্ট হইবেক। কখন২ মৎস্য ধরিবার সমস্ত ব্যাপার তাহাদের গৃহে অঙ্কিত থাকে। ইহাদিগের আবাস যদ্রূপ অসভ্য ইহাদিগের বস্ত্রও তদনুরূপ; কার্পাস বস্ত্র মাত্র নাই; বস্ত্র-বপন-কর্ম্মও তাহারা জ্ঞাত নহে, সকলেই পাইনবৃক্ষের ছাল-নির্ম্মিত এক-প্রকার মাদুর ধারণ করিয়া থাকে, এবং মৃগয়া দ্বারা প্রাপ্ত ভল্লুকচর্ম্ম কি অন্য কোন সলোমচর্ম্ম পাইলে তদ্দ্বারা ঐ মাদুরের অন্তঃপৃষ্ঠ আবৃত করে। কেহ২ মলিদার ন্যায় এক-প্রকার কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে নুট্কাদিগের প্রধান খাদ্য-দ্রব্য মৎস্য; ঐ দ্রব্যে তাহাদিগের গৃহ পরিপূর্ণ থাকে, এবং তদ্গন্ধে ঐ গৃহে প্রবেশ করাই কঠিন। নুট্কারা ঐ মৎস্যের তৈল পান করে, তদণ্ডদ্বারা এক-প্রকার রোটিকা প্রস্তুত করে; এবং শীতকালে শুষ্কমৎস্যের অবলম্বনে জীবন ধারণ করে।

নুট্কারা অত্যন্ত অসভ্য, সুতরাং তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিও সুতীক্ষ্ণ নহে; মৃগয়া ও মৎস্য-ধরণ ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত থাকে না; এবং আচরণ-বিষয়ে রক্তবর্ণ ইণ্ডীয় নামা মার্কিন দেশীয় বিখ্যাত-জাতিহইতে সর্ব্বতোভাবে অধম।

* বিবিধার্থের ২ খণ্ডে, ১২৬ পৃষ্ঠে এই জাতির বিবরণ আছে।

কৌতুকাবহ আপদ্।

নেপল্স্-রাজ্যের প্রান্তভাগে আন্তোনিও নামা এক জন ধনাঢ্য বণিক্ অশ্ব-বাণিজ্যে দিন-যাপন করিত, এবং তদ্দ্বারা আপন সম্পত্তিরও বিশেষ প্রাচুর্য্য জন্মাইয়াছিল। তাহার পরলোক-প্রাপ্তি হইলে, তাহার এক মাত্র পুত্র গ্রিগোরিও পৈত্রিক-ঐশ্বর্য্য-অধিকরণ-পূর্ব্বক পিতৃব্যবসায়ে নিযুক্ত হইল। বাল্যাবস্থাবধি হয়-পরীক্ষা করাতে তদ্বিদ্যায় সে উত্তম পারদর্শী হইয়াছিল, এবং সম্পত্তি ও সচ্চর্য্যার সাহায্যে সমস্ত-প্রতিবাসির প্রদত্ত সমাদর সম্ভোগ করিত।

তাহার পৈত্রিক-সম্পত্তি-প্রাপ্তির অল্পকাল পরে রোম-নগরে এক মহাযাত্রোৎসব হইয়াছিল;

তথায় অশ্ব-ক্রয়-বিক্রয়াভিলাষে অনেক হয়-বণিকের সমাগম হয়, এবং গ্রিগোরিও তথায় উপস্থিত ছিল। অশ্ব ক্রয় করাই তাহার এক-মাত্র অভিপ্রায়, অতএব সে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা-সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করে; পরন্তু প্রথম-দিবসের হট্টে কোন উত্তম অশ্ব উপস্থিত না-থাক-প্রযুক্ত সে সকল অশ্বের পরীক্ষা করিয়াও কোন অশ্ব ক্রয় করিলেক না। ঐ পরীক্ষা-করণ-সময়ে হট্টে সমস্ত অশ্বই মন্দ বলিয়া গ্রিগোরিও মনেমনে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল, পাছে অশ্ব-বিক্রেতারা মনে করে যে এ ব্যক্তি ভণ্ড, হয়ক্রয় করিবার ধন নাই বলিয়াই যাবদীয় অশ্বের নিন্দা করিতেছে; এবং ঐ অপবাদের নিরাকরণার্থে মধ্যে২ আপন কটিদেশস্থ মুদ্রার উপর এই প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল, যাহাতে নিকটস্থ ব্যক্তিরা অনায়াসে জানিতে পারে যে তাহার কটিদেশে অনেক মুদ্রা আছে। ঐ সময়ে এক দুষ্টা স্ত্রী তথায় উপস্থিতা ছিল; বিমুগ্ধকারী মুদ্রাধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইবামাত্র সে একেবারে অধৈর্য্যা হইল; ঐ মুদ্রা না প্রাপ্ত হইলে কোন মতে তাহার মনঃ শান্ত হয় না, অতএব সে হাট ভাঙ্গিবামাত্র গ্রিগোরিওর পশ্চাৎ২ গমন করত তাহার আবাসের নির্ণয় করিলেক; এবং তত্রত্য ভৃত্যদিগের নিকট তাহার নাম-ধামের পরিচয় লইয়া স্বাভিষ্ট-সিদ্ধি করিবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধদিবস হট্টে বৃথাশ্রমে শ্রান্ত হইয়া অপরাহ্ণে গ্রিগোরিও বাসায় শয়ন-পরায়ণ আছে, এমত সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া কহিল; "মহাশয়ের সহোদরা আপনার দর্শনোৎসুকা হইয়া সদাশীঃ-পুরঃসর আপনাকে আহ্বান করিতেছেন"। গ্রিগোরিও কহিল; "আমার পিতার আমি এক-মাত্র অপত্য, আমার সহোদরা কি প্রকারে সম্ভবে?" ভৃত্য কহিল; "স্বর্গবাসী আন্তোনিও মহাশয় এই নগরে বাসকরণ-কালীন আপনার মাতার পাণি-গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার গর্ভে প্রথম এক কন্যার পরে আপনার জন্ম হয়; আপনি ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই আন্তোনিও মহাশয় স্ত্রীর সহিত বিবাদ করত স্ত্রী-কন্যা-ত্যাগ-পূর্ব্বক আপন অপোগণ্ড পুত্র লইয়া নেপল্‌স্-রাজ্যে প্রস্থান করেন। আপনি সেই অপোগণ্ড বালক, এবং আমি আপনার ভগিনীর ভৃত্য।" অতি শৈশবাবস্থাতেই গ্রিগোরিওর মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, এবং সে আপন মাতৃ-বৃত্তান্তও কিছুই জ্ঞাত ছিল না; অপর সে শ্রুত হইয়াছিল যে তাহার পিতা কিয়ৎকাল রোম-নগরে বাস করিয়াছিল; অতএব ভৃত্যোক্ত এই ও এবম্প্রকার অন্যান্য বিশ্বাসজনক বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত সহোদরা-দর্শনে যাত্রা করিল।

প্রস্তাবিত স্ত্রী এক প্রশস্ত অট্টালিকায় বাস করিত এবং তাহার গৃহে সুবেশা দাসী ও তৈজসাদি দ্রব্য সামগ্রী কিছুই অপ্রতুল ছিল না। তদ্দৃষ্টে গ্রিগোরিও বোধ করিল, গৃহস্বামিনী অবশ্যই ভদ্র রমণী হইবেন, এবং তাহার সহিত বাক্যালাপে মুগ্ধ হইয়া পরম বিশ্বস্ত হইল যে সে অবশ্যই তাহার ভগিনী বটে, তাহাতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। অপর ঐ শঠস্ত্রীও তাহাকে মোহিত-করণার্থে আপন সমস্ত বাগ্জাল প্রসারণ করিতে ত্রুটি করে নাই। সে গ্রিগোরিওর দর্শনমাত্র সজলনয়নে "হে ভ্রাতঃ, হে ভ্রাতঃ" এই সম্বোধন-পূর্ব্বক তাহার গলদেশ ধারণ করত মস্তকের আঘ্রাণ লইল, ও মাতৃ-পিতৃ-শোক পুনরুদ্দীপন হইয়াছে, বলিয়া ক্রন্দন করি-

তে লাগিল। অতঃপর যৎপরোনাস্তি সমাদর ও স্নেহ-বিষয়ক-নানাবিধ-বাক্যালাপে দিবাবসান হইলে গ্রিগোরিও বাসায় যাইবার মানস প্রকাশ করিল। কিন্তু ঐ স্ত্রী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিল; "আমি তোমার সহোদরা; আমার বাটীতে অদ্য আহার না করিয়া তুমি কি প্রকারে অন্যত্র যাইতে চাহ? ত্রিংশৎবৎসর-পরে ইষ্টদেবের কৃপায় অদ্য ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে; তাহার সহিত একত্রে ভোজন না করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না; অতএব তোমাকে অদ্য অবশ্যই আমার গৃহে ভোজন করিতে হইবেক।" গ্রিগোরিও কহিল; "বাসায় সঙ্গিরা আমার প্রতীক্ষা করিতেছে; আমি যে পর্য্যন্ত না যাইব সে পর্য্যন্ত তাহারা আহার করিবে না; অতএব অদ্য আমাকে ক্ষমা কর, আমি কল্য আসিয়া এখানে ভোজন করিব।" ঐ বাক্য শ্রবণমাত্র বাক্চাতুর্য্যে অত্যন্ত-কুশলা কল্পিতা ভগিনী অশ্রু-নিক্ষেপ করিতে ২ কহিল; "হে বিধাতঃ! আমার ভাগ্য এমত মন্দ! ভূমণ্ডলে আত্মীয়-মধ্যে এক-মাত্র ভ্রাতা, আমি তাহারও স্নেহপাত্র হইলাম না: ভাই, তুমি আমাকে পূর্ব্বে জানিলে আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া ভেটেরাখানায় যাইতে চাহিতে না। হায়! কি দুর্ভাগ্য! আমরা এক পিতার সন্তান, এক গর্ভে জাত, ও এক-মাতৃ-স্তনে প্রতিপালিত হইয়াও পরস্পর চিনিতে অক্ষম হইলাম। গ্রিগোরিও, মা বর্ত্তমান থাকিলে তুমি কি এমনি করিয়া আমার মনোবেদনা দিতে পারিতে?" এবং এই কথা বলিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। গ্রিগোরিও একান্তে অবসৃত হইতে না পারিয়া অবশেষে ছদ্মবেশিনী ভগিনীর নিকটে ভোজনার্থে রহিল।

দৈব বা কল্পিত ব্যাঘাতে ভোজন-সমাপনে প্রায়ঃ ৯ ঘণ্টা রাত্রি হইল; তৎপরে গ্রিগোরিও বাসায় যাইবার প্রস্তাব করাতে তদ্ভগিনী কহিল; "ভ্রাতঃ! আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে আহার প্রস্তুত হইতে এত বিলম্ব হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে তোমার বাসায় যাওয়া কোন মতে উচিত নহে। তুমি বিদেশী; রোম-নগরের পথ ঘাট কিছুই জ্ঞাত নহ: এই অন্ধকার রাত্রিতে তুমি কোথায় যাইতে কোথায় যাইবে তাহার স্থৈর্য্য নাই; অধিকন্তু এ নগর দস্যুতে পরিপূর্ণ; সন্ধ্যার পর দ্বার-বহির্দ্দেশে যাইতে হইলে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। আমি জানিয়া তোমাকে কি প্রকারে এমত সঙ্কটে প্রেরণ করিব? তুমি অদ্য এই খানে অবস্থান কর; কল্য প্রাতে বাসায় যাইবে।" গ্রিগোরিও এই বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া বাসায় যাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতে মায়াবিনী ভগিনীর অনুরোধ খণ্ডিতে পারিল না; অধিকন্তু চোরের ভয়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলিন সর্ব্বদা আপন কটিদেশে বদ্ধ রাখিত, তাহা সঙ্গে লইয়া রজনীযোগে দস্যুপূর্ণ-পথে ভ্রমণ-করা কোন মতে শ্রেয়ঃ নহে, বোধ করিল; সুতরাং সে রাত্রি তাহার তথায় বাস করাই স্থির হইল; এবং তাহার ভগিনী ঐ অবস্থানের বার্ত্তা তাহার বাসায় পাঠাইতে উদ্যতা হইল।

রাত্রি দশটার সময়ে গ্রিগোরিওর ভগিনী তাহাকে সুসজ্জীভূত এক ঘরে লইয়া গিয়া কহিল; "ভ্রাতঃ দুঃখিনীর এই গৃহে অদ্য শয়ন কর; রাত্রি-মধ্যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয় এই উপস্থিত ভৃত্যকে অনুমতি করিও।" এই কথা বলিয়া এক জন ভৃত্যকে সম্মুখে রাখিয়া সে আপন শয়নালয়ে প্রস্থান করিল।

গ্রিগোরিও ঘরের চতুর্দ্দিগ্ বিলক্ষণ করিয়া নিরীক্ষণ করত, সকল দ্বার গবাক্ষ স্বহস্তে বদ্ধ করণ-পূর্ব্বক দেহহইতে আপন বস্ত্রাদি বিমুক্ত করিয়া শয্যার উপর স্থাপন করিল, ও একবার বহির্দ্দেশহইতে আসিয়া শয়ন করিবে মানসে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিল, "বহির্দ্দেশ যাইবার স্থান কোথায়?" সে তদগৃহ-পার্শ্বেই এক কাষ্ঠের বারাণ্ডা দেখাইয়া দিলেক; কিন্তু গ্রিগোরিও তথায় যাইবামাত্র তাহার তল ভাঙ্গিয়া গেল; এবং গ্রিগোরিও তন্নিম্নে এক মলকুণ্ডে নিপতিত হইল। ঐ সঙ্কটে সে পুনঃ২ ভৃত্যকে ডাকিল, কিন্তু কেহ উত্তর দিলেক না; করে কি? বহুকষ্টে কুণ্ডহইতে উঠিয়া রাজপথে আইল, এবং ভগিনীর দ্বারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কেহই কোন উত্তর দেয় না; অবশেষে এক জন ভীষণাকার দস্যু গবাক্ষহইতে শিরঃপ্রসারণ করিয়া কহিলেক, "কে রে, দ্বারে এত রাত্রে গোল করিতেছে? চৌকিদার, এ বেটাকে দূর করিয়া দেহ।" গ্রিগোরিও কহিল; "আমি এই গৃহস্বামিনীর ভ্রাতা: দৈবাৎ বারাণ্ডাহইতে পড়িয়া গিয়াছি; তাঁহাকে একবার ডাকিয়া দেহ"। দস্যু কহিল; "রাখ, শ্যালা, তোর মাতলামি রাখ; শীঘ্র দূর হও, নহিলে ইঁট ফেলিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিব।" গ্রিগোরিও নম্রভাবে অনেক মৃদু কথা কহিলেন; কিন্তু তদুত্তরে, কটুকাটব্য ভিন্ন আর কিছুই উত্তর পাইলেন না; অধিকন্তু তাহাদের গোলে প্রতিবাসিরাও উঠিয়া অনেকে দুর্ব্বাক্য কহিতে লাগিল। এমত সময়ে এক জন পথিক গ্রিগোরিওর বিবরণ শুনিয়া কহিল; "তোমার ভাগ্য ভাল যে এই দস্যুনীর গৃহে প্রাণচ্যুত হও নাই; এ বেশ্যার পল্লী; এস্থানে এ অবস্থায় তোমার এমত সময়ে থাকা উচিত নহে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এইক্ষণে পলায়ন কর।" ফলতঃ তত্রত্য লোকেরা যে প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে ছিল তাহাতে তথায় তিষ্ঠন ভার; সুতরাং গ্রিগোরিও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও বস্ত্রাদি চ্যুত হইয়া-বিষ্ঠা প্রলিপ্তাঙ্গে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া মনে করিল নগর-সম্মুখস্থা নদীতে স্নান করিয়া বাসায় যাইবে; কিন্তু এই অভিপ্রায়ে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে দেখিল, অস্ত্রধারী দুই ব্যক্তি তাহার দিগে আসিতেছে, এবং তদ্দৃষ্টে মনে করিল, যে তাহারা বুঝি প্রহরী হইবেক, তাহাকে ধরিতে আসিতেছে, সুতরাং অত্যন্তভয়ে পথপার্শ্বে এক নির্জ্জন বাটীর ভিতর লুক্কাইত হইল।

দৈবের এমনি ঘটনা ঐ ব্যক্তিদ্বয়ও ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে২ এক ব্যক্তি কহিল; "ভাই, এবাটীতে অদ্য বড় দুর্গন্ধ, বোধ হয়, পেৎনীটেৎনী কিছু আসিয়াছে"; অপর ব্যক্তি কহিল; "উহুঁ, এ পেৎনী নহে; এইখানে কোথাও মল আছে; অথবা আমরা পথে বিষ্ঠা মাড়াইয়া থাকিব।" এই প্রকার কিঞ্চিৎ কথোপকথনের পরে উভয়ে আপন২ কটিদেশহইতে লুক্কাইত দীপ বাহির করিয়া ঘরের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে২ দেখে, গ্রিগোরিও মললিপ্ত হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের হস্তে ধরাপড়িবামাত্র গ্রিগোরিও মুমূর্ষুপ্রায়ঃ হইয়া তাহাদের চরণে পতিত হওত আপন দৌভাগ্যের বিবরণ-বর্ণনপূর্ব্বক পরিত্রাণ প্রার্থনা করিল। ঐ ব্যক্তিদ্বয় কহিল; "তোমার আর ভয় নাই, তুমি যে ঐ দুষ্টা স্ত্রীর হস্তহইতে প্রাণ লইয়া আসিয়াছ ইহাই পরম লাভ; এইক্ষণে আমাদিগের সঙ্গে চল, তোমার মঙ্গল হইবে;

অদ্য এ দেশের রাজপুত্রের সমাধি হইয়াছে, তাহার অঙ্গে অনেক বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার আছে; এক অঙ্গুরীয়কের মূল্যই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা; আমরা গোরহইতে শব তুলিয়া ঐ দ্রব্যাদি লইবার মানসে যাইতেছি, তুমি আমাদিগের সাহায্য করিলে কিঞ্চিৎ অংশ পাইতে পার"।

এই পরামর্শে তিন জনে গোরস্থানে চলিল; কিন্তু পথিমধ্যে এক জন তস্কর কহিল; "ভাই, আমাদের এ সঙ্গির দুর্গন্ধে বাঁচা ভার, চল কোথাও লইয়া গিয়া ইহার গাত্র ধৌত করিয়া দি।" তদনুসারে তাহারা নিকটস্থ এক কূপের কাছে গেল; এবং তথায় গিয়া কোন পাত্র না পাওয়াতে গ্রিগোরিওর কটিদেশে রজ্জু বান্ধিয়া তাহাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেক; ও এই সঙ্কেত নির্দিষ্ট হইল যে গাত্র প্রক্ষালনানন্তর গ্রিগোরিও রজ্জু নাড়িলেই তস্করেরা তাহাকে টানিয়া তুলিবেক। এই ব্যাপারের কিঞ্চিৎকাল পরে এক জন পিপাসু প্রহরির তথায় আসাতে তস্করেরা অবিলম্বে পলায়ন করিল, সুতরাং গ্রিগোরিও কূপমধ্যেই নিমগ্ন রহিল, যত রজ্জু নাড়েন কিছুতেই কেহ তাঁহাকে উদ্ধার করে না। অন্ততঃ উক্ত প্রহরী আসিয়া কূপের রজ্জু তুলিতে২ কহিতে লাগিল; "পাড়ার ছোঁড়ারা কি দুষ্ট; পাতকুয়ার দড়ি গাছায় এত ইট বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া গিয়াছে যে তোলাই ভার; থাক, সব শ্যালাকে কাল থানায় লইয়া যাচ্ছি।" পরে রজ্জু তুলিয়া দেখে, ইষ্টকের পরিবর্ত্তে এক দিগম্বর পুরুষ উঠিল, এবং তদ্দৃষ্টে ভূত বোধে অত্যন্ত বেগে পলায়ন করিল; একবারমাত্রও ফিরে চাহিবার ভরসা হইল না।

গ্রিগোরিও এই প্রকারে কূপহইতে মুক্ত হইয়া জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে, এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত তস্করেরা প্রত্যাবর্ত্তন করত তাহাকে সকল বিবরণ ব্যক্ত করিলেক, ও আপনাদিগের কিয়ৎ বস্ত্র তাহাকে পরিধীত করাইয়া তিন জনে একত্রে গোরস্থানে গমন করিল।

রাজপুত্রের গোর ইষ্টকনির্ম্মিত, অতিগভীর কুণ্ডাকার; তাহার অধোভাগে এক কাষ্ঠের সিন্দুকে রাজপুত্র-শব সংস্থাপিত ছিল, এবং গোরের মুখ বৃহৎ এক প্রস্তরদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তস্করেরা আসিয়া তিন জনে অনেক-ক্লেশে ঐ প্রস্তরের এক দেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ করত একটা কাষ্ঠের ঠেকুয়া দিলেক: পরে ঐ গোরের মধ্যে কে প্রবেশ করিবে, এই বিবাদ করিতে লাগিল; ভূতের ভয়ে কেহই তথায় যাইতে চাহে না। অবশেষে তস্করদ্বয় তাড়নার ভয়-প্রদর্শন-পূর্ব্বক গ্রিগোরিওকে তন্মধ্যে প্রেরণ করিলেক। সে অগত্যা তন্মধ্যে গিয়া শবের-বস্ত্রাভরণ হরণ করত সঙ্গিদিগকে তুলিয়া দিতে লাগিল; এবং তৎসময়ে মনে করিল; "যে এ চোরেরাত আমাকে কোন অংশ দিবেক না, অতএব আমার অংশ এই খানে লওয়াই উচিত"। এই বোধে শবের অঙ্গুরীয়কটি লুকাইয়া অপর সকল দ্রব্য তস্করদিগকে দিল। তাহারা অঙ্গুরীয়কের নিমিত্তে পুনঃ২ কহিতে লাগিল, কিন্তু গ্রিগোরিও "যাহা কিছু ছিল, তৎতাবৎই দিয়াছি, আর কিছু নাই", বলিয়া প্রতারণা করিতে লাগিল। অবশেষে তস্করেরা রুষ্ট হইয়া গোরাচ্ছাদন-প্রস্তরের ঠেকুয়া বিমুক্ত করত প্রস্থান করিল; সুতরাং জীবিত গ্রিগোরিও শবের সহিত গোরে প্রোথিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার মনোযাতনার আর ইয়ত্তা রহিল না; কোথায় অর্থ ক্রয় করিয়া আপনার সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি করিবেন; কোথায় সর্ব্বস্ব চ্যুত হইয়া প্রাণসত্ত্বে গোরস্থ হইলেন।

তখন ক্রন্দন বই আর গতি নাই, কিন্তু তদবস্থায় ক্রন্দনে কি মনোবেদনার শান্তি হয়? সকলই অন্ধকার; সম্মুখে শব; এবং গোরমধ্যে অনাহারে মৃত্যু উপস্থিত; ইহাহইতে ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? পরন্তু কি করেন? তাঁহার এমত শক্তি ছিল না, যে একক প্রস্তর ঠেলিয়া তুলিতে পারেন; অপর গোরমধ্যে শব্দ করিলে বাহিরে কেহ শুনিতে পায় না; আর গোরস্থানে শুনিবার লোকই বা কোথায়? অগত্যা মুমূর্ষুপ্রায়ঃ হইয়া সজলনয়নে শবের উপর শয়ন করিলেন। তদবস্থায় প্রায়ঃ দুই ঘণ্টা কাল গত হইলে তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ গোরের প্রস্তর সঞ্চালন করিতেছে; এবং তদবিলম্বে ঐ প্রস্তর উৰ্চ্চাকৃত হইল; এমত সময়ে এক জন কহিল, "ভাই, তোমরা কেহ গোরে অবতরণ কর; ইহার মধ্যে ভূত আছে, আমি তথায় যাইব না"। অপর এক জন কহিল; "তবে আমিও যাইব না, আর কেহ যাউক"; এই প্রকারে পাঁচ ছয় ব্যক্তি গোরের মুখনিকটে বিবাদ করিতে লাগিল; কেহই গোরে নামিতে স্বীকৃত হয় না; অবশেষে এক জন কহিল: "আচ্ছা, আমি যাইতেছি, চোরকে ভূতের ভয় কি? কিন্তু আজি যাহা লাভ হইবে তাহার বেশীভাগ আমাকে দিতে হইবেক"। এই কথা বলিয়া সেই ব্যক্তি গোরমধ্যে একটি পদ প্রবিষ্ট করিলেক, কিন্তু ঐ লগ্নেই গ্রিগোরিও তাহার পদ ধরিয়া এক টান দিল; ঐ টানিবামাত্র প্রাণভয়ে কে কোথায় যে পলায়ন করিল তাহার কোন উদ্দেশ রহিল না; গোরের মুখ রোধ করিবার অবকাশ কোথায়? সুতরাং তাহাদিগের পলায়নানন্তর গ্রিগোরিও অনায়াসে গোরহইতে নিঃসৃত হইয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে ভম্মলের একটি অঙ্গুরীয়ক লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল; এবং তাহাতেই আমাদিগের এই উপন্যাসেরও দক্ষিণান্ত হইল।

কার্প বা বিলাতি রোহিত মৎস্য।

মৎস্য-ধৃত-করণার্থে বঙ্গদেশীয় মনুষ্যেরা যে প্রকার তৎপর বিলাতীয় মনুষ্যেরা তদপেক্ষায় ন্যূন নহে। তদ্দেশেও অনেকে জলে রৌদ্রে ও কর্দ্দমে প্রায়ঃ অর্দ্ধ-দেহ-নিমগ্নাবস্থায় সমস্ত দিবস যাপন করত সন্ধ্যার সময়ে দুই একটি মৎস্য লইয়া, কদাপি যথেপ্সিত মীনভারে পুলকিত হইয়া, কখন বা রিক্তহস্তে মুমূর্ষুপ্রায়ঃ হইয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ওয়াল্টন্ নামা এই প্রকার এক জন মীনব্যাধ মৎস্য-ধরিবার উপায় ও হস্তব্য-মৎস্যের স্বভাব-বিষয়ক একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি রোহিত-সম্বন্ধে লেখেন, "এই মৎস্য নদী ও পুষ্করিণী বাসী; ইহার তুল্য আনন্দপ্রদ, সুচতুর, রসনা-বিমোহনকারী, আর কোন মৎস্য মনুষ্যের নয়নগোচর হয় নাই"। ফলতঃ মৎস্য-ব্যাধেরা যে রোহিতের প্রশংসা করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ ছীপে ধরিবার উপযুক্ত মৎস্য রোহিতের তুল্য কেহই নহে।

ইংলণ্ডদেশীয় রোহিত মৎসের নাম "কার্প" পূর্ব্বকালে তথায় কার্পমৎস্যের প্রচার ছিল না। প্রায়ঃ চারিশত বৎসর হইল, তাহা ফরাসিসদেশহইতে বিলাতে নীত হয়; এবং তদবধি ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ঐ মৎস্য ব্যাপ্ত হইয়াছে; অনেকে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে পাঁচ সের পরিমিত একটি কার্পমৎস্য সপ্তলক্ষ অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা অল্পকাল মধ্যে
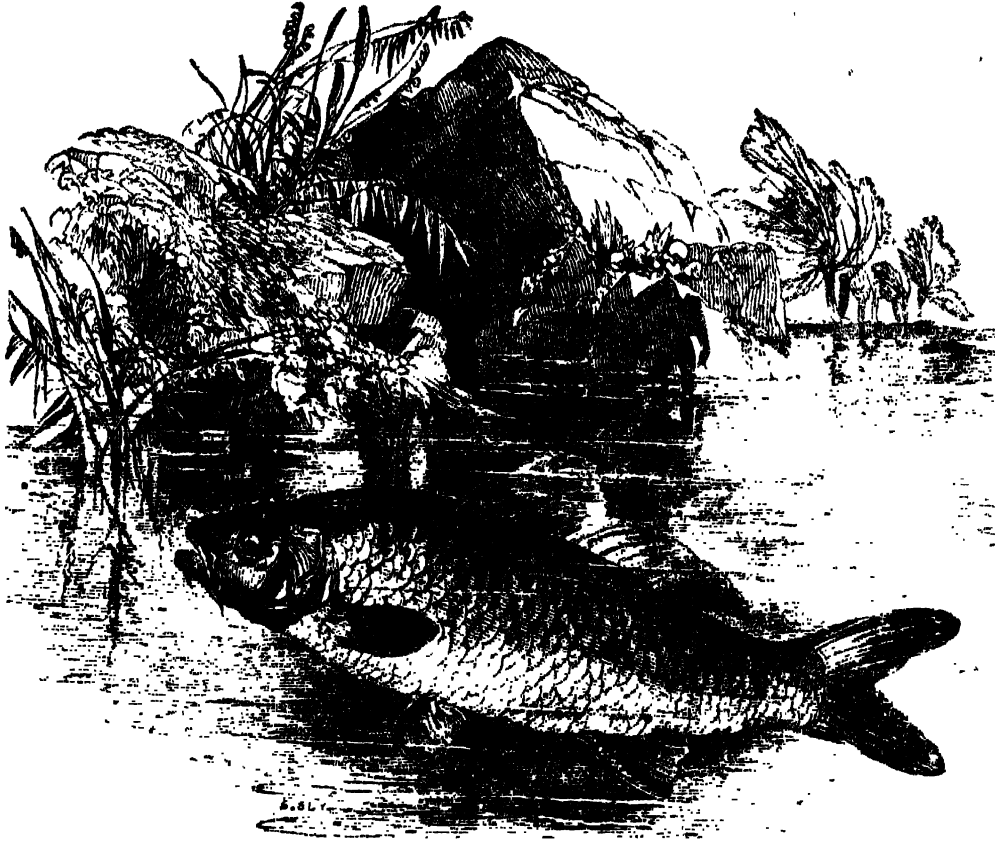
কার্প বা বিলাতি রোহিত মৎস্য

যে পুষ্করিণ্যাদি ব্যাপিয়া ফেলিবেক, তাহা কোন মতে আশ্চর্য্য নহে। অপর এই মৎস্য অতি কষ্টসহ-প্রাণবিশিষ্ট (কঠিন প্রাণী); অনায়াসে এক-মাসকাল স্থলে যাপন করিতে পারে। কথিত আছে, ওলন্দাজদিগের দেশে ধীবরেরা রোটিকা এবং দুগ্ধ খাওয়াইয়া এই মৎস্যকে শৈবাল আচ্ছাদন-পূর্ব্বক মধ্যে২ তদুপরি কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন করত অনায়াসে দেড় মাস কাল স্থলে রাখিয়া থাকে; সুতরাং মৎস্য পচিয়া ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় তাহাদিগকে শঙ্কিত হইতে হয় না; যখন ইচ্ছা তখনই সজীব মৎস্য বিক্রয় করিতে পারে।

কার্প এবং রোহিত মৎস্য প্রত্যহ খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে মনুষ্যের বশীভূত হইয়া থাকে। এই-প্রস্তাব-লেখক রোহিত-মৎস্যকে স্বহস্তেতে ময়দা খাইতে দেখিয়াছেন। প্রুশিয়া দেশীয় রাজোদ্যানে এক তড়াগ আছে, তন্নিকটে ঘণ্টাধ্বনি করিলেই অনেক কার্প মৎস্য তটনিকটে একত্র হইয়া থাকে; এবং প্রত্যহ কিঞ্চিৎ২ খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।

কার্প-মৎস্যের কায়িক লক্ষণ বর্ণন করা বিফল; পাঠক মহাশয়েরা উপরে মুদ্রিতচিত্র-দৃষ্টে অনায়াসে তাহার অনুভব করিতে পারিবেন। এই মৎস্যের পরিমাণ ৫।৭ সের, বৃদ্ধ হইলে তদ্দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হয়; কিন্তু প্রায়ঃ অর্দ্ধ মোনের অধিক হয় না।

গলিবরের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

তদ্রূপে অধঃপতিত হইবাতে অশ্বটির বামস্কন্ধে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু ঘোটকারূঢ়ের গাত্রাদি ক্ষত হয় নাই। আমি তৎকালে সেই ছিন্ন রুমালখানি এক প্রকার সীবন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার দৃঢ়তাবিষয়ে আমার আস্থা হয় নাই, সুতরাং তদবলম্বনে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপার সম্পাদন করা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল।

মুক্ত হইবার প্রায় দুই তিন দিন পূর্ব্বে যখন আমি রাজভবনে এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার-দর্শনার্থ নীত হইয়াছিলাম, তখন রাজসন্নিধানে দ্রুতবেগে এক দূত আসিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল, "মহারাজ! আপনকার রাজ্যের এক জন অশ্বারূঢ় প্রজা নগরপর্য্যটনবাসনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে২ পূর্ব্বে যে স্থানে নরশৈল আনীত হইয়াছিল, তথায় ভূমিপতিত এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছে। ঐ দ্রব্য দেখিতে অতি কদাকার, এবং নম্রতাযুক্ত মণ্ডলাকার; তাহার পরিসর আপনার শয়নাগারের তুল্য হইবেক। তাহার দীর্ঘতা মনুষ্যের সমান। ঐ প্রজারা উক্ত ঘাসের উপরি স্পন্দহীন পতিত থাকিতে দেখিয়া নির্জ্জীববস্তু বোধে বারম্বার ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে, এবং এক জনের স্কন্ধে এক জন তদুপরি আর এক জন আরোহণ পূর্ব্বক তাহার উপরি উঠিয়াও দেখিয়াছে, যে তাহার উপরিভাগ পরিসরযুক্ত ও সমান। পা দিয়া চাপিয়া বেড়াইতে২ তাহাদের বোধ হইয়াছে তাহার ভিতর শূন্য। ইহাতে তাহারা অনুমান করিয়াছে, এ অবশ্যই নরশৈলের কোন ব্যবহার্য্য বস্তু হইবেক, সন্দেহ নাই। যদি মহারাজ অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাহাদিগ-দ্বারা পাঁচ অশ্বে বোঝাইয়া ঐ বস্তু রাজভবনে আনীত হইতে পারে"। এই সকল কথা শ্রবণমাত্র আমার তৎকালেই সেই বস্তুর তাৎপর্য্য বোধ হইল, এবং তৎসংবাদ পাওয়াতে আমার মনে মনেও যথেষ্ট আমোদ জন্মিল। অনুমান হইল, আমাদের পোত ভগ্ন ও জলমগ্ন হইবার পরে আমার প্রথম তটস্পর্শ করণ সময়ে আমি এমনি অবসন্ন হইয়াছিলাম, যে আমার নিদ্রিত হইবার স্থানে উপস্থানের পূর্ব্বে আমার টুপিটি কোনরূপে খুলিয়া পড়িয়া থাকিবেক, তাহা জানিতে পারি নাই। তাহা ফিতার সহিত আমার মস্তকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিল, এবং সমুদ্রতরণসময়েও তাহা সর্ব্বক্ষণ তরঙ্গে বাধিত হইয়া রহিয়াছিল। অনুমান হয়, কোন কারণ-বশতঃ তাহার ঐ ফিতা ছিন্ন হইয়া থাকিবেক, তাহা আমার জ্ঞাত হয় নাই, একারণ তাহা সমুদ্রেই পড়িয়াছিল। যাহা হউক, তাহার উপযোগিতা ও গুণের পরিচয় দিয়া রাজার নিকটে তাহা অবিলম্বে আনাইবার অনুমতি প্রদান করিতে প্রার্থনা করিলে পর তিনি তাহাদিগকে ঐ বস্তু আনয়ন করিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। পরদিন শকটবানেরা সেই বস্তু আনিয়া রাজসভায় উপনীত করিলে দৃষ্ট হইল, তাহা তখন অতি দুরবস্থ হইয়াছে; তাহারা তাহার ধারহইতে তিন অঙ্গুলির মধ্যে দুই পার্শ্বে দুই ছিদ্র করিয়া তাহাতে দুই হুক বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুই হুকে দুই গাছা লম্বা রজ্জু বাঁধিয়া তাহা ঘোড়ার সাজের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছিল। এই রূপে আমার সেই টুপিটি তাহাদিগ-কর্তৃক কিঞ্চিন্মুদ্‌গাদ-

ক্রোশ পথ আনীত হইয়াছিল। যে সময়ে ধরাতলে তাহা অবতারিত হইল, তখন তাহার সকলই পচিয়া গিয়াছিল।

এই ব্যাপারের দুই দিন পরে রাজা বিনোদোন্মুখ হইয়া আপন রাজধানীস্থ চতুর্থাংশ সৈন্যকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন; কারণ তিনি আমাকে যথাসাধ্য পাদদ্বয়ে নির্ভর করিয়া সরলভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন। অনন্তর আমি দণ্ডায়মান হইলে তিনি সন্নিহিত মদেকসহায় আপন সেনানায়ককে অনুমতি করিলেন, "তুমি নরশৈলের পাদদ্বয়ের মধ্য দিয়া এই উপস্থিত সেনানী লইয়া গমন কর", তাহাতে সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। সমুদয় সৈন্যের সংখ্যা তিন সহস্র পদাতিক, ও সহস্র অশ্বারূঢ়। যৎকালে তাহারা আমার বঙক্ষণের নীচে দিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের সবিস্ময়হাস্যের আর ইয়ত্তা রহিল না।

এই রূপে আমি স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য ভূরি২ বিশ্বাসজনক ব্যাপার, ও সময়ে২ সবিনয়ে প্রাথনা করিতে২ পর্য্যবসানে রাজার তৃপ্তি জন্মাইলাম। তিনি সম্পূর্ণ সভা করিয়া তাহাতে আমার যাত্রার বিষয় প্রস্তাব করিলেন। সকলেরি মত হইল, কেবল আমার একমাত্র বধোদ্যত শত্রু (স্কিরেস্ বান্‌গোলাম্) সেই মতে মত প্রদান করিল না। ইহাতে তাহার উপরি সকল সভ্যের সহিত একবাক্য হইয়া রাজা অত্যন্ত বিরক্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী বা প্রদেশাধ্যক্ষ [বান্‌গোলামকে] প্রভুর নিতান্ত মতাবলম্বী এবং বিশেষরূপ কার্য্যজ্ঞ ব্যক্তি বলিলে ও বলা যায়, কিন্তু সে কঠোরচিত্ত, ও বিবদর্শন ছিল। যাহা হউক, পরিণামে তাও সমস্ত হইল, কিন্তু যে কথায় ও যে নিয়মে আমাকে শপথ করাইয়া মুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন, তাহা সে স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিবার যত্ন করিতে লাগিল। শপথ-করাওনের ধারা-সকল লিখিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর (স্কিরেস্ বান্‌গোলাম্) দুই জন সহকারি অধ্যক্ষ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কতিপয় ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং সশরীরে সেই পত্রসহিত আমার নিকটে উপস্থিত হইল। আমার নিকটে তাহারা সেই পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলে পর আমি তল্লিখিত সমুদয় বিষয় সম্পাদনে প্রতিশ্রুত হইয়া শপথ করিতে উদ্যত হইলাম। প্রথমতঃ আমার স্বদেশীয় রীত্যনুসারে, অনন্তর তাহাদের ব্যবস্থাপিত প্রথানুসারে আমাকে শপথ করিতে হইল। তথাকার শপথকরণপ্রথা যে প্রকার তাহা পাঠকবর্গের সুগোচরকরণার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। অগ্রে আমাকে বামহস্ত দিয়া দক্ষিণপাদ ধরিতে এবং পরে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী দিয়া শিরোভাগ ও তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণকর্ণের উপরিভাগ স্পর্শ করিয়া থাকিতে হইল। তত্রত্য ব্যক্তিদিগের এই রীতি নীতি ব্যবহারাদি স্পষ্টরূপে জানাইবার অভিপ্রায়ে প্রতিজ্ঞাপত্রের লিখিত-নিয়ম-সকল অবিকল অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ মনোনিবেশপূর্ব্বক তত্তাবতের মর্ম্ম অবগত হইবেন।

"প্রবল-প্রতাপ, জগদানন্দভয়ভাজন, ষট্ক্রোশবিস্তারিতসাম্রাজ্যধুরন্ধররাজরাজ, দীর্ঘকায়জিতপ্রজ, নিম্নমধ্যতলপ্রপদযুগল, নিরুদ্ধদিনকরশিরা, সঙ্কেতমাত্রসম্মুখভূমিপাতিতজানু-রাজবর্গ, বসন্তবন্মনোহর, নিদাঘ-বৎ সন্তোষক, শরদ্বৎ ফলভরসম্পন্ন, শীতবৎ সকল-চিত্তসংকোচক, শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ লিলিপটাধিনাথ

শ্রীলশ্রীযুক্ত মল্লী অল্লৌগু মহোদয় বাহাদুর স্বীয় স্বর্গকল্পসাম্রাজ্যে অতিরোপনীত-নরশৈল-সন্নিধানে এই প্রস্তাব করিতেছেন যে তাঁহাকে নিম্নে লিখিত নিয়ম পত্রিকার কএক ধারানুসারে শপথ করিতে হইবেক।

(১) নরশৈল আমার রাজকীয় গূঢ়মুদ্রাঙ্কিত (খাস শিলমোহরসম্বলিত) অনুমতিপত্র না পাইলে কদাচ রাজ্যান্তরে যাইতে পারিবেন না।

"(২) নরশৈলের আগমনকালীন রাজ্যের প্রবেশদ্বারে তাবৎ প্রজাকে সাবধানে রাখিতে হইবেক, কারণ রাজকীয় প্রকাশ্য আদেশ না পাইলে তাহার রাজধানীর মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা থাকিবেক না।

"(৩) উক্ত নরশৈল কেবল প্রসিদ্ধ রাজপথেই গমনাগমন করিতে পারিবেন। শস্যাদির ক্ষেত্রে তাহাকে ভ্রমণ বা উপবেশনাদি করিতে দেওয়া যাইবেক না।

"(৪) ভ্রমণকালীন রাজপথগামী কোন রাজকীয় প্রীতিভাজন প্রজার শরীরে, বা তাহাদের অশ্বে, কিম্বা শকটে তাহার দেহ স্পর্শ না হয়, এমন রূপে নরশৈলকে সাবধান হইয়া চলিতে হইবেক, এবং তাহাদের বিনা অনুমতিতে কাহাকেও স্বহস্তে তুলিয়া লইতে পারিবেন না।

"(৫) যদি কখন কোথায়ও কোন আশ্চর্য্য সংবাদবাহক প্রেরণের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে নরশৈলকে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবেক। প্রতি শুক্লপক্ষেই এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। পুনর্ব্বার ঐ সংবাদবাহক পুরুষকে অশ্ব সহিত নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া আনিয়া রাজসমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবেক, ইহার অন্যথা না হয়।

"(৬) শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার সময়ে নরশৈলকে আমাদের সহায়তা করিতে হইবেক। এবং আমাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যে সকল যুদ্ধপোত সুসজ্জিত থাকিবেক, নরশৈলকে তত্তাবৎ এককালে বিনা বিচারে জলমগ্ন করিতে হইবেক।

"(৭) স্থপতিগণকে রাজভবনের ভিত্তি রচনার জন্য যে সকল প্রস্তরখণ্ড তুলিতে হয়, অবকাশ পাইলে নরশৈলকে তাহাদিগকেও তৎকর্ম্মে সাহায্য করিতে হইবেক।

"(৮) সমুদ্রের উপকূলের যে সমস্ত ভূভাগ আমাদের রাজ্যের সীমাভুক্ত আছে, নরশৈলকে তাহা মাপিয়া তাহার মানচিত্র প্রতিমানে রাজগোচর করিতে হইবেক।

"এতাদৃশ নিয়মাষ্টক প্রতিপালনে শপথপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হইলে পর নরশৈলকে প্রতিদিন ভোজনপানের দ্রব্য উপযোগ করিবার ব্যবস্থা করা যাইবেক। এই রাজ্যের ১৭২৪ জন প্রজার ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য নরশৈলের দৈনিকবৃত্তি দেওয়া যাইবেক। ইতি দ্বাদশী তিথি। লিলিপট রাজ্য প্রারম্ভাবধি একনবতিতম চন্দ্র"।

আমার অহিতাকাঙ্ক্ষী (স্কিরেস্ বান্‌গোলাম্) প্রণীত ঐ সকল নিয়মের কতিপয় সম্পাদন করা আমার বোধে অপমানজনক হইলেও তত্তাবৎ বিষয় সম্বলিত প্রতিজ্ঞাপত্রে পরম সন্তোষপূর্ব্বক স্বাক্ষর প্রদান করিলাম। তাহাতে তৎক্ষণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাহারা আমাকে মুক্তশৃঙ্খল করিয়া স্বাধীন করিল। লিলিপটাধিনাথ স্বয়ং মহাসমারোহে আমার সন্নিহিত হইয়া সম্মান প্রদান করিলেন। আমিও যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক মহীয়সী-বিনীতির অবলম্বনে তাঁহার চরণে আত্মাকে সমর্পণ করিলাম। ইহাতে তিনি অতি সদয়ভাবে আমাকে উঠাইয়া নানাপ্রকার অনু-

গুহ্যসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তৎপ্রকাশে অভিমান প্রকাশ হইবার আশঙ্কায় তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল না। বিশেষতঃ রাজা আরো কহিতে লাগিলেন, “আমার মানস হয়, যে তুমি এই রাজসরকারে কর্ম্মচারী হইয়া কালযাপন কর; সম্প্রতি তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করা গেল, এবং ভবিষ্যতেও তুমি অনন্যজনসাধারণ রাজপ্রসাদভাজন হইতে পারিবে”।

আমার মোচনার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রের অন্তিম নিয়মে ব্যক্ত আছে, যে রাজাকর্ত্তৃক আমার দৈনিকবৃত্তি বিধানার্থ ১৭২৮ জন লিলিপটীয়ের খাদ্য ও পেয় সামগ্রী আমাকে প্রদত্ত হইবেক, ইহাতে পাঠকবর্গের আপাততঃ সন্তোষ জন্মিতে পারে। কএক দিন গেলে পর আমি এক জন সভ্যকে জিজ্ঞাসিলাম, রাজা আমার খাদ্যাদির পরিমাণ নির্ণয় কি প্রকারে করিলেন, তুমি ইহার কিছু জান? ইহাতে সে কহিল, “রাজসভায় কএক জন মহামহোপাধ্যায় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা প্রথমতঃ একগাছি লম্বা তার লইয়া তোমার শরীর মাপিয়াছিল। পরে সেই তারেতে এতদ্দেশীয় বার ২ জনের দেহমান লইয়া এক ২ অংশের চিহ্ন দিয়াছিল। এইরূপে গণনা করিয়া তাহারা নির্ণয় করিল, তোমার দেহ ১৭২৪ জন লিলিপটীয়ের সমান। সুতরাং তদনুসারে তাহারা উক্তসঙ্খ্যক লোকের দৈনিক-খাদ্য-সামগ্রীতে তোমার ভোজনপান পর্য্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা বোধ করিয়াছিল”। পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, তত্রত্য প্রজাগণের কীদৃশী সূক্ষ্মবুদ্ধি, এবং এতাদৃশ মহোদয় লিলিপটাধিরাজের কি প্রকার অলৌকিকী বিজ্ঞতা, ও যথাযর্থ পরিমিত ব্যয়িতা।

ইতি তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত। রা না বি

দেশভেদে জীবভেদ।

দেশভেদে উদ্ভিজ্জ-বস্তুর যে প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, জীব-সম্বন্ধেও সেই প্রকার বিলক্ষণ অবান্তর ভেদ প্রতীত হয়। বোধ হয়, বৃক্ষবৎ প্রত্যেক-জীবের এক বা ততোধিক নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তদ্ভিন্ন অন্যত্র তাহা নির্ব্বিঘ্নে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। জীবমধ্যে স্পঞ্জকীট ও প্রবালকীট সর্ব্বাপেক্ষায় অধম; বহুকাল অনেকের বোধ ছিল, যে ঐ কীটসকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ, জীব-মধ্যে গণ্য নহে; পরন্তু তাহারাও পৃথিবীর সর্ব্বত্র জন্মিতে পারে না; সমুদ্রের বিশেষ ২ স্থানে তাহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে; অধিকন্তু সমুদ্র-জলের উষ্ণতা-ভেদে ঐ কীটদিগের জাতি-ভেদ হয়; সুতরাং হিম-মণ্ডলের সমুদ্রে যে যাদৃশ প্রবালকীট প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভারত সমুদ্রে তাদৃশ নহে। শুক্তিকাসম্বন্ধেও এই নিয়ম বলবৎ; প্রত্যেক স্থানের বিশেষ ২ শুক্তিকা নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন অন্য শুক্তিকা তথায় প্রায়ঃ উত্তমরূপে জন্মে না। মুক্তার ঝিনুক নিরক্ষ-বৃত্তের নিকটস্থ সমুদ্রে প্রাপ্য, অন্যত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না।

পতঙ্গাদি-বর্গের * অধিকাংশ জীব উদ্ভিজ্জ-পদার্থ ভক্ষণ করে; সুতরাং গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রচুর-বৃক্ষ-লতাদি-বিশিষ্ট দেশে তাহাদের সম্যগ্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তন্মণ্ডলস্থ প্রজাপতি-সকল যাদৃশ সুচারু চিত্রিত, তাদৃশ আর কুত্রাপি সম্ভবে না। তথাকার খদ্যোতিকা-সকল এক ২ সময়ে সমস্ত বনকে এমত প্রভাসিত করে যে বোধ হয়, সর্ব্বত্রে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। তথায় অপর অনেক বিষাক্ত পতঙ্গাদি আছে, যাহাতে মনুষ্যের মহদনিষ্ট কদাপি ইষ্ট সিদ্ধও হইয়া থাকে। ভিমরুল, বোলতা, মধুমক্ষিকাদির নামোচ্চারণ করিলেই আনায়াসে এ বিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। বল্মীকদ্বারা মনুষ্যের কীদৃশ অপকার হয়, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। দক্ষিণ-আমরিকার বন-মধ্যে স্থানে ২ মশকের এ প্রকার প্রাচুর্য্য যে দূরহইতে বোধ হয়, সমস্ত স্থান কোয়াসায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে; তথায় মনুষ্যের

---

* প্রজাপতি, ফড়িং, মক্ষিকা, বোলতা, দংশ, মশক, পিপীলিকা, লুতা, তৈলপায়িকা, প্রভৃতি জীব এই বর্গে নিবিষ্ট হয়।

তিষ্ঠন অসাধ্য। হিমমণ্ডলে পতঙ্গাদি-বর্গীয় জীবের প্রাচুর্য্য নাই, পরন্তু তথায় তাহাদের অত্যন্তাভাবও নহে; গ্রিনলণ্ড এবং লাপলণ্ড দেশে গ্রীষ্মকালে এক-প্রকার মশ [illegible] জন্মিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ।

মৎস্য-দিগেরও বিশেষ২ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; কোন মৎস্য তড়াগে কোন মৎস্য হ্রদে, কেহ বা নদীতে, অপর কেহ সমুদ্রে জন্মিয়া থাকে। এক প্রকার বাইন-মৎস্য আছে, তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র অশ্ব পর্য্যন্ত সকল পশু কম্পিত কলেবরে ভূমিতে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার আবাস দক্ষিণ-আমেরিকার নদী, অন্যত্র কুত্রাপি ঐ মৎস্য প্রাপ্য নহে। ভূমধ্যসাগরে চারি প্রকার মৎস্য আছে, তাহাকে স্পর্শ করিলে দেহ কম্পিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ হানি হয় না। হাঙ্গর গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে, সম বা হিম-মণ্ডলে তাহার প্রচার নাই। কোন২ মৎস্য ঋতুভেদে স্থান পরিবর্ত্তন করে। ইলিস এবং তপস্বী মৎস্য সর্ব্বদা ভারত-সমুদ্রে বাস করিয়া থাকে, কেবল অণ্ড-প্রসব-করণ-কালে নদী-মধ্যে প্রবেশ করে। হেরিং-মৎস্য হিমসমুদ্রবাসি, কিন্তু প্রতিবৎসর এক২ বার দলবদ্ধ হইয়া সমমণ্ডলের সমুদ্রে অণ্ড-প্রসব করিতে আসিয়া থাকে, এবং তৎকর্ম্ম-সমাধা হইলে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অপরাপর অনেক মৎস্য এই প্রকারে সময়ে২ এক স্থানহইতে অন্যত্র যাত্রা করিয়া থাকে।

উষ্ণ-দেশে বিশেষতঃ আমেরিকা-খণ্ডের উষ্ণ স্থানে, সর্পবর্গীয়* প্রাণীর অত্যন্ত প্রচার। শেষোক্ত স্থানে [illegible] সহস্রাবধি ভয়ঙ্কর বিষধর জন্মিয়া থাকে। কুম্ভীর, [illegible] এবং গোসাপও তথায় অনেক আছে; [illegible] চারি মাস মৃতপ্রায় হইয়া [illegible] স্ব২ শুষ্ক-পঙ্কে প্রোথিত থাকে; বর্ষার [illegible] জীবন প্রাপ্ত হইয়া স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট [illegible] নির্গত হয়; ফলতঃ অনেক জীবের দেহ-যাত্রা [illegible] শীত ও গ্রীষ্ম উভয়েই তুল্য; অত্যন্ত শীতে হিমমণ্ডলের অনেক জীব যে প্রকারে চারি পাঁচ মাস ক্রমাগত [illegible] আমেরিকার উষ্ণতা-প্রভাবেও কুম্ভীরাদির সেই [illegible] থাকে। শীতের বৃদ্ধ্যনুসারে সর্পাদি-বর্গীয় জীবের সংখ্যা অল্প হয়, এবং বিষের ও বীর্য্যের হ্রাস হয়। হিমমণ্ডলে সর্পাদির সংখ্যা অত্যল্প এবং কেহই ভয়ঙ্কর বিষধর নহে।

উড্ডীনশীল পক্ষীরা অনায়াসে এক স্থানহইতে অন্যত্র যাইতে পারে, তদ্দৃষ্টে অনেকের বোধ হইতে পারে যে বিহঙ্গম-বর্গ সর্ব্বত্র-ব্যাপি; তথা শকুন্যাদি অনেক পক্ষিও পৃথিবীর প্রায়ঃ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু ইহা পক্ষিদিগের সাধারণ নিয়ম নহে; অপরাপর জীবদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও জাতিভেদে বিশেষ২ দেশ নির্দ্দিষ্ট আছে। কণ্ডোর নামক বৃহৎ গৃধ্র যাহা অনায়াসে দুই ক্রোশ ঊর্দ্ধে উড়িতে পারে তাহা কদাপি আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ডিলেরাপর্ব্বতহইতে দূরে গমন করে না। কাকাতুয়া, নূরি, বাজ্রু প্রভৃতি শুকজাতীয় পক্ষীর জন্ম-স্থান ভারত-সামুদ্রিক-দ্বীপব্যূহ, তদ্বহির্দ্দেশে কুত্রাপি তাহারা দ্রষ্টব্য নহে। দক্ষিণামেরিকায় অনেক শুক আছে; কিন্তু তাহারা এতদ্দেশীয় শুক-জাতিহইতে পৃথক্। শুতরমুর্গ-পক্ষীর বাসস্থান আরব এবং আফরিকা; কাসোয়ারি-পক্ষীর আবাস নূতনহলণ্ড এবং ডোমো-পক্ষীর নিবাস জাবা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ; ইহারা কেহই ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানের অন্যত্র অবস্থান করে না।

অনেক পক্ষী ঋতুভেদে একস্থান পরিত্যাগ করত অন্যত্র প্রস্থান করে। প্রতিবৎসর বর্ষাকালে হাড়গিলা পক্ষী কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে যায়, পরে বর্ষার নিবৃত্তি হইলে প্রত্যাগমন করে, ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বন্যহংস ও বন্যকপোত-সকলও এই প্রকারে দেশ-ভ্রমণ করিয়া থাকে। বিলাতে বক, সারস, চাতক, প্রভৃতি পক্ষীরাও শীতকালে ইংলণ্ড-দেশ ত্যাগ করত কোন উষ্ণদেশে যাত্রা করে।

অপরাপর জীবহইতে স্তন্যজীবী পশু প্রধান; তাহাদিগের সুচারু কায়, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধিসংস্কারাদি অন্য জীবহইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ; অধিকন্তু ইহাদিগের স্বভাবধর্ম্মাদি মনুষ্যদ্বারা উত্তমরূপে বিবেচিত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের আলোচনায় প্রাকৃত-ভূগোল-সম্বন্ধীয় প্রাণিবিদ্যার সম্পূর্ণ উপকার সম্ভবে। ঐ পশুদিগকে "স্তন্যজীবী" শব্দে কহি, কারণ ইহারা সকলেই বাল্যাবস্থায় স্তন-পানদ্বারা পোষিত হয়। মনুষ্য ইহাদিগের মধ্যে প্রধান; বানর, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, খড়্গী প্রভৃতি প্রধান২ পশুও ঐ স্তন্যজীবিদিগের অন্তর্গত।

* সর্প, কুম্ভীর, ভেক, টিকটিকি, কূর্ম্ম, গিরগিট প্রভৃতি প্রাণী সর্পাদিবর্গের অন্তর্গত।

অশ্ব, গর্দ্দভ, কুক্কুর, গো, মেষ, ছাগ, শূকর, এবং বিড়াল গৃহপালিত-পশুর মধ্যে গণ্য; তাহারা মনুষ্যের সহবাসী; মনুষ্যের সহিত পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। যে২ স্থানে মনুষ্যের সমাগম আছে, তথা-সই ঐসকল পশু অনায়াস-প্রাপ্য; কেবল গর্দ্দভ অত্যন্ত-শীতল-স্থানে অবস্থান করিতে পারে না; ঈষৎ-গ্রীষ্ম স্থানেই তাহাদিগের প্রাদুর্ভাব। অশ্বের আদি জন্মভূমি আশিয়া-খণ্ডের মধ্যদেশ; তথাহইতে এই ক্রমে ঐ মহদুপকারি পশু ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। তিন শত বর্ষ হইল স্পেনীয় মনুষ্যেরা তাহাকে দক্ষিণামরিকায় নীত করে; তদবধি তথায় তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং অধুনা তথাকার বনে বহুসংখ্যক অপালিত অশ্ব চরণ করিতেছে। আইসলণ্ড এবং নরওয়ে প্রদেশেও অনেক অশ্ব আছে, কিন্তু প্রখর-শীতক্রমে তাহারা খর্ব্বকায়, ও অন্য অশ্বহইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াছে। মনুষ্যহীন-দ্বীপে শূকর ও ছাগ প্রায়ঃ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু মনুষ্যের সমাগম হইলেই তৎক্ষণাৎ ঐ পশুদ্বয়েরও তথায় প্রচার হয়।

সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎকায়, সর্ব্বাপেক্ষায় ভীষণ, ও সর্ব্বাপেক্ষায় বলবান্ পশু পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলেই নিবাস করিয়া থাকে; পরন্তু প্রাচীন ও নূতন পৃথ্বীখণ্ডে তদ্বিষয়ে অনেক ভেদ আছে। প্রাচীন-পৃথ্বীখণ্ডের হস্তী, খড়্গী, হিপাপোটেমস, উষ্ট্র, জিরাফা, গৌর প্রভৃতি পশুর সহিত তুলনা হইতে পারে এমত পশু নূতন-পৃথ্বীখণ্ডে কিছুই নাই। তত্রত্য সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ পশু বাইসন; তাহা এতদ্দেশীয় মহিষের তুল্য নহে। তথাকার সিংহব্যাঘ্রাদিও প্রাচীন-পৃথ্বীখণ্ডের তত্তৎপশুহইতে অনেক অধম। মনোহর হরিণ ও পবনবেগ কুরঙ্গসার প্রাচীন-পৃথ্বীর পশু। মনুষ্যের মহদুপকারি অশ্ব, গো, ছাগ, এবং গর্দ্দভ ও ইস্পানীয়দিগের যাতায়াতের পূর্ব্বে নূতন-পৃথ্বীখণ্ডে প্রচরিত ছিল না।

পশুদিগের এই-লক্ষণ-দৃষ্টে প্রাকৃত-ভূগোলবেত্তারা পৃথিবীকে কতকগুলিন জীব-প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছেন; ঐ প্রত্যেক প্রদেশের জীব অন্য-প্রদেশীয় জীবহইতে পৃথক্, এবং তাহার বিশেষ২ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জীব প্রদেশের প্রথম প্রদেশ হিমমণ্ডল; তথাকার প্রধান পশু শুক্ল-ভল্লূক, হিম-শৃগাল, রৌন-হরিণ, এবং সিন্ধু-ঘোটক। পৃথিবীর প্রাচীন ও নূতন উভয় খণ্ডেই এই সকল পশুর সামান্ত্ব আছে; তৎকারণ বোধ হয়, শীতকালে তত্রত্য সমস্ত সমুদ্র জমিয়া গেলে এক খণ্ডের পশু অনায়াসে অন্য খণ্ডে গমন করিয়া থাকে।

সমমণ্ডল এক বিশেষ প্রাণিপ্রদেশ, তাহার নির্দ্দিষ্ট পশু হিম বা গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রচরিত নাই। অধিকন্তু প্রাচীন ও নূতন পৃথ্বীখণ্ডে এবিষয়ের প্রভেদ আছে। নূতন পৃথিবী-খণ্ডের সমমণ্ডলে যে সকল পশু বর্ত্তমান আছে, তাহার কিছুই প্রাচীন-পৃথিবী-খণ্ডে প্রাপ্য নহে।

গ্রীষ্মমণ্ডল চারি প্রাণিপ্রদেশে বিভক্ত; ১, ভারতবর্ষ, ২, আফরিকার মধ্যদেশ, ৩, দক্ষিণামরিকার উত্তরভাগ, ৪, ভারত-সামুদ্রিক-দ্বীপব্যূহ। স্থিরসমুদ্রের পাপুয়া, নূতন গিনি, প্রভৃতি দ্বীপব্যূহ এক বিশেষ প্রাণিপ্রদেশ; তৎপর অস্ট্রেলীয়া দ্বীপ, তদনন্তর আফরিকার দক্ষিণভাগ, অবশেষ দক্ষিণামরিকার দক্ষিণ-ভাগ ও পৃথক২ প্রাণিপ্রদেশ। এই সকল প্রাণিপ্রদেশের প্রত্যেকে বিশেষ২ পশু-পক্ষী নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সকল পশুপক্ষীদিগের খাদ্য দ্রব্য তত্তদ্দেশে উদ্ভিদরূপে জন্মে, এবং তথায়ই তাহাদের দেহযাত্রা পরিপাটীরূপে সম্ভবে; সুতরাং এক দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না; পরন্তু উভয়ের প্রাকৃত অবস্থা তুল্য হইলে বা ঈষন্মাত্র ভিন্ন হইলেও এক দেশের পশুপক্ষী অন্য দেশে লইয়া গেলে তথায় অনায়াসে নিবাস করিতে পারে।

যে সকল প্রাণিপ্রদেশ নির্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে অস্ট্রেলিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় বিস্ময়জনক। তথাকার পশু অপর সকল পশুহইতে পৃথক। অনেক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞের বিশ্বাস ছিল যে চতুষ্পদ পশুমাত্রেই জরায়ুজ এবং স্তন্যজীবী, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তাহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতেছে। তথায় কতকগুলি পশু আছে তাহারা মাতৃগর্ভহইতে অণ্ডাকারে প্রসবিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে স্ব২ প্রকৃত দেহ প্রাপ্ত হয়; কদাপি স্তন্য পান করে না। তথায় অপর কতকগুলি চতুষ্পদ পশু আছে, যাহারা মাংসপিণ্ডবৎ অপ্রকৃত-দেহবিশিষ্ট শাবক প্রসব করত যে পর্য্যন্ত তাহা প্রকৃতাবস্থা না প্রাপ্ত হয় তদবধি উদরের নিকটস্থ এক কোষমধ্যে ধারণ করে; ফলতঃ তাহাদিগের দুই গর্ভ আছে বলিলে বলা যায়। এই দ্বিগর্ভ-পশুর মধ্যে কঙ্গারু-পশু প্রধান। দক্ষিণামরিকায় অপোসম-নামক এক পশু আছে, তদ্ভিন্ন আমরিকা বা ইউরোপ বা আফরিকার কোন স্থানে আর দ্বিগর্ভ পশু নাই।

দেশভেদে যে প্রকারে জীবজাতির ভিন্নতা হয়, উচ্চতা ভেদেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। মাংসাদ পক্ষী-সকল প্রায়ঃ অতি উচ্চ স্থানে বসতি করে। দক্ষিণামরিকায় কণ্ডোর-শকুনী ১১.০০০ হস্ত উচ্চ স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তথাকার অন্যান্য শকুনী ও বাজও প্রায়ঃ তদ্রূপ। ইউরোপ এবং আশিয়া খণ্ডে অনেক মাংসাদ পক্ষী উচ্চ পর্ব্বতে বাস করে। হংসেরা জলপ্রিয়, সুতরাং অতি উচ্চে তাহাদের গমন নাই। তৃণজীবী পশুমধ্যে মেষ, ছাগ, এবং চমরি-গো অতি উচ্চ পর্ব্বতবাসী। শেষোক্ত পশু প্রায়ঃ চিরনীহারাবৃত স্থানে বাস করিয়া থাকে; ঈষদ-উষ্ণস্থানে আনীত হইলেই তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। দক্ষিণামরিকায় ল্লামা পশুও পর্ব্বতপ্রিয়, এবং গ্রীষ্মকালে তাহারা আণ্ডিস্ পর্ব্বতের চিরনীহারের সীমার নিকট নিবাস করে। উষ্ট্র মরুভূমিতে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া থাকে; তৃণপূর্ণ নদীমুখাগ্রস্তভূমিতে নীত হইলে পীড়িত হয়। অন্যান্য পশুপক্ষি-সম্বন্ধেও স্বদেশ বিদেশের নিয়ম উত্তমরূপে প্রচারিত আছে; ফলতঃ জগৎ-পিতা প্রত্যেক-দেশের প্রাকৃত-ধর্ম্মানুসারে বিশেষ২ জীব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তদ্দেশ বা তদনুরূপ প্রাকৃত ধর্ম্মবিশিষ্ট দেশ ভিন্ন অন্যত্র তত্তৎ জীব নির্ব্বিঘ্নে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

আদ্য জীব সকল এক স্থানে উৎপন্ন হইয়া, পরে পৃথিবীতে ব্যাপিয়াছে, অথবা এক কালে অনেক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল, এবিষয়ে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন, কিন্তু এই গ্রন্থে তাহার বাহুল্য প্রচার করায় অনাবশ্যক। বৃক্ষের প্রচার-বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে,* বোধ হয় জীব-বিষয়েও তাহাই নম্যারণীয়। এক২ দেশে এক২ প্রকার পশুর প্রচার দৃষ্টে ইহার অন্যথা মনোনীত না।

অধুনা পৃথিবীর স্থানে২ যে সকল পশু নির্দ্দিষ্ট আছে পূর্ব্বে তাহার অন্যথা ছিল। অনেক শীতল স্থানে হস্ত্যাদি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পশুর অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে ঐ সকল স্থান অতি উষ্ণ ছিল, অথবা ঐ পশুরা তৎকালে অনায়াসে অত্যন্ত শীত সহ্য করিতে পারিত। ঐ অস্থি সকল এক্ষণে পাষাণ হইয়া গিয়াছে; তদ্দৃষ্টে অনুভব হয় ঐ প্রস্তরীভূত অস্থি পূর্ব্বযুগে কোন জীবদেহের অবয়বীভূত ছিল।

* এই খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠে দেখ।

প্রধান২ জীব-জাতির সমষ্টি-সঙ্খ্যা ও কোন দেশে কি সঙ্খ্যায় প্রচার আছে তাহার বিবরণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

জীবের নাম।	প্রাচীন পৃথ্বী।					নূতন পৃথ্বী।	সর্ব্ব সমষ্টি।
	আসিয়া,	ইউরোপ,	আফ্রিকা,	আষ্ট্রেলিয়া,	পলিনেসিয়া দ্বীপ।	আমেরিকা,	
লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর; হনুমান্ প্রভৃতি।	জাতি. ৫৬	জাতি, ,,	জাতি, ৪০	জাতি, ,,	জাতি, ,,	জাতি. ,,	৯৬
লাঙ্গুলহীনবানর উল্লুক, বনমানুষ প্রভৃতি।	২১	,,	৪১	,,	,,	,	৬২
সাপাজু ও সাজুই বানর।	,,	,,	,,	,,	,,	৯৯	৯৯
দ্বিগর্ভ পশু; কঙ্গারু অপোসম প্রভৃতি।	* ৫	,,	,,	১৫	,,	২৭	১২৭
দন্তহীন পশু; বজ্রকীট পিপীলিকা-ভূক প্রভৃতি	১	,,	৩	৩	,,	৩৮	৪৬
স্থূলচর্ম্মা হস্তী;	১	,,	১	,,	,,	,,	১
খড়্গী।	৩	,,	৪	,,	,,	,,	৭
শূকর-শ্রেণীস্থ পশু।	৮	১	৫	,,	,,	,,	১৪
অশ্ব ও গর্দ্দভ.	† ৬	,,	৩	,,	,,	,,	৯
হিপপটেমস।	,,	,,	২	,,	,,	,,	২
টেপির।	,,	,,	,,	,,	,,	৩	৩
পিকারি।	,,	,,	,,	,,	,,	৪	৪
বাদুড় (কীটাদ)।	৩২	৪৯	৩১	১	৯	,,	১৫৩
বাদুড় (ফলাদ)।	২৩	,,	১০	১	১৬	৬৬	১১৬
মাংসাদ পশু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কুক্কুর, ভোঁদড়, নেউল, ছুচা, প্রভৃতি।	২৯৭	১১৯	১৩০	. ৪	২৭	১৯৮	৫১৪
উষ্ট্র।	১	,,	২	,,	,,	,,	২
ল্লামা।	,,	,,	,,	,,	,,	৪	৪
ছাগ।	৬	৩	৯	,,	,,	২	১৪
গো।	৭	১	২	,,	,,	২	১৩
মেষ।	১৫	৪	৩	,,	,,	২	২১
হরিণ।	২১	৭	১	,,	,,	১৩	৩৮
মার।	৭	২	৩৮	,,	,,	১	৪৮

* ভারত-দ্বীপব্যূহ, মালাকা।

† ইউরোপ-খণ্ডে অনেক অশ্ব ও গর্দ্দভ আছে, কিন্তু তাহা আসিয়া-খণ্ডীয় অশ্বের অপত্য।

এক ২ জাতীয় পশু দুই তিন প্রদেশে প্রচরিত থাকাতে পূর্ব্ব-পৃষ্ঠস্থ নিদর্শন পত্রের প্রত্যেক স্তম্ভে যে সকল জাতির নির্দ্দেশ আছে, তৎসমুদায়ের সমষ্টি করিলে সর্ব্ব-সমষ্টির স্তম্ভে যে অঙ্ক আছে তাহাহইতে অধিক হয়; কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া শেষ স্তম্ভে যে সকল পৃথক্ জাতীয়পশু মনুষ্যের গোচর হইয়াছে কেবল তাহারই সঙ্খ্যা করিয়াছি। পত্র-বাহুল্য-হইবার ভয়ে এই নিদর্শন পত্র অতিসঙ্ক্ষেপে শেষ করিতে হইল।

ৰুষিয়া-রাজ্যের ইতিহাস।

কিয়দ্দিন হইল ৰুষিয়াধিপতি তুর্কদেশের পরাজয়-কল্পে অস্ত্র ধারণ করেন। ঐ অত্যাচারের শাসনার্থে সম্প্রতি ইংরাজ ফরাসিস্ ও তুর্ক দেশীয়েরা সসজ্জ হইয়া উক্ত ৰুষিয়াধিপতির সহিত তুমুল সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অধুনা কলিকাতাস্থ সকলেই ঐ সঙ্গ্রামের আলোচনা করিতেছেন, অতএব এমত সময়ে অজ্ঞাত ৰুষদেশের ইতিহাস অনেকের পক্ষে আনন্দজনক হইবে বোধে এই প্রস্তাব উপদেশক-পত্রহইতে উদ্ধৃত ও সংস্কৃত করা হইল।

এই বর্ত্তমান-কালে পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজ্যের মধ্যে ৰুষিয়া-নামক রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষায় বিস্তৃত: ফলতঃ ইউরোপ ও আশিয়া নামক দুই মহাদ্বীপের প্রায়ঃ সমস্ত উত্তরাংশ তাহার সীমান্তর্ব্বর্ত্তী; কিন্তু সেই অঞ্চলে অতিশয়-শীতপ্রযুক্ত অত্যল্প মনষ্য বাস করে। সেই রাজ্যের প্রজা সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক ছয় কোটি মনুষ্য; তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক চারি কোটি প্রকৃত ৰুষীয় লোক; অবশিষ্ট দুই কোটি যুদ্ধে পরাজিত পোলণ্ড-প্রভৃতি নানা-দেশ-নিবাসি লোক।

অতিপূর্ব্বকালে ৰুষীয়-লোকেরা অতি অসভ্য ছিল; প্রায়ঃ একসহস্র বৎসর হইল খ্রীষ্টিয়ান নামধারি গ্রীক লোকদের ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরব্ধ হয়। খ্রীষ্টের মাতা মরিয়ম প্রভৃতি প্রকৃত ও কল্পিত সাধুগণের ছবি পূজা এবং উপবাসাদি বাহ্য ধর্ম্মকর্ম্ম সেই মতের সার। তদবলম্বি-লোকদের অধিকাংশ খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিষয়ে অতি অজ্ঞ; ৰুষিয়া-দেশীয় গ্রামবাসি পুরোহিতগণেরাও এই অপবাদের পাত্র: বিশেষতঃ তাহাদের অনেকে মদ্যপানে এমত আসক্ত যে তাহাদের প্রতিবাসি কৃষকেরা পাছে সেই দিনেও মদ খাইয়া পরদিন রবিবারে গীর্জা-ঘরের প্রার্থনা প্রভৃতি আরাধনা করিতে অপারক হয়, এই ভয়ে প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালাবধি তাহাদিগকে আপন ২ গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

এই বর্ত্তমান-কালেও ঐ রাজ্যের সামান্য-লোক-সকল অতি অজ্ঞ। জমীদার-লোকদের কেবল ভূমিতে অধিকার আছে এমত নহে, কিন্তু আপন ২ ভূমির সীমান্তর্ব্বাসী কৃষক-লোকদিগেতেও অধিকার আছে; ফলতঃ কৃষকেরা কৃতদাসের মধ্যে গণ্য; তাহাদের মধ্যে কোন কৃষক জমীদারের অনুমতি-ব্যতিরেকে স্থানান্তরে গিয়া বসতি করিতে পারে না; এবং সেই অনুমতি পাইলে যদি কোন প্রকার ব্যবসায় করে, তবে যথা সম্ভব লাভানুসারে প্রতিবৎসর ঐ অনুমতির নিমিত্তে উক্ত জমীদারকে নিয়মিত পারিতোষিক দিতে হয়; তাহা না দিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে জমীদারের অসন্তোষ জন্মাইলে সেই ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-বাসস্থানে পুনরায় কৃষিকর্ম্ম করিতে তাহারা বাধ্য হয়।

ডেড় শত বৎসরাবধি ৰুষিয়া রাজ্যের নিত্য উন্নতি হইতেছে। সেই উন্নতির আদিকর্ত্তা পিতর নামক রাজা। তিনি ইংরাজি ১৬৭২ শালে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফিয়দর মরিলে পর ইউয়ান বা যোহন-নামক তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা রাজ্যের অধিকারী হইল; কিন্তু সেই ব্যক্তি জড়মতি হওয়াপ্রযুক্ত রাজ্যের কুলী-

সেরা দশ-বর্ষ-বয়স্ক পিতরকে রাজত্ব দিতে স্থির করিলে পিতরের বৈমাত্রেয় ভগনী সফায়া আপনি রাজ্য পাইবার আশাতে রাজদেহরক্ষক সৈন্যদিগের সাহায্যদ্বারা আপনার সহোদর ইউ-য়ানকে রাজা করিলেন। রাজত্ব-পাইবার সময়ে সেই জড়মতি যুবা সহোদরীর অভিপ্রায় না বুঝিয়া সেনাদিগের সাক্ষাতে স্পষ্টরূপে কহিলেন, "তোমরা যদি আমাকে রাজা কর, তবে আমার ভ্রাতা পিতরকে যুবরাজ করিয়া আমার সঙ্গী কর"। সৈন্যেরা ঐ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে ধূর্ত্তা রাজনন্দিনী তাহার প্রতিবাধিনী হইতে পারিলেন না।

পিতর অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন; বাল্যকালাবধি পরাক্রম-বৃদ্ধির উপায়-চিন্তা করিয়া লেফর্ত্ত নামা এক জন বিদেশি লোককে আপনার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া তাহার নিকটে যুদ্ধবিদ্যা ও ভূগোল বৃত্তান্ত ও দুই এক বিদেশী-

ভাষা শিখিতে লাগিলেন। পরে আপন গ্রামের সমবয়স্ক বালকদিগকে একত্র করিয়া আপনি পদাতিক হইয়া সৈন্য-সামন্তের ন্যায় যুদ্ধাভ্যাস করাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইল যে ইহা তাঁহার খেলামাত্র, কিন্তু ঐ সকল বালকেরা ক্রমে২ যুবা হইয়া পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম করাতে অতি উত্তম সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। ১৬৮৯ শালে ঐ সফীয়ার সঙ্গে বিবাদ হইলে পিতর আপনার সেই সমবয়স্ক সৈন্যদলের সাহায্যে তাঁহাকে ধরিয়া এক মঠে রুদ্ধ করিয়া আপনি প্রকৃত রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কেননা তাঁহার জড়মতি ভ্রাতার যে রাজত্ব সে নামমাত্র ছিল।

আপনার রাজ্যে ইউরপীয় বিদ্যা প্রচলিত করণাভিপ্রায়ে পিতর আপনি বিদেশে যাইয়া সভ্য লোকদের আহার ব্যবহার দেখিতে মনস্থ করেন। তাঁহার এই মানসে প্রাচীন লোকাচারাসক্ত অনেক ব্যক্তি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ-নাশার্থে কুযুক্তি স্থির করত যে রাত্রিতে আপনাদের অভিপ্রায় সফল করিবে, সেই রাত্রিতে কোন বিশেষ অট্টালিকাতে একত্র হইল। পিতর কোন মতে তাহার সমাচার পাইয়া রাত্রি একাদশ-ঘটিকার সময়ে সৈন্যদ্বারা ঐ গৃহ বেষ্টিত করিবার আজ্ঞা এক জন সেনাপতিকে দিলেন; পরে আপনি সেই নির্দ্দিষ্ট সময় বিস্মৃত হইয়া এক জন ভৃত্যের সহিত দশ ঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হইলেন, তথা গৃহের বাহিরে কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে সৈন্যেরা ভিতরে গিয়া থাকিবে, এমন অনুমান করিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় একত্রীভূত কুমন্ত্রণাকারিগণ যেমন তাঁহার দর্শনে ত্রাসযুক্ত হইল, তেমনি তাহাদের দর্শনে তিনিও প্রথমে ত্রাসযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু শীঘ্র ধৈর্য্যবান্ হইয়া প্রসন্ন-বদনে কহিলেন, "আমি পথে যাইতেছিলাম; আলোক দেখিয়া বোধ করিলাম, এই স্থানে কোন২ লোক আমোদ প্রমোদ করিতেছে; অতএব নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তোমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভোজন পান করিতে আইলাম"। এই কথায় কুমন্ত্রণাকারিগণ ভয়হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত মদ্য পান করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে তাহাদের মধ্যে এক জন গৃহপতির কর্ণে কহিল, "ভাই হে, সময় হইল"। গৃহপতি উত্তর করিল, "এখনও হয় নাই"। ইহাতে রাজা লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উঠিয়া হুঙ্কার-তুল্য-স্বরে কহিলেন, "কেমন? তোর সময় হয় নাই? আমার সময় হইল"। ইহা বলিয়া ঐ গৃহপতিকে মুষ্ট্যাঘাতদ্বারা ভূমিতে নিপাতিত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় দ্বারের দিগে মুখ করিয়া ডাকিলেন, "রে সৈন্যগণ, এই বেটাদিগকে ধরিয়া বান্ধ"। তৎক্ষণাৎ একাদশ ঘণ্টা বাজিলে পূর্ব্বোক্ত সেনাপতি ও তাঁহার অধীন সৈন্য উপস্থিত হইল। তাহাতে কুমন্ত্রণাকারিগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলেও সৈন্যের যোদ্ধারা তাহাদিগকে বান্ধিয়া লইয়া গেল। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে তিন জনের অতিশয় ভয়ানক দণ্ড হইল; ফলতঃ তাহাদের দেহ চারি ভাগে ছিন্ন হইয়া নগরের এক২ দ্বারে এক২ খণ্ড টাঙ্গান গেল।

অনন্তর পিতর রাজমন্ত্রিগণের হস্তে রাজ্য-শাসনের ভার সমর্পণ করিয়া রাজদূতের বেশ-ধারণ-পূর্ব্বক জর্ম্মণি-দেশ দিয়া গমন করিয়া হোলণ্ড-দেশের আমষ্টরদাম্ নামক অতিপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই মহানগরে অল্প-দিন-অবস্থান-করণানন্তর তিনি নিকটবর্ত্তি সারদাম্ নামক গ্রামে গিয়া জাহাজ-

নির্ম্মাণ-করণ-ব্যবসায় শিখিবার অভিপ্রায়ে সামান্য সূত্রধরের বেশ ধারণ করিয়া ছুতারের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; ফলতঃ প্রতিদিন প্রাতঃকালে বাইশ করাত প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া অন্য ছুতারের পূর্ব্বেই কর্ম্মস্থানে আসিতেন, পরে সমস্ত দিন নিরালস্য হইয়া কর্ম্ম-করণানন্তর বৈকালে সকলের শেষে বাসাতে ফিরিয়া যাইতেন। উক্ত গ্রামে তিন চারি মাস পর্য্যন্ত এই রূপে কাল-যাপনানন্তর তিনি আমষ্টরদাম্ নগরে প্রত্যাগমন করিয়া সেই স্থানেও দুই তিন মাস পর্য্যন্ত ছুতারের কর্ম্ম করিলেন; পরে রেখাবিদ্যা অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি ইংলণ্ড-দেশে গিয়া লণ্ডন-নগরেও সেই প্রকারে কিছু কাল যাপন করেন। পরে ইংলণ্ড-দেশহইতে কএক জন নাবিক, সেনাপতি, গোলন্দাজ প্রভৃতি লোকদিগকে আপনার রাজ্যে পাঠাইয়া আপনি যুদ্ধবিদ্যাভ্যাস-করণার্থে জর্ম্মনি-দেশের বিয়েনা-নগরে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার রাজ্যের প্রাচীন দেশাচারে আসক্ত লোকেরা পুনরায় উপপ্লব করে। তিনি তাহার সমাচার পাইবামাত্র অতিশয় প্রচণ্ড ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক স্বহস্তে ন্যূনাধিক একশত মানুষের শিরশ্ছেদন করিলেন; এবং তাঁহার ভগিনী সর্ফীয়া সেই রাজ-দ্রোহ-দোষে সম্মতা হইয়াছিলেন, এই কারণ তাঁহার কারাগারের বাতায়ন-সম্মুখে প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত-বিদ্রোহিদের মধ্যে দুই তিন শত মনুষ্যের শব টাঙ্গাইয়া ঐ রাজনন্দিনীর মৃত্যুপর্য্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বৎসর ঝুলাইয়া রাখিলেন।

এতাদৃশ-ক্রূররূপে বিদ্রোহি-প্রজাদিগকে দমন-করণানন্তর পিতর তাহাদিগকে সভ্য লোকদিগের রীতি গ্রহণ করাইতে মনস্থ করেন। আদৌ সমুদ্রতীরস্থ আর্খাঞ্জল নামক নগরে যুদ্ধোপযোগ্য জাহাজ-নির্ম্মাণ করান, তথা অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যের মধ্যে সৈন্যসামন্তের যে নিয়ম ছিল, সেই নিয়মানুসারে আপন রাজ্যের সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করিলেন; এবং দাড়ি রাখিতে তথা দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে নিষেধ করিলেন। যে সামান্য লোকেরা দাড়িবিশিষ্ট হইয়া ধরা পড়িত, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ক্ষৌর-কর্ম্ম করাইতেন, এবং দীর্ঘ পরিচ্ছদান্বিত পুরুষদের পরিচ্ছদের অর্দ্ধেক ছেদন করাইতেন। ধনি-লোকদের মধ্যে যাহারা দাড়ি বা দীর্ঘ পরিচ্ছদ রাখিতে চাহিত, তাহাদের নিকটহইতে বার্ষিক শুল্ক গ্রহণ করিতেন। তথা বস্ত্রের উপযুক্ত আকৃতি সকলকে জানাইবার নিমিত্তে প্রতিনগরের প্রবেশদ্বারে সর্ব্বসাধারণের চক্ষুর্গোচরে তাহার আদর্শ টাঙ্গাইয়া রাখিতেন।

তৎকালে ক্ষযিয়া-রাজ্যের পশ্চিমে সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল-সকল স্বীদন-রাজ্যের অধীন, এবং দক্ষিণে সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল তুরুক-রাজ্যের অধীন ছিল। পিতর ঐ পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রতীরের অধিকারী হইবার নিমিত্তে পোলণ্ড-দেশের আগষ্টস্-নামক রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া স্বীদন-রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে চার্লস্-নামা আঠার-বর্ষ-বয়স্ক এক যুবা স্বীদন-দেশের রাজা ছিলেন; তিনি যুদ্ধেতে অতিদক্ষ ছিলেন, এবং তাঁহার সৈন্য অতিশয় সাহসিক। অতএব নারবা নগরের নিকটে পিতরের ৮০,০০০ যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে, ইহা শুনিয়া উক্ত চালস আপনার ৮,০০০ যোদ্ধা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। কিন্তু তিন-বৎসর-পরে পিতর ঐ অঞ্চলে পুনরায় যুদ্ধ করিয়া কালক্রমে বাল্তিক সমুদ্রের উত্তর-তটস্থ সমস্ত ভূমি আপনার অধীন করেন। পরে

তথাকার নেওয়া-নামক নদীর মুহানার নিকটে পিতর্স্-বর্গ (অর্থাৎ পিতরপুরী) নামক নূতন রাজধানী স্থাপন করিবার মানস করিলেন! সেই স্থান নলবনে পূর্ণ, সুতরাং তথায় নগর-স্থাপন-করা সাতিশয় কষ্টসাধ্য ছিল। তথাকার ভূমিকে সমভূমি-করণাভিপ্রায়ে তিন-শত-ক্রোশ-দূরহইতে দুঃখি-প্রজাদিগকে বলেতে আনয়ন করা যাইত। তাহাদের কোদালি চুপড়ি প্রভৃতি কোন অস্ত্র-শস্ত্র না থাকাতে তাহারা আপন২ অঙ্গুলিদ্বারা মৃত্তিকা তুলিয়া আপন২ বস্ত্রে করিয়া বহন করিত। এইরূপ-ক্লেশ-প্রযুক্ত তাহাদের লক্ষ২ লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে নগর নির্ম্মাণের কোন হানি হইল না, কারণ তাহাদের পরিবর্ত্তে পুনঃ২ নূতন-লোক বলেতে অনায়াসে আনীত হইতে লাগিল। এইরূপে ১৭০৩ শালে কএক মাসের মধ্যে ঐ পিতরপুরীনামক নগর নির্ম্মিত হইলে পিতর আপন রাজ্যের নানা অঞ্চল নিবাসি বণিক্ ও ব্যবসায়ি ও ভদ্র লোকদিগকে সপরিবারে সেই নগরে গিয়া বসতি করিতে আজ্ঞা করিলেন; যাহারা যাইতে অস্বীকার করিল, তাহাদিগকে অতি ভয়ানক দণ্ড দিলেন, সুতরাং অল্পকালমধ্যেই অভিনব নগর বহুজন-সমাকীর্ণ হইল। সম্প্রতি উক্ত নগর অতীব সুন্দর, এবং তন্মধ্যে পঞ্চ-লক্ষাধিক লোক বাস করিতেছে।

পিতরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেকজিস প্রাচীন-দেশাচারে আসক্ত হওয়াতে পিতর তাঁহার প্রতি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করেন যে সেই যুবা তাহা অসহ্য জ্ঞান করিয়া ইটালি-দেশে পলায়ন করে। কিন্তু পিতা তাঁহার আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বদেশে আনয়ন করেন, পরে তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিলে সেই রাজকুমার তাহা শুনিবামাত্র সাংঘাতিক পীড়াতে পীড়িত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে (১৭১৮ শালে) প্রাণত্যাগ করিলেন। বার্দ্ধক্য-কালে পিতর নানারোগদ্বারা অতিশয় যাতনা পাইয়া অবশেষে ১৭২৫ শালের ৮ ফিব্রুয়ারি তারিখে প্রাণ-ত্যাগ করেন। তিনি রুষিয়া-রাজ্যের উন্নতি কারক ছিলেন বটে; কিন্তু সর্ব্বদা রাগাবিষ্ট ও মহাপাপে লিপ্তথাকিতেন বলিয়া তাঁহার নামোচ্চারণ করিলে অদ্যাপি জ্ঞানি লোকের মনে ঘৃণা জন্মিয়া থাকে।

পিতরের মৃত্যুর পরে কাথারীণা নাম্নী তাঁহার বিধবা স্ত্রী রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার রাজত্ব নামমাত্র, কেননা মেন্সিকফ্ নামা রাজ মন্ত্রী প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। উক্ত মেন্সিকফ্ বাল্যকালে অতিদরিদ্র ছিলেন; রাজধানীর পথে২ বেড়াইয়া পিষ্টকাদি মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেন। তাঁহার অতি সুশ্রাব্য স্বর থাকাতে অনেক লোক তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার নিকটে মিষ্টান্ন ক্রয় করিত। একদা কোন প্রধান সাহেবের ভৃত্যগণ তাঁহাকে ডাকাইয়া অট্টালিকার রন্ধনশালাতে তাঁহার গান শ্রবণ করিতেছিল এমত সময়ে গৃহস্বামী স্বয়ং আসিয়া পাচককে কহিলেন, "এই যে ব্যঞ্জন তুমি প্রস্তুত করিতেছ, ইহাতে বিশেষ মনোযোগ কর, কেননা আমি মহারাজকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছি; তিনি এই ব্যঞ্জন অতি ভাল বাসেন"। এই কথা বলিবার সময়ে পাচকের দৃষ্টির অগোচরে পাক-পাত্রের মধ্যে বিষ নিক্ষেপ করিলেন। মেন্সিকফ্ তদ্দর্শনানন্তর স্তব্ধভাবে প্রস্থান করেন; পরে ভোজের নিরূপিত-সময়ে পুনরায় সেই পথে-আসিয়া মিষ্টান্ন-বিক্রয়-করণার্থে গান করিতে লাগিলেন। মহারাজ পিতর তাঁহার সুশ্রাব্য রব শ্রবণ করত তাঁহাকে ডাকিয়া নানা প্রকার কথোপকথনানন্তর কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আ-

সিয়া ভোজনের সময়ে আমার পরিচর্য্যা কর”। মেনসিকফ্ এই আদেশানুসারে বাটীর ভিতরে গিয়া ভোজনশালাতে মহারাজের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে গৃহের কর্ত্তা ঐ ব্যঞ্জনের আস্বাদন লইতে মহারাজকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন এমত সময়ে মেনসিকফ্ গোপনে তাঁহাকে বলিলেন, “অগ্রে আমার কথা না শুনিয়া আপনি ইহা খাইবেন না”। বালকের এমন কথা শুনিয়া মহারাজ উঠিয়া তাহার সহিত এক-পার্শ্বে গিয়া অল্প-ক্ষণ-পর্য্যন্ত কথোপকথন করিলেন। পরে পুনরায় নিজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক গৃহের কর্ত্তাকে কহিলেন, “আপনি অগ্রে এই ব্যঞ্জনের আস্বাদ লউন, আমি পরে লইব”। ইহাতে সে ব্যক্তি নানাপ্রকার আপত্তি করিলে মহারাজ সেই ব্যঞ্জন নিকটবর্ত্তি এক কুক্কুরকে দিলেন। কুক্কুর তাহা খাইবামাত্র অতিশয়-যন্ত্রণা-ভোগ করত প্রাণত্যাগ করিল। তদবধি তিনি মহারাজের প্রিয়-পাত্র হইয়া ক্রমে২ ধনবান্ ও উচ্চ-পদাম্বিত হইলেন, এবং মহারাজের মৃত্যুর পরে বাস্তবিক রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইংরাজি ১৭২৭ সালের মে মাসে কাথারীণা রাণীর মৃত্যু হইলে মেনসিকফের যত্নদ্বারা পিতরের পৌত্র অর্থাৎ প্রাণদণ্ডাজ্ঞার ভয়ে মৃত আলেক্সিসের পুত্র দ্বিতীয় পিতর নামে রুষিয়া রাজ্যের সিংহাসন আরোহণ করিলেন; ও রাজকার্য্য সমস্ত মন্ত্রির অধীনে রাখা অসহ্য বোধ করিলেন। এমত সময়ে একদা মহারাজ ভগিনীর নিকটে টাকা প্রেরণ করিলে মেনসিকফ্ দূতের হস্তহইতে সেই টাকা লইয়া আপনি রাখিতেছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে স্থির করিলেন, এবং অবিলম্বে দেশের রীত্যনুসারে মেনসিক-ফকে সপরিবারে ভয়ানক-শীতযুক্ত সিবীরিয়া-প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। পথের মধ্যে তাঁহার ভার্য্যা অনবরত ক্রন্দনদ্বারা অন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে ঐ দেশে তাঁহার এক কন্যাও মরিলে তিনি ক্লেশ ও শোকপ্রযুক্ত নির্ব্বাক্ হইয়া আহার করিতে অস্বীকার করিয়া ১৭২৯ সালের শেষে পরলোক-প্রাপ্ত হইলেন।

এই ঘটনার অল্পকাল পরে, (১৭৩০ সালের জানুয়ারি মাসে) দ্বিতীয় পিতর বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন, ও ডল্গরুকি-নামক এক জন প্রধান-লোকের যত্নদ্বারা প্রথম পিতরের ভ্রাতৃকন্যা আন্না রাজত্ব প্রাপ্ত হন। উক্ত ডল্গরুকি মেনসিকফের বিশেষ শত্রু, ও তাঁহার পতনের আদি কারণ হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত ১৭৩০ সালের মধ্যে আপনিও পদচ্যুত হইয়া সিবীরিয়া-দেশে নীত হইলেন। যাহারা তাঁহাকে লইয়া গেল, তাহারা মেনসিকফ্ ও তাঁহার পরিবারকে মুক্ত করিয়া ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্তে রাজাজ্ঞা পাইয়াছিল। আন্না ডল্গরুকিকে দূরীকরত ওষ্টরমাণ ও মুনিক নামে দুই জন জর্ম্মাণ সাহেবদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া আপনি রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার অতিপ্রিয়পাত্র বিরণনামা সাহেবের আদেশানুসারে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। মুনিক সাহেব প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৭৩৬ সালাবধি ১৭৩৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি তুরুক লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং বার২ জয়ী হন, তথাপি অবশেষে সন্ধি-করণের সময়ে জয়ের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হন নাই।

১৭৪০ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে আন্না রাণীর মৃত্যু হইলে বিরণের চাতুরীতে সেই রাণীর ভগিনীর দৌহিত্র ইওয়ান বা যোহন নামা দেড়-বৎসর-বয়স্ক বালক রাজত্বপদে অভি-

ষিক্ত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে বিরণ ও ওষ্টরমাণ ও মুনিক এবং শিশু-মহারাজের পিতা মাতা, এই সকলের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ জন্মিয়া ঐ বালকের পদচ্যুতি ও প্রথম পিতরের কন্যা এলিজাবেথের রাজপদে অভিষেক হয়। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত এই।

একদা লিষ্টক নামা তাঁহার চিকিৎসক তাঁহার নিকটে আসিয়া এক খণ্ড কাগজ দেখাইলেন। সেই কাগজের দুই পৃষ্ঠে এলিজাবেথের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত ছিল। ফলতঃ এক পৃষ্ঠে তিনি রাজমুকুটে বিভূষিতা রাণীরূপে, অন্য পৃষ্ঠে বন্ধুগণের মৃতদেহমণ্ডলে বেষ্টিতা দাসীরূপে, চিত্রিতা ছিলেন। ইহা দেখাইবার সময়ে চিকিৎসক তাঁহাকে কহিলেন, "এই দুয়ের মধ্যে আপনি কোনটা মনোনীত করেন, তাহা শীঘ্র নিশ্চয় করুন"। এলিজাবেথ রাজত্ব মনোনীত করিয়া দুই এক সৈন্যদল আপনার পক্ষ করিয়া তাহাদের সাহায্যদ্বারা ১৭৪১ সালের শেষে রাজসিংহাসন আপন অধীনে আনয়ন করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাতে ইওয়ান নামক রাজশিশু কারাবদ্ধ হইল; এবং যদি কেহ তাহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তবে অবিলম্বে সেই বালককে বধ করিতে হইবে, এমত আজ্ঞা তাহার রক্ষকদিগকে প্রদত্ত হইল, এবং তাহার পিতা মাতা ও মন্ত্রিগণ সিবীরিয়া-দেশে প্রেরিত হইল। তিন বৎসরান্তে প্রাগুক্ত লিষ্টক-নামা চিকিৎসক কোন শত্রুর ছলেতে মহারাণীর অসন্তোষের পাত্র হয়; তথা রাজ্ঞী তাঁহাকে কশাঘাত করিবার আজ্ঞা দেন, এবং অবশেষে তাঁহাকেও সিবীরিয়া-দেশে প্রেরণ করেন। তদবধি বেষ্টুচেফ-নামা তাঁহার শত্রু প্রধান মন্ত্রির পদে নিযুক্ত হওয়াতে, এবং রাজমহিষী অতিঘৃণার্হ কুকর্ম্মে ও কাল্পনিক ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা মগ্ন থাকাতে প্রজারা অতিশয় দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ কোন বাচাল স্ত্রীলোকদ্বারা অপবাদিত হইলে অতিমান্য লোকেরাও কশাঘাতে প্রহারিত হইত; কিম্বা তাহাদের জিহ্বাচ্ছেদন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সিবীরিয়া-দেশে প্রেরণ করা যাইত। তাৎকালিক প্রুষিয়া-দেশের রাজা এলিজবেথের লম্পটতা-প্রযুক্ত বারং তাঁহাকে উপহাস করাতে এলিজবেথ অতিশয় ক্রোধাবিষ্টা হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অপবাদ আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৬২ সালে এলিজবেথের মৃত্যু হয়; তদনন্তর তৃতীয় পিতর নামক তাঁহার ভাগিনেয় রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। তিনি ঐ প্রুষিয়া-রাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; এই হেতুক তৎক্ষণাৎ সৈন্যাধিপতিদিগের নিকটে এই আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন, "তোমরা অদ্যাবধি যাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছ, অবিলম্বে তাঁহার পক্ষ হইয়া তাঁহার সাহায্য কর"। এই পিতর কোন২ বিষয়ে সদগুণশালী ছিলেন; কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থুলমতি ও একগুঁইয়া হওয়াতে সামান্য লোকদের, বিশেষতঃ, সৈন্যগণের অসন্তোষ জন্মাইয়াছিলেন; এবং কাথারীনা-নাম্নী আপন ভার্য্যার সহিত অতিশয় মন্দ ব্যবহার করিতেন; তাহাতে সেই কাথারীনা রাজত্ব পাইবার উপায় দেখিয়া কতিপয় সৈন্যদলকে সপক্ষ করত আপন স্বামীকে ধৃত ও বধ করিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসরান্তে পূর্ব্বোক্ত কারাবদ্ধ ইওয়ান-নামক যুবরাজের মোচনার্থে কেহ চেষ্টা দেখাইলে তাঁহার রক্ষকেরা তাঁহাকেও বধ করিল।

এবম্প্রকারে ১৭৬২ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয়া কাথারীনা রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রায়ঃ চতুস্ত্রিংশৎ-বর্ষ-পর্য্যন্ত দেশ-শাসন করেন। প্রুষিয়ার রাজা তাঁহার মৃত-স্বামির বিশেষ বন্ধু ছিলেন, ও তাঁহা

রইপরামর্শানুসারে কাথারীণাকে অনেক দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হইয়াছিল, এই অনুমানে রাজমহিষী তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিয়দ্দিবসানন্তর তাঁহার সকল-পত্র-পাঠ করণদ্বারা ঐ অনুমানের মিথ্যাত্ব প্রকাশপাইলে তাঁহার সহিত সন্ধি করেন।

রুষিয়া-দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে "কসাক" নামক লোকেরা বাস করে। তাহারা সভ্য নহে, কৃষি-কর্ম্মাপেক্ষা যুদ্ধে অধিক অনুরক্ত। তাহাদের যুদ্ধাশ্ব ক্ষুদ্র, কিন্তু অতিশয় দ্রুতগামী ও বিশ্বস্ত। সেই লোকেরা পৈতৃক দেশাচারে অতি আসক্ত। কাথারীণার কর্ম্মকর্তৃগণ অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত অনেক বিষয়ে সেই দেশাচারের অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে পুগাছেফ-নামা তাহাদের মধ্যে এক জন আপনাকে মৃত পিতর রাজের তুল্যাকৃতি জানিয়া স্বজাতীয় লোকদিগকে কহিতে লাগিল, "পিতর নামক মহারাজের মৃত্যু-সমাচার গল্পমাত্র। তিনি মৃত না হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। আমি সেই মহারাজ। আইস, আমার সাহায্য কর, আমি তোমাদের মঙ্গল করিব।" তাহার এই কথাতে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস জন্মিলে অল্পকালের মধ্যে লক্ষ ২ লোক তাহার অনুগামী হইয়া কাথরীণার বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মুখ হয়; কিন্তু দুই বৎসর পরে ধনাভাবে তাহার সৈন্য হ্রাস পাইল, ও তাহার অনুগত লোকের মধ্যে তিন জন পারিতোষিকের লোভে তাহাকে ধরিয়া রাজরাণীর লোকদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। রাজ্ঞী তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন।

১৭৬৮ সালাবধি কাথরীণা রুষিয়ার পশ্চিম সীমাস্থিত পোলণ্ড-নামক রাজ্যের প্রতি অতিশয় চাতুর্য্য-ব্যবহার করেন; ফলতঃ প্রথমে আপনার অভিলষিত ব্যক্তিকে সেই দেশের রাজা করণার্থে তথায় সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। পরে সেই দেশের মধ্যে যে দলভেদ ছিল, তদ্দ্বারা লোকদের অনৈক্য নিত্য ২ বাড়াইলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্টদলের লোকেরা তুরুকদের সাহায্য-প্রার্থনা করিলে কাথারীণা তুরুক-রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধে বিদ্রোহি প্রজাদের অবিশ্বস্ততাপ্রযুক্ত, এবং ছেস্মি-নামক স্থানের নিকটে নাবিক সৈন্যের পরাজয়দ্বারা তুরুকলোকের অধিক ক্ষতি জন্মিল। তাহাতে অষ্ট্রিয়া-দেশের রাজা, এবং প্রুষিয়া-দেশের রাজা অসন্তোষ-প্রকাশ করিলে কাথারীণা কহিলেন, "এই পোলণ্ড রাজ্য মিত্রভেদের কারণ। আইস, আমরা তাহার কতিপয়-প্রদেশ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করি; তাহাতে তাহার বল ভঙ্গ হইলে প্রতিবাসিরা নির্ভয়ে থাকিতে পারিবে।" এই প্রকারে ১৭৭২ সালে পোলণ্ড-রাজ্যের দুই ক্ষুদ্র অংশ ঐ রাজদ্বয়কর্তৃক, এবং অতিবৃহৎ এক অংশ কাথারীণা-কর্তৃক অপহৃত হইল। অবশিষ্ট অংশের রাজা সম্পূর্ণরূপে কাথারীণার অধীন হইলেন। প্রায়ঃ বিংশতি বৎসর পরে সেই দেশের লোকেরা তাঁহার দৌরাত্ম্য আর সহ্য করিতে না পারাতে রাজ্যের অপর এক অংশ রুষিয়ার ও প্রুষিয়ার রাজদ্বয়ের মধ্যে বিভক্ত হইল। পরে পুনর্ব্বার ভয়ানক যুদ্ধ হইলে ১৭৯৫ সালের শেষে সেই দেশের অবশিষ্ট অংশ রুষিয়া ও প্রুষিয়া ও অষ্ট্রিয়া, এই তিন দেশের রাজগণের মধ্যে বিভক্ত হইল। এইরূপে পূর্ব্বকালের অতিবৃহৎ পোলণ্ডীয়-রাজ্যের পঞ্চাংশের চারি অংশ রুষিয়া-রাজ্যের অধীন হইয়াছে। সেই দেশের লোকেরা অদ্যাপি রুষীয় লোকদের দৌরাত্ম্য-প্রযুক্ত অতিশয় অসন্তুষ্ট আছে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, কার্ত্তিক। [৩২ খণ্ড।

ভরতপুরের ইতিহাস।

গরার পশ্চিমাংশে ভরতপুর নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে; তাহা মোগল-বংশীয় দিল্ল্যধিপতিদিগের উন্নতাবস্থায় তাঁহাদিগেরই অধীন ছিল; কিন্তু তাঁহাদিগের শ্রীভ্রষ্টকরণ-সময়ে জাটদিগের হস্তগত হয়। উক্ত জাট জাতীয় ব্যক্তিরা প্রথমত মুলতান প্রদেশে বাস করিত; প্রায়ঃ দুই শত বৎসর হইল তথাহইতে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র ব্যাপন করে। আর্য্যাবর্ত্তে আদৌ তাহারা কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে বলবীর্য্যের কৌশলে হলের পরিবর্ত্তে খড়্গধারণপূর্ব্বক আপনাদিগের নিমিত্তে অনেক স্থানে রাজসিংহাসন স্থাপন করে। ঐ সকল রাজসিংহাসন-মধ্যে যাহা ভরতপুরে স্থাপিত হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রধান; তদুপরি সূর্য্য মল্ল (সূরজ্ মল্) নামা একজন জাট প্রথমতঃ স্বাধীন হইয়া আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৮২০ সংবৎসরে তিনি দিল্ল্যধিপতির সেনানায়ক নজফ্ খাঁর সহিত সম্মুখ-সঙ্গ্রামে লোকান্তর যাত্রা করেন। তৎপরে তাঁহার বংশ অবিরোধে ৪০ বৎসর কাল ভরতপুরের রাজ্য শাসন করে। ১৮৬০ সংবৎসরে তাঁহার পৌত্র রণজীৎ সিংহ ইংরাজদিগের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করেন; তাহাতে উভয়ে পরস্পরের শত্রুদমন-নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিতে প্রতিশ্রুত হন: এবং রণজীৎ সিংহ তদ্দ্বারা স্বীয় স্বাধীনত্ব উত্তমরূপে সংস্থাপন করেন, ও গোয়ালিয়রের রাজাকে বার্ষিক-কর-প্রদান-ক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন; অধিকন্তু তাঁহার রাজ্যের সীমা-নিরূপণ-সময়ে সন্ধিকারিদিগের কৌশলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়; কিন্তু এই সকল লাভ সত্ত্বেও তিনি তাহার পর বৎসর ইংরাজদিগের শত্রু হইয়া হুলকারকে দীঘপরস্থ মহাদুর্গের সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করিতে দিলেন, এবং তৎপরে ঐ স্থানে ইংরাজদিগের সৈন্য ও হুলকারের সৈন্যমধ্যে তুমুল সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইলে দীঘের দুর্গহইতে তিনি ইংরাজসৈন্যের বিনাশ-নিমিত্ত কামান ছুঁড়িতে লাগিলেন। এই অসদ্ব্যবহারে ইংরাজেরা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহার সৈন্যকে পরাস্ত করত তাঁহার হস্তহইতে দীঘ নগর অপহৃত করিয়া লয়, এবং দীঘের দুর্গ-ধ্বংস-করণার্থে উদ্যুক্ত হয়। রণজীৎ

সিংহ তদবস্থায় দেখিলেন, ইংরাজদিগর অব্যর্থ গোলাহইতে দীর্ঘ রক্ষা করা অসাধ্য; অতএব আপন ও হুলকারের সমস্ত সৈন্য আনিয়া ভরতপুরের দুর্গে একত্র করিলেন।

ঐ দুর্গ অতি সাবধানে অনেক ব্যয় ও বুদ্ধি-সহকারে ঐ প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে কেহই তাহার ভেদ করিতে সক্ষম হইবার নহে। তাহার চতুর্দ্দিগে প্রশস্ত ও অতি গভীর এক খাত ছিল, তাহার অবতরণ করা নিরতিশয় কঠিন; অপর তৎপশ্চাতে ৪০ হস্ত স্থূল, ও অত্যুচ্চ এক মৃৎপ্রাচীর ছিল, তাহা কামানের গোলায় ভগ্ন হয় না, সুতরাং ঐ দুর্গ-ভেদ-হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ইংরাজদিগের সেনাপতি লেক্ সাহেব দশ-সহস্র যোদ্ধা লইয়া ঐ দুর্গের ভেদ-করণার্থে যৎপরোনাস্তি প্রযত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমাগত চারি মাস ঐ দুর্গোপরি প্রাবিট্ কালের বর্ষার ন্যায় গোলা বর্ষিত করিয়াও তাহার ধ্বংস করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত দুর্গস্থ সৈন্যকর্ত্তৃক মধ্যে২ আক্রমিত হইয়া দিন২ ক্ষীণবল হইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি বলপূর্ব্বক দুর্গ-প্রবেশ করিবেন মানসে চারি বার দুর্গ আক্রমণ করেন; কিন্তু দুর্গের প্রাচীর বিরুদ্ধে তথা দুর্গস্থ যোদ্ধাদিগের অস্ত্র বিরুদ্ধে কোনমতে অগ্রসর হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, সুতরাং অবশেষে সন্ধি করিবার মনন হইতে লাগিল।

যদিচ রাজা রণজীৎ সিংহ দুর্গ-রক্ষায় উত্তম রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যও বীরপুরুষের যথার্থ ধর্ম্ম-প্রতিপালন-পূর্ব্বক প্রাণপণে স্বামির মঙ্গল চেষ্টা করিয়া তৎশত্রুকে নিরুদ্যম করিয়াছিল, তত্রাপি তাঁহার এমত ভরসা ছিল না, যে তাঁহার সৈন্য-সাহায্যে তিনি বহুকাল ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন, বিশেষতঃ তাঁহার দুর্গে যে সকল খাদ্য দ্রব্য সঙ্গৃহীত ছিল, তাহার শেষ হইতে লাগিল; ইংরাজেরা দুর্গের চতুর্দ্দিগ্ বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল, দুর্গ-বহির্দ্দেশহইতে খাদ্যদ্রব্য আনিবার উপায় নাই, সুতরাং সঙ্গৃহীত খাদ্যের শেষ হইলেই উপবাস সম্ভাবনা। অতএব ইংরাজদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন, এবং তৎসম্পাদনার্থে অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। সন্ধি করিতে ইংরাজদিগের মনন ছিল, সুতরাং উভয়ের অভীষ্ট অব্যাজে সিদ্ধ হইল। সন্ধিপত্রে রণজীৎ সিংহ ইংরাজদিগকে ২০ লক্ষ টাকা দিতে ও ইংরাজদিগের অধীন থাকিতে, স্বীকার করেন।

এই ঘটনা অবধি ভরতপুরের রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল. রণজীৎ সিংহ এবং তাঁহার পুত্র রণধীর আপনাদিগকে ইংরাজহইতে দুর্ব্বল জানিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, এবং কোন মতে তাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করেন নাই। ১৮৭৩ সংবৎসরে ইংরাজেরা পিণ্ডারিদিগের দমনার্থী হইলে রণধীর সিংহ ইংরাজদিগের সম্প্রীত্যর্থে তৎসাহায্যে এক দল অশ্বারোহি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮৮০ সংবৎসরে রণধীর সিংহের মৃত্যু হয়, এবং তাহার ভ্রাতা বলদেব সিংহ ভরতপুরের রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা বহুকাল বহন করিতে পারেন নাই; দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে পরলোক যাত্রা করিতে হইল। তাঁহার ছয়-বৎসর-বয়স্ক এক মাত্র পুত্র ছিল; তাহার নাম বলবন্ত সিংহ; শাস্ত্রানুসারে ভরতপুরের রাজ্য তাঁহাকেই অর্শে, এবং ইংরাজেরা তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য-

পুত্র দুর্জ্জন শাল * পিতৃস্বত্ব অপহরণাভিলাষে তাঁহার বিরোধী হইল। ইংরাজেরা তাহাকে তাদৃশ কদাচরণহইতে নিরস্ত হইতে পুনঃ২ উপদেশ দিলেক, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র আকর্ণন না করিয়া সে ভরতপুরের দুর্গমধ্যে সৈন্য-সমাহরণ করিতে লাগিল। তাহার বোধ ছিল যে ইংরাজেরা ভরতপুরের দুর্গ-ভেদ করিতে এক বার অক্ষম হইয়াছে, আর তাহার সম্মুখে আসিবে না, সন্ধি করিয়া তাহাকেই রাজা স্বীকার করিবে; অপর দল বল সমাহরণের অবকাশপ্রাপ্ত্যর্থে সন্ধি করিবার কল্পনায় ইংরাজদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এতৎসময়ে জেনরল সর ডেবিড্ অক্টর্লোনি সাহেব ইংরাজদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে দিল্ল্যধিপতির সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুর্জ্জনের গূঢ়াভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কতকগুলি যোদ্ধা একত্র করত ভরতপুরে যাত্রা করেন, কিন্তু গবরনরজেনেরল্ আমহর্ষ্ট সাহেব, পাছে ক্ষুদ্র-দল-সৈন্য-সহকারে যুদ্ধারম্ভ করিলে পরাস্ত হইতে হয় এই ভয়ে, তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ঐ অবকাশে দুর্জ্জনশাল যথাসাধ্য সৈন্য সামন্ত সঙ্গ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই, এবং মনে২ করিতে লাগিলেন যে অভেদ্য ভরতপুরের সম্মুখে ইংরাজেরা কদাপি আসিতে পারিবেক না; কিন্তু অল্পকাল-মধ্যেই তাঁহার সে ভ্রম দূরীকৃত হইল। ইংরাজদিগের সেনাপতি লার্ড কম্বরমিয়র্ ২৫,০০০ যোদ্ধা এবং প্রায়ঃ দুই শত কামান সমভিব্যাহারে লইয়া দুর্গসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জনশাল দুর্গহইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া দুর্গমধ্য হইতেই গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা তাহাতে কোন মতে ভীত না হইয়া দুর্গ-বেষ্টন পূর্ব্বক দিবারাত্র তন্মধ্যে গোলা-নিক্ষেপ-করিবার মানসে স্থানে২ বৃহৎ২ কামান স্থাপন করিয়া দুর্জ্জনশালকে এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে "যুদ্ধের সময় দুর্গ মধ্যে স্ত্রীদিগকে রাখা কর্ত্তব্য নহে; ২৪ ঘণ্টা কাল আমরা নিরস্ত থাকিব, তন্মধ্যে স্ত্রীদিগকে অন্যত্র প্রেরণ কর"। দুর্জ্জন ঐ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না; অতএব পরদিবসে ইংরাজ-সেনাপতি পুনরায় তদ্রূপ সংবাদ পাঠাইলেন; কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল; অবশেষে ইংরাজ-সেনাপতি কামান ছুড়িতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই আজ্ঞানুসারে কএক দিন ক্রমাগত গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে দুর্গ-প্রাচীরের কোনই হানি হইল না, অতএব কম্বরমিয়র সাহেব ইংরাজি ১৮২৫ শালের ২৩ ডিসেম্বর দিবসে (সংবৎ ১৮৮১) সুড়ঙ্গ খনন করিতে অনুমতি করিলেন। ১০—১২ দিনের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে ঐ সুড়ঙ্গ দুর্গ-প্রাচীরের নিম্ন-পর্য্যন্ত পৌঁহুছিল; তখন তথায় এক বৃহৎ গুহা প্রস্তুত করত তন্মধ্যে বারুদ পুরিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র ভয়ানক ধ্বনি করত তথাকার কিয়দংশ প্রাচীর ভগ্ন হইয়া গেল। এই প্রকারে ক্রমশঃ প্রাচীরের কএক স্থান ভগ্ন করত ইংরাজি ১৮২৬ অব্দের ১৭ই জানুয়ারি দিবসে সসৈন্যে কম্বরমিয়র সাহেব দুর্জ্জনশালের সৈন্য সহিত দুই ঘণ্টাকাল তুমুল সঙ্গ্রাম করণানন্তর ঐ ভগ্নস্থান দিয়া দুর্গ-প্রবেশ করিলেন; এবং তথায় দুর্জ্জনশালকে সপরিবারে বন্দী করিয়া, প্রয়াগে প্রেরণ করিলেন; তথায় অদ্যাপি তাঁহারা কারারুদ্ধ আছেন।

* রণজীৎ সিংহের চারি পুত্র, রণধীর সিংহ, বলদেব সিংহ, লক্ষ্মণ সিংহ এবং পৃথ্বী-সিংহ। তন্মধ্যে রণধীর এবং পৃথ্বী সিংহ নিঃসন্তান ছিলেন, বলদেবের পুত্র বলবন্তসিংহ, এবং লক্ষ্মণের পুত্র দুর্জ্জন শাল।

এই ঘটনার ১০ দিবস পরে ইংরাজ-সেনাপতি বলবন্ত সিংহকে ভরতপুরের রাজ সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা রাণী অমৃতকুমারীকে (ইস্বরৎকুয়র) কর্ম্মকর্ত্তৃ ও দিবান জবাহির লাল এবং ফৌজদার চূড়ামণ্ এবং গোবিন্দরামকে রাজকার্য্যের নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত করেন। এই কএক ব্যক্তি কিয়দ্দিন অবিরোধে রাজ্য করিয়া, পরে পরস্পর দুই তিন বার বিবাদ করিয়াছিল। তাহাতে ইংরাজকর্তৃক অমৃতকুমারী রাজ্যভার হইতে মুক্ত হন এবং দিবান ও ফৌজদারের হস্তে রাজ্য সমর্পিত হয়, তথা এক জন ইংরাজ প্রতিনিধি এবং কএক দল ইংরাজ পদাতিকও তথায় স্থাপিত হয়। ১৩১৮ সংবৎসরে বলবন্ত প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সদাচরণদ্বারা ইংরাজদিগকে সন্তুষ্ট করেন এবং তদবধি নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনাবস্থায় স্বহস্তে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

থিওডোশস্ ও কনষ্টান্‌শিয়া।

কনষ্টান্‌শিয়া নাম্নী এক অসাধারণ-বুদ্ধিমতী ও অলোক-সামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী ছিলেন; তাঁহার পিতা বহুতর-প্রযত্ন-সহকারে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতে তৎপর ছিলেন। কি রূপে অর্থ উপার্জ্জিত হইবেক, কেমনে তাহার রক্ষা হইবেক, কি প্রকারেই বা তাহার বৃদ্ধি হইবেক, ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা ও অনুশীলন করত তিনি অর্থপিশাচ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; ধনের পরিচালনা ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহার সুখবোধ হইত না। তদীয়গ্রাম-সন্নিহিত গ্রামান্তরে অতি সদ্বংশজাত হীন-ভাবাপন্ন এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার পুত্রের নাম থিওডোশস্। তিনি নীতিবিদ্যায় অতিশয় পণ্ডিত, ও সভ্যতা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অন্যান্য গুণ-রত্নে মণ্ডিত ছিলেন। যৎকালে তাঁহার বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম তখন তিনি পূর্ণ-পঞ্চদশ-বর্ষীয়া কনষ্টান্‌শিয়ার সহিত পরিচিত হন। তাঁহাদের বাসস্থান কেবল ক্রোশার্দ্ধমাত্র-ব্যবহিত ছিল, একারণ প্রতিদিন পরস্পর সাক্ষাৎ-হওয়ার কিছুমাত্র বাধা জন্মিত না। কনষ্টান্‌শিয়া থিওডোশসের মনোহর-রূপ-লাবণ্যের মাধুর্য্য-দর্শনে ও সুধাময়-বচন-বৈদগ্ধ্য-শ্রবণে নিতান্ত মুগ্ধা হইয়া আপনাকে চরিতার্থা ও তাহার নিকট বিনামূল্যে ক্রীতা করিয়া মানিলেন। সে স্বয়ং ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে কোন অংশে তাহাহইতে ন্যূন ছিলেন না, বিশেষতঃ তাহার মনের ভাব সর্ব্বতোভাবে কাপট্যহীন ছিল, একারণ বিনাবিলম্বে থিওডোশসকে তাহার অকৃত্রিম-প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইতে হইল; ফলতঃ উভয়ে উভয়ের মনঃ হরণ করিলেন। প্রতিদিন তাদৃশ প্রণয়ের নব২ ভাব উদিত হইতে লাগিল। যাহা হউক তাহাদের তথাবিধ প্রীতি ভবিষ্যতে বদ্ধমূলা ও চিরস্থায়িনী হইবার উপযুক্তা হইয়া উঠিল। এতাদৃশ নির্ব্বিবাদ সুখসম্ভোগের সময়ে ঐ প্রিয়তম ও প্রেয়সীর জনকেরা কেহ কুলাভিমান কেহ ধনাভিমান প্রকাশ করত এক অপ্রতিবিধেয় বিষম বিবাদ উপস্থিত করিলেন। উভয়ের যৎপরোনাস্তি বৈরভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। ইহাতে কনষ্টান্‌শিয়ার পিতা স্বকীয় প্রতিদ্বন্দ্বির উপরি কোপ-প্রকাশ-পূর্ব্বক তৎপুত্র থিওডোশসকে নিজভবনে আসিতে বারণ করিয়া নিরুপায়া কনষ্টান্‌শিয়াকে তাহার মুখাবলোকন করিতে নিষেধ করিলেন। নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু নিজতনয়া কনষ্টান্‌শি-

য়ার প্রাণাধিক প্রিয়তমের সহিত পুনর্ব্বার মিলনের আশ্বাস আছে ভাবে বুঝিতে পারিয়া তিনি এক মানধনকুলসম্পন্ন নবযুবককে নিজতনয়ার পাণিগ্রহণের পাত্র স্থির করিয়া এককালে শুভবিবাহের দিনাবধারণ করিলেন, এবং অবিলম্বে উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া কনষ্টান্শিয়াকে কহিলেন, "বৎসে! তোমার শুভবিবাহকাল উপস্থিত, তিন সপ্তাহ পরে সুপাত্রের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছি"। পিতার মুখহইতে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কনষ্টান্শিয়া ভয়েতে কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে মৌনভাবেই থাকিতে হইল। তদ্দর্শনে সন্তুষ্টমনে পিতা তাঁহাকে অশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন; "ভাল২, ইহা উচিত বটে, বিবাহের কথা-প্রসঙ্গে কুমারীদিগের মৌনভাবে সম্মতিপ্রদান করা বড় ভদ্রতা বলিতে হইবেক", ইহা বলিয়া তিনি বিবাহের উদ্যোগে রহিলেন।

এদিকে লোক-মুখে কনষ্টান্শিয়ার পাত্রান্তরের সহিত বিবাহের সংবাদ থিওডোশসের শ্রবণগোচর হইবামাত্র তিনি মনে২ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক মনোবেদনা তদ্ব্যতিরেকে অন্যের ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক ক্ষণকাল তাদৃশ ভাব সম্বরণ করিয়া কনষ্টান্শিয়াকে এক পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিলেন। যথা,

"এত দিন তোমাকে চিন্তা করিয়া আমি অপার আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে চিন্তা করিয়া আমাকে অসহ্য বেদনা ও মহীয়সী যাতনায় পরিপীড়িত হইতে হইতেছে। এত দিনের পর তুমি অন্যের হইলে; ইহাই কি আমাকে জীবদ্দশায় থাকিয়া দেখিতে হইল? যে সকল নদীতটে, যে যে প্রান্তরে, যে সমস্ত কুঞ্জমধ্যে, আমরা একত্রে কথোপকথন করিতাম, এক্ষণে সেই সকল দর্শন করিতে গেলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও অনিবার্য্য-দুঃখানল-প্রজ্বলিত হইতে থাকে; তিতিক্ষায় জীবন বহনও ভার বোধ হইতেছে। ঈশ্বর-সন্নিধানে প্রার্থনা করি তুমি পৃথিবীতে বহুকাল পরম-সুখে অবস্থিতি কর, এবং থিওডোশস নামা কোন ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে ছিল এ কথা তোমার স্মরণহইতে দূরীভূত হউক"।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে পত্রখানি কনষ্টান্শিয়ার হস্তে আগতমাত্র তিনি অতিমাত্র সত্বরা হইয়া তাহা উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করত তন্মর্ম্মজ্ঞানে জ্ঞানশূন্য-প্রায়া হইলেন, এবং অতিকষ্টে বিভাবরী-যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রকাশ হইল যে নিশীথ-সময়ে থিওডোশস একাকী গৃহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। ক্ষণকাল-বিলম্বে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে দুই তিন জন লোক কনষ্টান্শিয়ার পিতৃগৃহে আগমন করিলে পর কনষ্টান্শিয়ার ভয় ও শোকের সীমা-পরিশেষ রহিল না। পূর্ব্বদিন থিওডোশসকে তৎপরিবারবর্গ উৎকণ্ঠাকুণ্ঠিত দেখিয়াছিল, এক্ষণে অন্বেষণকারিদিগের প্রমুখাৎ তাদ্বিষয়িণী কোন বার্ত্তা শুনিতে না পাইয়া "না জানি থিওডোশস্ কি সর্ব্বনাশই ঘটাইয়াছেন" ইহা ভাবিয়া নিতান্ত ভীত হইতে লাগিলেন। কনষ্টান্শিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে "আমারই বিবাহের কথা শুনিয়া থিওডোশস্ এ পর্য্যন্ত করিলেন; আমিই তাঁহার সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিবার মূলীভূত কারণ হইলাম"। ইহা ভাবিয়া তিনি অপার-শোক-পারাবারে

নিমগ্না হইলেন, এবং উল্লিখিত বিবাহের প্রসঙ্গে শান্ত ও স্তব্ধভাবে কর্ণপাত করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে আপনি কোটি২ ধিক্কার দিতে ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু প্রস্তাবিত-পাত্রকে থিওডোশসের সংহারকস্বরূপ বোধ করত মনে২ এতাদৃশ সঙ্কল্প স্থির করিলেন "আমাকে এতদুপলক্ষে জনকের ক্রোধভাজন হইয়া অপার যাতনায় জীবন-যাপন করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি এরূপ অমঙ্গল পাপ-ময় বিবাহ করিতে আমি কখনই সম্মত হইব না"। ইহা ভাবিয়া তিনি পিতৃসমীপে-বিবাহ করণের অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তৎপিতার অসন্তোষ না হইয়া বরং ইষ্টসিদ্ধি বোধ হইল। পাকে প্রকারে থিওডোশস্কে অন্যথা করা হইল, অথচ উপস্থাপিত পাত্রে আপাততঃ কন্যা-সম্প্রদান করিতে হইলে যে প্রভূত ধন ব্যয় করিতে হইত তাহাও রক্ষা পাইল, সুতরাং এমত অনুকূল ঘটনায় তাহার অসন্তোষ প্রকাশের বিষয় কি? মনোনীত পাত্রকে কন্যার অসম্মতি জানাইয়া আপনার নির্দোষতা-জ্ঞাপনপূর্ব্বক নিরস্ত করিলেন। সে তো প্রীতিবদ্ধ বিবাহার্থী নহে কেবল ধন-লোভেই স্বীকার পাইয়াছিল, কিন্তু আপাততেই ক্ষান্ত হইল। কনষ্টান্শিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে "ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পরমার্থতত্ত্ব চিন্তন ব্যতিরেকে আর কিছুতেই এ যাতনা শান্ত হইবার নহে, অতএব আমাকে জগদীশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিতে হইল"। মনে২ এই যুক্তি স্থির করিয়াও তাঁহার সেই শোকাবেশ সম্বরণ করিতে কএক বৎসর লাগিয়াছিল। পরে তিনি রোমীয় ধর্ম্মমঠে সন্ন্যাসিনী হইয়া চিরকুমারী-ব্রত-পরিগ্রহপূর্ব্বক মুখ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবশিষ্ট-জীবন-যাপন করিবার অভিপ্রায় জনক-সন্নিধানে ব্যক্ত করিলে পর তৎপিতা সাংসারিক-ব্যয়লাঘবের বিলক্ষণ সম্ভাবনা বোধ করিয়া নিতান্ত বিরক্তি-প্রকাশ করিলেন না। দিনাবধারণ হইলে তিনি সেই অলোক-সাধারণরূপ-লাবণ্যবতী সম্পূর্ণ-যৌবন-বতী পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়া কনষ্টান্শিয়াকে আপনি সমভিব্যাহারে লইয়া অদূরবর্ত্তি-ধর্ম্মমঠে গমনপূর্ব্বক চিরকুমারীব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনী-দিগের দলমধ্যে প্রবেশিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তাদৃশ ব্রত-পরিগ্রহণের প্রথা বা নিয়মানুসারে যাহারা তদ্গ্রহণে প্রবর্ত্তমান হইত তাহাদিগকে তত্রত্য প্রধান যোগির সন্নিধানে সমুদায় আত্মমনোবেদনা-বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। কনষ্টান্শিয়াও সেই রূপে হৃদয়ের যাতনা-সকল যোগির নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে বাসনা করিলেন।

ওদিকে যে দিবস থিওডোশসের অন্বেষণ হয়, তদ্দিনে তিনি কনষ্টান্শিয়ার নিবাস-নগরে উপস্থিত হইয়া এক ফ্রায়র অর্থাৎ চিরকুমার-ব্রত-ধারি সন্ন্যাসির মঠে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক তত্রত্য যোগিগণের সন্নিধানে আপনার নাম ধাম গোপনে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া, যে দিবস তাঁহার সপত্নের সহিত কনষ্টান্শিয়ার বিবাহ হইবেক শুনিয়াছিলেন তদ্দিবসে প্রস্তাবিত বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে অনুভব করিয়া মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন "আর আমি কনষ্টান্শিয়ার কোন কথাও কখন মুখে আনিব না।" অনন্তর থিওডোশস্ নিজোপার্জ্জিত-প্রগাঢ়-বিদ্যার প্রভাবে যাবজ্জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান-করণে সর্ব্বতোভাবে মনোনিবেশ-করণার্থ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, যে জিজ্ঞাসু সহৃদয় অসামাজিকগণের চিত্তভূমিতে পবিত্র

জ্ঞান ও হিতোপদেশস্বরূপ বীজ বপন করিয়া তাহা অবাধে ও অবলীলাক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কুসুমিত, ফলিত করিতে পারিতেন; বিশেষতঃ তাঁহার স্বভাবের সাধুতা ও শুদ্ধতা তৎপরোনাস্তি ছিল। ঐ সকল অসাধারণ গুণগ্রাম-প্রভাবে সেই কতিপয় বৎসরমধ্যে তিনি বিজাতীয় কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। মঠাধিকারি-ধর্ম্মাধ্যক্ষ ব্যতীত তাঁহার নাম ধাম কুল অন্য কেহ অবগত ছিল না, তথাপি কনষ্টান্শিয়া সেই সর্ব্বত্র বিখ্যাত যোগিবরের সন্নিধানে আত্মমনের বেদনা সকল ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একেতো যোগিবর পূর্ব্বতন থিওডোশস নাম গোপন করিয়া ফ্রান্সিস্ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার দীর্ঘশ্মশ্রু প্রভৃতি অপূর্ব্ব যোগিবেশে সুশোভিত, সুতরাং তাঁহার তাদৃশভাবে পূর্ব্বের বৈষয়িক ভাব উপলব্ধ হইবার বিষয় কি? ফলতঃ তৎকালীন তাহাকে চিনিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

কিয়দ্দিন পরে একদা থিওডোশস প্রাতঃকালে মঠে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কনষ্টান্শিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপনীতা ও রীতিমত ভূমিপাতিত-জানু হইয়া আপন হৃদয়ের অবস্থা সকল প্রকটিত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ স্বীয় পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া অবিরত-বিগলিত-জলধারাকুললোচনে ঐ যোগিবর যে উপাখ্যানের স্বয়ং বিষয় ছিলেন আদৌ তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "আমাকে কোন মহোদয় নিরতিশয় প্রীতি করিতেন, বোধ হয় আমারি অপরাধে তিনি করাল কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকিবেন। তিনি গৃহস্থাবস্থায় আমার হৃদয়ের অমূল্য নিধি ছিলেন, এক্ষণেও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি অসহনীয় বিরহানলে দগ্ধ ও বিচেতনপ্রায় হইতেছি; তাঁহার অভাবে আমার একান্তিক যাতনা সকল কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন" ইত্যাদি কহিতে২ অন্তর্বাষ্পভরে কনষ্টান্শিয়ার কণ্ঠাবরোধ হইয়া উঠিল। পরে তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে যোগির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তিনিও তাপিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিতেছেন না, কেবল ঘন২ দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গদগদ ও অপরিস্ফুটস্বরে এক২ বার তাহাকে আখ্যায়িকা সমাপন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন। কনষ্টান্শিয়া হৃদয়ের সমস্ত যাতনা ব্যক্ত করিলে পর যোগিবর শোকে নিতান্ত অধীর ও কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কনষ্টান্শিয়া ভাবিলেন "আমারই দুঃখে দুঃখিত হইয়া ও মৎকৃতপাপের আতিশয্য অনুভব করিয়া ইনি এইরূপ রোদন করিতেছেন"; পরে তিনি সর্ব্বাধিকচিত্তমালিন্য প্রকাশ করত স্বকৃত দুষ্কৃতমোচন ও থিওডোশসের নাম-স্মরণ-স্ফুরণ-মানসে যোগিবরসন্নিধানে চিরকুমারীব্রতধারণ করিবার বাসনা বিজ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে যোগিপ্রবর প্রযত্ন-সহকারে রোদন সম্বরণ করিয়া একবার আসনে সমাসীন হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি অনন্যহৃদয়া কনষ্টান্শিয়ার অচলা প্রীতির প্রবলতা-বশতঃ এতাদৃশ অপার যাতনা ভোগ দর্শন করিয়া ও তন্মুখহইতে স্বকীয় পুরাতন নাম-শ্রবণ করিয়া নয়নবারিতে পুনর্ব্বার তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। অধিক বাক্য-প্রয়োগের সামর্থ্য ছিল না, তথাপি-থিওডোশস্ শোকসন্তপ্তহৃদয়া কনষ্টান্শিয়াকে প্রবোধ-দানচ্ছলে এক২ বার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন, "শোক সম্বরণ কর, আর চিন্তিত হইও না, তোমার ভয় কি?

জগদীশ্বর-সমীপে তোমার সমস্ত দোষ মার্জ্জিত হইবে; তুমি যত অনুতাপিত হইতেছ বাস্তবিক তত দোষী নহ, ইহাতে এত অধিক শোকাকুল হইবার বিষয় কি?" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যের প্রয়োগদ্বারা যোগিবর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, উপদেশ-প্রভাবে কনষ্টান্শিয়াও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। তখন যোগিবর রীতিমত তাঁহার দোষ খণ্ডন করিলেন, এবং কনষ্টান্শিয়া যাহাতে চিরকুমারীব্রত-প্রতিপালনে যত্নবতী হয়েন তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সাহস ও সুমতি প্রদান করিবার জন্য পরদিবস প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার আসিতে আদেশ করিলেন। কনষ্টান্শিয়া তদ্দিবস তথাহইতে প্রস্থান করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার তাঁহার মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যোগিবরকে স্বীয় প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিলেন। যোগিভাবাপন্ন থিওডোশস্ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে ও তত্ত্বজ্ঞানে আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া প্রণয়িনী যে পথাবলম্বিনী হইতে বাসনা করিতেছেন, তাঁহাকে তৎপথবাহিনী করিতে যথাসাধ্য উৎসাহ-প্রদানে ত্রুটি করিলেন না, এবং যে সকল অমূলক শঙ্কায় তাঁহার হৃদয় আবৃত ছিল, সে সকল তাঁহাহইতে দূর করিতে উপদেশ দিয়া সর্ব্বশেষে তাঁহাকে কহিলেন, "আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত রহিলাম, তুমি চিরকুমারীব্রত-অবলম্বন-পূর্ব্বক নিমগ্ন সংসারে দলাবরণরূপ অবগুণ্ঠন পরিগ্রহ করিলে আমি তোমাকে মধ্যে ২ উপদেশ প্রদান করিব। এতাদৃশ সন্ন্যাসধর্ম্মের নিয়ম প্রভাবে তোমার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব হইলেও তোমার মঙ্গলোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও ভূয়োভূয়ঃ পত্রদ্বারা তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি করিব না। এক্ষণে গমন কর, যে সনাতন চিত্তপ্রসাদকর ধর্ম্মময় পথের পথিক হইলে তাহাতে প্রফুল্লচিত্তে গমন করিতে থাক, অনতিবিলম্বে এমন অপূর্ব্বশান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে, যে এই অসার সংসার মধ্যে কুত্রাপি তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট"। যোগিবরের এবম্ভূত উপদেশবাক্য শ্রবণে কনষ্টান্শিয়া মনে২ এমনি প্রসন্ন হইলেন, যে পরদিনই সেই ব্রতাবলম্বন না করিয়া কালাতিপাত করা তাঁহার পক্ষে অকর্ত্তব্য বোধ হইল। ইহাতে তিনি তদ্দিবস ব্রতগ্রহণ ও তদুপযোগি তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা-কলাপ সমাপন-পুরঃসর একান্তে উপবিষ্টা আছেন, এমত সময়ে ঐ মঠাধিকারির কাহার হস্তে এক পত্রিকা আনিয়া প্রদান করিল। তাহার পাঠ এই,

"তুমি যে পরম-পথাবলম্বন পূর্ব্বক অপরিসীম সুখ ও শান্তিরূপ ফল লাভ করিলে, তাহার প্রথম ফলস্বরূপ তোমাকে এই বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে, যে তোমার থিওডোশস্ অদ্যাপি এই পৃথিবীমণ্ডলে জীবিত আছেন, যাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে বোধ করিয়া তুমি অপার শোক-পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছ তিনি এখনপর্য্যন্তও কালগ্রাসের কবল হন নাই। যে যোগির-নিকটে আসিয়া তুমি আত্মমনোবেদনা সকল ব্যক্ত করিয়া গিয়াছ, তিনিই তোমার শোকের নিদানরূপী থিওডোশস্। বিধাতা আমাদিগের প্রণয় সফল হইতে দিলেন না, কিন্তু তাহা বিফল হইয়াও কোটি২ গুণে সুখকর হইল। তিনি আমাদিগকে স্ব২ ইচ্ছানুসারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই বটে, কিন্তু আমাদিগের পরম-পুরুষার্থ-লাভের উপায় করিয়া দিলেন। এখন মনে কর যেন তোমার থিওডোশস্ মৃ-

বিতাবস্থায় নাই, ফ্রান্সিজ যোগাই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া অহরহঃ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।”

কনষ্টান্‌শিয়া উপস্থিত-পত্রের অক্ষর ও মর্ম্মের সহিত ফ্রান্সিজযোগির উপদেশাদি-বাক্যের উপন্যাস-কালীন স্বর ও শোকাবিষ্কার প্রভৃতির ঐক্য করিয়া ক্ষণকাল ভাবিতে২ নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিলেন, যে এই পত্র ফ্রান্সিজ্ যোগির স্বহস্ত লিখিত, এবং তিনিই আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব থিওডোশস্, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতাদৃশ নিশ্চিত-জ্ঞানপ্রভাবে মগ্নানন্দ-প্রবাহা কনষ্টান্‌শিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিয়া উঠিলেন, “আর আমার চিন্তার বিষয় কি? ২, আমার থিওডোশস্ তো জীবিত আছেন, এখন পরমসুখে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ-পুরঃসর প্রশান্ত-চিত্তে পরলোক-যাত্রা করিতে সমর্থ হইব, ভয় নাই”। এই রূপে চরিতার্থা হইয়া কনষ্টান্‌শিয়া সেই মঠে সন্ন্যাসিনীভাবে দশ-বৎসর-কাল অতিবাহিত করেন। অনন্তর দৈবগত্যা সেই স্থানে এক মহামারী-ভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে কনষ্টান্‌শিয়া থিওডোশস্ উভয়েই সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায়ঃ এক সময়েই কলেবর পরিত্যাগ করেন। কনষ্টান্‌শিয়ার বাসনানুসারে তথায় উভয়ের শব একত্রেই সমাহিত হয়।

কনষ্টান্‌শিয়ার নিকট থিওডোশসের প্রেরিত উক্ত পত্র ও সময়ান্তরের প্রেরিত অন্যান্য পত্র সকল কনষ্টানশিয়ার মঠে অদ্যাপি সংরক্ষিত রহিয়াছে। তত্রত্য কুমার কুমারীগণের মনে সত্ত্বগুণ ও সুমতি উত্তেজ করিয়া দিবার বাসনায় মধ্যে২ সে সকল পত্রাদি তাহাদের সমীপে পঠিত হইয়া থাকে। ক্ষে, মো, ভ,

---

উদ্ভিজ্জের চৈতন্য উষ্ণতা প্রভৃতি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম।

উদ্ভিজ্জ স্থাবর-পদার্থ-মধ্যে গণ্য, এই প্রযুক্ত অনেকের বিশ্বাস আছে যে তাহাতে চেতনার সম্ভাবনাও নাই; কিন্তু উদ্ভিদ্বেত্তাদিগের অনুসন্ধানে সে বিশ্বাসের অলীকতা প্রকাশ হইয়াছে। জগৎ-কর্ত্তার বর্ণনানীত কৌশলে বৃক্ষ সকল প্রায়ঃ বুদ্ধিমান্ পুরুষের ন্যায় আপন ইষ্টানিষ্ট অনুভূত করিয়া মন্দের পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক মঙ্গলের গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের প্রধান মঙ্গলাস্পদ রস এবং আলোক, সুতরাং তৎসম্বন্ধেই তাহাদের চৈতন্য ব্যক্ত হয় কোন বৃক্ষমূলের এক পার্শ্বে সারহীন মৃত্তিকা ও অপর পার্শ্বে উত্তম মৃত্তিকা থাকিলে, তাহার শিকড়-সকল সারহীন-পার্শ্ব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সসার-স্থানদিগেই গমন করে। কেহ২ কহিতে পারেন যে সসার স্থানস্থ শিকড়ের শীঘ্র বৃদ্ধি হয়, অসার স্থানে তাদৃশ বৃদ্ধি না হওয়াতে তত্রত্য শিকড় সসার স্থানদিগে গিয়াছে, বোধ হয়, বস্তুত তাহা যথার্থ নহে; কিন্তু সাবধানে ঐ প্রস্তাবিত বৃক্ষের মূল নিরীক্ষণ করিলে ব্যক্ত হয়, অসার-পার্শ্বের শিকড় বক্র হইয়া সসার-পার্শ্বাভিমুখে গমন করে; শিকড়ের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান না থাকিলে কি প্রকারে ঐ বক্র হওন সম্ভবে? যে কোন বৃক্ষের শাখা অধোমুখ করিয়া রাখিলে তাহার অগ্রভাগ পুনরায় ঊর্দ্ধমুখ হয়, এবং যে স্থান রুদ্ধ থাকিবাতে বক্র হইতে পারে না, তৎস্থানের পত্রসকল ঘূর্ণায়মান হইয়া তাহাদের অধঃপৃষ্ঠ অধোদিকে এবং ঊর্দ্ধপৃষ্ঠ ঊর্দ্ধে আনয়ন করে; অপর বাধাপ্রযুক্ত তৎকর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে তাহাদের বৃন্ত সকল পাকান

হয়। লতার আঁকড়ি-সকল যে দিগে ছায়া সেই দিগে যায়। যে লতা প্রাতে রৌদ্র পায় তাহার আঁকড়ি পশ্চিমাভিমুখ; যাহারা বৈকালে রৌদ্র পায় তাহার আঁকড়ি পূর্ব্বাভিমুখ হয়। অপর যে লতার আঁকড়ি-সকল প্রাতে রৌদ্র প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমাভিমুখ হইয়াছে, তাহাকে পশ্চিমে রৌদ্র প্রাপ্ত হইতে পারে এমন স্থানে আনিলে ত্বরায় তাহার সমস্ত আঁকড়ি পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যায়। গৃহমধ্যে ক্ষুদ্র বৃক্ষ রাখিলে তাহার অগ্রভাগ গৃহের গবাক্ষদিগে অগ্রসর হয়। বীজমাত্রেরই উল্টা রোপণ করিলে তাহার মূল অধোমুখ এবং অঙ্কুর ঊর্দ্ধাভিমুখ হয়।

এতদ্ভিন্ন উদ্ভিজ্জ-বিশেষে গতি শক্তি ও চেতনা নানাপ্রকারে ব্যক্ত হয়। লাজুকলতার এই শক্তি অতি প্রত্যক্ষ। তাহা স্পর্শ করিবামাত্র তাহার পত্র-সকল সঙ্কুচিত হয়, এবং শাখা পত্র সকলেই নত হইয়া পড়ে। বনচাঁড়াল তরুও এই প্রকার, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিবার আবশ্যক নাই। দিবাভাগে মেঘাচ্ছন্ন না হইলে তাহার পত্র সকল বাহ্য কারণ ব্যতীত চালিত হইতে থাকে; এবং কখন২ ঘূর্ণায়মানও হয়। অপর কারোলাইনা-দেশস্থ ডায়োনিয়া মিউসিপুলা অর্থাৎ মক্ষিপাশ নামক তরুবিশেষেও এই শক্তিদ্বয় অতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এ তরুর পত্রদল সকল সন্ধিদ্বারা সংযোজিত এবং প্রত্যেক দলোপরি এক২ কণ্টক-শ্রেণী আছে; এবং ঐ পত্রদিগের উদ্ধপৃষ্ঠে এক প্রকার মিষ্ট রস জন্মায়াবাপ্রযুক্ত তল্লোভে মক্ষিকারা তৎস্থানে আইসে; কিন্তু এই মিষ্ট রস স্পর্শ করিলেই পত্রদলদ্বয় উত্থিত হইয়া মক্ষিকাকে তৎক্ষণাৎ চাপিয়া বিনাশ করে। দলমধ্যে তৃণাদি নিক্ষেপ করিলেও ঐ গতি প্রত্যক্ষ হয়।

কতকগুলি সামুদ্রিক শৈবাল আছে, তাহার সমস্তদেহ ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি শৈবালকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে প্রত্যক্ষ হয়, যে যে পাত্রে তাহা রাখা যায় তাহার একস্থান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহা অন্যত্র গমন করে। স্থাবর পদার্থের এই গতি-শক্তি অতি আশ্চর্য্যজনক। অনেক পুষ্পেতেও এই গতিশক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঝুমকা পুষ্পের এবং ফণিমনসা-জাতীয় পুষ্পের গর্ভকেশর ঘূর্ণিত হইয়া ক্রমে২ সকল রজোকেশর স্পর্শ করে। ড্রেকিয়া ইলাষ্টিকা নামক এক প্রকার মার্কিনদেশীয় আগাছার পত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা মুদ্রিত হয়। অপর অনেক বৃক্ষ আছে যাহার পত্র রজনীযোগে মুদ্রিত হয়; এবং দিবসে বিকসিত হয়। অনেকে পত্রের এই আকুঞ্চনকে বৃক্ষের নিদ্রা বলিয়া বর্ণনা করেন। কোন২ পুষ্পও এই প্রকারে রাত্রিতে মুদিত ও দিবসে বিকসিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষের চৈতন্য আছে, ইহা পণ্ডিত-মহাশয়েরা অনেকে বিশ্বাস করেন না, এবং কহেন যে পত্রপুষ্পাদির গতির আদিকারণ চৈতন্য নহে; পরন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে মনুষ্য অহিফেণ আদি মাদক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে প্রকারে চৈতন্য শূন্য হয়, এবং অধিক খাইলে মরিয়া যায়; বৃক্ষও সেই প্রকারে মাদক-দ্রব্যের ক্রম ভোগ করিয়া থাকে। লাজুকলতার মূলে কিঞ্চিৎ অহিফেণ মিশ্রিত জল দিলে, ঐ লতা অর্দ্ধদণ্টাকালমধ্যে চেতনাশূন্য হয়, এবং তাহার পত্র সকল মুদ্রিত হয়, তৎপরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্রাদির উত্তাপ পাইলেও তাহার পত্র আর বিকসিত হয় না; অপর, দুই এক দিবস ক্রমাগত ঐ জলসেচন করিলে ঐ লতা মরিয়া যায়। ক্লোরোফরম্ নামক এক প্রকার ঔষধি আছে, তাহার ঘ্রাণে মনুষ্য অচেতন্য হয়; লাজুকলতায় তাহার বাষ্প স্পর্শ করিলে ঐ লতাও অচেতন হয়, অধিকন্তু উক্ত লতার এক শাখার নিকট ঐ দ্রব্যের বাষ্প আনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হয়, অপর সকল শাখা তেজোবন্ত এবং জাগ্রৎ থাকে। লাজুক লতার কিঞ্চিৎ চেতনা না থাকিলে এই ঘটনা কি প্রকারে সম্ভবে।

অপর, পশুর দেহে যে প্রকার উষ্ণতা অনুভূত হয়, বৃক্ষেও তদ্রূপ অনুভূত হয়। রামিউ, ডুবলয়, হণ্টর্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে শীতকালে চতুর্দ্দিগস্থ বায়ু-

হইতে বৃক্ষমাত্রেরই উষ্ণতা অনেক অধিক, এবং গ্রীষ্মকালে বায়ুর উষ্ণতা অপেক্ষায় অল্প হয়। বৃক্ষের আয়তন ও মূলের দীর্ঘতানুসারে ঐ উষ্ণতার তারতম্য হইয়া থাকে। বৃক্ষ পুষ্পিত-হওন-সময়ে এই উষ্ণতার বিশেষ বৃদ্ধি হয়। কোন২ সময়ে পুষ্প-বিকসিত-হওন-কালে বৃক্ষের উষ্ণতা এত বর্দ্ধিত হয় যে বায়ুর উষ্ণতাপেক্ষায় তাহার উষ্ণতা তাপমান-যন্ত্রের ২০ অংশ অধিক নিরূপিত হইয়াছে।

কোন২ উদ্ভিজ্জের অপর এক আশ্চর্য্য ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা তাহা রজনীযোগে প্রদীপ্ত বোধ হয়। ড্রমণ্ড নামা এক জন ভ্রমণকর্ত্তা লেখেন যে অষ্ট্রেলিয়া-দ্বীপে স্বান-নদীর তটে তিনি এক প্রকার ছত্রক (বেঙ্গের ছাতা) দেখিয়াছিলেন, তাহা রাত্রিতে এমত উজ্জ্বল হয় যে তৎসাহায্যে অনায়াসে তিনি পুস্তক পাঠ করিতেন। দক্ষিণ-অমরিকার ব্রেজীল-দেশে এক প্রকার ছত্রক * আছে, তাহাহইতে খদ্যোতিকার আলোকের ন্যায় ঈষদ হরিদ্-বর্ণের জ্যোতি নির্গত হয়। ড্রেসডন-নগরে কয়লার আকরে ডিলাইন সাহেব কোন ছত্রক দেখিয়াছেন, তাহাহইতেও আলোক নির্গত হয়। বিখ্যাত উদ্ভিজ্জবেত্তা লিনিয়স্ সাহেবের পুত্র লিখিয়াছেন যে নষ্টরশিয়ম্ পুষ্প ও কয়েক প্রকার [illegible] পুষ্প সন্ধ্যার সময়ে উজ্জ্বল বোধ হয়। অন্য সাহেবেরা সূর্য্যমুখী-পুষ্পে † ইনথর-পুষ্পে ফরাসিমিস [illegible] এবং একপ্রকার কচু পুষ্পে গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে আলোক দেখিয়াছেন। অপর, ব্রেজিলদেশীয় মনসাশ্রেণীস্থ ইউফর্বিয়া ফস্ফোরিয়া নামক বৃক্ষের রস সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বল বোধ হয়। এতদ্দেশে একপ্রকার একপত্রিক বৃক্ষ আছে, তাহার মৃত্তিকাধঃস্থ কাণ্ড জলে সিক্ত করিলেই আলোকপূর্ণ হইয়া উঠে; পরে জল শুষ্ক হইলেই তাহা পূর্ব্ববৎ রশ্মি-বিহীন হইয়া যায়। অনেকে এই অদ্ভুত ঘটনার কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া নানা মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহার কিছু স্থির হয় নাই; সুতরাং অধুনা কেবল এইপদার্থ জ্ঞাপন করিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে হইল।

* [illegible] নাম [illegible]।

† [illegible] সূর্য্যমুখী [illegible]।

নূতন-গ্রন্থের সমালোচন।

আমরা বহুদিবসাবধি মানস করিতেছি যে মধ্যে২ নূতন-গ্রন্থের মহিমা-বিষয়ক প্রস্তাব বিবিধার্থে প্রকটিত করিব, কিন্তু অবকাশাভাব-প্রযুক্ত সে কল্পনা অদ্যাপি সিদ্ধ করিতে পারি নাই, এবং ত্বরায় তাহা ফলিতার্থ করিবার উপায়ও দেখি না; অতএব নূতন-গ্রন্থের গুণ-কীর্ত্তন-পরিবর্ত্তে আব্রহ্মস্তম্ব-ন্যায়ে তাহার বিজ্ঞাপন করাই বিহিত বোধে এই প্রস্তাবে নূতন-গ্রন্থের নামমাত্র প্রকটিত করিলাম। ভবিষ্যতে অবকাশানুসারে ইহার কোন২ গ্রন্থের গুণকীর্ত্তন হইতে পারে।

১। নূতন-গ্রন্থ-মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ-শর্ম্মার বাঙ্গলা ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রধান। গৌড়ীয়-ভাষায় তাদৃশ সুচারু ব্যাকরণ আর নাই। তৎ-পাঠ-ভিন্ন বঙ্গভাষার যথার্থ মর্ম্ম কোনমতে বোধ হইতে পারে না। অতএব আমরা অনু-

রোধ করি, যে সকল মহাশয়েরা স্বদেশ-ভাষার অনুরাগ করেন তাঁহারা ত্বরায় ঐ গ্রন্থের আলোচনা করুন।

২। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের অনুমত্যনুসারে বাল্মীকী রামায়ণের এক নূতন অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে। অনুবাদকদিগের কল্পনা ছিল যে কৃত্তিবাস-কৃত রামায়ণ হইতে পরিশুদ্ধ ভাষায় মহাকবি বাল্মীকের অদ্বিতীয় কাব্য ভাষান্তরিত করিবেন; কিন্তু কেবল-সংস্কৃতশব্দের প্রয়োগেই উত্তম. কবিতা জন্মে না; কৃত্তিবাসী রামায়ণের রস অভিনব গ্রন্থে সুদুষ্প্রাপ্য।

৩। পতিব্রতোপাখ্যান। এই গ্রন্থ পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা অদ্যাপি তাহা পাঠ করি নাই।

৪। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত্র। ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখাল দাস হালদার মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৫। মনু সংহিতার প্রথম দুই অধ্যায়। এই গ্রন্থে মনুর মূল কুল্লুক ভট্টকৃত টীকা, আনন্দচন্দ্র-বেদান্তবাগীশ-কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ, এবং জোনস-সাহেব-কৃত ইংরাজি অনুবাদ একত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সম্পাদকেরা অনুবাদ-দ্বয় উত্তমরূপে সংশোধন করিতে যত্ন করেন নাই। জোনস সাহেবের অনুগ্রহে প্রথম শ্লোকে যোগি প্রধান ভগবান মনু অনায়াসে নব্য বাবুর ন্যায় ঝুকিয়া হেলান দিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন. সম্পাদকেরা তাঁহাকে তদবস্থাহইতে অবস্থান্তর করিলে প্রশংসনীয় হইত*।

৬। মাসিক পত্রিকা। এতদ্দেশীয় শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদ্বয় হিন্দু-বনিতাদিগের উপদেশার্থে উক্তাখ্যায় এক খানি ক্ষুদ্রপত্র-প্রকাশে বৃত হইয়াছেন। সঙ্কল্প উত্তম, এবং ভরসা করি সফল হইবেক। পত্রের লিপি-প্রণালীর আদর্শ-স্বরূপ নিম্নে কতিপয় পঙক্তি উদ্ধৃত হইল।

"মদের অদ্ভুত শক্তি ' যে ব্যক্তি পান করে সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রশ্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মাথায় কি পড়িল"? পরে শুনিলেন—প্রশ্রাব। তখন উত্তর করিলেন, "তবে ভাল; আমি বোধ করিয়াছিলাম জল"।

"কথিত আছে যে অন্য এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা-বিসর্জ্জন-কালীন নৌকাহইতে রোদন করিয়া বলিলেন, "অরে মা চললেন রে—মার সঙ্গে কেহ কি যাবে না? আমরা সকলে ব্যস্ত, অরে বেটা ঢাকি তুই যা" এই বলিয়া ঢাকিকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন।

"আর শুনা আছে যে কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন, বিড়াল মেও২ করিতে আরম্ভ করিল। মাতাল বলিলেন, "শালা জলের ঘটী তুই মেও২ করিয়া কি বাঁচবি, তোকে অগ্রে খাবই"। পরে বিড়ালকে মুখের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল।

"আর এক ভক্ত-মাতালের কথা শুনা আছে, তাহাও বলা যাইতেছে। ঐ মাতালের নাম—সিংহ। আপন বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হইলেন; সিংহকে বলিলেন, "অরে বেটা সিংহ,

* Manu sat reclined &c. Verse 1.

তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা আর পদতলে কেন?" এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন [illegible] সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি অবাক্ হইয়া বলিলেন, "মহাশয় ওখানে কেন — মহাশয় ওখানে কেন?" কর্ত্তার নেসা ছুটিয়াছিল, সেখান হইতে আস্তে২ উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন, "কর্ত্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন, সিদ্ধপুরুষ।"

বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা।

প্রথম প্রস্তাব।

বিদ্যার অভাব হেতু এ দেশীয় লোকের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হওয়াতে এখানে যে কতপ্রকার কুৎসিত কর্ম্ম প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে—কত কুকর্ম্ম যে কত মতে দেশকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে—তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না! যে সমস্ত [illegible]দোষে দেশের নামকে এককালে লুপ্ত করিয়া দেয়, এদেশে তাহার কোন কর্ম্ম আর অনুষ্ঠিত হইতে অপেক্ষা নাই, এবং কি বাণিজ্য, কি রাজকার্য্য, কি গৃহকার্য্য, প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে দেশের মঙ্গলোন্নতির সম্ভাবনা আছে, তৎপ্রতিপক্ষকে তাহার একটি বিষয়ও পরিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। যাহার বিষয় যখন আলোচনা করা যায় তাহারই নিমিত্তে তখন অসম্ভব আক্ষেপ করিতে হয়; চিন্তাতে আকুল হইয়া একেবারে হতাশ হইতে হয়, এবং বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। এদেশের এক উদ্বাহ-পর্ব্বের কথা মনে হইলেই কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, শোণিত শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, এবং মন যেন জ্বলন্তানলে জ্বলিতে থাকে। এদেশে বাল্যাবস্থায় বিবাহ হইবার রীতি প্রচলিত থাকাতে কি সর্ব্বনাশ না হইতেছে? অনেকে বিবাহ করিয়াও যাবজ্জীবন উদ্বাহ-সুখে বঞ্চিত থাকিয়া মহাকষ্টে দিনযাপন করিতেছে। এদেশে দম্পতির মধ্যে যে সকল অপ্রণয়, কলহ, এবং বিরক্তির ভাব দেখা যায়, উক্ত রীতিই তাহার এক প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এদেশীয় লোকের ক্ষতকার্য্য হইবার এবং শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন-পূর্ব্বক নানাপ্রকার রোগ শোক ভোগ করিবার এমত প্রবল কারণ আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। এই রীতির নিমিত্ত এদেশীয় বালক-বালিকাদিগের অনুপযুক্ত-কালে মনের ভাবান্তর হইয়া এবং ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য হইয়া তাহাদিগের প্রকৃত-সুস্থতাসাধন ও পুষ্টিবর্দ্ধনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, এবং বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি বাধা উপস্থিত হয়। প্রায়ঃ এদেশীয় অনেককে যে প্রথম-সন্তানের শোক সহ্য করিতে হয়, এই কুপ্রথাই তাহার এক প্রবল কারণ। পুরুষানুক্রমে এক-বংশজাত সন্তানগণ উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইয়া বংশ-লোপ হওয়াও এই কুপদ্ধতির এক প্রধান ফল; এবং এই কুরীতি-সূত্র অবলম্বন করিয়াই এদেশে বিষম দরিদ্রতা প্রবেশ করিয়াছে।

সন্তানের কোন যোগ্যতা-কোন উপার্জন শক্তি না দেখিয়া তাহার উদ্বাহ-পর্ব্বে আমোদিত হইয়া অনায়াসে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করা কি ভয়ানক কুকর্ম্ম? শৈশবাবস্থায় পুত্র যখন নিতান্ত বালক, নিতান্ত অবোধ, যখন তাহার কতিপয় বর্ণপরি-

চয়মাত্রেই জ্ঞানের সীমা, এবং দৈহিক কার্য্য-মাত্রেই কেবল কর্ত্তব্য বোধ, যে সময় তাহার অপর ব্যক্তির ভার-গ্রহণ-করা দূরে থাকুক, সে প্রাপ্ত অন্ন উত্তমরূপে ভোজন করিতে অশক্ত, পরিধেয় বস্ত্র সুচারুরূপে ধারণ করিতে অপটু, এবং সামান্য বিপদ্‌হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম;—যখন সে সন্তান মূর্খ হইবে, কি পণ্ডিত হইবে, ধনী হইবে কি দরিদ্র হইবে, সাধু হইবে কি অসাধু হইবে, তাহার কিছুই নির্দ্দেশ করিবার উপায় হয় না, তৎকালে পিতা মাতা জ্ঞাননেত্রে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া, এবং হৃদয়কে পাষাণসদৃশ কঠোর করিয়া সেই সন্তানের সহিত অল্পবয়স্কা কন্যার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিলে কেন না উত্তরোত্তর দেশের দরিদ্রতা-বৃদ্ধি হইবেক? অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এদেশকে সৌভাগ্যে শোভিত করিতে হইলে —মহত্ত্বে মণ্ডিত করিতে হইলে—এই ক্ষণেই এমত অনর্থকর কুরীতির উচ্ছেদ করিয়া প্রাপ্তবয়সে পাণিগ্রহণ করিবার মঙ্গলাকর নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক। কিন্তু এদেশীয় লোকের প্রগাঢ় ভ্রান্তি-হেতু, না উক্ত কুরীতির অন্যথা করিবার উপায় আছে, না দেশের দুর্দ্দশা দূর হইবার কোন পথ আছে। যে পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়জনগণ মহাভ্রমে অন্ধ হইয়া শিশু বালকের সহিত অত্যল্প বয়স্কা কন্যাদিগের পরিণয়-ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকে, পরিণামে যে, কি সর্ব্বনাশ হইবে, তখন তাহারা সে বিষয়ের প্রতি একবার নেত্রপাতও করে না, কে বা সে কন্যাকে ভরণ পোষণ করিবে, কে বা তজ্জাত সন্তানগণকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তাহার বিষয় একবার মাত্রও তাহাদিগের মনে উদয় হয় না, কেবল বিরুদ্ধসংস্কারের বশতাপন্ন হইয়া অত্যন্ত অল্পবয়স্কা কন্যার উদ্বাহ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য ও চরিতার্থ বোধ করে,—তৎতাবৎ কোন মঙ্গলেরই সম্ভাবনা নাই। এই বিরুদ্ধ-প্রেরণানুসারে ক্রমে উত্তরোত্তর উক্ত কুপদ্ধতির এপ্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে যে এদেশীয় ভদ্রকুলের কোন২ প্রধান শ্রেণীর মধ্যে গর্ভস্থ সন্তানকে কন্যা লক্ষ্য করিয়া তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে, তাহাতে সে সন্তান সজীব কি নির্জীব—বিকলাঙ্গ বিকৃতাকার কি কুৎসিত কদাচার ইত্যাদি কি প্রকার অবস্থায় যে ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহার বিষয় কি বরকুলকর্ত্তা, কি কন্যাকুলকর্ত্তা কেহই কিছু বিবেচনা করে না। কুলমর্য্যাদা বংশমর্য্যাদায় মনোনীত হইলেই তাহারা এইরূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে মহাব্যগ্র হয়। এপ্রকার কুৎসিত-ব্যবহারগতে কি এদেশের কখন কল্যাণ আছে?

ইহা সিদ্ধান্তীকৃত সত্য যে পিতা-মাতার শরীরগত ও মনোগত যে সমস্ত দোষাদোষ থাকে, তাহাদিগের সন্তানেরা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু প্রাপ্ত হয়, অতএব যদি কোন জাতিবিশেষের কোন স্বাভাবিক দোষের নিমিত্ত ক্রমাগত তাহাকে অধোগামী হইতে হয়, তবে অবশ্যই তদ্দোষবর্জ্জিত কোন ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহ প্রচলিত করিয়া তজ্জাতির উক্ত দোষ পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধি, এবং ঐ বিধির অনুসারে কার্য্য করিয়া অনেক কদাকার কুৎসিত জাতীয় লোকেরা সংসারমধ্যে এক্ষণে সুঠাম ও সুন্দর বলিয়া গণ্য হইতেছে; অনেক হীনবল ক্ষীণমতি জাতির সন্তানেরা মহাবলবান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে; অনেক হতবীর্য্য ও ভীরুস্বভাব জাতিও

মহাবীর্যবান্ ও সাহসী বলিয়া গণ্য হইতেছে; এতদ্দেশীয় বর্ত্তমান পুরুষেরা এক্ষণে যেরূপ অগণ্য ও হেয় হইয়া রহিয়াছে, অপরদেশীয় সভ্য-লোকের নিকট যেপ্রকার অধম এবং অগ্রাহ্য জাতি বলিয়া বর্ণিত হইতেছে, দ্বীপান্তরীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আপনাদিগের পুণ্যস্বরূপ জন্মভূমির আধিপত্যে যেরূপ বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, এবং আপনাদিগের স্বাধীনতা-রূপ মহারত্নকে যে প্রকার অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে, পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের সন্তানগণকেও এ-সকল-বিষয়ে সেই মত হইতে হইবেক; কিন্তু তথাপি দেশ-ব্যবহার-পাশে বদ্ধ থাকিয়া এদেশীয় লোকে বিহিত-কালে বিবাহ প্রচলিত করিয়া তাহার কোন পূর্ব্ব-প্রতীকার করিতে উদ্যোগী হয় না।

যদিও ভিন্ন-দেশীয় লোকে দয়া করিয়া কি স্বকার্য্য-সাধন উদ্দেশ করিয়া এদেশের প্রতি নগরে নগরে—প্রতি গ্রামে গ্রামে—পল্লী পল্লীতে—মহামহা বিদ্যালয়-স্থাপন দ্বারা বিধিমতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার করে, তথাপিও এদেশীয় সন্তানগণ বলবুদ্ধি-বিষয়ে তাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে কস্মিনকালে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারিবেক না। কার্য্য-কারণ-সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া অবশ্যই তাহাদিগের পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক সকল দোষ তাহা-দিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধিকরণ করিতে হইবেক। অতএব এদেশীয় লোকদিগের এক্ষণে যেরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা হইয়া রহিয়াছে, এবং বৈজাত্য-বিবাহের প্রতি এদে-শীয় লোকের যেপ্রকার বিরুদ্ধ সংস্কার আছে, তাহাতে হিন্দু-সন্তানগণের আর শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক হিন্দু নাম অচিরে লুপ্ত হওয়াই সম্ভব। ধর্ম্ম-ভ্রান্তিতে এখানকার মনুষ্যের জ্ঞান-চক্ষু এমত দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে, যে আপনা-দিগের নিকট উপস্থিত বিপদকেও তাহারা ক্ষণ-কালের জন্য দেখিতে পায় না। এদেশের যে সমস্ত লোকে এই বিরুদ্ধ-সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়া স্বজাতির হতবল হতবীর্য্য কন্যা-পুত্রের সহিত উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগের কুলনাশক কালকে আহ্বান করিতে-ছে। দেশীয় জনগণ মধ্যে কেহই এরূপ নির্ব্বোধ নহে, যে ঐ রূপ অবৈধ বিবাহ জন্য যে সকল সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং পূর্ণবয়স্ক সবল সতেজ স্ত্রীপুরুষের সহিত বিবাহ হইলে যে অনুপম সুখ সৌভাগ্য সম্ভূত হইতে পারে, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা অনায়াসে তাহার অনুভব করিতে না পারে, পরন্তু প্রগাঢ়-ব্যবহার-ভ্রান্তি আসিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-পথকে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

বিবাহ-বিষয়ে এদেশে আর যে এক প্রকার কুরীতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে করিয়া কস্মিনকালে আর দেশীয় মনুষ্যের মস্তকোত্তোলন করিবার সাধ্য হইবে না, এবং তাহার নাম করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মনুষ্য নিতান্ত নির্দয়—নিতান্ত নিষ্ঠুর—না হইলে, এককালে হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠোর না করিলে এবং বৃক্ষ পর্ব্বতাদির ন্যায় অচেতন না হইলে যে কর্ম্ম করিতে পারে না, উক্ত কুরীতির অনুসারে মহামহা বিচক্ষণ লোকে অক্লেশে সেই কার্য্য করিয়া থাকে।

কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক না স্বীকার করিবেন যে যৌবনাবস্থায় স্ত্রীর বিয়োগ হইলে পুরু-ষের যে মত পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পর-মেশ্বর-প্রণীত শারীরিক নিয়ম পালন করা বিধি, সেইমত অল্পবয়স্কা স্ত্রীদিগের স্বামী হত

হইলেও দ্বিতীয় বার পাণি-গ্রহণ করিয়া শারীরিক-ধর্ম্মের রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রথম-বয়সে পুরুষ স্ত্রীহীন হইলে, যদি সে ব্যক্তি আর অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ না করে, তবে প্রকৃত-স্বভাবানুসারে যেমন তাহার মনের চাঞ্চল্য জন্মে, শরীরের ভাবান্তর হয়, এবং পাপ-পঙ্কহইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া সমস্ত জীবন যাপন করিয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে; সেই মত বালবিধবা নারীদিগেরও অবশ্য চিত্তের অস্থিরতা হইতে পারে এবং আপনাদিগের সতীত্বের রক্ষা করাও দুঃসাধ্য হয়। এতৎসংসারে স্ত্রীবিহীন পুরুষদিগের মধ্যে অনেকের চেষ্টায় যেমন অত্যন্ত কুৎসিত ও ভয়ানক পাপের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, সেই মত পতিহীনা রমণীর মধ্যে অনেকে অধৈর্য্যা হইয়াও অসংখ্য অত্যাচার উৎপাদন করিয়াছে এবং করিতেছে। কিন্তু এদেশে কি বিপরীত রীতির বলবৎ প্রচার! পুরুষের যত বার স্ত্রী বিয়োগ হয়, প্রচলিত দেশাচারানুসারে সে তত বারই বিবাহ করিতে পারে, এবং এক স্ত্রী সত্ত্বেও যদি পুরুষ অন্য-স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছানুসারে তাহাও তাহার করিবার অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের এক বার স্বামী মৃত হইলে তাহার অ[illegible] পাণিগ্রহণ করিবার বিধি নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হ[illegible] যে কুরীতিরূপধূমে অন্ধ হইয়া এদেশের লে[illegible]পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যারও বিবাহ প্রদান ক[illegible]ন্তু যদি সেই কন্যার উদ্বাহ-ক্রিয়া সা[illegible]ত না হইতে তাহার পতিকে অকস্মাৎ কা[illegible]স্ত পতিত হইতে হয়, তথাপি তাহার [illegible]জীবনের মধ্যে আর কাহার ভার্য্যা হইবা[illegible]্য থাকে না। দেশ-ব্যবহারের নিয়মানুসারে অবশ্যই তাহাকে যাবজ্জীবন [illegible] বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক। অধিকন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে বয়সের তারতম্যানুসারে বিধবাদিগের আচারব্যবহারের কোন ইত[illegible] বিশেষ করা নাই; পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর পতিবিয়োগ হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাহাকে যেমত বেশভূষা-বর্জ্জিতা হইয়া সময়ে সময়ে উপবাস ও অল্পাহার করিয়া দুঃসহ-শারীরিক-কষ্ট-স্বীকার-পূর্ব্বক ঘোরতর কঠোর-নিয়ম-সকল পালন করিতে হয়, পঞ্চবর্ষীয়া কন্যারও দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈধব্যদশা হইলে, তাহার প্রতি সেই-মত সমস্ত নিয়ম পালন করিবার বিধি আছে, এবং পিতামাতাও বিষমভ্রমে অন্ধ হইয়া অনায়াসে সেই বালিকা দুহিতাকে ঘোরতর যন্ত্রণা-প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এদেশীয় লোকের এত বিপুল অজ্ঞানতা যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ণের মধ্যে কোন নিয়মিতদিবসে পিতামাতা যদি বালবিধবা কন্যাকে উপবাসের কষ্টে বা দারুণ-পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতেও দেখে তথাপি আপনাদিগের ধর্ম্মভ্রম দূর করিয়া তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ আহার বা জলদান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ণের মধ্যে অন্তর্জলাবস্থায় ও বিধবাদিগের মুখমধ্যে জলপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণদান করিতে নিষেধ আছে। কি আশ্চর্য্য! কি মূঢ়তা! কি মহাভ্রম! এ আচার-দৃষ্টে কখনই বোধ হয় না, যে ইহারা বিধবাস্ত্রীদিগের কোন সজীব প্রাণী বলিয়াও মনে করে, যেহেতু বুদ্ধি-চৈতন্যবিশিষ্ট লোকে কোন পশু পক্ষির প্রতিও এপ্রকার নিষ্ঠুর-ব্যবহার করিতে পারে না। বিধবা কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পিতামাতা যদি তাহাকে নিরন্তর পতিবিরহে কাতর হইতে দে-

খেন, শারীরিক-বিকারে অধৈর্য্য হইয়া পাপে রত হইতে দেখেন, এবং অবশেষে সতীত্বনাশ ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপ-সকল আচরিত করিতেও দেখেন, তথাপি ধর্ম্মানুরোধ ত্যাগ-পূর্ব্বক সেই কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া উক্ত অত্যাচার-সকল নিরাকরণ করিতে শক্ত হয়েন না। এদেশীয় এই কুরীতির প্রভাবে ভারত-বর্ষের কত কন্যা যে যাবজ্জীবন বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অশক্তা হইয়া উদ্বন্ধন এবং বিষপানাদিদ্বারা আত্মঘাতিনী হইয়াছে, কত কন্যা যে শারীরিক-বিকারে অধৈর্য্যা হইয়া সন্তা-ননাশ প্রভৃতি অসংখ্য অদ্ভুত পাপের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং কুলভয় ও লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্যভিচারিণী হওয়াতে পিতৃকুল ও ভ্রাতৃ-কুলের মাননাশিনী হইয়াছে, ও কত নরহত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কারণ হইয়াছে, এবং অদ্যাপিও হইতেছে, তাহা বর্ণন করি-য়া শেষ করা যায় না। এই কুরীতির জন্য প্রার্থনীয় কুলোদ্ভব অনেক সন্তান যাহা-রা জীবিত থাকিলে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক গুনসমূহ অধিকার করিয়া এই সংসারে অসাধারণ ধীসম্পন্ন এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারিত, অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া সৃষ্টির অসংখ্য উপকার সম্পাদন করিতে পারিত, এবং স্বীয়কুলের ও স্বীয়দেশের কীর্ত্তি-পতাকা-স্বরূপ হইত, তাহারা ভূমিষ্ঠ হইলে, কি জানি সকল লোকের ঘৃণার্হ হইবে, পরে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত লোকনিন্দার দারুণযন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং কাহারো নিকট আশ্রয় না পাইয়া অন্নাচ্ছা-দনের ক্লেশ পাইবে এবং পিতৃকুল ও মাতৃকু-লের কলঙ্কস্বরূপ হইবে, এই আশঙ্কায় তা-হারা অনেকেই মাতৃগর্ভে নষ্ট হইয়াছে। দেশ হইতে এই সকল ভয়ঙ্কর-অত্যাচার-মূলক কুরী-তির উচ্ছেদ না হইলে কি কখনই দেশের সৌ-ভাগ্য হইবার সম্ভাবনা আছে?

পুরাণ-পাঠ।

এতদ্দেশে উত্তম চিত্রকরের অভাবে আ-মরা সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইতেছি। যে কোন নূতন বিষয়ের বর্ণনা করিতে মানস করি, ছবির অভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাতেই হতা-শ হইতে হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল ছবি এতৎপত্রে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার অধিকাং-শই বিলাতহইতে আনীত হইয়াছে; সুতরাং আমরা যে ছবি প্রকাশিত করিতে মানস করি, তাহা না হইয়া আমাদিগের বিলাতস্থ সাহায্যকারি যাহা পাঠান, তাহাই প্রকাশিত করিতে হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল, এতদ্দেশে কি প্রকারে কথকেরা কথকতা করিয়া থাকেন, তা-হার ও তৎশ্রোতাদিগের এক খানি ছবি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, তদুত্তরে অপর পৃষ্ঠে মুদ্রিত ছবিখানি প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্র পাঠকমহাশয়েরা জানিতে পারিবেন যে আমা-দিগের মানস কি পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে। কো-থায় যোগাসনারূঢ় ভট্টাচার্য্য পুরাণ পাঠ ক-রিতে২ লোকের মন মুগ্ধ করিবেন, কোথা[illegible] দাড়ওয়ালা খোঁপাবাঁধা উপুড়-হইয়া-[illegible]-মূর্ত্তি উপস্থিত! পরন্তু কি করি? [illegible] এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা তক্ষণ-বিদ্যায় [illegible]র্শী না হইতেছেন, তদবধি মধ্যে২ এ [illegible] সহ্য করিতে হইবে; এবং তৎকারণ পাঠক[illegible] ছবি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কোন অজ্ঞাত-বিষয়ের [illegible]পদেশ

পুরাণ-পাঠ।

না দিয়া আমাদিগকে তাঁহাদিগের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে হইবে।

পরন্তু ছবির দোষে গ্রন্থ-পাঠের মাহাত্ম্যবর্ণনে বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এতদ্দেশীয় প্রাচীন ঋষিরা গ্রন্থপাঠ ও তাচ্ছ্রবণে সর্ব্বদা আদেশ করিতেন; তৎকর্ম্মের মাহাত্ম্যও সামান্য নহে। তদ্দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সাধন হইতে পারে। গ্রন্থপাঠ করিলে তদুল্লিখিত ব্যক্তিগণের গুণ দোষ অবগত হওয়া যায়, এবং লোকে তদ্দৃষ্টান্তের অনুগমন করে; অনন্তর নিরন্তর নীতি-জ্ঞানের অনুশীলনদ্বারা দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুণের ভাজন হয়। যে ব্যক্তি গ্রন্থপাঠে অনুরক্ত, তাহার বুদ্ধি প্রতিদিন প্রখরা হইতে থাকে, কুকর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা মন বিরত এবং প্রকরণবশাৎ সমাগত করুণাদ্ভুতাদি রসে নিমগ্ন হয়। শ্রোতারাও শ্রবণ-প্রভাবতঃ রসিক ভাবুক সচ্চরিত্রান্বিত হয়। গ্রন্থপাঠের অদ্ভুত শক্তি। তদ্দ্বারা পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরাও শ্রবণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ পুলকিতসর্ব্বাঙ্গ বিগলিতহৃদয় গদ্গদচিত্ত হইয়া যায়। অন্য পরের কা কথা, সর্ব্বদৈব ক্রীড়াতৎপর বালক পাঠস্থানে উপস্থিত হইলে ক্রীড়ায় নিরস্ত হইয়া পাঠশ্রবণে মনোভিনিবেশ করে। ইহাতে পাঠকগণেরও অসাধারণ ক্ষমতা বলিতে হইবেক; যে

বিভিন্ন-রুচিবিশিষ্ট আবালবনিতাদিগকে বিবিধোপাখ্যান বিষয়ক বাক্‌চাতুরীদ্বারা বিমুগ্ধ করেন। দেখুন, এতদ্দেশীয় কথকমহাশয়েরা কি অবলীলাক্রমে মনুষ্যকে বিমুগ্ধ করিয়া ইচ্ছানুসারে কখন ক্রন্দিত কখন হাসিত, কখন বা প্রেমপূর্ণ করিতেছেন।

কথকতার প্রণালী দেশভেদে বিভিন্না হইয়া থাকে, বঙ্গদেশীয় কথকদিগের স্বরমাধুর্য্য, এবং বাক্‌চাতুর্য্যাদি বিলক্ষণরূপে থাকে, কিন্তু বর্ণোচ্চারণের উত্তম স্পষ্টতা নাই। শাস্ত্রেও ইহা উক্ত আছে, যে "উচ্চারণানভিজ্ঞাঃ খলু বঙ্গাঃ" অর্থাৎ বঙ্গদেশীয়েরা উচ্চারণ-নিয়মের অনভিজ্ঞ। হিন্দুস্থানীয় কথকদিদিগেরও ণ, ন, শ, ষ, স, ব, ব, ইত্যাদির যথাস্থান পৃথক্ ২ উচ্চারণ করিতে প্রায়ঃ ক্ষমতা নাই, এবং শ্রোতাদিগকে বিমুগ্ধ করিতে বঙ্গদেশীয়দিগের তুল্য নহেন। উচ্চারণবিষয়ে দাক্ষিণাত্যের কথকমহাশয়দিগকে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে; বেদপাঠে সুপণ্ডিত উক্ত কথকেরা যে প্রকারে প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ ২ উচ্চারণ করেন তেমন এতদ্দেশীয় কোন কথক সক্ষম নহেন।

স্বরমাধুর্য্য-বিষয়ে সর্ব্বত্রই সমান; বাক্‌চাতুর্য্য এবং পাঠপ্রণালী দেশভেদে বিভিন্ন আছে। বঙ্গভাষায় সংস্কৃত-মিশ্রিত হওত বাক্‌চাতুর্য্যের বিশেষ চাতুর্য্য বোধ হয়; পরন্তু শ্রোতাদিগের স্ব ২ দেশীয় স্বরমাধুর্য্য বাক্‌চাতুর্য্যাদিতেই অতি সন্তুষ্টি থাকে, কারণ উপাখ্যান এক থাকিলেও ভাষার প্রভেদ হওয়ায় বোধগম্য হয় না। দক্ষিণদেশে প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে বাদ্যযন্ত্রসহকারে দণ্ডায়মান হইয়া গীত-বদ্ধ উপাখ্যানের গানপূর্ব্বক পাঠকরণের প্রথা আছে, এবং কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি অন্য-ন্য দেশেও প্রায়ঃ প্রতি দিন ব্যাখ্যা উপলক্ষে গ্রন্থপাঠ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বক্ষ্যমাণ দোষ পরিত্যাগ করিয়া পাঠ করা শ্রেয়ঃ; যথা,

> "শঙ্কিতং ভীতমুদ্ঘৃষ্টমব্যক্তমনুনাসিকম্।
> বিস্বরং বিরসঞ্চৈব বিশ্লিষ্টং বিষমাহতম্॥
> কাকস্বরং শিরসিতং তথাস্থানাবিবর্জ্জিতম্।
> ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদোষাশ্চতুর্দ্দশ॥
> সঙ্গীতং শিরসঃকম্পমল্পকণ্ঠমনর্থকম্"।

ইহার অর্থ এই যে শঙ্কাযুক্ত হইয়া উচ্চারিত, ভীত হইয়া উচ্চারিত, মুখপেষণপূর্ব্বক উচ্চারিত, অস্পষ্টাক্ষর, নাসিকাদ্বারা সমুচ্চারিত, ভগ্নস্বর, রসবিহীন, বিষমস্থানোচ্চারিত, কাকসদৃশস্বর, কাপালিকস্বর, যথোক্তস্থানে অনুচ্চারিত, অনেকস্বর-মিশ্রিত, এবং তালহীন এই উক্ত চতুর্দ্দশপ্রকারে যে পাঠকরা যায় তাহা দোষযুক্ত জানিবে। এতদ্ভিন্ন গীত রীত্যনুসারে এবং শিরঃকম্পনপূর্ব্বক আবৃত্তি করাও দোষ মধ্যে পরিগণিত আছে।

সুবর্ণের ভারতবর্ষীয় খনী।

অতিপ্রাচীনকাল অবধি ভারতবর্ষে সুবর্ণের প্রচার আছে, এবং বেদাদি-প্রাচীন-গ্রন্থে পুনঃ ২ তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালের গ্রীসদেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষের কোন ২ অংশকে "সুবর্ণদেশ" শব্দে বিধান করিত, এবং বহুকালপর্য্যন্ত ঐ স্থানহইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঐ মান্যতর ধাতু প্রেরিত হইত; কিন্তু এই ক্ষণে ঐ প্রথার অন্যথা হইয়াছে। আমরিকা-দেশের কালিফর্ণিয়া-প্রদেশে এবং অষ্ট্রেলিয়া-দ্বীপে যে কাঞ্চন সঙ্কুলিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায়ঃ অপর সকল খনী হতাদর হইয়াছে। এই ক্ষণেও তত্রত্য

অনেক স্থানে স্বর্ণ প্রস্তুত হয়। পরন্তু এতদ্দেশে উত্তম খনীর প্রচার নাই; অত্রত্য প্রায়ঃ সমস্ত সুবর্ণ নদীতটে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসাম-প্রদেশে প্রায়ঃ৫০টি নদীর বালুকায় সুবর্ণ লব্ধ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সোদাং, কাকুট, কদম্, সোম্দির্া, সুনরাদীজু, ভৈরবী, জোংলুং, জাজ, এবং দেশাই এই কয়েক নদীতে উত্তম পরিশুদ্ধ ও প্রচুর স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেহার-প্রদেশে শোণ নদী, বেরার-প্রদেশে মহানদী, পঞ্জাবে বিপাশা নদী, অযোধ্যায় গোমতী নদী প্রভৃতি তটিনীদিগের তটেও কিঞ্চিৎ২ কাঞ্চন সংগৃহীত হইয়া থাকে। ঐ সকল কাঞ্চনের আকর পর্ব্বতস্থ খনী। নদীর স্রোতোবেগে ঐ খনীহইতে সুবর্ণ ধৌত হইয়া বালুকাবৎ অবয়বে দূরে নীত হইয়া যায়, পরে স্রোতোবেগের হ্রাস হইলে নদীতটস্থ বালুকার সহিত নিপতিত হইয়া থাকে। স্বর্ণ-গ্রাহকেরা ঐ বালুকা ধৌত করিলেই স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সুবর্ণ প্লাটিনা ভিন্ন সকল পদার্থহইতে গুরু, এই প্রযুক্ত অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত সুবর্ণ-চূর্ণ জলে বিলোড়ন করিয়া পাত্রস্থ জলের অধিকাংশ নিক্ষেপ করিলে, জলের সহিত বালুকাদি লঘু পদার্থের কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত হয়; অত্যন্ত গুরুতাপ্রযুক্ত স্বর্ণ পাত্রের তলভাগে পড়িয়া থাকে। পুনঃ২ এই প্রকারে বালুকা-মিশ্রিত সুবর্ণ ধৌত করিলে অনায়াসে বালুকামৃত্তিকাদি হীনপদার্থহইতে সুবর্ণের পৃথক্ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত নদীতটস্থ মনুষ্যেরা এই নিয়ম জ্ঞাত থাকিয়া তদনুসারে স্বর্ণ সঞ্চিত করিয়া থাকে।

আসাম-প্রদেশের সুবর্ণ-সংগ্রহকারিদিগের নাম "সোনাল"। শীতকালে নদীর জল অল্প হইলেই তাহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত দলবদ্ধ হইয়া সুবর্ণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। সোনালদিগের প্রত্যেক দলে এক জন পাটুই (প্রধান) এবং চারি জন পল্লী (কর্ম্মকারক) থাকে। ঐ দল নদীতীরের যে স্থান স্রোতোবেগে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তৎসম্মুখে আসিয়া সোকালি নামক তাম্রাগ্র বংশদ্বারা বালুকা খনন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে; যদ্যপি বালুকার সহিত অধিক প্রস্তর কঙ্কর থাকে, তাহা হইলে বালুকায় স্বর্ণ আছে নিশ্চয় জানিয়া এক খানা বাঁশের চেয়াড়িতে (বাঁশ চোলা) ঐ বালুকা লইয়া তাহাতে কি পরিমাণে স্বর্ণ আছে, তাহা নিরূপণ করে। যদ্যপি ঐ চেয়াড়ির উপর ১২।১৪ টি সুবর্ণকণা দেখিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয় বোধ করে যে তথায় যথেষ্ট স্বর্ণরেণু আছে, এবং তন্নিকটে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আপনাদিগের আবাস-সংস্থাপন করে। অতঃপর নদীগর্ভে এমত করিয়া বাঁধ বাঁধে, যাহাতে নদীর জল সুবর্ণবিশিষ্ট স্থান দিয়া বাহিত হইতে পারে। দুই তিন দিবস ঐ জল বহিলে উক্ত স্থানের উপরিভাগের বালুকা ধৌত হইয়া যায়, এবং নিম্নস্থ স্বর্ণপূর্ণ বালুকা ব্যক্ত হয়। তাহা হইলেই সোনালেরা বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং নদীর জল ঐ ধৌত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নদীর গর্ভ দিয়া বাহিত হইতে থাকে। এই অবকাশে সোনালেরা কাষ্ঠনির্ম্মিত কোদালদ্বারা বালুকা খনিত করিয়া তটে উত্তোলিত করে, এবং তথায় মালতি নামক নৌকার ন্যায় ৩ হস্ত দীর্ঘ, এবং এক হস্ত প্রস্থ, ও অর্দ্ধ হস্ত গভীর এক কাষ্ঠ পাত্রোপরিস্থ এক ছাঁকুনির উপর নিক্ষেপ করে। উক্ত কাষ্ঠপাত্রের নাম দুরুনি—(দ্রোণী?) এবং তাহার এক পার্শ্বে এক ছিদ্র থাকে। যথাপরিমাণ বালুকা ছাঁকুনির উপর স্থাপিত হইলে তদুপরি একহস্তদ্বারা জল ঢালিতে ও অপরহস্তদ্বারা বালুকা-বিলোড়ন

করিতে হয়। এই প্রক্রিয়াদ্বারা প্রস্তর-খণ্ড-সকল ছাঁকুনির উপরে থাকে, এবং স্বর্ণ ও বালুকা ও জল দুরুণির মধ্যে নিপতিত হয়; অপর দুরুণির পার্শ্বে এক ছিদ্র থাকাপ্রযুক্ত তদ্দ্বারা অধিকাংশ বালুকা ও প্রায়ঃ সমস্ত জল নির্গত হইয়া যায়; কেবল কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত বালুকা ও স্বর্ণচূর্ণ মাত্র পাত্রের নিম্নভাগে অবশিষ্ট থাকে। এই প্রকারে ৪০—৫০ ঝুড়ি বালুকা ধৌত করিলে যে অবশিষ্ট বালুকা দুরুণি মধ্যে থাকে, তাহাকে সোনালেরা "শিয়া" শব্দে কহে। ঐ এক শিয়া বালুকায় এক রতি সুবর্ণ পাওয়া যায়, কখন২ সুবর্ণের পরিমান তাহা হইতে অল্প হয়, কখন বা তাহার দ্বিগুণ অধিক হইয়া থাকে। ঐ পরিমিত স্বর্ণ শুনিতে অল্প, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ এক দিবসের মধ্যে তাহারা অনায়াসে ২৫।৩০ শিয়া বালুকা প্রস্তুত করিতে পারে। তাহাতে ।০ আনা বা ।৴০ আনা সুবর্ণ লভ্য হয়।

ধৌত বালুকা সোনালেরা কোপাত-বৃক্ষের পত্রে বান্ধিয়া রাখে, এবং বালুকা-ধৌত-করণ কার্য্যের সমাধা হইলে তৎসমুদায় একত্রে দুরুণি মধ্যে ঢালিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পারা (পারদ) দিয়া সমস্ত বালুকা জলদ্বারা পুনঃ ধৌত করিতে থাকে। ঐ প্রক্রিয়া-সময়ে স্বর্ণচূর্ণ পারার সহিত মিশ্রিত হয়, ও বালুকাহইতে পৃথক্২ হইয়া পারার সহিত দুরুণির তলভাগে থাকে, এবং জল ও বালুকা দুরুণির ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া যায়।

অতঃপর সোনালেরা স্বর্ণমিশ্রিত পারার তালটি একটি শম্বুকের মধ্যে পুরিয়া নাহারকাষ্ঠের অগ্নিতে তাহা দগ্ধ করে, তাহাতে সমস্ত পারা ধুম হইয়া উড়িয়া যায়; শম্বুক চূর্ণ হইয়া যায়, এবং তন্মধ্যে সুবর্ণ পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ সুবর্ণের বর্ণ উজ্জ্বল না হইলে তাহাতে উনুনের মাটি ও কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া তাহা পুনঃ দগ্ধ করা আবশ্যক; তাহা হইলেই কাঞ্চনের বর্ণের দীপ্তি হয়।

সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার যে প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল দেশভেদে তাহায় কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ আছে; যন্ত্রাদির নাম ও অবয়বেরও কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য আছে; পরন্তু স্থূল-প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই তুল্য; আদৌ ধৌত করিয়া বালুকাহইতে স্বর্ণের পৃথক করা, পরে পারদদ্বারা তাহার পরিশুদ্ধ করা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুবর্ণের আদিম স্থান পৃথিবীগর্ভ তথায় স্ফটিক-প্রস্তরের সহিত সুবর্ণ একত্রে থাকে; নদীর বেগে ঐ স্থান ভগ্ন হইলে ঐ প্রস্তর বালুকারূপে এবং স্বর্ণচূর্ণরূপে পরিণত হইয়া একত্রে খনীহইতে অতিদূরে প্রক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে, যে নদীর যে স্থানের বালুকায় স্বর্ণচূর্ণ আছে, তাহার কিয়দ্দূরে সুবর্ণের আকর আছে। অনেকে এই অনুসন্ধানে অতিশয়-কাঞ্চনপূর্ণ বৃহৎ খনী প্রাপ্ত হইয়াছেন। বোধ হয়, শোণ-নদীর উৎপত্তি স্থানে ঐ প্রকারে অনুসন্ধান করিলে বাহার-প্রদেশে সুবর্ণের আকর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আসামেও এই প্রকারে স্বর্ণ খনীর তত্ত্ব করা কর্ত্তব্য। খনীস্থ সুবর্ণ রেণুবৎ নহে, পরন্তু কয়লা কি অন্যান্য পদার্থের ন্যায় স্থূলপিণ্ডেও প্রায়ঃ পাওয়া যায় না। অষ্ট্রেলিয়া-দ্বীপে বাথর্ষ্ট-গ্রামে এক স্বর্ণপিণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা দেড় মোন অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ গুরু, পরন্তু তদ্রূপ বৃহৎ পিণ্ড পাওয়া অতি কঠিন। খনীস্থ স্বর্ণ অতি ক্ষুদ্র২ পিণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহাকে প্রস্তর-

হইতে পৃথক-করণার্থে প্রথমতঃ বৃহৎ২ লৌহ উদূখলে ঐ প্রস্তর চূর্ণ করিতে হয়, পরে জলে ধৌত করত অবশেষে পারা মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হয়।

দৃষ্টান্তবিন্দু।

সর্ব্বনাশের মূলীভূত বৈরিকে কদাচ ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত নহে, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পরিমিত হইলেও কি ক্ষণকাল মধ্যে তৃণরাশি ভস্মরাশি করিতে সমর্থ হয় না?

বীর হইয়া যদি পরাক্রম প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তাহাকে কেহই ভয় করে না, চিত্রার্পিত ব্যাঘ্র লইয়া কি বালকেরা ক্রীড়া করিতে বিরত থাকে?

রাজার প্রবল প্রতাপ থাকিতে রাজ্যমধ্যে কদাচ দুষ্ট লোক বাস করিতে পারে না, সূর্য্যের তেজঃ বিদ্যমান থাকিলে অন্ধকার কি প্রকারে অবস্থিতি করিতে পারিবেক?

সময়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া যাহারা কার্য্য করে তাহাদের কার্য্যই ফলজনক হয়, দাঁব (লক্ষ্য) বুঝিয়া খেলিতে পারিলে কি কখন হারি (পরাজয়) হইয়া থাকে?

বিধির লিপি অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; অগাধ সলিল সমুদ্র পিতা হইয়াও কলঙ্কযুক্ত নিজ তনয় চন্দ্রের কলঙ্ক ক্ষালনে সক্ষম হইল না।

অনুশীলন করিতে ২ জড়বুদ্ধিও তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, অনবরত রজ্জুর যাতায়াত হইলে কি পাষাণে রেখা পড়িতে অবশিষ্ট থাকে?

ভাল করা বড় কঠিন, মন্দ অনায়াসেই করা যায়; গৃহ রচনা করিতে অনেক বিলম্ব লাগে, ভাঙ্গিতে অক্লেশে ও অনতিবিলম্বেই পারা যায়।

পণ্ডিতেরা বলেন আপন দ্রব্য যদি আপন সন্নিহিত থাকে তবে আপন বলা যায়, পরহস্তগত আপন পঞ্জিকায় দৈবজ্ঞের কি ফল দর্শে?

রসের কথাই কহুক বা রোষের কথাই কহুক কিছুতে শত্রুকে বিশ্বাস করিবেক না, জল পড়িলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইবেক তাহা শীতল হইলেই কি এবং উষ্ণ হইলেই বা কি?

প্রকৃতের কিঞ্চিৎ ভেদহইলেই অনেক হয়, দেখ, সত্য ও মিথ্যা উভয়ের মধ্যে চারি অঙ্গুলী মাত্র অন্তর, অথচ দেখা বিষয় সকলেই সত্য বলিয়া মানে শুনা কথা কেহই বিশ্বাস করে না।

(অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণ পরস্পর চতুরঙ্গুল ব্যবহিত।)

ভাল হইতে মন্দ ও মন্দহইতে ভাল বস্তুর উৎপত্তিরূপ ব্যভিচারও কখন২ দৃষ্টিগোচর হয়, দীপজ্যোতিঃহইতে কজ্জল ও কর্দ্দমহইতে কমল উৎপন্ন হওয়া অতি প্রসিদ্ধই রহিয়াছে।

দাস একান্ত সাধু প্রভুপরায়ণ হইলে সাধু প্রভুর দুষ্কর কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে, অঙ্গদ ও হনূমানদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জানকীর উদ্ধার তাহার এক নিদর্শন স্থান।

সজ্জন মিলনের সুখ দুর্জ্জন সঙ্গতি হইলেই বিলক্ষণ জানা যায়, নিম্বপত্র চর্ব্বণ করিলে ইক্ষুর মিষ্ট আস্বাদন সুচারুরূপেই ব্যক্ত হয়।

যাহার সহিত মিলন হইলে সুখোদয় হয়, তাহার বিচ্ছেদে দুঃখ না হইয়া যায় না; সূর্য্যের মুখাবলোকনে কমলের বিকাস ও তদ্ব্যতিরেকে তাহার সংকোচ দেখিলে আর প্রমাণ চাহিতে হয় না।

অতি তুচ্ছ পদার্থ যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও তাহা সময়ান্তরে উপকারে আইসে, শস্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপিত তৃণময় পুরুষ দেখিয়া মৃগ মহিষাদি পলায়ন করিলে কি কৃষকের ক্ষতি নিবৃত্তি হয় না?

সমভাবে পদার্থ সকল বিনিযুক্ত হইলেই সুচারু সম্পন্ন কার্য্য বলা যায়, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে কেবল ফলেরি হানি করে।

দোষহইতে দুঃখের উৎপত্তি প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু গুণহইতে দুঃখ প্রাপ্তিও দৃষ্ট হয়; শ্রবণমনোহর-মধুরভাষী শুকপক্ষির পিঞ্জরবন্ধন ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

ভাল মন্দ সকলেই মহতের আশ্রয় পায়, দেখ চন্দ্র, সর্প, জল, অগ্নি, ইহারা দেবদেব মহাদেবের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

বিনা অনুরোধে অন্যের আশা পূরণ করা সাধু ব্যক্তির ধর্ম্ম, প্রত্যেক গৃহ বিতিমির করিয়া প্রকাশমান করিতে কি সূর্য্যদেবকে কেহ অনুরোধ করিয়া থাকে?

নীচের সহিত সম্ভাষণ কিম্বা সহবাস কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, প্রস্তরখণ্ড কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত করিলে কি তাহা অঙ্গ মলিন করিতে ত্রুটি করে?

মিষ্ট২ সকলেই কহিয়া থাকে, কিন্তু মিষ্টতো বস্তু নহে, বলিতে গেলে প্রবৃত্তিকেই মিষ্ট বলিতে হয়, নহিলে মিছরি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আগ্রহ পূর্ব্বক কেহ অহিফেণ খাইতে প্রবৃত্ত হইত না।

বিনা ভোগে সঞ্চয় করিলে সে ধন চোরেতেই পর্য্যাপ্ত হয়, তাহাতে সাঞ্চয়িকের কর মর্দ্দন করিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় কেবল অনুতাপ করিতে হয়।

উৎকৃষ্ট বিদ্যা নীচগতা হইলেও তাহা হইতে তাহা গ্রহণ করিবেক, অপবিত্র স্থানস্থিত কাঞ্চন গ্রহণে কে বাধিত হইয়া থাকে?

প্রাকৃত-ভূগোল

অর্থাৎ

ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকাবস্থা বর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ।

ইতিপূর্ব্বে এতৎপত্রে প্রাকৃত-ভূগোল-বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছিল, অধুনা তাহা একত্রিত করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং তাহার বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে এক খানি ভূগোলের মানচিত্রও প্রস্তুত হইতেছে। উক্ত মানচিত্রে ভূমণ্ডলের অব্ধি, ও পর্ব্বত, দেশ, নগর, সমুদ্র, নদী প্রভৃতি সকল প্রধান পদার্থের নাম অঙ্কিত থাকিবেক, অপর পৃথিবীর কোন্ স্থানে কি কি বৃক্ষ ও পশু আছে, কোন্ দেশের উষ্ণতা কি প্রকার, কোথায় কি পরিমাণে বৃষ্টি হয়, কোন্ প্রদেশে কি বর্ণের মনুষ্য আছে, কোথায় কোন্ সময়ে জোয়ার হয় সমুদ্রের স্রোতঃ কোথায় কোন্ দিগে বহিতেছে, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিবরণ চিত্র বর্ণাদির বিন্যাসে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গদেশে এতাদৃশ মানচিত্র কদাপি প্রস্তুত হয় নাই। বিদ্যার্থিগণ এই উভয়ের সাহায্যে ভূগোলের প্রাকৃতাবস্থার বিবরণ অনায়াসে বিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। অদ্যাপি মূল্য নিরূপিত হয় নাই; বোধ করি উভয়ের মূল্য ছয় টাকার অধিক হইবে না।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, অগ্রহায়ণ। [৩৩ খণ্ড।

বুঁদেলাদিগের বিবরণ।

সূর্য্যবংশাবতংশ অযোধ্যাধিপতি-শ্রীরামচন্দ্র-তনয় কুশের বংশজাত কচবহদিগের বিষয়ে বিবিধার্থে কয়েক প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে; পরন্তু তাহাতে কুশবংশের অপর শাখা বুঁদেলাদিগের কোন উল্লেখ হয় নাই; অধুনা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

কুশের পুত্র হরিব্রহ্ম; তিনি উত্তরকালে পিতৃদত্ত অযোধ্যার আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া মহীপাল-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র উদিম, ও তদনন্তর তত্তনয় হুলমান রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিমলচন্দ্র। তিনি যুদ্ধবিদ্যা, সাহস, মহিমাদিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার মরণানন্তর তাঁহার পুত্র ছত্রপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপুত্রের নাম যোধপাল। তিনি বিহঙ্গরাজ বা বিহঙ্গশের জনক ছিলেন।

মহীপালাবধি বিহঙ্গরাজ পর্য্যন্ত সাত জন রাজা অনুক্রমে অযোধ্যায় আধিপত্য করিয়া যান। তদনন্তর কাশীরাজ পৈতৃক অযোধ্যার উত্তরাধিকারী হইয়া তদধিকার-পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসীতে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্য-শাসন-বিষয়িণী ন্যায়-পরতা ও অন্যান্য সদ্গুণগণের বশম্বদ হইয়া প্রজারা এমত সন্তুষ্ট ও সুখী হইয়াছিল, যে রাজার প্রতি ধন্যবাদ ও সন্তোষ-প্রকাশ ব্যতীত তাহাদের মুখে আর কিছুই শ্রুত হইত না। সেই সময়াবধি যিনি২ কাশীতে রাজা হইয়াছিলেন, সকলেই কাশীশ্বর উপাধি প্রাপ্ত হন। কাশী-প্রদেশের এক প্রধান রাজা গুহিরদেব। তৎপুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত বিমলচন্দ্র। তাঁহার তনয়ের নাম গোপীচন্দ্র; তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অতি নিপুণ ছিলেন। তদনন্তর তৎপুত্র তিহিমপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহাহইতে ক্ষেত্রধর্ম্মের বিশিষ্ট উন্নতি হয়। তৎপুত্র বিন্ধ্যরাজ। তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্রে বিশিষ্ট পারদর্শী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র নুনিকদেব। তাহার পুত্র বেদিনদেব। তদাত্মজ অর্জ্জুনব্রহ্ম। বীরভূধর তাঁহার পুত্র। ঐ বীরভূধরের দুই স্ত্রী। তাহার একের গর্ব্ভে চারি পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম জ্ঞাতসার নহে। অপরের একটি পুত্র। তাহার নাম পঞ্চম। উত্তরকালে ঐ কনিষ্ঠ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় চক্রান্ত করিয়া

তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করত রাজ্য চারি ভাগ করিয়া তাহারা এক২ ভাগ লইয়া শাসন করে।

কথিত আছে, পঞ্চম ভ্রাতৃদিগের অত্যাচারে ঐহিক-সুখে বিমুখ হইয়া বিন্ধ্যাচলে আরোহণ করত ভবানীর আরাধনায় নিযুক্ত হন। ঐ আরাধনায় কিয়ৎকাল গত হইলে পর তিনি একপাদে দণ্ডায়মানে থাকিয়া অনাহারে দিবারাত্র বিন্ধ্যবাসিনীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সপ্ত দিবস যাপন করিলেন, তথাপি কোন ফল দর্শিল না; অতএব দেবীর প্রীত্যর্থে আত্মহত্যায় কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপন গলদেশে খড়্গাঘাত করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী সাক্ষাৎকার হইয়া তাঁহাকে সদাশীঃপূর্ব্বক কহিলেন, "আর তোমার ভয় নাই; এই ক্ষণে তোমার সকল মঙ্গল হইবে; তুমি এই খড়্গ খানি সযত্নে রাখিও; ইহা হইতেই তোমার সর্ব্বত্র জয় হইবে"। অপর তাঁহার গলদেশহইতে যে একবিন্দু শোণিত নির্গত হইয়াছিল, তদুপরি অমৃত সিঞ্চন করত তাহাকে এক শিশুরূপে জীবিত করিয়া বাৎসল্যভাবে স্তনপান করাইলেন। ঐ শোণিতবিন্দুজাত বালকের নাম বীরসিংহ এবং শোণিতবিন্দুহইতে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বংশ "বিন্দু ওয়ালা" ও তদপভ্রংশে "বুন্দেলা" নামে বিখ্যাত হয়।

এই গল্পের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহা নিরূপিত করা দুষ্কর; বোধ হয়, পঞ্চম পার্ব্বত্য কোন কন্যাকে বিবাহ করিয়া একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন; তাহাকে লইয়া তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটে এক রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাহাই বুঁদেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়।

এ নূতন-স্থাপিত রাজ্য অতি অল্প দিনমধ্যেই পিতাপুত্রের শৌর্য্যগুণে ও সৎশাসনে উন্নত হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ পুত্রটির রণপাণ্ডিত্য অতি সুপ্রসংশনীয় ছিল। তিনি পূর্ব্ব অঞ্চল পরাজয় করিয়া নিজ রাজ্যের বৃদ্ধি করেন; অনন্তর উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম রাজ্য-সকলও অধিকার করেন। পরে তিনি আবগন-জাতীয় সত্তরনাথকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎ কালিঞ্জরের দুর্গও তৎকর্ত্তৃক আক্রমিত হয়। তদনন্তর তিনি মোহিনীতে গমন করিয়া তথায় নিজ রাজধানী স্থাপন করেন।

তাঁহার পরলোক-যাত্রার পর তাঁহার পুত্র কুরণ রাজ্যাধিকারী হন। কুরণের অপর নাম বলবন্ত। তাঁহার পুত্র অর্জ্জুনপাল ও পৌত্র সিহিনপাল। ঐ সিহিনপাল হরসভের ধ্বংস করিয়া জৈত্রে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার নন্দন সহজেন্দ্র, তন্নন্দন নুনিকদেব, তাহার আত্মজ পৃথিবীরাজ। ইনি ভূমণ্ডলে পৃথু রাজার ন্যায় ন্যায়পর ও যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম রামচন্দ্র। তিনি তত্ত্বজ্ঞানে জনকরাজের সমান, সুখ্যাতিতে যযাতি তুল্য, ও মহদ্গুণে প্রিয়ম্বদরাজার সদৃশ ছিলেন। তাঁহার পুত্র মেদিনামল্ল; তত্তনয় মিলকুহান। তৎপুত্র রুদ্রপ্রতাপ। তিনি উর্চ্ছানগর স্থাপন করেন। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র জন্মে। রুদ্রপ্রতাপ অবধি কুলনন্দন পর্য্যন্ত কয়েক পুরুষ অবিবাদে বুঁদেলখণ্ডে রাজ্য করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রাজ্যকালে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই; অপর কেহ বিশেষ খ্যাত্যাপন্নও হন নাই। কুলনন্দনের চারি পুত্র, খড়্গরায়, চন্দ্র, শোভনরায় ও চম্পতরায়। তাহারা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত; বিশেষতঃ চম্পতরায়ের অলৌকিকী কীর্ত্তি ও অলোকসামান্যগুণগ্রাম বর্ণনার আয়ত্ত হইবার যোগ্য নহে।

প্রবলবলদর্পিত রাজা চম্পতরায় শাহজাহান

বাদশাহের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাহাকে রাজস্ব দিতে অসম্মত হন; এই প্রযুক্ত উক্ত যবনরাজ অসংখ্য বলদল সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীহইতে যাত্রা করিয়া সসৈন্যে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। আদৌ উহাঁর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। তদনন্তর নগরস্থ প্রজাবর্গের ভবন সকল উৎসন্ন ও তাহাদের সম্পত্তি সকল লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; কিন্তু চম্পতরায় তাহাতে ভীত না হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া তুমুলসঙ্গ্রামের উদ্যোগ করত সমর কৌশলে যবনদিগকে পরাস্ত করত অল্পকালমধ্যেই শত্রুহইতে মুক্ত হইয়া পরমসুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র সারবাহন, অঙ্গদরায়, রত্নসাহ, ছত্রশাল, এবং গোপাল। ইঁহারা সকলেই পিতৃবৎসল। ধর্ম্মানুষ্ঠান, সাহস, মহত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান২ গুণগণে তাঁহারা সুশোভিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রত্নশাহের প্রতাপে শত্রুসকল পর্ব্বতীয়স্থানের আশ্রয় লইয়াছিল। তিনি উক্ত পর্ব্বতীয়দুর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরাজিত রাজ্যসম্প্রদায়ে নিজাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অপর তিনি অঙ্গদরায়ের সহিত একবাক্য হইয়া মুহবা-নগরের নিকটে এক তুমুলসঙ্গ্রামে যবনদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরন্তু রণপাণ্ডিত্যে যশোলাভ করিয়াও ঐ ভ্রাতারা কেহই ছত্রশালের তুল্য হইতে পারেন নাই। ঐ ছত্রশাল শিল্প এবং যুদ্ধ বিদ্যায় তৎকালে অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, নীতিবিদ্যায় ও বিজ্ঞানশাস্ত্রেও অতীব নিপুণ ছিলেন। তাঁহার প্রধানতা ও বিজ্ঞতা দেখিয়া ভ্রাতারা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন। সঙ্গ্রামকালীন তাঁহার অলোকসাধারণ সাহস বীর্য্য পরাক্রম প্রভৃতি গুণগ্রামদর্শনে প্রধান২ বীরদিগেরও হৃৎকম্প হইত; কিন্তু ভ্রাতৃদিগের অসাধারণ গুণ ও প্রযত্ন সহকারে তাঁহার মহীয়সী মর্য্যাদা ও কীর্ত্তি উন্নতিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ নদীসকল স্বভাবতঃ সময়ে২ প্লাবিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করত লোকের কুশলবৃদ্ধি করিলেও ভাগীরথীর সহিত মিলিতাবস্থায় যেমন তাহাদের স্ব২ নাম ও গুণ লুপ্তপ্রায়ঃ হইয়া প্রধানের নাম ও গুণে খ্যাত হইয়া উঠে, তেমনি ঐ ভ্রাতারা সোদর ছত্রশালের অনুযায়ি হইয়া তদ্ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন: তাহাদের পরস্পর কিছুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। বুঁদেলখণ্ডের ইতিহাসলেখকেরা তাহাদের ঐক্যভাব দৃষ্টান্তদ্বারা এই রূপে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, যে "যেমন ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ত্রি-"ধারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল গতা হইয়াও পরস্পর "অভেদরূপে প্রতীয়মানা হয়, তেমনি ছত্রশালের "ভ্রাতৃচতুষ্টয়। প্রতাপ-বিষয়ে তিনি সূর্য্যদেবের সমান হইয়া পিতৃরাজ্যের তমোবিনাশ করত প্রজাবর্গকে স্ব২ ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমত্তায় তিনি সকলের উপরি গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যেমন ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণুর অবতার আদিত্য ও রামচন্দ্র, কশ্যপ ও দশরথের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পিতা বলিয়াছিলেন তেমনি ভগবান বিষ্ণু ছত্রশালরূপে চম্পতরায়ের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

মহৎলোকমাত্রেরই জন্মবিষয়ে অলৌকিক গল্প প্রচারিত হইয়া থাকে, তথা ছত্রশালের জন্মবিষয়ে তাহার অভাব নাই। তদ্বিষয়ে গল্প আছে, যে যে সময়ে চম্পতরায় শাহজহানের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ঘোরতর সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন তৎসময়ে তাহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার সারবাহন চতুর্দ্দশবর্ষবয়ঃক্রমের বালক

হইয়াও যৎপরোনাস্তি পরাক্রম, বীরত্ব, রণ-চাতুরী প্রভৃতি মহদ্গুণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রণভঙ্গান্তে তিনি বিহারার্থ বেলতহারে যাত্রা করত তথায় বয়স্যগণ-সমভিব্যাহারে অস্ত্র-শস্ত্র-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বারি-বিহার-করণে প্রবর্ত্তমান হইয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল যে উচ্চানগ্রামে যবনসৈন্য শিবিরসংস্থাপন করিয়া রহিয়াছে। তৎ সময়ে তাহারা প্রাসাদ-হইতে সারবাহনের প্রস্থানের বিশেষ সংবাদ পাইয়া বিনা কালব্যাজে পর্ব্বতীয় পথ দিয়া যুবরাজের শিবিরের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। সারবাহন তাহাদের উপস্থিতিমাত্র জলহইতে উঠিয়া ত্বরান্বিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষণার্থ প্রস্তুত হইলেন। অতিশয় প্রলম্বাকার বিকট-মূর্ত্তি সৈয়দ এবং আফগানেরা নিকটাগত হইল দেখিয়া সারবাহনের সঙ্গিরা ভয়ে কাতর হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু সারবাহন ক্ষত্রধর্ম্মের অনুগামী হইয়া শত্রুসম্মুখহইতে পলায়ন করিলেন না; বরং জলবিহারাদির ব্যাঘাত হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রোধপরবশ হইয়া শত্রুদিগের উপরি উপর্য্যুপরি বাণবর্ষণ করিয়া তাহাদের অধিকাংশ নিপাত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু অবশেষে দুর্ব্বিপাকে এই যুদ্ধেতেই তিনি সর্গ্যলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

সারবাহনের মরণসংবাদ শ্রবণমাত্র চম্পতরায় অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন; তাঁহার স্ত্রীও একান্তে শোকসাগরে নিমগ্না হইলেন, এমত সময়ে একদা সেই শোকসন্তপ্তহৃদয়া রমণী রাত্রিযোগে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, যেন সারবাহন তাঁহার নিকট কহিতেছে; "না মা! আর অনর্থক শোক করিও না, আমি পুনর্ব্বার তোমার গর্ভে অবতীর্ণ হইব এবং গত জন্মাপেক্ষায় জন্মান্তরে তোমার মনে শান্তি ও সুখ প্রদান করিয়া পিতৃবৈরনির্য্যাতনে সমুচিত যত্ন করিব।" বুদ্ধিমতী রাজমহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি সমুদায় স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। অপর রাজ্ঞী যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের নাম ছত্রশাল*।

আপন সৈন্যসামন্তের পরাজয় সংবাদে শাহ জাহান পাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চম্পতরায়ের দমনার্থে পরং২ দুই তিন অমাত্যদ্বারা সৈন্য-প্রেরণ ও স্বয়ং যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষাত্রিয়-ধর্ম্ম-প্রতিপালনে তৎপর চম্পতরায় কিছুতেই পরাভূত হইলেন না; বরং দিন ২ উন্নত হইতে লাগিলেন; বিশেষতঃ বুঁদেলখণ্ড-প্রদেশের ও তন্নিকটস্থ সমস্ত হিন্দু রাজারা করস্বরূপে আপন২ রাজ্যের উপস্বত্ত্ব হইতে চতুর্থাংশ অর্থ তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করাতে, তাঁহার বল ও ঐশ্বর্য্যের প্রচুরবৃদ্ধি হইল। কেবল পাহাড়সিংহ নামে তাঁহার এক জন জ্ঞাতি তাঁহার সৌভাগ্য-দর্শনে সন্তুষ্ট হয় নাই, এবং প্রকাশ্যে বন্ধুতার ভাব দর্শাইয়া অন্তরে তাঁহার বিনাশের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। একদা সে রাজা চম্পতরায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাম্বূলমধ্যে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই; পরে গুপ্ত চরদ্বারা রজনীযোগে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশের চেষ্টা করে, তাহাও ব্যর্থ হয়; পরন্তু রাজমাতা এই জ্ঞাতিশত্রুতায় ভীতা হইয়া চম্পত-

* ক্ষত্রিয়শাল (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় প্রধান) শব্দের অপভ্রংশে ছত্রশাল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

রায়ের অনুরোধ করিলেন, যে "এইক্ষণে শাহ জহান পাদশাহের সহিত সন্ধিকরা তোমার কর্ত্তব্য, নতুবা জ্ঞাতিবিরোধ ও রাজবিরোধে ত্বরায় তোমার অমঙ্গল ঘটিবে।" রাজাও ঐ পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া দিল্লীরাজধানীতে দূত-প্রেরণ করত বুদ্ধিকৌশলে অনায়াসে দিল্ল্যধিপতির প্রসাদভাজন হইলেন, এবং তদবস্থায় কিয়ৎকাল সুখে যাপন করেন।

১৭১৪ সংবৎসরে শাহ জহান পাদশাহের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় পিতৃরাজ্য লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত করে। সেই বিবাদে চম্পতরায় রাজকুমার আওরঙ্গজেবের সপক্ষ হইয়া আপন রাজ্যের সম্যক্ দৃঢ়তা-স্থাপন করেন। কিন্তু রাজপ্রসাদ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী ইহা প্রসিদ্ধই আছে; তাহা চম্পতরায় আওরঙ্গজেবের সহিত প্রণয় করিয়া অবিলম্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শাহ সুজার সহিত আওরঙ্গজেবের বিবাদসময়ে আওরঙ্গজেবের সহিত চম্পতরায়ের বিচ্ছেদ হয়; তদবধি দুই তিন বৎসর তিনি দিল্ল্যধিপতির সৈন্য সহিত যুদ্ধে পুনঃ২ জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের প্রসাদলালসায় সুজনরায়নামা এক জন প্রধান ও অন্যান্য অনেক বুঁদেলারা চম্পতরায়ের বিরোধী হইয়া তাঁহাকে এ প্রকার ক্ষীণ বল করিলেক যে তাঁহাকে পলায়ন করিয়া সৈন্যরক্ষা করিতে হইল; পরন্তু পলায়নাবস্থায় কত কাল যাপন হইতে পারে? যবনরাজের সৈন্য-সামন্তের অভাব ছিল না; তিনি পুনঃ২ নূতন-সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক অল্পকালমধ্যে চম্পতরায়কে সঙ্কটস্থানে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে ও তৎপুত্রদ্বয়কে বীরভাগ্য গ্রহণ করাইলেন। স্বামীর তদবস্থাদৃষ্টে তাঁহার রাজ্ঞী বক্ষো-[illegible] অস্ত্রাঘাত করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ঐ সময়ে চম্পতরায়ের অপর পুত্র অঙ্গদরায়, ছত্রশাল ও বল্লভ মাতুলগৃহে অবস্থিত ছিলেন। তথায়ই তাঁহাদিগের পিতৃবিয়োগ সংবাদ সমাগত হয়। তৎশ্রবণমাত্র সকলেরই মন পিতৃ-মাতৃশোকে সন্তপ্ত ও মহাব্যাকুল হইয়াছিল; বিশেষতঃ চম্পতের প্রাণবিয়োগে সকল শত্রুরাজারা সর্ব্বত্র হইতে মস্তক তুলিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে তাঁহার বংশের সকলেই এককালে হতাশ হইয়া পড়িলেন; পরন্তু নিরুপায়, কি করেন; সুতরাং সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিয়া ক্রমে২ মনে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে লাগিলেন।

ছত্রশাল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়-বিহীন হইয়া পরের দাস্যবৃত্তি করত কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গ্রহ করিবার বাসনায় দক্ষিণপ্রদেশে রাজা জয়সিংহের উপাসনা করেন, ও তথায় এক দল সৈন্যের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার অপর ভ্রাতারাও পিতৃসম্পত্তিচ্যুত হইয়া ছিন্নভিন্ন হওত সকলেই কমলার প্রসাদাভাবে বিদেশগত হইলেন; চম্পতরায়ের নামরক্ষার্থে কেহই বুঁদেলখণ্ডে উপস্থিত রহিল না। পরন্তু এ অবস্থা বহুকালস্থায়ি হয় নাই; অল্পদিনমধ্যেই ছত্রশাল বিশিষ্টরূপে পিতৃবৈরনির্য্যাতনপুরঃসর পৈতৃকরাজ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ বিবরণ স্থানাভাবপ্রযুক্ত এতৎপত্রের অন্য কোন খণ্ডে প্রকাশিত করিবার মানস রহিল।

বারাণসীর ঘাটবিবরণ।

সর্ব্বময়ী বারাণসীর বর্ত্তমানসম্পত্তির মধ্যে ঘাট মন্দির এবং বৃষই প্রধান; নগরীর বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণন করিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ ত্রিতয়ের বর্ণনই সম্ভবে, এবং তন্মধ্যে ঘাট, অতএব এই

কেদারঘাট।
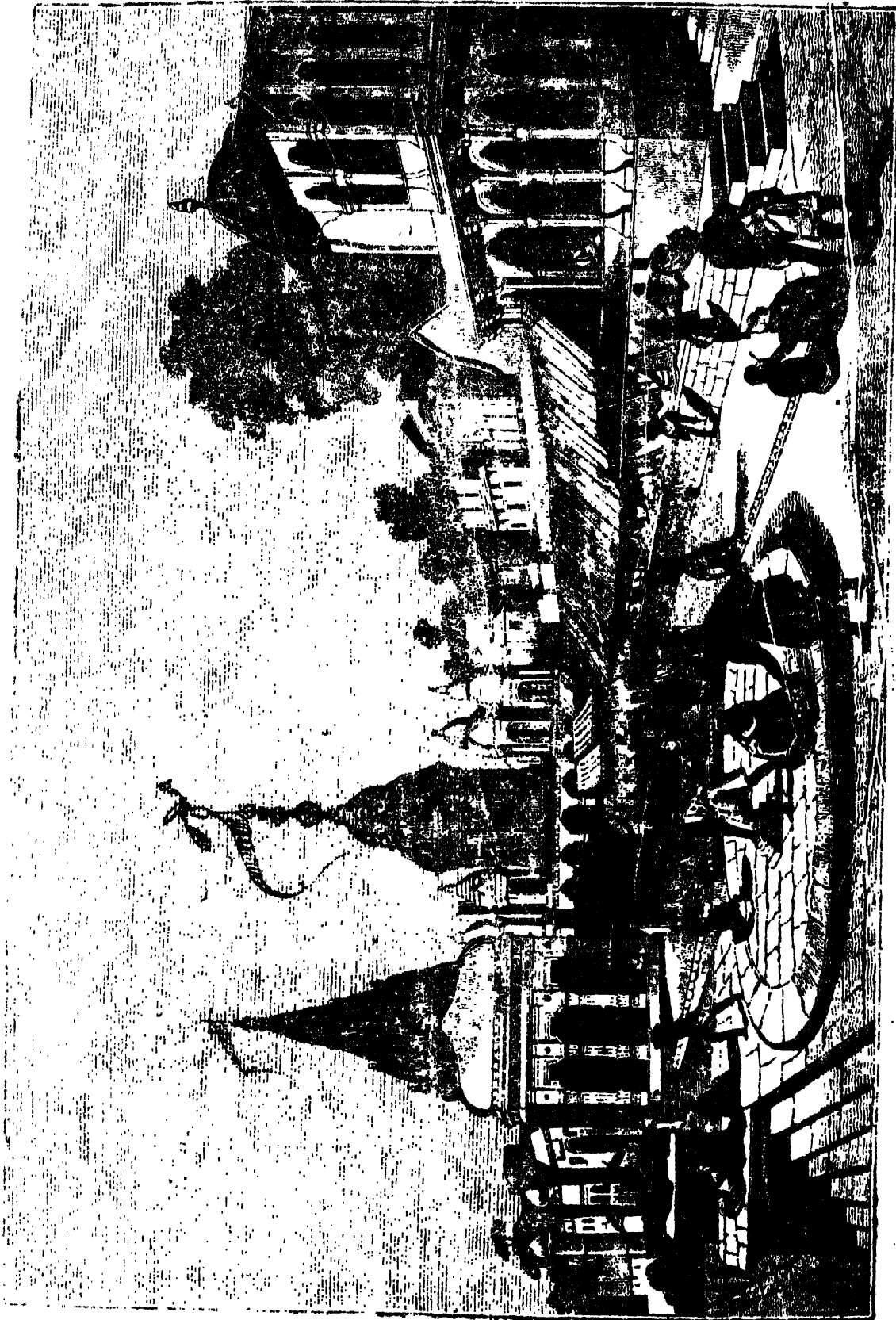
প্রস্তাবে ঐ অবিমুক্ত-নগরীর মনোহর ঘাট সকলের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিব।

কাশী-নগরীর আয়তন অতি অল্প; ঐ অল্প-স্থানে বহুসংখ্যক দেবালয় ও অট্টালিকাদি আছে; অপর তত্রস্থ পথসকল অতি সঙ্কীর্ণ ও বাটীসকল অত্যন্ত উচ্চ, সুতরাং নগরী-মধ্যে পরিশুদ্ধ-সমীরণ-সঞ্চলনের কোন উপায়ই নাই। অধিকন্তু পথ ও পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কৃত রাখিবার সুপ্রথা না থাকা প্রযুক্ত সমস্ত নগরী দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ থাকে; এবং তথায় বাস করা অত্যন্ত ক্লেশকর। সমস্ত নগরী-মধ্যে কেবল একমাত্র স্থান আছে, তথায় ঐ ক্লেশহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই স্থান ভাগীরথির তট। তথায় বায়ু নদীর বারিহিল্লোলে সুস্নিগ্ধ হইয়া তপন-তাপিত নগরবাসিদিগের দেহ শীতল করিতেছে; ধর্ম্মার্থীসকল মুক্তিপ্রদায়িনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে অহরহঃ স্নান করিতেছেন; ধনাভিলাষিরা প্রশস্ত-প্রস্তর-সোপানোপরি উপবেশন-পূর্ব্বক বাণিজ্য-ব্যাপারের কথোপকথন করিতেছে; অলসরা নদীতটের আশ্চর্য্য-শোভা-সন্দর্শনে কালক্ষেপ করিতেছে; গঙ্গাপুত্র-নামা ভণ্ডতপস্বীরা শঠতাপূর্ব্বক অবোধ-ধর্ম্মভীরুদিগের অর্থাপহরণ করিতেছে; ফলতঃ তৎস্থানে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বালক, সৎ, অসৎ, ধার্ম্মিক, লম্পট, কর্ম্মঠ, অলস, ধনী, ও দরিদ্র, সকলেই দিবসের অধিকাংশ যাপন করিয়া থাকে; সুতরাং তাহা সমস্ত নগরীর বৈঠকখানা-স্বরূপ হইয়াছে। এই প্রযুক্ত ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা বারাণসীতে ঘাটনির্ম্মাণে যাদৃশ ব্যয়ভূষণ করিয়া থাকেন, অট্টালিকাদিনির্ম্মাণে তাদৃশ ব্যয় করেন না; তথা কাশীর সম্মুখে যাদৃশ বহুসংখ্যক বৃহৎ ২ ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে, ভারতবর্ষের কুত্রাপি আর তাদৃশ নাই।

কলিকাতার যাত্রী কাশীর সম্মুখে উপনীত হইলে আদৌ "রাজঘাট" নামক একটি বৃহৎ ঘাটের দর্শন করেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাহার কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নাই, পরন্তু তাহা কাশীহইতে চন্দ্রালগড়ে যাতায়াত করিবার প্রসিদ্ধ পথ, এবং দেখিতে সুপ্রশস্ত ও মনোহর বটে। বরুণা নদীহইতে ইহা অধিক দূর নহে। এই ঘাটের অভ্যন্তরে "প্রহ্লাদ ঘাট", তদনন্তর "ফটকেশ্বর ঘাট", তদনন্তর "তেলিয়া" নামে প্রসিদ্ধ এক ক্ষুদ্র নালা; তৎপার্শ্বে কতকগুলি ধান্যের দোকান আছে, তদ্ধেতুক তৎসম্মুখস্থ নদীতট "গোলাঘাট" নামে বিখ্যাত আছে। ঐ গোলাঘাটের পার্শ্বে ক্রমশঃ দক্ষিণে "ত্রিলোচন-ঘাট" "মহথাঘাট" "বালাবাইঘাট" "শীতলাঘাট" প্রভৃতি কয়েকটা ঘাটের পর "রাজমন্দিরপোস্তা" নামে বিখ্যাত এক সুচারুরূপে নির্ম্মিত প্রস্তর পোস্তা আছে; তাহার দক্ষিণে কয়েক অতি প্রসিদ্ধ ঘাট দৃষ্ট হয়। তত্রাদৌ ব্রহ্মঘাট, তাহা দেখিতে সুন্দর নহে, পরন্তু তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া বিখ্যাত। কাশীখণ্ডে উক্ত আছে, যে কোন সময়ে দিবোদাস নামা কোন মহারাজের পুণ্যপ্রতাপে শিব-পার্ব্বতী-প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ কাশী-পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তৎকালে ব্রহ্মা ছদ্মবেশে নগরী-মধ্যে প্রবেশ করত প্রস্তাবিত-ঘাট-সম্মুখে একটি শিবমন্দির স্থাপন করিতে রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করেন। ধার্ম্মিকবর দিবোদাস তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলে ব্রহ্মা স্বনাম-পবিত্র-করণাভিলাষে তথায় "ব্রহ্মেশ্বর" নামে একটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন; তাহাহইতেই উক্ত স্থানের মাহাত্ম্য হইয়াছে। দুই শত বৎসর হইল কোন মহারাষ্ট্রীয় ধনী প্রস্তাবিত ঘাটের জীর্ণোদ্ধার করান, ও তৎপরে কয়েক বৎসর হইল, পেশবা

বাজিরাও তাহার পুনঃসংস্কার করান; তদবধি ঐ ঘাট মহারাষ্ট্রজাতীয় স্ত্রীদিগের স্নানার্থে পৃথক্ আছে; প্রায়ঃ অন্য কেহ তথায় গমন করে না।

বৃদ্ধঘাটের দক্ষিণপার্শ্বে "চোরগুলিয়াঘাট", তৎপার্শ্বে "দুর্গাঘাট", তদনন্তর "পঞ্চগঙ্গাঘাট"। ঐ ঘাটের উপরে এক বৃহৎ দ্বার (ফটক) আছে, তদ্দারা ঐ ঘাটে অবতরণ করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে ঐ ঘাটে প্রাতঃস্নান করা বিশেষ-পুণ্যজনক-বোধে কাশীবাসী-সকলেই তথায় আগমন করিয়া থাকেন; এবং ঐ যাত্রিকদিগের সুখসেবনার্থে তৎসময়ে তথায় অনেক পণ্যশালা স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহার নামোৎপত্তি-বিষয়ে কাশীখণ্ডে এক রম্য গল্প আছে; তাহাতে বর্ণন করে যে পূর্ব্বকালে ধূতপাপা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী রমণী ছিলেন; তিনি নিজস্বামী ধর্ম্মের সহিত কলহ করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ করত নদরূপে পরিণত করেন; তাহাতে তৎস্বামী ও কোপান্বিত হইয়া আপন স্ত্রীকে অভিশাপ-প্রদান-পূর্ব্বক প্রস্তররূপ ধারণ করান। ধূতপাপার পিতা ঐ ঘটনায় দুঃখিত হইয়া কোন কৌশলে ঐ প্রস্তরীভূতা দুহিতার রূপান্তর করত চন্দ্রকান্তমণি প্রস্তুত করেন; ঐ মণি চন্দ্রালোকে দ্রব হইয়া নদীরূপে পরিণত হয়; পরে ঐ নদীরূপা ধূতপাপার সহিত নদরূপ ধর্ম্মের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া উভয়েই ঐ স্থানে স্থাপিত হয়। অপর কোন কালে মঙ্গলাগৌরীনাম্নী মহামায়ার প্রীত্যর্থে সূর্য্যদেব ঘোরতর তপঃ সাধন করিতে২ ঘর্ম্মিত হন, তথা ঐ ঘর্ম্ম নদীরূপে পরিণত হইয়া "কিরণা নদী" নামে পূর্ব্বোক্তস্থানে সমাগত হয়; এই নদীত্রয় গঙ্গা ও সরস্বতীর সহিত সম্মিলিতা হইয়া পঞ্চগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

ঐ ঘাটহইতে রামঘাটপর্য্যন্ত সমস্ত স্থান পূর্ব্বে বিন্দুমাধবদেবের শ্রীমন্দিরে ব্যাপ্ত ছিল; আওরঙ্গজেব পাদশাহ ঐ মন্দিরের উৎসাদন করত তাহার প্রস্তরাদিদ্বারা তৎস্থানে এক মস্‌জিদ স্থাপন করেন। ঐ মস্‌জিদ্ তাদৃশ সুদৃশ্য নহে; কিন্তু তাহার চতুর্দিগে যে কএকটি স্তম্ভ আছে তাহা অতীব সুন্দর। তাহাদের প্রত্যেকের মূলের ব্যাস ৫॥ হস্ত এবং দীর্ঘতা ৯৮ হস্ত; ফলতঃ তাহা কলিকাতাস্থ অক্টর্লোনী মনুমেণ্ট-নামক প্রসিদ্ধ স্তম্ভহইতেও অধিক উচ্চ। ঐহিকসুখে হতাশ হইয়া কখন২ ঐ স্তম্ভের অগ্রহইতে দুর্ভাগ্য মনুষ্যেরা লম্ফ দিয়া ভূমিতে নিপতনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে; একদা এক জন ফকীর তথাহইতে এক খড়ুয়া ঘরের উপর দৈববশতঃ নির্ব্বিঘ্নে পড়িয়াছিল; তদ্দৃষ্টে সামান্যলোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্রবোধে নানাবিধ উপহার-প্রদান করিলেক; এবং সে ব্যক্তি, বোধ হয়, আপন দৈবশক্তি দর্শাইবার নিমিত্ত তৎপরেই অন্তর্হিত হয়, এবং তৎসঙ্গে যাহার বাটিতে সে বাস করিত তাহার কিঞ্চিৎ তৈজসাদিও অন্তর্হিত হইয়াছিল।

মাধোরায়-পোস্তার অব্যবহিত পরেই "মঙ্গলাগৌরীর" ঘাট; তৎপরে একটা খোঁজের পার্শ্বে "চোরঘাট," তদনন্তর "রামঘাট।" সেই স্থানে একটা বৃহৎ খোঁজের মধ্যে জৈনদিগের "জৈনমন্দির" নামক উপাসনাস্থান আছে। তৎপরে কিয়দংশ তট জলদিগে দীর্ঘীভূত হইয়াছে। ঐ স্থানে "অগ্নীশ্বরঘাট" "শ্রীধরমঠ" এবং "গুলরঘাট" নামে প্রসিদ্ধ তিন ঘাট [illegible]। তন্মধ্যে অগ্নীশ্বর ঘাটই প্রধান। [illegible] হইল তথায় পেশবা বাজীরাও [illegible]

অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অপর তথায় পূর্ব্বে সদানন্দ ব্যাস নামা ভুবনবিখ্যাত কথক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত বাস করিতেন।

অতঃপর কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ-ঘাট-ব্যবধানানন্তর "ঘোসলাঘাট"। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নাই, কিন্তু সুচারু-রচনা-বিষয়ে তাহাকে কাশীর ঘাটমধ্যে অদ্বিতীয় স্বীকার করিতে হইবেক। নাগপুরাধিপতির ব্যয়ে তাহার সর্ব্বত্র প্রস্তরদ্বারা অত্যন্ত-মনোহররূপে রচিত হইয়াছে। তাহার উপরিভাগে এক অপূর্ব্ব দ্বার আছে, তদ্দ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণদেবের মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। বর্ষাকালে নদীজলের বৃদ্ধি হইলে, ঐ দ্বারমধ্যে অনায়াসে স্নান করা যাইতে পারে। এই ঘাটের কিয়দ্দূর অন্তরে "মণিকর্ণিকা ঘাট"।

ঐ ঘাটের অনতিদূরে প্রস্তরনির্ম্মিত এক চাতালের মধ্যদেশে একখানি গোলাকার শ্বেতবর্ণ প্রস্তর-ফলকোপরি দুইটি চরণ চিহ্ন আছে; তাহার নাম "চরণপাদুকা"। সমস্ত কাশীর মধ্যে ঐ স্থান মহাপবিত্র বলিয়া বিখ্যাত। পুরাণে কথিত আছে যে বারাণসীর সৃষ্টিকরণানন্তর শিবপার্ব্বতী তথায় প্রজা-সংস্থাপনের বাসনা করেন। তদনুসারে ভগবান্ পুরুষোত্তম কাশীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় চক্রদ্বারা এক পুষ্করণী খনন করত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ভগবান্ মহাদেব সেই ভয়ানকতপস্যা দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এপ্রকারে মস্তক সঞ্চালন করেন, যে তাঁহার কর্ণহইতে কুণ্ডল স্খলিত হইয়া বিষ্ণুর নিকট নদীতটে পড়িয়া যায়; শাস্ত্রানুসারে ইহাতেই তৎস্থানের নাম "মণিকর্ণিকা" হইয়াছে। অপর তিনি স্বয়ই বিষ্ণুর প্রার্থনায় এই বর দেন যে "যে কেহ কাশীতে প্রাণত্যাগ করিবেক সে তৎক্ষণাৎ পরমধাম প্রাপ্ত হইবেক"। যে স্থানে বিষ্ণু প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার নামই চরণপাদুকা; ফলতঃ তাহা বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন। অপর ঐ চিহ্নের নিকট যে একটি পুষ্করিণী আছে, তাহাই ভগবান্ বিষ্ণুদ্বারা খোদিত "চক্র-তীর্থ"। এই সকল কথা শাস্ত্রসম্মত, ইহার কোন প্রমাণ দর্শাইবার আবশ্যক রাখে না, পরন্তু পাঠকমণ্ডলী শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন, যে পুরাবৃত্তবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা চরণপাদুকাকে বৌদ্ধচিহ্ন বোধ করেন। তাঁহারা কহেন, যৎসময়ে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তৎকালে তাঁহার উপাসকেরা স্থানে২ তাঁহার পদচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাহারই উপাসনা করিত; কাশীস্থ সেই পদচিহ্ন এক্ষণে "চরণপাদুকা" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে একথার অনেক প্রমাণ আছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে কাশী, গয়া, ব্রহ্মদেশ, লঙ্কা প্রভৃতি যে সকল স্থানে বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, বা এইক্ষণে প্রাদুর্ভাব আছে, তথায়ই চরণচিহ্ন পূজার প্রবল-প্রচার। ১৯৮ পৃষ্ঠে কাশীস্থ চরণপাদুকার এক চিত্র মুদ্রিত হইল।

মণিকর্ণিকার দক্ষিণে ক্রমশঃ "জলসাইঘাট", "রাজরাজেশ্বরীঘাট", "ত্রিপুরভৈরবীঘাট", প্রভৃতি কএকটি ঘাট আছে, কিন্তু রচনা বা পুণ্য বিষয়ে তাহাদের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। কেবল রাজরাজেশ্বরী-ঘাটের উপরিস্থ মন্দির-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প-প্রচার আছে, তৎশ্রবণে পাঠকবৃন্দ কৌতুকান্বিত হইতে পারেন। কথিত আছে যে ঐ মন্দির-নির্ম্মাণ-কালে তন্নিকটে এক ক্ষুদ্র-গুহা-মধ্যে এক সিদ্ধ বাস করিতেন, তাঁহারই ব্যয়ে মন্দির গ্রথিত হয়; পরে

ছাদ-নির্ম্মাণ-সময়ে একটা বৃহৎ কাড়িকাষ্ঠ স্তম্ভোপরি স্থাপিত করিয়া শিল্পীরা দেখিলেন যে ঐ কাষ্ঠ প্রয়োজনীয় পরিমাণ হইতে অর্দ্ধ হস্ত ন্যূন, ও তাদৃশ প্রয়োজনীয় দীর্ঘ কাষ্ঠ তথায় পাওয়া যায় না; এতদ্দৃষ্টে তাহারা সিদ্ধজীর নিকট তাহার সংবাদ জানাইল; তদ্বার্ত্তাশ্রবণে সিদ্ধজী মহারুষ্ট হইয়া ঐ কাষ্ঠোপরি দণ্ডাঘাতপূর্ব্বক কহিলেন, "রে দুষ্ট কাড় জঙ্গলমে বড়তী এহাঁ নহী বড়েগা"; এবং এই তিরস্কার-বাক্য শুনিবামাত্র ঐ কাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ যথেপ্সিত দীর্ঘ হইল।

ত্রিপুরভৈরবীঘাটের দক্ষিণে একটি প্রাচীন বাটী দৃষ্ট হয়, তাহা রাজা মানসিংহ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া "মানমন্দিল" (মানমন্দির) নামে প্রসিদ্ধ আছে। দুইশত বৎসর হইল, রাজা জয়সিংহ চন্দ্রসূর্য্য-নক্ষত্রাদির স্থান ও গতি নিরূপণার্থে তথায় কতকগুলি জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্মত যন্ত্র স্থাপিত করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা-নিমিত্তে যথাযোগ্য জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। ঐ মহৎকর্ম্ম-সাধনার্থে অধুনা তথায় আর কেহই নাই; কিন্তু ঐ যন্ত্র সকল জয়সিংহের কীর্ত্তিধ্বজাস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মানমন্দিলহইতে অসিসঙ্গমপর্য্যন্ত প্রয়াগঘাট, শীতলাঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, * রাণামহল, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি নানা স্থান আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কিছুই আশ্চর্য্য বা মনোহর সংবাদ নাই কেবল হনুমানঘাটের কিঞ্চিৎ অন্তরে কতকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহাতে অসংখ্য বাদুড় বাস করিয়া থাকে; এক স্থানে এত বাদুড়, বোধ হয়, আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

* [illegible]পর্ব্বের ৯৬ পৃষ্ঠে এই ঘাটের এক ছবি মুদ্রিত আছে।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

পঞ্চম সংখ্যা।

দ্বিতীয়পর্ব্বের ১৮৩ পৃষ্ঠ হইতে ক্রমাগত।

(বারাণসীস্থ বন্ধুহইতে সমাগত)

অতঃপর ১৪৭৫ সংবৎসরে কুম্ভরাণা অবিবাদে পিত্রাসনে উপবেশন করেন। তিনি মাড়োয়ার-বংশের দৌহিত্র ছিলেন, এপ্রযুক্ত মাড়োয়ার-বংশীয় ভূপতি তাঁহার পিতৃহত্যার প্রতিহিংসার-বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ এতৎসময়ে মিবার-রাজ্যে যে প্রকার মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতিরা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে প্রকার-সংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব তদবস্থায় হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষি যবনবৈরীদিগকে মিবার-রাজের পরাভূত করা অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল।

আলাউদ্দিন্ কর্ত্তৃক চিতোররাজ্যের আক্রমণাবধি কুম্ভরাণার কালপর্য্যন্ত প্রায়ঃ শতাধিক বৎসর অতীত হইয়াছিল; ঐ সময়ে উক্ত নগরী ঐ দুর্দান্তযবন-সম্পাদিত ভগ্নদশা হইতে উদ্ধৃতা হইয়া পুনর্ব্বার বীরমণ্ডলীতে পরিশোভিতা হইয়াছিল। কুম্ভরাণা উত্তরপশ্চিমরাজ্যে যে যবনাধিপতিরা ক্রমে২ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহাহইতে স্বদেশ-রক্ষণের নানা উপায় করত সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়া সমরসিংহের পরাজয়-স্থল কাগার নদীতীরে মিবারস্থ রক্তবর্ণ জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ জয়কারী সহাবুদ্দিন্‌গোরি ও তৎসমকালস্থ সমরসিংহ রাজার সময়াবধি কুম্ভরাণার রাজত্ব-কাল-পর্য্যন্ত দিল্লী-নগরীতে চতুর্ব্বিংশতি যবন নৃপতি ও এক রাজ্ঞী রাজত্ব করিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে উক্ত কাল যাবৎ মিবার-রাজ্যে একাদশ মাত্র ভূপতি সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। খিলজি বংশীয় যবন রাজাদি-

গের দুর্দ্দশাবস্থায় দিল্লীশ্বরের রাজপুরুষেরা ক্রমে২ স্ব২ প্রভুর অবমানকরত স্বয়ং রাজ্যস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথা বিজয়পুর, গোলকণ্ডা, মালব, গুর্জ্জর, জউনপুর, এবং কাল্পীতে পৃথক২ নৃপতি হইয়া উঠিল। মালব এবং গুর্জ্জর প্রদেশের ভূপতিরা অসম্ভব ক্ষমতাপন্ন হইয়া কুম্ভের রাজ্যকালে ১৪৯৬ সম্বৎসরে বৃহতী-সেনানী-সহকারে মিবারাক্রমণ করিয়াছিল। কুম্ভরাণা এক লক্ষ অশ্বারূঢ় ও পদাতিক যোদ্ধা ও চতুর্দ্দশ-শত হস্তি সংহতি লইয়া স্বদেশের প্রান্তভাগে মালব রাজ্যের রণভূমিতে শত্রুদিগকে এককালীন পরাভূত করত মালবাধিপতি মহম্মদ খিলজিকে ধৃত করিয়া চিতোরে আনয়ন করেন। তদনন্তর ঐ যবন রাজাকে বিনামূল্যে বরং পুরস্কারপূর্ব্বক মুক্ত করেন। তদ্বিষয়ে পারস্য-ইতিহাসবেত্তা আবুলফজল এতৎ সঙ্গ্রাম-বর্ণন করত কুম্ভের মহত্তার বিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ফলতঃ হিন্দুচরিত্র এতাদৃশ মহত্তই বটে; অধঃপতিত বৈরীকে রক্ষা করা রাজপুত্র বীরের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবং তদ্ধর্ম্ম সর্ব্বথা অত্যন্ত সাবধানে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। রাজপুত্র-ইতিহাসবেত্তারা লেখেন, যে মহম্মদ ছয় মাস যাবৎ চিতোরে কারারুদ্ধ থাকেন, এবং মুক্ত হইবার সময় আপন মুকুট তথায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন; বাবর নামক মোগল বাদশাহ কুম্ভের উত্তরাধিকারি সঙ্গার নিকট-হইতে তাহার উদ্ধার করেন।

উক্ত যুদ্ধের পর একাদশ বর্ষ অতীত হইলে কুম্ভরাণা ঐ মহাজয় চিরস্মরণীয়-করণার্থে এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মিত করাইয়া স্বদেশ সুশোভিত করেন। ঐ স্তম্ভের নির্ম্মাণ করিতে ক্রমাগত দশ বৎসর কাল লাগিয়াছিল, পরন্তু তাহার আয়তন দর্শন করিলে ঐ ব্যাপক কালও খর্ব্ব বোধ হয়।

অতঃপর কুম্ভ যবনদিগের সহিত নানা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন; একদা ঝুনঝুনু নামক স্থানে দিল্লীস্থ সৈন্য পরাভূত করিয়া হিসার-দুর্গে নিজ জয়পতাকা স্থাপিত করেন। ঐ যুদ্ধে মালবসৈন্য তাঁহার সহিত সম্মিলিত ছিল; পরন্তু তদানীং দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছিল; অতএব ঐ জয় বিশেষ যশস্কর নহে; তৎকালে মালবাধিপতি মহম্মদও ঘোরীয় বংশীয় শেষ বাদশাহকে স্বয়ং এক সঙ্গ্রামে পরাহত করিয়াছিলেন।

মিবাররাজ্য-রক্ষণার্থে চৌরাশি দুর্গ স্থাপিত আছে, তন্মধ্যে কুম্ভরাণাকর্ত্তৃক দ্বাত্রিংশত দুর্গ প্রস্তুত হয়; ঐ সকল দুর্গের মধ্যে তাঁহার নামে বিখ্যাত "কুম্ভমেরু" নামক দুর্গ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আবুশিখর শৃঙ্গেও তিনি এক দুর্গ স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন। উক্ত দুর্গস্থ তোপগৃহ ও নৌবতখানা অদ্যাপি তাঁহার নামে বিখ্যাত আছে। রাজপুত্রমাত্রেই কুম্ভকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিত, এবং অদ্যাপি আবুপ্রদেশে এক মন্দির-মধ্যে কুম্ভ ও তৎপিতার ধাতুময় মূর্ত্তি দেবতার ন্যায় অর্চ্চিত হইয়া থাকে। তিনি আরাবল্লি-পর্ব্বতনিবাসি অসভ্যজাতীয়দের আক্রমণহইতে স্বদেশরক্ষার্থে মাচীন দুর্গের নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তথা জায়োর এবং পেনোরাস্থ ভূম্যধিকারি ভিল্লদিগকে ভয়প্রদর্শনার্থে স্থানে২ ক্ষুদ্র২ দুর্গস্থাপন ও মাড়োয়ার এ মিবারের পরস্পর সীমা বিলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করাইয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত ধর্ম্মনঘটিত তাঁহার অপর কীর্ত্তিদ্বয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্যথা;—আবুশিখরোপরি কুম্ভশ্যাম এবং মিবারের পশ্চিমদিকস্থ সদ্রিঘাটোপরি ঋষভদেবের বৌদ্ধ মঠ। শেষোক্ত-কীর্ত্তিনির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে রাণা অষ্ট লক্ষ মুদ্রা স্বয়ং প্রদান করেন। নিভৃত স্থানে

স্থিতিপ্রযুক্ত ঐ মঠ ধর্ম্মদ্বেষিদিগের হস্তে পতিত না হইয়া এক্ষণে পন্থাদির আশ্রয়স্থল হইয়াছে। জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের টীকা প্রস্তুত করিয়া কুম্ভরাণা কবিত্ব মর্য্যাদাও গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইদানীং ঐ টীকার অপ্রাপ্তি-হেতুক তাহার দোষগুণ নিরূপিত করা দুষ্কর।

মাড়োয়ার বংশশ্রেষ্ঠ মেয়তা-রাঠোরের দুহিতা অসীমবর্ণগুণে এবং সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা মীরাবাই নাম্নী রমণী কুম্ভের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে তৎপরা, দেবদেবীর পূজা করিয়া দৈবশক্তি তথা কবিত্বশক্তি-বিশিষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা রচনার কিয়দংশ অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, যে অন্যান্য সুন্দরী সমভিব্যাহারে ঐ দেববৎসলা রমণী শ্রীকৃষ্ণের গোপালমূর্ত্তি-অর্চ্চনার্থে যমুনাতীরাবধি দ্বারকাপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইচ্ছাবিহারিণী হইয়া গমন করিতেন; সামান্য লোকে তাহা অনুভূত না করিতে পারিয়া তাঁহার অনেক অপবাদ করিত; পরন্তু ভক্তমালগ্রন্থে তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠা বলিয়া বর্ণিত আছেন।

কুম্ভরাণা ঝালবার-রাজার তনয়া মন্থর রাজকুমারের নির্ব্বন্ধীভূতা পত্নী হরণ করিয়াছিলেন। ঐ রাজতনয় বিরহানলে প্রজ্বলিত হইয়া অপহৃতা রাঠোর সুন্দরীর সহিত সন্দর্শনের নানা উপায় করত কোন সুযোগে রাত্রিকালে বনমধ্যদিয়া গমন করত রাজভবনের প্রাচীর উলঙ্ঘনপূর্ব্বক রাণার গৃহে প্রবেশ করিয়াও অবশেষে অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারেন নাই, ইহাতেই কোন সুচতুর কবি শ্লেষোক্তিতে কহিয়াছিলেন 'মন্থর ঝাল মধ্যদিয়া পন্থা পাইয়াও অবশেষে ঝালানী* প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই'।

এই রূপে অসম্ভূত-ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগপূর্ব্বক পঞ্চাশত বৎসর অকাতরে রাজত্ব করিয়া কুম্ভরাণা ১৫২৫ সংবৎসরে আপন তনয় উধো (উদ্ধব) কর্ত্তৃক হত হইলেন। ঐ দুরাত্মা রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা-পাতকে নিমগ্ন হইয়া স্বদেশে ঘৃণাস্পদ হওত পঞ্চ-বৎসরযাবৎ রাজত্ব করিয়াছিল। দিল্লীশ্বরের সাহায্য পাইবার নিমিত্ত সে তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু তদ্বিষয়ের কথোপকথনানন্তর দেওয়ানখানাহইতে সে বহির্গত হইবামাত্র তাহার মস্তকে এক বজ্রাঘাত হয়, এবং সেই দৈবঘটনায় বাপ্পারাওলের বংশ যবনাভিগমনরূপ দুর্নিবার কলঙ্কহইতে নিষ্কৃতি পাইল।

রাজপুত্র-ইতিহাসলেখকেরা ঐ নরাধমকে মিবারবংশের রাজশ্রেণীমধ্যে গণ্য করেন না। লোকে তাহাকে অদ্যাপি "হত্যারো" অর্থাৎ পিতৃহা বলিয়া সম্বোধন করে।

কুম্ভের পুত্র রায়মল ১৫৩০ সংবৎসরে আপন পিতৃহা ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হন; তথা ঐ পাপাত্মা দিল্লীতে পলায়নপূর্ব্বক তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে দিল্লীশ্বর উধোর পুত্র সহেসমল ও সূরজমলের (সূর্য্যমল্লের) সমভিব্যাহারে মিবার রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহাতে তাহার কোন ইষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। রায়মল আবু এবং গির্নারাধিপতিদিগের সাহায্যে পঞ্চাশত অষ্ট সহস্র অশ্বারূঢ় এবং একাদশ সহস্র পদাতিক যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া ঘাশা নামক স্থানে ঘোরতর সংগ্রামে নদনদীতে শোণিত প্লাবিত করত অবশেষে দিল্লীশ্বরকে সম্যক্ পরাভূত করিয়া মিবারহইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

* "ঝাল" শব্দে জল, এবং ঝালানী শব্দে ঝালবার রমণী [illegible]।

রায়মল্ল যদুবংশোদ্ভব সূর্য্য নাম্না গির্ণারাধিপতিকে এক দুহিতা এবং সিরোহি নিবাসি দেওরার ভূপতি জয়মল্লকে অপর দুহিতা অর্পণ করিয়া উক্ত জয়মল্লকে আবু-নামক-প্রদেশ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করেন। অপর তিনি মালব প্রদেশের রাজা গয়াসুদ্দিনের সহিত পুনঃ২ সঙ্গ্রাম করত অবশেষে তাহাকে দীনতা স্বীকার করাইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

রায়মল্ল-রাণার তিন পুত্র; জেষ্ঠ সঙ্গা, মধ্যম পৃথ্বীরাজ, এবং কনিষ্ঠ জয়মল্ল। প্রথম পুত্রদ্বয় ঝালিনী-রাজ্ঞীর গর্ভজাত; তাহারা উভয়েই তুল্যপরাক্রম ও সাহসবিশিষ্ট ছিল, এবং রাজ্যলোভে উন্মত্ত থাকিয়া সর্ব্বথা কলহে কালযাপন করিত। একদা ঐ ভ্রাতৃত্রয় আপন পিতৃব্য সুরজমল্লের সহিত রাজ্যপ্রাপ্তির বাদানুবাদে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে সঙ্গা সগর্ব্বে কহিলেন, "যদিচ আমি যথার্থতঃ মিবার রাজ্যের উত্তরাধিকারী বটে, তথাচ নাহেরা-গ্রামস্থিত চারণীদেবীর পৌরহিত্যকারিণী দৈবশক্তি-সাহায্যে যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া আপন স্বত্ব-পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি"। এই বাক্যে সকলেই সম্মত হইয়া তথায় গমন করত পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল প্রথমে মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এক সামান্যাসনে উপবেসন করিলেন, তথা সঙ্গা তৎপশ্চাতে প্রবেশ করত পৌরহিত্য ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবেসন করিলেন, এবং সুরজমল্ল তাহার একদেশে পাদার্পণ করিলেন। অতঃপর পৃথ্বীরাজ প্রমুখাৎ বিবাদ-বার্ত্তা ব্যক্ত হইবামাত্র উক্ত দৈবজ্ঞা ঐ সিংহাসনস্থ * রাজকুমারকে মিবার-সিংহাসনাধিকারী, ও তদেক দেশস্থিত সুরজমল্লকে রাজ্যের কিয়দংশ ভারগ্রস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। পৃথ্বীরাজ ঐ বাক্য শুনিবামাত্র খড়্গ-নিষ্কোষণপূর্ব্বক সঙ্গাকে বিনষ্ট করিয়া দৈবাদেশ ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সুরজমল্ল তৎক্ষণাত রাজকুমারের প্রতি নিক্ষিপ্ত অস্ত্র আপন শরীরে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বীর-চতুষ্টয় পরস্পর অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইলেন, বিশেষতঃ সঙ্গা অস্ত্রাঘাতে ও নেত্রে সরাঘাতে আহত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক চতুর্ভূজাদেবীর আলয়ে বিদা-নাম্না এক জন রাঠোরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় অশ্বহইতে অবতীর্ণ হইতেছেন এমত সময়ে জয়মল্ল সবেগে হয়সঞ্চালন করিয়া তাঁহার নিকটে উপনীত হইল। উক্ত রাঠোর বংশীয় মহাবীর অতিথি রক্ষায় তৎপর হইয়া জয়মল্লের সহিত যুদ্ধে প্রাণ সমর্পণ করিলেন: এবং ঐ অবকাশে সঙ্গাও তথাহইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতোবধি সঙ্গা পৃথ্বীরাজের বৈরতার আশঙ্কায় কিয়ৎকাল নানা উপায়ে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন, ফলতঃ ঐ যুবরাজ যিনি পরিণামে লক্ষাধিক যোদ্ধা-সহিত তৈমুর বংশীয় বাবর বাদশাহের বিরুদ্ধে সঙ্গ্রামে বিরত হয়েন নাই, তিনি কিয়ৎকাল গোপাদিগের সহবাসে গবাদি চারণ করিয়া কালযাপন করিয়াছিলেন; ও তৎকর্ম্মে অপটুতাপ্রযুক্ত গোপদলমধ্যহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তথা কতিপয় গোধূম পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণে অযত্ন করত স্বয়ং ভক্ষণ করাতে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এতদবস্থার পর কতিপয় প্রভুভক্ত রাজপুত্র তাঁহাকে অশ্ব শস্ত্র প্রদান করত সকলে শ্রীনগরের ভূপতি প্রমর-বংশীয় রায় করিমচাঁদ নৃপতির দাসত্ব স্বীকার করিয়া ইতস্তত দেশপর্য্যটন ও পরদ্রব্যাপহরণদ্বারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন। একদা সঙ্গা পথশ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষতটে উত্তীর্ণ হওত

* সিংহ আসন অর্থাৎ সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাদির চর্ম্ম নির্ম্মিত আসন।

স্বীয় খড়্গোপরি মস্তক-স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া আছেন, ও তাঁহার অনুচরদ্বয় ভোজ্য আয়োজন করিতেছে, এমত সময়ে নিবিড় বৃক্ষপত্রান্তর হইতে এক রশ্মি ধারা তাঁহার বদনে পতিত হইয়াছিল, ও এক বৃহৎ সর্প তথায় সমাগত হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে আপন ফণা বিস্তৃত করিয়া নৃপতির মস্তকোপরি ধারণ করিলেক, এবং ফণিফণায় আরূঢ় এক ক্ষুদ্র বিহঙ্গম ধ্বনি করিতে লাগিল; তদ্দৃষ্টে জনৈক গোপ সঙ্গার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া রাজমর্য্যাদা-প্রদানেচ্ছুক হয়, ও পরে তাঁহার স্বামী শ্রীনগরাধিপতির কর্ণগোচর করে, যে তিনি ছত্রধারি রাজকর্তৃক পরিসেবিত হইতেছেন। উক্ত নৃপতি সে কথা সঙ্গোপন করিয়া সঙ্গাকে আপন কন্যাদান ও তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির সময়াবধি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

পুত্রদিগের পরস্পর-বিরোধের সংবাদ রাণার কর্ণগোচর হইলে তিনি পৃথ্বীরাজকে দেশান্তর করিয়া দেন। ইহাতে পৃথ্বীরাজ পঞ্চ জন অশ্বারোহি সমভিব্যাহারে গড়োয়ার রাজ্যান্তর্গত বেলিয়ো-নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন; পরে পথিমধ্যে কিঞ্চিৎ দ্রব্য ক্রয় করিবার আবশ্যক হওয়াতে তিনি জনৈক বণিকের নিকট আপন অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিতে যান; দৈবঘটনা এমনি হইল যে ঐ বণিকই পূর্ব্বে রাজ সন্নিধানে সেই অঙ্গুরীয়কটি বিক্রয় করিয়াছিল, অতএব সে তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে রাজকুমার বলিয়া জানিতে পারিলেক, এবং তাঁহার ছদ্মবেশ-ধারণের কারণাবগত হইয়া তাঁহার দলস্থ হইতে বাসনা করিল। তৎসময়ে জনৈক মীনাজাতি প্রধান এতদঞ্চলের নাড়োল নামক গ্রামে আপন ক্ষুদ্রাধিকারের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। পৃথ্বীরাজ নব্যসহযোগী বণিকের পরামর্শে তাহার দাসত্ব স্বীকার করিলেন। ঐ মিনাদিগের মধ্যে "আহেরিয়া" নামক এক বিশেষ বার্ষিক পর্ব্ব আছে, তৎসময়ে রাজভৃত্যবর্গ সকলেই আপন২ গৃহে যাইবার অবসর পাইয়া থাকে। যে বৎসর পৃথ্বীরাজ তথায় ছিলেন, তদ্বর্ষের পর্ব্বদিনে অন্যান্য ভৃত্যবর্গের ন্যায় তিনিও অবসর পাইয়াছিলেন, কিন্তু তেঁহ গৃহে না গিয়া স্বয়ং সঙ্গোপনে নগরদ্বারে অবস্থান করিয়া সহযোগি রাজপুত্রগণকে স্বীয় স্বামীকে বধ করিতে প্রেরণ করিলেন, ও তদনন্তর ঐ স্বামী অশ্বারোহণে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করেন, এবং মিনাদিগের গ্রামে অগ্নিসংযোগ করিয়া অনেককে দগ্ধ করেন। এই রূপে সমস্ত গড়ওয়ার রাজ্য হস্তগত করিয়া ওঝা নামক বণিক এবং সোধগড়ের অধিপতি সোদা সোলাঙ্কিকে তদ্রাজ্য সমর্পিয়া তিনি পিত্রালয়ে পুনঃ প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে তাঁহার পিতার নিকটে কোন পুত্র উপস্থিত ছিল না; সঙ্গা সঙ্গোপনে ছিলেন, এবং জয়মল্লের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পিতা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন। জয়মল্লের মৃত্যুবিবরণে রাজপুত্রদিগের দেশ ব্যবহার ব্যক্ত হয়, অতএব তাহা এস্থানে বক্তব্য। কথিত আছে যে তিনি পাঠানজাতিকর্তৃক দেশবহিষ্কৃত সুরতান নামা এক রাজপুত্রের কন্যা তারা বাই নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণাভিলাষি হইয়াছিলেন, ও স্বীকার করিয়াছিলেন উক্ত রাওর রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, কিন্তু রাজ্যোদ্ধারের অপেক্ষা না করিয়া একদা বলপূর্ব্বক যুবতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ও তদ্ধেতু কোপিত পিতৃকর্তৃক বিনষ্ট হন; ইহাতেই কবিকল্পিত প্রবন্ধে লিখিত হয়, "তারা তাঁহার সৌভাগ্য-তারা হয়েন নাই"।

জয়মল্লের মৃত্যুর পর কোন ২ রাজপুত্রপ্রধান পুত্রহত্যার প্রতিহিংসা করিতে রাণা রায়মল্লকে উত্তেজনা করিয়াছিল, কিন্তু ঐ ধার্ম্মিকবর এইমাত্র প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, "যৎকর্তৃক পিতৃমর্য্যাদা অবজ্ঞীকৃত হইয়াছে, এবং তৎপিতার দুরবস্থা অলক্ষিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি অবশ্যই এমত অদৃষ্টের ভাজন।" পরে আপন বাক্যের প্রতিযোগিতায় ঐ অপমানিত পিতাকে বেদনোর রাজ্য প্রদান করেন।

জয়মল্লের বিনাশহেতু এবং সঙ্গার অজ্ঞাতবাস-প্রযুক্ত পৃথ্বীরাজ স্বদেশে পুনরাহ্বানিত হইয়া আপন ভ্রাতৃকর্তৃক অবমানিতা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে তাঁহার পিতৃব্য সুরজমল রাজ্য-প্রাপনের আশা করিয়া লাক্ষারাণার বংশাবতংশ সারঙ্গদেবকে সপক্ষ করিয়া মালবদেশের সুলতান মোজফফরের সহায়তায় মারবাড়-রাজ্যের দক্ষিণ খণ্ড আক্রমণ করত কতিপয় নগর হস্তগত করেন। রাণা তদ্দমনার্থে যৎকিঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া গম্ভীরী নদীতীরে যাত্রা করেন, ও তথায় শত্রুদিগের সহিত সামান্য-ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধ করিয়া দ্বাবিংশতি অস্ত্রাঘাতে আহত হওত ভূমিতে পতিত হইতেছিলেন, এমত সময়ে পৃথ্বীরাজ এক সহস্র অশ্বারোহি যোদ্ধাসহ সমাগত হইয়া যুদ্ধানল পুনঃ প্রজ্বলিত করিলেন। তাহাতে শত্রুদল-চমকিত হইল, অপর্য্যাপ্ত বীরমণ্ডলী ধ্বংস হইতে লাগিল; এবং সুরজমল্ল স্বয়ং অস্ত্রাঘাতে আচ্ছন্ন হইলেন; এতদবস্থায় রজনীর সমাগমে দুই দলে বিশ্রান্ত হইয়া পরস্পর সন্নিকটে অবস্থান করিল।

এই অবস্থায় পৃথ্বীরাজ সুরজমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ অতিবিস্ময়জনক। টড্ সাহেব পিতৃব্যের ভ্রাতৃপুত্রসহ সন্দর্শনের বার্ত্তা এক অপ্রকাশিত রাজপুত্র গ্রন্থহইতে সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সভ্য-জাতীয়দিগের অপূর্ব্ব সাহস ও অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বতা ব্যক্ত হয়। কথিত আছে, পৃথ্বীরাজ বিপক্ষ-দলের মধ্যে স্বয়ং সমাগত হইয়া দেখেন সুরজমল্ল এক ক্ষুদ্র শিবির-মধ্যে দেহের অস্ত্রাঘাতসমস্ত নাপিত-কর্তৃক সীবিত করাইয়া অর্দ্ধ শায়িত হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতেই তাঁহার দেহস্থ কতিপয় ক্ষত স্থানহইতে শোণিত ক্ষরণ হইতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "খুড়া মহাশয়, আপনার আঘাত সমস্ত কি রূপ আছে?"

সুরজমল্ল। "পুত্র, তব দর্শনোল্লাসে তৎসমস্ত আরোগ্য হইয়াছে"।

পৃথ্বীরাজ। "কিন্তু খুড়া আমি এখন পর্য্যন্ত দেওয়ানজিকে* দেখি নাই, সর্ব্বাগ্রে তোমার এখানে আসিয়াছি। আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, হেথায় কিঞ্চিৎ খাদ্যোপস্থিত আছে কি না?"

অতঃপর ত্বরায় খাদ্য দ্রব্য আয়োজন হইল, এবং উভয় বীরে একত্র বসিয়া এক পাত্রে ভোজন করিতে লাগিলেন। পরে গমন সময়ে পৃথ্বীরাজ নিঃসন্দেহে খুল্যতাত-প্রদত্ত তাম্বূল লইয়া ভক্ষণ করিলেন, এবং কহিলেন, "খুড়া আমরা উভয়ে প্রাতেই যুদ্ধ-সমাপন করিব"। খুড়া প্রত্যুত্তর দিলেন; "ভাল, পুত্র, তবে কিঞ্চিৎ প্রত্যূষেই আসিও"।

পরদিন প্রাতে উভয়দলে ঘোরতর সমর উপস্থিত হইল; সারঙ্গদেব সর্ব্বাগ্রে রণ করিতে ২ পঞ্চত্রিংশৎ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন; চতুর্দ্দিগে অবিরত অস্ত্র বর্ষণ হইতে লাগিল; চারিদণ্ড-কাল-

* রাজপুত্রদিগের ব্যবহারানুসারে দেওয়ানজি শব্দে রাণাজিকে জ্ঞাপন করে।

মধ্যে অসঙ্খ্য রাজপুত্রদেহে বসুন্ধরা আবৃতা হইল; অবশেষে রাজবিদ্রোহিরা পরাজিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিল; এবং পৃথ্বীরাজ জয়যুক্ত হইয়া ক্ষতদেহে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরন্তু তাহাতেও পরাভূত দল আপন অভীষ্টসাধনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইল না, পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়েই পরস্পর বিনাশে ব্যগ্র ছিলেন। পৃথ্বীরাজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, খুল্যতাতকে মিবার মধ্যে এক সূচ্যগ্রমাত্র ভুমি দিবেন না। তথা সুরজমল্ল প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতৃপুত্রকে চিতার উপযোগী-স্থান-মাত্র প্রদান করিবেন। এই প্রতিজ্ঞানুসারে উভয়দলে সর্ব্বদা যুদ্ধ হইতে লাগিল। একদা বটুরো-প্রদেশের গহনবনে সুরজমল্ল বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক নিভৃতস্থানপ্রস্তুতপূর্ব্বক তন্মধ্যে সৈন্য রক্ষিত করিয়া সকলে রাত্রিযোগে স্বকীয় অবস্থার আন্দোলন করিতেছেন. এমত সময়ে অশ্ব সমাগমের গাঢ় ধ্বনি কর্ণগোচর হইল। তৎশ্রবণমাত্র সুরজমল্ল তটস্থ হইয়া কহিলেন, "এ আমার ভ্রাতৃপুত্র ভিন্ন আর কেহ নহে"। অপর ঐ বাক্য কহিতে না কহিতে পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে ঐ স্থানে উপনীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র কোলাহল ধ্বনি উঠিল, প্রাবিট্‌কালের বর্ষার ন্যায় সর্ব্বত্র অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল, কি শত্রু, কি মিত্র, কে কাহাকে বিনাশ করে তাহার কিছুই স্থৈর্য্য রহিল না। যুবরাজ সমারোহ-মধ্যে আপন পিতৃব্যকে লক্ষ্য করিয়া এমত আঘাত করিলেন, যে তাহাতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সারঙ্গদেব সময়ে সাহায্য করিয়া রক্ষা করিলেন, ও তিরস্কার-পূর্ব্বক কহিলেন, "পূর্ব্বের বিংশতি অস্ত্রাঘাত হইতেও এক্ষণকার এক মুষ্টি অধিক"। সুজো* অম্লানমুখে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ আমার ভ্রাতৃপুত্র-হস্তার্পিত মুষ্টি হইলে তাহাই বটে"। অতঃপর সুজো যুদ্ধ নিবারণ করিয়া পৃথ্বীরাজকে কহিলেন, "বাপু হে! যদি আমি হত হই, তাহাতে দুঃখ নাই; আমার রাজপুত্র তনয়েরা অনায়াসে যুদ্ধব্যবসায়ে কোন স্থানে না কোন স্থানে প্রতিপালিত হইবে; কিন্তু তোমার বিয়োগ হইলে চিতোরের দশা কি হইবেক? অধিকন্তু আমার কলঙ্ক ইহকাল পরকালে ঘোষিত রহিবেক"। ইহাতেই অস্ত্রসম্বরণ করিয়া উভয়ে প্রেমালিঙ্গনপুরঃসর একত্রে উপবেশন করিলেন। পরে ভ্রাতৃপুত্র জিজ্ঞাসিলেন, "খুড়া আমার আগমনকালীন কি করিতেছিলেন"?

উত্তর। "ভোজনান্তে মাতুলের ন্যায় বাক্যব্যয় করিতেছিলাম"।

ভ্রাতৃপুত্র। "আমার ন্যায় শত্রু মস্তকোপরি থাকিতে আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত ছিলেন"?

খুড়া। "বাপু, তুমি উপায় রহিত করিয়াছ, এই ক্ষণে কি করি? কোন স্থানে না কোন স্থানে মস্তক রক্ষা করিতেই হইবেক"।

পরদিবস প্রাতে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া নিকটস্থ মহাকালের মন্দিরে বলিপ্রদানার্থ পৃথ্বীরাজ খুড়াকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তিনি আঘাতে অশক্তপ্রযুক্ত সারঙ্গদেব তৎপ্রতিনিধি হইলেন। যথানিয়মে পূজা সমাপনানন্তর মহিষ বলিপ্রদত্ত হইল; তৎপরে একটা ছাগ বলিপ্রদানকালীন পৃথ্বীরাজ বলিদানের খড়্গ লইয়া সারঙ্গদেবের মস্তকচ্ছেদ দ্বারা ঐ অবিশ্বস্ত কুটুম্বের ছিন্ন-মস্তক মহাকাল সমীপে সমর্পণ করিলেন। সুরজমল্ল ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র সদ্রী প্রদেশে পলায়ন করিয়া

* সূর্য্যমল্ল শব্দের অপভ্রংশরূপ সুরজমল্ল, তদপভ্রংশ সুজো, ঐ শেষ শব্দেই সূর্য্যমল্ল স্বদেশে বিখ্যাত ছিলেন।

তথায় আপন পণ স্মরণ করত আপন স্বত্ব সমস্ত ভূম্যাদি ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া এককালে মিবার পরিত্যাগ করেন। পরে বিদেশ-যাত্রাকালে পথিমধ্যে এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে এক ছাগ আপন শিশুকে রক্ষা করিতেছে দেখিয়া তিনি তাহা শুভচিহ্ন বিবেচনা করেন, ও তিনি রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ পাইবেন চারণী দেবীর এই আদেশ স্মরণপূর্ব্বক তথায় আবাসস্থাননির্দ্ধারণ-করত তত্রত্য মিনারাজাকে পরাজয় করিয়া প্রতাপগড় দেওলা নামক প্রসিদ্ধ স্থানের প্রথম পত্তন করেন; তদবধি ঐ স্থানের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, এবং অদ্যাপি তাহা ব্রিটিসদিগের অধীনতায় সুরজমল্লের উত্তরাধিকারি শাসিত করিতেছেন।

পৃথ্বীরাজ তাঁহার ভগিনীপতিপ্রদত্ত বিষ পান করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র রাও রৈনমল্ কিয়ৎকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের তুল্য ছিলেন না, তত্রাপি অত্যন্ত বিবাদবিসম্বাদের সময়ে রাজমর্য্যাদা অনায়াসে রক্ষা করিয়া যথেষ্ট গৌরবের সহিত সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন।

পতিয়ালার ইতিহাস।

অল্প কএক দিবসাবধি পতিয়ালার মহারাজ কলিতায় অধিষ্ঠান করাতে অনেকেই তাঁহার আদ্যবিবরণ-শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন; সেই অভিলাষ সিদ্ধ করণাভিপ্রায়ে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইল।

যাঁহারা বিবিধার্থের পূর্ব্ব ২ খণ্ডে শিখদিগের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে মুঞ্জা নামে প্রসিদ্ধ এক বিশেষ শিখসম্প্রদায় আছে, ঐ সম্প্রদায় বিভুক্ত ফুল্কিয়ান্ বংশজাত আল্লাসিংহ নামা এক জন শিখ শতদ্রু-নদীতটে বাস করিত। ১৮১৯ সংবৎসরে কাবুলাধিপতি অহমদ্ শাহ অবদালি ভারতবর্ষ জয় করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্জাব-প্রদেশে আগমন করেন তদ্দৃষ্টে আল্লাসিংহ আদৌ সরহিন্দ প্রদেশের মুসলমান রাজপ্রতিনিধিকে পরাস্ত করিয়া পরে অহমদ শাহের সহিত যুদ্ধ করিবেন মানসে সরহিন্দ-প্রদেশে যাত্রা করেন, কিন্তু তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই অহমদ শাহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমুল সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঐ সঙ্গ্রামের নাম "ঘলুঘারা"; তাহাতে অগণ্য শিখ্ যোদ্ধার নিপাত হয়, এবং যে কেহ যবনদিগের ভয়ঙ্কর অস্ত্রহইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা তদীয় হস্তে বন্দীরূপে নিপতিত হয়। আল্লাসিংহ স্বয়ং ঐ বন্দিদিগের মধ্যে ছিলেন, এবং যুদ্ধের পরদিবস অহমদ্ শাহের সমীপে উপানীত হন। যবনরাজ তাঁহার কায়িক সৌষ্ঠব এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শন করত পরম সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধনমোচন-করণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজা উপাধি ও পতিয়ালা-প্রদেশের রাজত্ব প্রদান করেন। তদবধি ঐ রাজ্য তদ্বংশের অধীন আছে।

৪৫ বৎসর হইল রণজীত সিংহ পতিয়ালা-রাজ্য আপন অধীনে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজেরা তদভিপ্রায়ের বিরোধি হইয়া শতদ্রু-নদীর বামতটস্থ সমস্ত শিখ্-রাজাদিগকে আশ্রয়-প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া রণজীত সিংহের সহিত সন্ধি করেন; তদবধি পতিয়ালা-রাজ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই; প্রত্যুত সকলবিষয়ের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ২৫ বৎসর হইল, ইংরাজেরা সুবাথু-পর্ব্বতের বরোনলি-জেলার তিনটি গ্রামপ্রদানপূর্ব্বক পতিয়ালা-রাজের নিকট হইতে সিমলা পর্ব্বত গ্রহণ করেন।

পতিয়ালার বর্ত্তমান রাজার নাম মহেন্দ্রসিংহ;

তদ্গৌরব-জ্ঞাপনার্থে যথাযোগ্য উপাধি ভিন্ন তাহা উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব পাঠকদিগের জিহ্বার ক্লেশসম্ভাবনাসত্ত্বেও তাহা লিখিত হইতেছে: যথা, "মহারাজাধিরাজ-রাজেশ্বর-মহারাজা-রাজগাণ মহেন্দ্র সিংহ নরেন্দ্র বাহাদুর"। ইনি মৃত মহারাজ করম্‌সিংহের পুত্র; ইহাঁর অধীনে ২৪৫০।।৭ খানি গ্রাম আছে, এবং তাহার বার্ষিক আয় প্রায়ঃ ২৩,০০,০০০ লক্ষ টাকা। স্বজাতীয় শিখরাজ্য-ধ্বংস-করণে প্রস্তাবিত রাজা বিশিষ্ট উদ্যোগি ছিলেন, এবং শেষ শিখযুদ্ধ সময়ে ইংরাজদিগকে ১৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এইএই।

ভারতসমুদ্রের দক্ষিণে আফরিকাখণ্ডের পার্শ্বে মাদাগাস্কর নামে প্রসিদ্ধ এক বৃহৎ দ্বীপ আছে; তাহা কাফরিদিগের আবাস-স্থান। ১৫০ বৎসর হইল, সোনরাট্ নামা এক জন প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ঐ দ্বীপহইতে একটি অতি আশ্চর্য্য জন্তু আনিয়াছিলেন; তাহার অবয়ব উপরে মুদ্রিত হইল। বাহ্যদর্শনে

যুক্ত হইবে, যে তাহার দেহ কাঠবিড়ালের তুল্য, ও মস্তক ও কর্ণ বাদুড়ের ন্যায়। কুবিয়র নামা বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাহাকে কাঠবিড়ালের মধ্যে পরিগণিত করেন, অথচ তিনি লেখেন, "যে ইহার মস্তকের অবয়ব বিবেচনা করিলে ইহাকে বানরমধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য"। শ্রিবর্ সাহেব ইহাকে লীমর্ পশুর বংশমধ্যে গণ্য করিয়াছেন; অপর কএক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞের মতে ইহা বাদুড়ের মধ্যে নিবেশিতব্য; পরন্তু ইহা কোন্ পশুর মধ্যে গণ্য হইবে, এই বিবাদ অপেক্ষায় বিশেষ আশ্চর্য্য এই, যে সোনরাট্ সাহেবের সময় অবধি এ পর্য্যন্ত এক শত পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে অনেক সাহেব মাদাগাস্কর-দ্বীপে বসতি করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই এতদ্রূপ পশুকে দেখেন নাই।

যে পশুটি সোনরাট্ সাহেব আনিয়াছিলেন, তাহা দিবসে নিদ্রা যাইত, এবং রজনীযোগে পঞ্জরমধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া ফলমূলাদি ভক্ষণ করিত। তাহার রব "এইএই" শব্দবৎ, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম এইএই রাখা হইয়াছে।

পারদ

এই আশ্চর্য্য ও প্রয়োজনীয় পদার্থ ধাতুমধ্যে গণ্য আছে, অথচ ধাতুর প্রধান ধর্ম্ম দৃঢ়তা ইহাতে নাই। ইহা একমাত্র ধাতু যাহা সর্ব্বদা তরলাবস্থায় দেখা যায়; পরন্তু ঐ তরলতা তাহার স্থায়িধর্ম্ম নহে। সিবিরিয়া-প্রদেশে অত্যন্তশীতের সময়ে পারদ জমিয়া রজত বা রাঙ্গের তুল্য দৃঢ় হইয়া থাকে। তৎসময়ে পিটিয়া রূপার পাতের ন্যায় ঐ পদার্থের পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এবং ছুরিকাদ্বারা তাহা কাটাও যাইতে পারে; পরন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে পিটিবার হাতুড়ি ও ছুরিকা আদৌ জমাপারার ন্যায় শীতল করিতে হইবে, নচেৎ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ছুরিকাদ্বারা মোমের শাঁতি কাটিতে গেলে যে ঘটনা হয়, সামান্য ছুরিকা স্পর্শে জমাপারায় সেই ঘটনা সম্ভবে। প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার স্পর্শ করিলে যে প্রকার দাহ বোধ হয়, জমা-পারা স্পর্শ করিলে সেই রূপ যাতনা বোধ হইয়া থাকে, এবং ক্ষণকাল মাত্র ঐ পদার্থ দেহে সংস্পৃষ্ট করিয়া রাখিলে স্পৃষ্টস্থানে তৎক্ষণাৎ ফোস্কা পড়িয়া যায়। ফলতঃ কলিকাতায় শীতকালে যে পরিমাণে শীত হইয়া থাকে পারদজমিবার শীত, তাহাহইতে তিন গুণ অধিক, এই প্রযুক্ত তৎস্পর্শে অগ্নিস্পর্শের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

দ্রব পারদ জলহইতে ১৩॥০ গুণ গুরু; শীতদ্বারা পারা জমিয়া গেলে ঐ গুরুতার আধিক্য হইয়া তাহা ১৫॥০ গুণ গুরু হইয়া থাকে। জল উত্তপ্ত করিলে যে প্রকারে বাষ্প হইয়া থাকে, অগ্ন্যুত্তাপে পারাও সেই প্রকারে ধূম হইয়া যায়, অবশিষ্ট কিছুই থাকে না; পরন্তু জল অপেক্ষায় পারাকে ধূমরূপে পরিণত করিতে অধিক উত্তাপের প্রয়োজন। তাপমান যন্ত্রদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিতে ২১২ তাপাংশ ও পারাকে ধূমরূপে পরিণত করিতে ৬৬২ তাপাংশ পরিমিত উষ্ণতার আবশ্যক।

অপরাপর ধাতুর ন্যায় পারাও খনিজ দ্রব্য; খনিমধ্যে তাহা রজত লৌহ বা গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। কোন২ খনিতে অমিশ্রিত পরিশুদ্ধ পারদ দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অত্যল্প। প্রায়শঃ পারদ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত থাকে। ঐ মিশ্রিত পদার্থের নাম "হিঙ্গুল"। বাজারে যে সকল পারদ বিক্রয়ার্থে আসিয়া থাকে, তৎসমস্ত হিঙ্গুলহইতে প্রস্তুতী-

কৃত। মৃত্তিকামধ্যে বৃহৎ বৃক্ষের শিকড় যে প্রকারে বিস্তৃত দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর নামক অতি প্রাচীন প্রস্তর মধ্যে ঐ হিঙ্গুল তদ্রূপে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ঐ হিঙ্গুলের খনি অধিক নাই, কেবল নেপাল-প্রদেশে তাহা দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ-আমেরিকা, ফ্রান্স, হঙ্গেরি, এবং গাইদন্ প্রদেশেও হিঙ্গুলের খনি আছে; কিন্তু তাহাহইতে অধিক হিঙ্গুল উদ্ধৃত হয় না; বিক্রয়ার্থে যে সমস্ত পারদ সঙ্কলিত হয়, তাহার প্রায় সমস্তই চীন এবং স্পেন দেশহইতে আসিয়া থাকে। শেষোক্ত দেশের অপরাপর হিঙ্গুল খনিমধ্যে "আল্মাদেন্" নগরের খনি সর্ব্বপ্রধান। খ্রীষ্ট অব্দের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক জাতীয় মনুষ্যেরা প্রথমতঃ তথাহইতে পারদ সঙ্গৃহিত করে; তদবধি ক্রমাগত ২৫০০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তথাহইতে প্রচুর হিঙ্গুল উত্তোলিত করা হইতেছে, কিন্তু তথাপি তাহার সম্পত্তির শেষ হয় নাই। এইক্ষণেও তথাহইতে প্রতিবর্ষে ১০—১৫ সহস্র মোন হিঙ্গুল উত্তোলিত হয়; এবং তদর্থে তন্মধ্যে প্রত্যহ ৩০০ মনুষ্য শ্রম করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ঐ সকল লোক খনিমধ্যে প্রবেশ করিলেই এক জন রাজপ্রতিনিধি আসিয়া খনির দ্বার রুদ্ধ করিত। পরে ঐ কর্ম্মকারকেরা ক্রমাগত পাঁচ ছয় মাস তন্মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গুল-সঙ্গ্রহ করিলে পর ঐ দ্বার বিমুক্ত হইত, এবং তখন তাহারা স্ব২ গৃহে যাইবার অবকাশ পাইত। এইক্ষণে তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ আর নাই, পরন্তু হিঙ্গুল-খনন-কর্ম্ম অত্যন্ত পীড়াজনক, এবং তাহাতে অনেকের অকাল-মৃত্যু হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলহইতে পারা পৃথক্ করা দুষ্কর কর্ম্ম নহে। চূর্ণীকৃত হিঙ্গুলের সহিত কিয়দংশ লৌহচূর মিশ্রিত করিয়া এক তুন্দুরের এক পার্শ্বে স্থাপন করত উত্তপ্ত করিলেই, হিঙ্গুলের গন্ধকভাগ লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়া থাকে; এবং পারদ পরিশুদ্ধরূপে পৃথক্ হইয়া তুন্দুরের সর্ব্বত্র ছড়িয়া পড়ে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, যে এক আল্মাদেনের খনিহইতে প্রতিবৎসর ১০—১৫ সহস্র মোন পারদ নির্গত হইয়া থাকে। তৎশ্রবণে অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিতে পারেন, যে প্রতিবৎসর এত পারদের ব্যবহার কি? দর্পণপ্রস্তুত ও গিল্টিকরিবার নিমিত্ত তথা ঔষধিপ্রস্তুত-করণার্থে পারদের কদাপি এত ব্যয় হইতে পারে না? এই প্রশ্নোত্তরে পাঠকদিগকে পূর্ব্বখণ্ডের সুবর্ণ-সংশোধনের প্রস্তাব স্মরণ করাইতে হয়। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা জানিতে পারিবেন, যে পারা ব্যতীত খনিজ-স্বর্ণ অনায়াসে পরিশুদ্ধ হইতে পারে না: রজত সংশোধিত করিতেও অনেক পারদের আবশ্যক; প্রতিবৎসর যে সকল পারদ সঙ্গৃহিত হয়, তাহার অধিকাংশ ঐ ধাতুদ্বয়-সংশোধনের নিমিত্তই ব্যবহৃত হয়; অবশিষ্ট এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র ঔষধি, দর্পণ, ও গিল্টির নিমিত্ত প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

শিল্পশাস্ত্রের উপক্রমণিকা।

মনুষ্যজাতির সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইবার এবং মনুষ্যজাতিকে গৌরবান্বিত করিবার যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে শিল্পশাস্ত্র এক প্রধান উপায়। অতএব ঐ শাস্ত্রের আলোচনা গৃহস্থমাত্রেরই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা যে পর্য্যন্ত মঙ্গল সম্ভাবনা এমত আর কোন বিষয়েই নাই।

যে জ্ঞান লাভকরিতে পারিলে আমরা স্বভাব জাত বস্তুর বিকারে মনোভিমত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি, সামান্যতঃ সেই জ্ঞানকেই শিল্পজ্ঞান শব্দে বুঝায়। কিন্তু বস্তুতঃ শিল্পবিদ্যা নানাবিধ, তন্মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রধান শাখা। চিত্রকার্য্য, মুদ্রাকার্য্য, ভাস্করকার্য্য, সূচীকর্ম্ম ইত্যাদি সূক্ষ্ম শিল্প, এবং গৃহাদিগঠন যন্ত্রাদিনির্ম্মাণ, সূত্রধরবৃত্তি, সূপকারবৃত্তি, কৃষিকার্য্য ইত্যাদি বহুতর কার্য্য স্থূলশিল্পের অন্তর্গত।

সংসারমধ্যে এত প্রকার শিল্পবিদ্যা আছে, যে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর; ফলতঃ মনুষ্য-কৌশলের নামই শিল্পবিদ্যা। মনুষ্য যে কোন কৌশলে যত প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে, সে সকলি শিল্পবিদ্যা সম্পন্ন বলা যাইতে পারে, সুতরাং স্বভাবজাত বস্তুর বিকারে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার মানব জাতির যত প্রকার কৌশল আছে, শিল্পবিদ্যারও তত প্রকার শাখা আছে। এই শিল্পবিদ্যাই মনুষ্যের ঐহিক-সুখের প্রবল কারণ, বিনা শিল্পজ্ঞানে মনুষ্যের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন, এই নিমিত্তে পরমদয়ালু পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রকেই শিল্পবিদ্যা লাভ করিবার শক্তি দিয়াছেন, সকল মনুষ্যই চেষ্টা করিলে কোন না কোন রূপ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। শ্রমোপার্জ্জিত ফল অধিক মিষ্ট বোধ হয়, এই হেতু জ্ঞানাকর পরমেশ্বর প্রকৃতিজাত বস্তুতে সংসার-নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ উপযোগিতা প্রদান করেন নাই, কিয়দংশ শিল্পবিদ্যা অধীন রাখিয়াছেন। মনুষ্য যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া স্বভাবজ বস্তুর সহিত সেই শিল্পবিদ্যা প্রয়োগ করিলেই আর সাংসারিক কোন সুখের অভাব থাকে না, সকলি পূর্ণ হয়।

সংসারমধ্যে স্বভাবতঃ যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সহিত আমাদিগের শিল্পবিদ্যা সাহায্য না হইলে কখনই সে সমস্ত দ্রব্য আমাদিগের সুখদায়ক বা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। স্বভাবতঃ এক রূপ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি আমরা শিল্পশক্তিদ্বারা সেই ধান্যের সংস্কার না করি, তবে কখনই তন্মধ্যহইতে শুভ্র তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতে পারি না। এইরূপ সংসারমধ্যে অনেকানেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহার সহিত শিল্পবিদ্যা সংযুক্ত না হইলে কখনই তাহা মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বিবিধ উপায়দ্বারা শিল্পজ্ঞান উপার্জ্জন করা জগদীশ্বরের স্পষ্টাভিপ্রায়, এবং তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই মনুষ্যজাতির মহোন্নতি সম্ভবনীয়।

শিল্পজ্ঞানাভাবে যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আম মাংস ভক্ষণ বা ফলমাত্র আহার করিয়া দিনযাপন করিত, উক্ত জ্ঞানপ্রভাবে তাহারাই এক্ষণে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সুখী হইতেছে;—শিল্পজ্ঞানাভাবে যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ দিগম্বর হইয়া বা বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া জীবন-ক্ষেপণ করিত, শিল্পজ্ঞান-প্রভাবে তাহারাই এক্ষণে অপূর্ব্ব রমণীয় পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বা চিত্রিত-মণি-মুক্তা-হীরক-রত্নাদি খচিত ভূষণে বিভূষিত হইয়া অভিলষিত নানাবিলাসের উপভোগ করিতেছে;—যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সামান্য শয্যা প্রস্তুত করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইয়া নিদ্রাযোগে নিশা হরণ করিত, তাহারাই এক্ষণে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেন সদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া পরমসুখে যামিনীযাপন করিতেছে;—যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ পর্ণকুটীর বা তরুতলবাসী

হইয়া বা ক্রমাগত পর্ব্বত কানন ভ্রমণ করিয়া যাবজ্জীবন প্রচণ্ড বৃষ্টি ও উত্তাপ সহ্য করিয়াছে, তাহাদিগেরই এক্ষণে অপূর্ব্ব অট্টালিকা-ময়ী সুশোভিত পরীমধ্যে নিবাস হইতেছে। শিল্পজ্ঞান বিহীনতা-প্রযুক্ত যাহারা পদচারণ না করিলে একস্থানহইতে অন্যস্থানে প্রাপ্ত হইতে পারিত না, সচেতন-জীবের অঙ্গপরিচালন ভিন্ন গতিশক্তির অন্য উপায় জানিত না, সূর্য্যের উদয়াস্ত ভিন্ন অন্যপ্রকারে দিগ্নিরূপণ করিতে পারিত না, দিবা রাত্রি ভিন্ন অপর কোন প্রকার কালের বিভাগ বা কালের পরিমাণ করিতে জানিত না, কায়িক বল ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ক্ষম হইত না, এবং সামান্যতরণীর অভাবে অতিক্ষুদ্র সরিৎকেও উত্তীর্ণ হইতে পারিত না, কেবল স্বভাবজাত বস্তুর প্রতি নির্ভর করিয়া এক প্রকার নরাকার দ্বিপদ পশু হইয়া কালযাপন করিত, শিল্পজ্ঞান-প্রভাবে তাহাদিগের সন্তানেরা বিনা পদবিক্ষেপে-বিনা কোন জীবের গতিশক্তির সাহায্যে-অপূর্ব্ব বাষ্পীয়-যানারোহণে অত্যল্পকালের মধ্যে বহুদূর গমন করিতেছে; নিমিষের মধ্যে কত কত দূর দেশের বার্ত্তা জ্ঞাত হইতে পারিতেছে, দিগ্নিদর্শক যন্ত্র-সাহায্যে অকূল-সাগর-মধ্যে রজনীযোগেও দিগ্নির্ণয় করিয়া বাঞ্ছিত-পথে-গমন করিতেছে; অদ্ভুত ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কালকে বিভাগ করিতেছে, কত কত বাষ্পীয় যন্ত্র স্থাপন করিয়া বিনা দৈহিকবলে অতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার-সকল অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিতেছে; এবং কত প্রকার কত ব্যয়ের কত শ্রমের লাঘব-করিতেছে; অনায়াসে সংসারের কার্য্যোপযোগী নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; প্রকাণ্ড পোত নির্ম্মাণ করিয়া নিঃশঙ্কে দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া নানাদেশের সহিত বাণিজ্য কার্য্যদ্বারা সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে; অন্য দেশের রীতি নীতি অবগত হইয়া বিবিধ-বিষয়ে প্রবীণ হইতেছে; ভিন্ন২ দেশের বিদ্যা সকল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রচার করিতেছে, অসম্ভবনীয় ও অচিন্তনীয় কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া দেশবিদেশে দেবতাবৎ মান্য হইতেছে।—ফলতঃ শিল্পবিদ্যা সংসারের নিতান্ত শুভকরী, এবং মনুষ্য মাত্রেরই আদরণীয়া। মনুষ্য এই বিদ্যায় অনভিজ্ঞ থাকিলে তাহার সকল বুদ্ধিবৃত্তিকে কার্য্যেতে পরিণত করিতে শক্ত হয় না, মনোগত ভাব মনোমধ্যেই থাকে, তদ্দ্বারা সংসারের বিশেষ উপকার হইতে পারে না। জ্ঞানিলোকদিগের শিল্পজ্ঞানের অভাব থাকিলে কার্য্যে তাঁহারাও অজ্ঞানীর সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন। শিল্পবিদ্যাদ্বারা দুর্লভকে সুলভ করা যায়, অমূল্যকে সুমূল্য করা যায়, অল্পমূল্য দ্রব্যকে বহুমূল্য করা যায়। শিল্পবিদ্যাদ্বারা অধীন স্বাধীন হইতে পারে; দরিদ্র ধনী হইতে পারে, এবং দেশের দুঃখ দূরে গমন করে। ফলতঃ শিল্পবিদ্যানের যে কত ফল, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের কত ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে তাহা বর্ণনের অতীত। ন. চ. ম

কম্পজনক বাইন মৎস্য।

পদার্থবিদ্যা-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা নানা উপায়দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন যে পদার্থ আকাশে বিদ্যুৎ-রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা সজীব নির্জ্জীব সকল বস্তুতেই বর্ত্তমান আছে, এবং অনেকে মনে করে

যে তাহাহইতেই নক্ষত্র বস্তুর গতিশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে তাড়িত বার্ত্তাবহ-যন্ত্রের বর্ণন-সময়ে (১০৫ পৃষ্ঠে) ঐ তাড়িত পদার্থের কি২ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে পুনরুক্তি করিতে ব্যক্ত হইবে, যে তাড়িত পদার্থ অত্যন্ত দ্রুতগামী; জল, বাষ্পপূর্ণ বায়ু ও ধাতু দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে এক নিমেষমাত্রে সহস্র২ ক্রোশ স্থান গমন করিতে পারে; পরন্তু শুষ্কবায়ু, গালা, ধুনা, কাচ, রেশম, কেশ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর দিয়া তাহা কিঞ্চিৎ মাত্র চলিতে পারে না; সুতরাং ঐ দ্রব্যে আবৃত করিয়া রাখিলে তাড়িত পদার্থ আবদ্ধ করা যাইতে পারে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাড়িতের এই ধর্ম্ম জ্ঞাত থাকিয়া কোন্২ পদার্থে তাহা বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদায় নিরূপিত করিয়াছেন। [illegible] মনুষ্যদেহেও এই বিদ্যুৎ-পদার্থ সর্ব্বদা উৎপন্ন হইয়া থাকে; প্রশ্বাস-সময়ে বাষ্পপূর্ণ বায়ুর সহিত তাহা নির্গত হয় বলিয়া তাহা ধৃত হইতে পারে না। পরন্তু শীত-প্রধান-দেশে বায়ু অত্যন্ত পরিশুষ্ক হইলে মনুষ্যদেহজাত বিদ্যুৎকে ধৃত করা কঠিন নহে। তৎসময়ে অনেকের দেহহইতে বিদ্যুদগ্নি নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। স্কটলণ্ড ও নরওয়ে প্রদেশে শীতকালে কেশ আচড়াইবার সময়ে অনেক স্ত্রীলোকের কেশহইতে বিদ্যুৎরূপ অগ্নি নির্গত হইয়া থাকে। কলিকাতায় ও অন্যত্রে শীতকালে বিড়ালের দেহে হাত বুলাইলে ঐ প্রকার বিদ্যুদগ্নি নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। অপরাপর জীবদেহেও নানা প্রকারে বিদ্যুৎ-শক্তি দেখা যাইতে পারে। পরন্তু তৎসম্বন্ধে ইউরোপ-দেশজ এক

প্রকার শঙ্কর মৎস্য এবং মার্কিন-দেশজ এক প্রকার বাইন মৎস্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। শেষোক্ত মৎস্যের প্রতিমূর্ত্তি পূর্ব্ব পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়াছে; তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইবে, যে তাহার অবয়ব এতদ্দেশীয় বাইন মৎস্য হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। দক্ষিণ আমরিকার নদীতে ঐ বাইন মৎস্য অনেক আছে, এবং তথায় তাহারা অপরাপর বাইন মৎস্যের ন্যায় পঙ্কমধ্যে অবস্থিতি করে, এবং ক্ষুদ্র মৎস্য কীটাদি ভক্ষণ করিয়া দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ করে; ফলতঃ অন্য বাইন মৎস্য হইতে ইহার স্বভাব কোন মতে পৃথক্ নহে; পরন্তু ইহাতে এক অদ্ভুত শক্তি আছে, তৎপ্রযুক্ত যে কোন জীব এ মৎস্যকে স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার দেহের সমস্ত গ্রন্থিতে খিল ধরিয়া যায়; অথচ সে স্পন্দ রহিত হইয়া নিপতিত হয়। ঐ খিল ধরা এতাদৃশ ভয়ানক যে মনুষ্য এককালে দুই তিনটা মৎস্যকে স্পর্শ করিলে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহাকে স্পর্শ করিলে অশ্বও নিপতিত হইয়া থাকে, সুতরাং অন্য ক্ষুদ্র পশু যে তৎস্পর্শে ম্রিয়মাণ হইবে আশ্চর্য নহে। বিলাতে এক প্রকার শঙ্কর মৎস্য আছে, তাহাতেও এই অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ঐ শক্তি তাদৃশ প্রখর নহে। ঐ শঙ্কর মৎস্য স্পর্শ করিলে হস্তে খিল ধরিয়া থাকে; কিন্তু তদ্ধেতুক পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

এই শক্তিতে প্রস্তাবিত মৎস্যদিগের কি বিশেষ উপকার হয়, তাহা নিরূপিত করা দুষ্কর; বোধ হয়, তাহাদিগের শত্রুদমন ও খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত জগৎপাতা তাহাদিগকে ঐ শক্তিবিশিষ্ট করিয়াছেন; পরন্তু ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে বিদ্যুৎ পদার্থ সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান আছে, তাহারই আধিক্যে এই শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নীতিমুক্তাবলী।

কার্য্যারম্ভে ঈশ্বরারাধনা করিলে অবশ্য তাহা উত্তমরূপে সিদ্ধ হইবে।

ভিক্ষা প্রদান করিলে কেহ দরিদ্র হয় না, দস্যুবৃত্তিতে কেহ ধনী হয় না, এবং ঐশ্বর্য্য থাকিলে কেহ জ্ঞানী হয় না।

উত্তম জনের কুলজীতে কি আবশ্যক।

যখন ক্রোধ জন্মে, তখন তাহার ফল ভাবা কর্ত্তব্য।

ক্রোধকে দমন করিলে এক বলবান্ শত্রুকে দমন করা হয়।

অল্পবিদ্যায় মনুষ্য নাস্তিক হয়, কিন্তু যিনি সুগাঢ়রূপে বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই আস্তিক হইবেন।

লোভ সংবরণ কর, তবে ঐশ্বর্য্যশালী হইবা।

ঐশ্বর্য্য সুরাপেক্ষা মন্দ, কারণ ইহা ধারক এবং দর্শক উভয়কেই মত্ত করে।

যে ভার অবিবেচনাপূর্ব্বক স্কন্ধে করা হইয়াছে, তাহা ধৈর্য্যতা-পুরঃসর বহন করাই ভাল।

যাহার ছেলে নাই, তাহার ভাইপো অনেক।

যিনি প্রার্থনার অগ্রে দান করেন, তিনিই দ্বিগুণ দেন।

বদান্যতাই জগদীশ্বরের সকল আজ্ঞার [illegible]র্য্য।

যে পুত্র পিতামাতার নিকট কোন উত্তম শিক্ষা পায় নাই, সে পুত্র কখন তাহাদিগের বশীভূত হইবেক না।

যিনি সন্তোষ লাভ করিবার অধিক বাসনা করেন, তিনিই সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, পৌষ। [৩৩ খণ্ড।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

নূরজহানের বৃত্তান্ত।
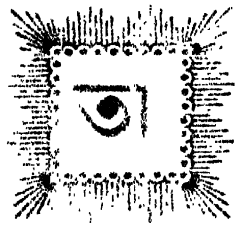
তাতার-রাজ্যের পশ্চিম খণ্ড-নিবাসী অতিপ্রাচীন ভদ্রবংশোদ্ভব, খাজা অয়াস্ নামা এক ব্যক্তি নানাপ্রকার দুর্ঘটনাক্রমে অতি বিপন্ন ও দীনভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতা তাহাকে যাদৃশ জ্ঞান ও বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল, তাদৃক ধন সম্পত্তি কিছুই দিতে পারে নাই। তিনি আত্ম-সমস্বভাবাপন্ন জ্ঞান দীন ব্যক্তির তনয়ার প্রেমে আসক্ত হওত যথাকালে বিধিপূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ভরণপোষণ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া এবং দিন২ আপনার দীনতার বৃদ্ধি দেখিয়া কোন সময়ে আপন মনেতে এই কথা অবধারিত করিলেন, যে "আমাদিগের দেশের যে কেহ নির্ধনী ও নিরন্ন হয়, সেই ব্যক্তিই হিন্দুস্থানে গমন করিয়া অবিলম্বে আপনার দুর্দ্দশা দূর করত সুখসম্পত্তির ভাজন হইতেছে; অতএব আমারও অনতিবিলম্বে হিন্দুস্থানে গমন করা কর্ত্তব্য।" খাজা মনোমধ্যে এই পরামর্শ স্থির করিয়া এক দিন অতিগোপনে আপন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সুহৃৎ প্রভৃতি সকলেরই অজ্ঞাতে একটি সামান্য অশ্ব ও আপন বিক্রীত বস্তুর মূল্যস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে লইয়া অতিবিষণ্ণহৃদয়ে বাষ্পপূর্ণলোচনে আপন পত্নীর সমভিব্যাহারে হিন্দুস্থানাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে আসিয়া আপন প্রণয়িনীকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আপনি তৎপার্শ্বে পাদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তৎকালে আইয়াসের স্ত্রী গর্ভবতী থাকাতে বহুদূরপর্য্যটন তাহার পক্ষে অতি কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। খাজার সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার শেষ হয়, অতএব তাহার লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ভিক্ষায় ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতে হইল। এ দিগে তৈমুরবাদশাহের সন্তানদিগের নিবাসভূমি হিন্দুস্থানের সীমা, ওদিগে তাতার-রাজ্যের সীমা, এই উভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী যে অতি বিভীষণ স্থান ছিল, খাজা ভিক্ষা করিতে২ ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে এমত মরু ভয়ানক স্থান, যে তথায় মনুষ্যের যাতায়াত করিবার পথের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। এস্থলে তাহাদিগের ক্ষুৎ পিপাসায়

চৈতন্য হওত উঠিয়া বসিল। এদিগে খাজা সেই কন্যাকে আনিতে গিয়া দেখে বিষম বিপদ উপস্থিত; এক কালসর্প সেই কন্যাকে বেষ্টন করত আপন ফণা বিস্তৃত করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক খাজার আক্রমণে সর্প ভয় পাইয়া এক বৃক্ষকোটর মধ্যে প্রবেশ করিল। ইত্যবকাশে খাজা কন্যাকে ক্রোড়ে ধারণ করত অতিবেগে গমনপূর্ব্বক তাহার প্রসবিত্রীর নিকট আনিয়া দিলেন। খাজা আপন স্ত্রীর নিকট কালসর্পের গ্রাস হইতে কন্যার আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইবার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত কহিতেছেন, এমত সময় তথায় কতকগুলি পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং উহাদিগের দুর্দ্দশাদর্শনে দুঃখিত হইয়া অন্নপানাদি প্রদান করত তাহাদিগের দুঃখ হরণ করিলেন। অনন্তর খাজা স্বীয় পত্নীর সহিত পর্য্যটন করিতে২ ক্রমে লাহোর নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

যৎকালে আইয়াস * লাহোর-নগরে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে উক্ত নগরে সম্রাট্ আক্‌বর-শাহ রাজ্য করেন, এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আসফখাঁ নামক এক ব্যক্তি রাজসন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ আসফ খাঁর সহিত আইয়াসের কোন দূর সম্পর্ক ছিল। তিনি আইয়াসের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া বন্ধুতার উপযুক্ত মর্য্যাদা-পূর্ব্বক তাহাকে আপন বাটীতে আনয়ন করিলেন; এবং তাহাকে আপন অধীনে সমস্ত কার্য্যের সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আইয়াস্ অবিলম্বেই সর্ব্ববিধায় আসফের মনোনীত হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎকাল এই প্রকারে যাপন করিলে পর কোন ঘটনাক্রমে তাঁহার কার্য্য-করণে অসাধারণ নৈপুণ্য ও পারগতার বিষয় রাজকর্ণগোচর হওয়াতে রাজা তুষ্টপূর্ব্বক তাঁহাকে সহস্র-অশ্বাধ্যক্ষত্ব পদে নিযুক্ত করেন। পরে কিছু দিনের মধ্যেই খাজা আমিরের সমস্ত গৃহকার্য্যের কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। অপর তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততা দিন২ অধিক প্রকাশিত হওয়াতে রাজা তাঁহাকে এক্রামদ্দৌলা উপাধি দিয়া আপনার প্রধান রাজকোষাধ্যক্ষের পদপ্রদান করিলেন। কি আশ্চর্য্য! কালে যে কি হয় তাহা কে বলিতে পারে? ঘটনাচক্রে যে কি কখন ঘটিয়া উঠে তাহা কখনই নির্ণয় করা যায় না। অরণ্যমধ্যে অল্পের জন্যে যে আইয়াসের প্রাণত্যাগ হইতেছিল, কালক্রমে সেই আইয়াস দৈবঘটনাদ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে স্বকীয় এক প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিল।

অরণ্যমধ্যে আইয়াসের যে কন্যা জন্মে লাহোরে [illegible] হয়, তাহার নাম মেহেরুন্নেসা * রাখিলেন * কন্যার পক্ষে এ নাম অতি সমযুক্ত হইয়াছিল, কারণ ভারত ভূমিতে তত্তুল্য সুন্দরী আর কেহই ছিল না। আইয়াস স্বীয় প্রিয় কন্যাকে নানাবিষয়ে শিক্ষা-প্রদান করিলেন। নৃত্য গীতকাব্য এবং চিত্রাদি বিদ্যায় মেহেরুন্নেসা অদ্বিতীয়া হইয়া উঠিল। সে কিঞ্চিৎ চঞ্চল স্বভাবা কিন্তু যেমত বুদ্ধিমতী মিষ্টভাষিণী ও সুরসিকা তেমনি মহামনা ছিল।

এক দিন রাজপুত্র সলীম আইয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অন্যান্য আমির উমরা অনে

* [illegible] খাঁ নামক পুরুষ এই ব্যক্তি [illegible] নামে [illegible] আছে।

* স্ত্রীজাতির প্রধান।

কেরও আগমন হইয়াছিল। পরে যখন কএক ব্যক্তি প্রধান লোক ভিন্ন অপরাপর সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সভাহইতে উঠিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল; এবং সুগন্ধি মধুর মদিরা পানের সহিত পরস্পর মিষ্টালাপ হইতে আরম্ভ হইল, তখন দেশ-ব্যবহারানুসারে অবগুণ্ঠনবতী মহিলামণ্ডলী তৎসভায় সমাগতা হইলেন। রাজপুত্র ঐ মণ্ডলীমধ্যে অমীরুন্নিসাকে দেখিয়া ও তাহার আশ্চর্য্য নৃত্য ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অধৈর্য্য হইলেন; কিন্তু তখন কোন মতে অন্তর্ভাব সংবরণ করিবার নিমিত্ত সাবধানে রহিলেন; পরন্তু তাহার উৎফুল্ল-কমলতুল্য শরীরলাবণ্য, সুচারু সুদৃশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরচ্চন্দ্রসদৃশ মুখশ্রী সন্দর্শনে রাজপুত্রের মনে তাহার সৌন্দর্য্য অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করিতে লাগিল। যেমত রাজপুত্রের নয়নচকোর তাহার সৌন্দর্য্যসুধাপানে আসক্ত হইয়া সেই দিগে ধাবিত হইবে, অমনি অমীরুন্নিসা ছলক্রমে বদনহইতে লজ্জাবস্ত্র নিক্ষেপ করত আপন অপাঙ্গ-ভঙ্গিদ্বারা রাজকুমারের মনকে এককালে বিদ্ধ করিল। ও তৎপর ক্ষণেই সলজ্জ ও ব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে তাহার রূপ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। রাজকুমার সভা-ভঙ্গপর্য্যন্ত অচেতনপ্রায়ঃ স্তব্ধ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। অমীরুন্নিসা নিশ্চয়রূপে রাজকুমারের মন বুঝিবার জন্য নানাপ্রকার কথার কৌশল করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। অনন্তর সে দিন সভা ভঙ্গ হইল।

সলীম প্রেমেতে অস্থিরচিত্ত হইয়া কি করিবেন, ইহাই চিন্তন করিতেছেন। এদিগে অমীরুন্নিসার পিতা-টর্কোমেনিয়া-নিবাসি আলিকুলি শেরআফ্গান্ নাম্া এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সলীম এই বার্ত্তাশ্রবণানন্তর অন্য কোন উপায় না পাইয়া উক্ত কন্যাকে বিবাহ-করিবার ইচ্ছা প্রকাশ্যরূপে আপন পিতার নিকটে ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতা এক জনের নির্ব্বন্ধীভূত স্ত্রীকে অন্যে প্রদান করা অত্যন্ত অবিচার বোধে অতিক্রোধপূর্ব্বক তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন; সুতরাং রাজকুমারকে সনভঙ্গ ও হতাশ হইয়া প্রস্থান করিতে হইল; ও যথাকালে শেরআফ্গানের সহিতই অমীরুন্নিসার উদ্বাহ সম্পন্ন হইল।

রাজকুমারের অভিলষিত বস্তু পরিত্যক্ত না করিয়া অমীরুন্নিসাকে বিবাহ করাতে শেরআফ্গানের সৌভাগ্যোন্নতির পক্ষে অনায়াসে ব্যাঘাত সম্ভাব্য, কিন্তু যাবৎ অক্বর বাদশাহ বর্ত্তমান ছিলেন, তাবৎ সলীম প্রকাশ্যরূপে ঐ আফ্গানের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে পারেন নাই। পরন্তু রাজসভার অপরাপর কর্ম্মকারি সকলে দেখিলেক, যে পরিণামে সলীমই রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাহাদিগের সকলকেও তাঁহার অধীন হইতে হইবে, অতএব সলীমের পরিতোষার্থে সকলেই ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা রাজসন্নিধানে শেরআফ্গানের অলীক দোষ দর্শাইয়া তাহার বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে আফ্গান্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আগরা-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে প্রস্থান করিলেন। তথাকার সুবাদার তাঁহাকে বর্দ্ধমান চাকলার কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করেন।

অক্বর পাদশাহের মৃত্যুর পর যখন সলীম স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হইলেন, তখন তাহার মনে পুনর্ব্বার অমীরুন্নিসার অনুরাগানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অমীরুন্নিসার ভাব তাহার মনে

জাগৃতই ছিল, কেবল পিত্রাজ্ঞায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; অতএব উভয়ের মিলনের শের আফগান্ মাত্র প্রতিবন্ধক ছিল। তাহাকে দূর করণাভিপ্রায়ে সলীম শের আফগানকে বর্দ্ধমানহইতে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে মনে এই এক আশঙ্কা রহিল, যে "কখন কি প্রকারে এমত লোক ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই? কি রূপে এমত প্রধান এক ব্যক্তি আমীরকে স্বস্ত্রী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি?"

শের অতুল বলবীর্য্যের নিমিত্ত লোকসমাজে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সকল লোকই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল; অধিকন্তু শের স্বভাবতই অত্যন্ত দর্পশীল, ও বীর্য্যশালী, তিনি যে এমত লজ্জাকর ও কুৎসিত কর্ম্ম স্বীকার করিবেন, এমত কখনই কেহ মনে করিতে পারে না; ফলতঃ হিন্দুস্থানে এমত ভদ্র লোকই বা কে আছে, যে আপন প্রাণস্বত্বে আপনার পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারে? শের অতি প্রধান ভদ্রবংশীয় এবং পূর্ব্বাবধি মহামান্য। তিনি টর্কোমেনিয়া-দেশে অতিভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাবৎ যৌবনাবস্থা ক্ষেপণ করিয়াছিলেন; পারস-দেশে এবং সফাবিবংশীয় তৃতীয় রাজা শাহ ইস্মাইলের নিকট অত্যন্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তির সহিত বিষয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বনাম আস্তাজিলো; পরে এক "শের" অর্থাৎ ব্যাঘ্রকে স্বহস্তে বধ করাতে শের আফগান্ নাম প্রাপ্ত হয়েন। হিন্দুস্থানে সকলের নিকট তিনি ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। অকবরের যুদ্ধকালীন তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে সিন্ধিয়া-দেশ গ্রহণ করিয়া খান-খানান উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অকবর বাদশাহ বীরদিগকে অত্যন্ত আদর করিতেন, সুতরাং তাঁহার নিকট ইনি অত্যন্ত আদৃত হইবেন ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

জাহাঙ্গীর * যখন শের আফগানকে আপন সন্নিধানে আহ্বান করেন, তৎকালে দিল্লীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। শের রাজসন্নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে অত্যন্তমর্য্যাদাপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন; নানাপ্রকারে সম্মান করিতে লাগিলেন। শের সহজেই সরলস্বভাব; রাজার এতাদৃশ অসঙ্গত আদর দেখিয়াও তাহার মনে কোন সংশয় জন্মিল না। তিনি মনে করিলেন, যে কালক্রমে রাজপুত্রের মনহইতে অমীরুন্নিসার অনুরাগ অন্তর্হিত হইয়া থাকিবেক। কোন মতে বুঝিতে পারিলেন না, যে রাজা তাঁহাকে নষ্ট করা নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নিন্দিত উপায়-সকল কল্পনা করিতেছেন। রাজা মৃগয়া-যাত্রার নিমিত্তে কোন এক দিন নির্দ্ধারিত করত অনুমতি দিলেন, যে "কোন্ বনে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু আছে, অন্বেষণ কর"। অবিলম্বে সংবাদ আইল, যে নিদারবারি-বনে এক অতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আছে; তাহা তৎপার্শ্ববর্ত্তি জনপদের অত্যন্ত অনিষ্ট করিতেছে, ও সর্ব্বদা প্রজাদিগের ছাগ, মেষ, গো, সকল নষ্ট করিয়া থাকে। রাজা আপন দলবল সৈন্য সামন্ত ও শের আফগানকে সঙ্গে লইয়া সেই বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছু দূর থাকিতে মৃগয়ার্থিদিগের রীত্যনুসারে চতুষ্পার্শ্বহইতে সেই বন বেষ্টন করিয়া সকলে একত্রে মিলিতে আরম্ভ করিল। পরে ব্যাঘ্র ঘোরনাদ করিয়া

* সলীমের উপাধিক নাম।

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে, রাজা সেই শব্দ শুনিয়া অতিবেগে সেই দিগে চলিলেন।

যখন সকল প্রধান বীরগণ আসিয়া একত্রিত হইলেন, তখন রাজা জাহাঙ্গীর উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে একাকি কে অগ্রসর হইয়া এই ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিতে পারে"? সকলেই অবাক হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিল। পরে সকলেই শের আফ্গানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেক, কিন্তু বোধ হইল, যে তিনি তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে সেই বীরচক্রহইতে তিন জন উমরা ও অগ্রসর হইয়া শঙ্কা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিল, যে "মহারাজ আমাদিগকে অনুমতি করুন, আমরা যে কেহ এক ব্যক্তি এই পশুকে নষ্ট করিব"। ইহাতে শেরের আন্তরিক পৌরুষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে "এ দুঃসাহসী কর্ম্মে আর কেহ সাহস করিতে পারিবে না; আর সকলে যখন অস্বীকার করিবে, তখন সহজেই আমি এবিষয়ের যশোলাভ করিব", কিন্তু দেখিলেন, যে তিন জন অগ্রসর হইয়াছে, এবং তাহারা প্রথমে অগ্রবর্ত্তি হওয়াতে এবিষয়ে বৃতী হইল, এক্ষণে ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগের অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহার যে পূর্ব্বখ্যাতি ছিল, বুঝি তাহা এতদিনের পর দূর হইল। এই বিবেচনা করিয়া শের সর্ব্বসম্মুখে কহিলেন, "অস্ত্রদ্বারা কোন পশুকে বধ করা অতি অযোগ্য, এবং কাপুরুষতা; পরমেশ্বর পশুকেও যেমত হস্তপদ দন্তাদি প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্যকেও সেই মত সকল দিয়াছেন; অধিকন্তু মনুষ্যকে অসাধারণ-ক্ষমতা-শালিনী বুদ্ধি অতিরিক্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহাতেও পুনঃ অস্ত্রধরা অতীব অযোগ্য"। শেরের এই কথা শুনিয়া অপরাপর উমরাওরা তদ্বিরুদ্ধে এই প্রত্যুত্তর করিলেক, যে "মনুষ্যমাত্রই ব্যাঘ্রহইতে দুর্ব্বল, অতএব তাহাকে কেবল শস্ত্রদ্বারাই পরাজয় করা যাইতে পারে"। শের উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদিগের এ ভ্রম দূর করিতেছি"। এই কথা কহিয়া আপনার অসিচর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরস্ত্র হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন।

যদিও রাজা ইহাতে শেরের নিশ্চিত মৃত্যু মনে করিয়া মনে২ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু বাহ্যে সে ভাবকে গোপন রাখিয়া এমত অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে শেরকে নিবারণ করিলেন। শের একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, অতএব রাজা লোকতঃ আপন ইচ্ছার অতিশয় ইচ্ছাস্বরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সম্মত হইলেন। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কখন শেরকে মহাবীর বোধে মনে২ প্রশংসা করিতেছে, কখন বা সর্ব্বতোভাবে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া আক্ষেপও করিতেছে; কিন্তু উপায় না দেখিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্যাঘ্রের সহিত শের আফ্গানের যে প্রকার যুদ্ধ হয়, সে বিষয়ে অনেকে অনেক কথার বিন্যাস করিয়া লিখিয়াছে, কিন্তু সে সকল বিশ্বাসযোগ্য নহে। কথিত আছে, যে ব্যাপককাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শের জয়ী হয়েন। এ অসাধারণ কার্য্যের সম্পাদনদ্বারা শেরের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং রাজার মন্ত্রণা বিফল হইল। পরন্তু রাজার ইহাতে শের আফ্গানকে নষ্ট করিবার ইচ্ছা নিবৃত্ত হয় নাই; তিনি উপায়ান্তরের চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শের আফ্গানের শরীরে ব্যাঘ্রের নখদন্তাঘাতে যে সকল ক্ষত হইয়াছিল, তাহা সুন্দর-

রূপে আরোগ্যহইতে না হইতে তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎকরণাভিলাষে তৎসমীপে আগমন করিয়াছিলেন; তাহাতে রাজা তাঁহাকে অতিসমাদর করিলেন, সুতরাং তাহাতে শেরের মনে কোন ভিন্নভাব বোধ হইল না। রাজা শেরকে বধ করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় কুমন্ত্রণায় অতিগোপনে এক মাহুতকে কহিয়াছিলেন, যে "তুই এক বলবান্ হস্তিকে মদ্যপানদ্বারা উন্মত্ত করাইয়া এক সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যে দণ্ডায়মান কর; শের আফ্গান্ যেমত সেই পথ দিয়া গমন করিবেক, তুই অমনি তাহার প্রতি হস্তিকে প্রেরণ করিয়া দিস্, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইবেক"। রাজার মনে ছিল যে "এ প্রকার ঘটনা প্রায়ঃ এদেশের মধ্যে ঘটিয়া থাকে; অতএব ইহাতে আমার প্রতি কেহ বড় সন্দেহ করিবে না"।

মাহুত রাজার আজ্ঞানুসারে সেই প্রকারে হস্তিকে দণ্ডায়মান করিয়াছে; এদিগে শের স্বীয় যানারোহনে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমত কালে তিনি পথিমধ্যে মত্ত হস্তি দেখিয়া বাহকদিগকে পরাঙ্মুখ হইতে কহিলেন, ইতোমধ্যে হস্তি তাঁহার প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বাহকেরা পথ মধ্যে যান নিক্ষেপ করিয়া প্রাণভয়ে সকলে পলায়ন করিল। শের দেখিলেন, ঘোর বিপদ্ উপস্থিত; অতএব তৎক্ষণাৎ যানহইতে বহির্গত হইয়া কটিদেশস্থ অসি নিষ্কোষ করত সেই হস্তির শুণ্ডে আঘাত করিলেন; তাহাতে হস্তির শুণ্ড এক কালে ছিন্ন হইয়া গেল; ও হস্তি বৃংহিত ধ্বনি করত ধরাতলে পতিত হইল। রাজা গোপনে এক গবাক্ষহইতে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন; শেরের অসামান্য পরাক্রম দেখিয়া লজ্জিত ও চমৎকৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে শের রাজপুরে গমন করিয়া নিঃসংশয়ে সকল বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। রাজা আপনার মনোগত ভাব গোপন করিয়া বাহ্যতঃ শেরের বলবীর্য্য বিষয়ে অনেক প্রশংসা করিলেন; তাহাতেই শের প্রসন্নচিত্তে সন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকটহইতে বিদায় হইলেন।

এই ঘটনার পর রাজা ছয় মাস পর্য্যন্ত শেরকে বধ করিবার আর কোন চেষ্টা করেন নাই। ইহার কারণ কিছুই স্থির হয় নাই। কি রাজা অমাকননিসার অনুরাগ স্বীয় মনহইতে দূর করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন, কি স্বীয় চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এমত কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বিরত হইলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না।

শের আফ্গান্ ইত্যবসরে বঙ্গদেশে পুনরাগমন করিলেন। রাজা শের আফ্গান্কে নষ্ট করিবার যে সকল মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরি জ্ঞাতসার হইয়াছিল; সর্ব্বদা সকল লোকে এ কথা লইয়া আন্দোলন করিত। যে রাজ্যে রাজার একাধিপত্য থাকে, সেখানে রাজাদিগের তোষামোদের অভাব কি? রাজার যখন যাহা ইচ্ছা হয় তখনি তাহাতেই সকলে পোষকতা করে। বঙ্গদেশের সুবাদার কুতবুদ্দীন এই প্রকার এক জন তোষামোদকারী ছিলেন। তিনি রাজার প্রিয় হইবার নিমিত্ত তাহার বিনানুমতিতেই শেরকে বধ করিবার উদ্যোগী হইলেন, ও তজ্জন্য ৪০ জন দস্যু নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। মানস, যে যখন অবকাশ পাইবেন, তখনি শেরকে নষ্ট করিবেন। শের কুতবুদ্দীনের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। তথাপি নিঃসংশয়ে আপন অধিকারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার

স্বীয় বাহুবলে এত বিশ্বাস ছিল, যে তিনি রজনীতে কোন ভৃত্যকে তাহার ভবনে থাকিতে বলিতেন না। তাহারা নির্দ্দিষ্ট-নিয়মানুসারে স্ব ২ গৃহে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিত, কেবল এক জন প্রাচীন দ্বারপাল শেরের শয়ন-মন্দিরের নিকটে অবস্থিতি করিত। দস্যুরা দেশের বার্ত্তা বিলক্ষণই অবগত আছে; এদেশের লোকে কখন যে কে কি করে, তাঁহা তাহারা ভালই জানে। শের আফগানের ভবনের বহির্দ্বারের দক্ষিণ-পার্শ্বে তাঁহার লিখিবার পড়িবার একটি গৃহ আছে, তাহা দিয়া তাঁহার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করা যায়। যখন বিলক্ষণ অন্ধকার হইয়া আইল, তখন দস্যুরা বৃদ্ধ রক্ষককে অনুপস্থিত দেখিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

নিয়মিত-সময়ে প্রধান দ্বার রুদ্ধ হইলে পর শের আপন প্রমদার সহিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। দস্যুদিগের মধ্যে কএক ব্যক্তি শেরকে নিদ্রিত মনে করিয়া অল্পে ২ নিঃশব্দে তাঁহার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া শেরের শরীরে অস্ত্রাঘাত করে, এমত সময়ে তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি অতি প্রাচীন দয়ায় আর্দ্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল; "ওরে দুরাত্মারা স্থির হও, রাজা কি আমাদিগকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছেন? পুরুষের কার্য্য কর; ৪০ চল্লিশ ব্যক্তি এককালে এক জন মনুষ্যের প্রতি—বিশেষতঃ এক জন নিদ্রিত মনুষ্যের প্রতি—আক্রমণ করা কি উচিত"? এই ভর্ৎসনায় শেরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং তিনি "বীরের ন্যায় কথা কহিয়াছ", এই বাক্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিলেন, ও তাঁহার পার্শ্বস্থ শাণিত অসি গ্রহণ করত গৃহের এক কোণে দণ্ডায়মান হইলেন। শত্রুরা সবলে চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে তিনি আক্রামক দস্যুদিগকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতাক্ত-কলেবর করিয়া ফেলিলেন। পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে অনেকে তাঁহার পদ ধারণ করিয়া রহিল; অবশিষ্ট অনেকে পলায়ন করিল। শের স্বীয় মহত্ত্ব প্রযুক্ত কাহারো প্রাণ বধ করিলেন না; কিন্তু অর্দ্ধেকের অধিক দস্যু তাঁহার অস্ত্রে আহত হইয়াছিল। যে বৃদ্ধ তাঁহাকে জাগৃত করে, সে আর পলায়ন করিল না। শের তাহার হস্ত ধারণ করত তাহার সচ্চরিত্র জন্য তাহাকে সাধুবাদ করিলেন, এবং কোন্ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক এই কুৎসিত ব্যাপার কল্পিত হইয়াছে, ইহার সবিশেষ তাহার নিকটহইতে জ্ঞাত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার করত বিদায় করিলেন, এবং কহিয়া দিলেন, "তুমি সর্ব্বত্রে এ বিষয়ের প্রচার করিবে"।

শেরের এই অদ্ভুত বীরত্বের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া উঠিল। এই কথা শুনিয়া ইহার সবিশেষ জ্ঞাত হইবার মানসে শেরের নিকট সর্ব্বদা শত শত মনুষ্য আসিতে আরম্ভ করিল। শের বিবেচনা করিলেন, "যে আর আমার এক্ষণে এখানে * থাকা কর্ত্তব্য নহে; আমি আমার পূর্ব্বাবাস বর্দ্ধমানে যাত্রা করি। সেখানে গিয়া স্বচ্ছন্দে গোপনভাবে অমীরুননিসাকে লইয়া থাকিতে পারিব"। শের জ্ঞাত ছিলেন না, যে কেবল তাঁহাকে নষ্ট করিবার উদ্দেশেই কুতবুদ্দীন বঙ্গদেশের সুবাদারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সে কি কখন আপন প্রভুর উদ্দেশ্য-সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকিবে? কোন উপায়দ্বারা শেরকে বশ

* রাজমহলে।

করাযায়, কুত্তবুদ্দীন ইহা মনে২ অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সৈন্যসামন্তের সহিত স্বয়ং সুসজ্জিত হইলেন। প্রধান রাজধানী রাজমহল-নগরে সমস্ত কার্য্যকর্ম্মের ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করত তিনি কতিপয় প্রধান২ কর্ম্মকারিগণের সমভিব্যাহারে অধীনস্থ অন্যান্য ক্ষুদ্র২ চাকলার কার্য্যকর্ম্ম তদন্ত-করণের ছলনায় যাত্রা করিলেন, এবং ঐ যাত্রায় তিনি একেবারে বর্দ্ধমান চাকলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি শেরকে বধ করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন, তিনি একথা স্বীয় অমাত্য-গণের নিকট গোপন রাখেন নাই। রাজভক্ত আমীর শের আফ্‌গান শুনিল, যে সুবাদার কুত্তবুদ্দীন বর্দ্ধমাননগরে আগমন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া সুবাদারের অভ্যর্থনার্থে তিনি কেবল দুইটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে আপনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। কুত্তবুদ্দীন শেরকে দেখিয়া অতিবিনীতভাবে স্বাগত-প্রশ্নে মর্য্যাদা-পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন; এবং তাঁহারা কিয়ৎ-কাল অশ্বারোহণে উভয়ে উভয়পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া নানাবিষয়ের কথোপকথন করিতে২ চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর এইরূপে গমন করিয়া কুত্তব্ অকস্মাৎ স্থির হইলেন; এবং নগর-দর্শন করিবার উপলক্ষ করিয়া সুসজ্জিত প্রধান হস্তি আনিতে অনুমতি দিলেন। হস্তি আইলে সুবাদার তদুপরি আরোহণ করিলেন। যৎকালে কুত্তব্ গজপৃষ্ঠে সমারূঢ় হয়েন, তখন শের পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহী হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি শূলধারী, শের [illegible] মধ্যে দণ্ডায়মান আছে, এই ছল করিয়া তাঁহার অশ্বকে এতাদৃশ আঘাত করিল, যে অশ্বহইতে শের ধরাতলে নিপতিত হইলেন। শের এতাদৃশ অযোগ্য কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন; বুঝিলেন যে "ইহার প্রভুর অনুমতি না থাকিলে কদাপি এমত অসম্ভব ব্যাপারে ইহার সাহস হইত না; অতএব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, যে আমার প্রাণের প্রতি আঘাত হয়, ইহার মধ্যে এমত কোন কুমন্ত্রণা আছে"। এই বিবেচনা করিয়া তিনি সেই শূলধারির প্রতি কোপদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ওরে তোর কি প্রাণের ভয় নাই"? সে এই বাক্য-উচ্চারণ-সময়ের বিকৃতভাব দেখিয়া সভয়ে ধরাতলে পতিত হওত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শেরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এদিগে শের তখন দেখেন যে চতুর্দ্দিগহইতে শাণিত করবাল কোষমুক্ত হইতেছে। তিনি অমনি তৎক্ষণাৎ কুত্তবের নিকট যাইয়া অম্বারি ভগ্ন করত এক অসির আঘাতে কুত্তবের মস্তক ছিন্ন করিলেন। কুপ্রবৃত্তির এই ফল! কুৎসিৎ পাপাচরণদ্বারা রাজার সন্তোষ করিতে গিয়া অবশেষে আপনার প্রাণ হারাইলেন। কেবল সুবাদারকেই বধ করিয়া শের নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অপর প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষদিগের উপরও অস্ত্র নিক্ষেপ করত তাহাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ৫ সহস্র অশ্বের অধিপতি কাশ্মীরনিবাসি অমীর আবা খাঁ প্রথমতঃ প্রাণত্যাগ করেন; অনন্তর অপর চারি জন অমীরও নিহত হইলেন। শেরের হস্তে আর কাহারো নিস্তার নাই, যাহার প্রতি আক্রমণ, তাহারি অমনি সংহার। অবশিষ্ট যোদ্ধারা শেরের বিক্রম দেখিয়া চমৎকৃত ও মনে২ অত্যন্ত ভীত হইল। পরে সকলে কিঞ্চিদ্দূরে অবসৃত হওত শেরকে চতুর্দ্দিগে চক্রবৎ বেষ্টন করিয়া এক-

কালে সকলেই তাহার প্রতি নানা অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ পুংখানুপুংখ বাণ-সন্ধান করিতেছে; কেহ শেল শূল নিক্ষেপ করিতেছে; কেহ২ বা বর্ষাকালের বৃষ্টিধারার ন্যায় সহস্র২ গোলাগুলি-বর্ষণ করিতেছে; ইতিমধ্যে তাঁহার অশ্বের ললাটে এক বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হওয়াতে অশ্ব পতিত হইল, সুতরাং শের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া যোদ্ধাদিগকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, "ধিক্ কাপুরুষ! যদি তোদের পৌরুষ থাকে, তবে আয়, একে২ আমার সহিত যুদ্ধ কর্"। কিন্তু তখন শেরের কথা কে গ্রাহ্য করে? শের ক্রমে আহত হইতে লাগিলেন; এবং দেখিলেন, যে তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত। অনন্তর তাঁহাদিগের তীর্থস্থান মক্কার দিগে মুখ ফিরাইয়া ম্লানভাবে কিঞ্চিৎ ধূলিগ্রহণ করত মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন; এবং সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধেতে বিরত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তাঁহার শরীরের স্থানে২ ছয় গোলা প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি ধরাতলে নিপতিত হইলেন, কিন্তু যাবৎ তাঁহার দেহেতে প্রাণবায়ু ছিল, তাবৎ কোন যোদ্ধা সাহস করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারে নাই। তাহারা ঈশ্বরের সন্নিধানে শেরের বীরত্বের অনেক প্রতিষ্ঠা করিল, এবং তাঁহার যশো-বর্ণন-বিষয়ে আপন২ ইচ্ছানুসারে অনেক বাক্য-রচনা করিয়াছিল। কুতবুদ্দীন মৃত হইলে যে সৈন্যাধ্যক্ষ সেনার কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হয়, সে অবিলম্বেই সেনাসহ শেরের ভবনে যাত্রা করিল। তাঁহার মনে এই বড় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, যে কি জানি যদি অমীরুন্নিসা অপার শোকসাগরে পতিত হইয়া পাছে প্রাণপরিত্যাগ করে; কিন্তু গৃহে গিয়া দেখেন, যে অমীরুন্নিসা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শোকসম্বরণ করত অবস্থিত আছেন। অমীরুন্নিসা এমত প্রগাঢ়শোকের ব্যাপারে তাহার স্বদেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় বিশেষ কোন বিলাপ করেন নাই; এবং তাহার আত্মদোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশ্যরূপে এই ছলনা করেন, "যে আমার পতি আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাই পালন করিব"। তিনি ব্যক্ত করেন, যে "শের পূর্ব্বহইতে জহাঙ্গীরকর্তৃক আপনার বিনাশ জানিতে পারিয়া আমার প্রতি এই অনুমতি করেন, যে আমার মৃত্যুর পর তুমি বিনা আপত্তিতে জহাঙ্গীরের মতানুবর্ত্তিনী হইবে"। তিনি এই কথার যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি দর্শাইলেন, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক। তাঁহার কথা এই যে শের আপন অদ্ভুত কীর্ত্তির লোপ হইবার আশঙ্কায় আপন বনিতাকে হিন্দুস্থানের রাণী করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকে চিরস্থায়িনী করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে রাজা স্বীয় বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত কুতবুদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত হইয়া অতিশয় শোকান্ত হইলেন। কথিত আছে, যে তিনি অমীরুন্নিসাকে পরমবিশ্বাসপাত্র কুতবের মৃত্যুর কারণ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে আর তাহার মুখাবলোকন করিবেন না; কিন্তু অমীরুন্নিসার সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণে তাঁহার মন শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বহুকাল অমীরুন্নিসাকে প্রধান রাজমহিষী করিয়া হিন্দুস্থানের আধিপত্য করিয়াছিলেন। বাদশাহ জহাঙ্গীর অমীরুন্নিসাকে নূরজহান * নাম প্রদান করেন। তথা এতদ্দেশে তাহার নাম চিরস্মরণীয়-করণাভিপ্রায়ে তৎ-

* জগতের আলোক।

কালের প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাতে নিম্নলিখিত বাক্য মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। তদ্যথা,

بحکم شاه جهانگیر یافت صد زیور
بنام نور جهان پادشاه بیگم زر

"জহাঙ্গীরের আজ্ঞায় মহারাণী নূরজহানের নামপ্রভাবে সুবর্ণ শতালঙ্কারে বিভূষিত হইল"।

১২৬১ শাল, ৪ ফাল্গুণ।

সুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ।

খনিহইতে সুবর্ণ ও লৌহের উদ্ধার-করণ-বিষয়ক-প্রস্তাব-রচনানন্তর ঐ উভয় ধাতুর যশোবর্ণন করিতে আমাদিগের মানস হইয়াছিল; ইতোমধ্যে তদ্বিষয়ক নিম্নস্থ প্রাচীন প্রবন্ধ কোন কুলাচার্য্যের নিকটহইতে প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা সমাদরে প্রকটিত করিলাম। অধিকন্তু এবিষয়ে এক জন হিন্দুস্থানী কবির চাতুর্য্য-প্রদর্শনার্থে টিপ্পনী-স্বরূপে তাঁহার প্রবন্ধহইতে কএকটি পদও উদ্ধৃত করা গেল। পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই জ্ঞাত হইবেন, যে সুচতুর কুলাচার্য্য কিন্দীর চমৎকার শৌর্য্যগুণ আপন রচনায় কোনমতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, নিরর্থক বহুশব্দ অনেকস্থানে প্রয়োগদ্বারা রসের অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছেন।

ঈশ্বর ইচ্ছায় শুন দৈবের ঘটন।
লৌহ-স্বর্ণে বিবাদ হইল যে কারণ॥
কৈলাশশিখর মধ্যে অষ্টধাতু ছিল।
তার মধ্যে লৌহ আসি স্বর্ণকে নিন্দিল॥
"নির্গুণ হইয়া কর রূপের গৌরব।
সিমুলের ফুল যেন প্রকাশে সৌরভ॥
নির্গুণ হইয়া যেবা বাঁচে পৃথিবীতে।
উচিত না হয় তার মুখ দেখাইতে"॥
অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়।
তক্ষকের মুণ্ডে যেন ভেকে প্রহরয়॥
স্বর্ণ বলেন "লৌহ তুমি হীনবর্ণ হও।
আমার সঙ্গেতে যুঝ সমতুল্য নও॥
উত্তমে অধমে যদি হয় বাক্য ব্যয়।
অধমে ছাড়িয়ে দোষ উত্তমকে দেয়॥
উত্তমকে বাক্যজ্বালা মৃত্যু তুল্য হয়।
অধমকে পদাঘাতে, কেঁসে কথা কয়॥
ত্রিভুবন মধ্যে আমি উত্তম ভূষণ।
উত্তম বলিয়ে সবে করে আকিঞ্চন॥
উত্তম স্থানেতে বসি উত্তম চরিত্র।
আমার ধারণে হয় শরীর পবিত্র॥
উত্তম আমার মূল্য, উত্তম সে জানে।
উত্তম নহিলে কেবা অধমে বাখানে॥
তোমাতে আমাতে চল সভামধ্যে যাই।
কাহারে আদর করে বুঝিব বড়াই॥
যাহ যাহ এথাহতে উঠরে একণে।
পতঙ্গ, যুঝিতে চাহ গরুড়ের সনে"॥
একথা শুনিয়া লৌহ, ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে।
আপন গৌরব করি স্বর্ণে কিছু বলে॥
"আমি যেই করে দেই তোমার নির্ম্মাণ।
তেঁই সে সকলে করে তোমার সম্মান॥
দেউল জাঙ্গাল আদি দীঘি সরোবর।
আমি সে খনন করি পর্ব্বত শিখর॥
অরণ্য কাটিয়ে আমি নগর বসাই।
দেখ দেখি কি প্রকারে তরণী সাজাই॥
আমাহতে সপ্ত সিন্ধু হয়েছে উৎপন্ন।
পুরাণেতে শুন না রে, পাপিষ্ঠ জঘন্য॥
আমার প্রভাবে শস্য সর্ব্বজীবে খায়।
আমাহতে সর্ব্ব লোক ভয়ে ত্রাণ পায়॥
গর্ভহতে শিশু যবে ভূমিষ্টিত হন।
আমারে লইয়ে করে নাড়ীকে ছেদন॥

সূতিকা-মন্দিরে রাখে আমাকে দুয়ারে।
দুষ্ট প্রাণী নষ্ট তারে করিতে না পারে॥
মৃতাশৌচ হৈলে দেখ আদরে আমারে।
আকিঞ্চন করি লোকে ধরয়ে শরীরে॥
স্ত্রীলোকের হাতে লৌহ সধবা লক্ষণ।
জন্ম-মৃত্যু-কালে লৌহ পতিতপাবন॥
কাষ্ঠের লেখনী যেই করি সুনির্ম্মিত।
বেদশাস্ত্রপুরাণাদি হয়ত লিখিত॥
আমা ছাড়া কোন্ কর্ম্ম আছে পৃথিবীতে?
বিবেচনা করে বুঝ কহি রে তোমাতে॥
সভামধ্যে যেতে বল কোথা যাবে চল।
সহজে দুর্ব্বল তুমি লোহাঘাতে গল॥
কিঞ্চিৎ ক্ষমতা যদি থাকিত তোমার।
না জানি কি নখে ক্ষিতি করিতে বিদার॥
স্বর্ণবণিক্ স্বর্ণকার বিষ্ণুপরায়ণ।
তোমার সংসর্গে ভ্রষ্ট হ'ল দুই জন"॥
একথা শুনিয়া স্বর্ণ আরক্ত-লোচন।
সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যেন লোহিত-বরণ॥
স্বর্ণ বলে, "যুগধর্ম্মে সব হৈল হত।
নীচ হৈল উচ্চগামী উচ্চ হৈল নত॥
অস্থান হইল স্থান কুবৃক্ষেতে ফল।
পাপিষ্ঠের মুখে গর্ব্ব শুনিতে গরল॥
যাহারে দেখেছি পূর্ব্বে অশ্ব-পদতলে।
সেই ব্যক্তি কটু উক্তি আমারে যে বলে?
তোমাতে আমাতে দূর লক্ষেক যোজন।
দেবতা-মস্তকে আমি মুকুট-ভূষণ॥
মনুষ্য-শরীরে আমি নানা অলঙ্কার।
যতনে রাখিছে মোরে গলে করি হার॥
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি যত রত্ন আছে।
আমাতে জড়িত হৈয়ে উজ্জ্বল হয়েছে॥
বর্ণের উপমা দিতে আমি সে প্রধান।
স্বয়ং লক্ষ্মী নিজদেহে মোরে দিল স্থান॥
সূর্য্যের কিরণ হৈতে অধিক বরণ।
কেবা না দেখয়ে মোরে ফিরায়ে নয়ন?
আমি যার ঘরে থাকি হইয়া সদয়।
আমার প্রসাদে তার দারিদ্র্য খণ্ডয়॥
সুখের বাঞ্ছায় যদি মোরে দান করে।
অসঙ্খ্য বৎসর স্বর্গ ভুঞ্জে সেই নরে॥
জীবনে মরণে স্বর্ণ সবে ইহা জান।
মুখাগ্নি কালেতে বলে 'স্বর্ণ কোথা আন'॥
যার ঘরে সুপ্রচুরে আমার বসতি।
ঐহিক সম্পদ অন্তে মোক্ষ তার গতি॥
তোমাতে আমাতে আছে গুরু-শিষ্য-ভাব।
বৃথা বাক্য ব্যয় ইথে নাহি কিছু লাভ॥
শালগ্রামে স্বর্ণরেখা লক্ষ্মীনারায়ণ।
কৃষকের হাতে হৈল তাহার মরণ॥
লৌহ ছাড়া কোন কর্ম্ম নাহি পৃথিবীতে।
এখনি কহিলি তুই আমার সাক্ষাতে॥
সত্য বটে সিঁদ কাটে তস্করের করে।
গোহত্যার হেতু আছ কসায়ের ঘরে॥
চর্ম্মকারগৃহে আছ নানা অস্ত্র হৈয়ে।
জীব-হিংসা-হেতু আছ পৃথবী ব্যাপিয়ে॥
হিংসকের দুরবস্থা পদে পদে হয়।
বেহায়া হিংসক তবু হিংসা না ছাড়য়॥
হিংসা পাপ অতি মন্দ কভু নহে ভাল।
হিংসার কারণে তোর বর্ণ হৈল কাল॥
হিংসার কারণে তোর অল্পমূল্য হৈল।
অষ্টধাতুমধ্যে তোরে জঘন্য করিল॥
ছিছি রে বেহায়া লৌহ বেহায়ার চূড়া।
মরা ডালে ডাক যেন কাক মাথামুড়া"॥
লৌহের ক্রোধের কথা উপমা কি দিব?
কন্দর্প-নিধনে যথা হয়েছিলেন শিব॥
"রতি মাসা যবে যারে তৌলে এক খান।
সেই ব্যক্তি চাহে কায় আমার সমান॥

আপন ওজন সেই বুঝে যদি চলে।
উত্তম বলিয়া তবে সকলেতে বলে ॥
স্বর্ণ না থাকিলে পৃথ্বী অনায়াসে বয়।
লৌহ না থাকিলে মহী রসাতলে যায় ॥
পা[illegible] যেতে তুমি স্বর্ণ সঙ্গে থাক যার।
[illegible] কি করিবে তারে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
আমারে লইয়ে যাউক্, লিখে দিতে পারি।
যদি তার বিঘ্ন হয় বৃথা নাম ধরি ॥
স্বর্ণদানে স্বর্গভোগ আপনি বাখান।
কিন্তু নিলে হত মান তাহা কি না জান?
স্বর্ণ নিলে কুলক্ষয় পতিত-ঘোষণা।
কতকাল ভোগে সেই পাপের যন্ত্রণা ॥
একে কর স্বর্গবাসি আরে অধোগামী।
তোমার কি দশা হবে তাই ভাবচি আমি" ॥
লৌহ বলে, "আমার ক্ষমতা যত আছে।
দেবাসুর-সংগ্রামে তা বিদিত হয়েছে ॥
ত্রেতায় জানকী হরে ছিল দশানন।
আমাহতে স্বর্ণলঙ্কা-রাবণ-নিধন ॥
কুরুবংশ ধ্বংস হৈল আমার ক্ষেপণে।
কুন্তীসুত রক্ষা পাইল বিপদ-ঘটনে ॥
আমি সে করেছি যত সংগ্রামে বিজয়।
তার পর করেছিলাম্ যদুবংশ-ক্ষয় ॥
দুষ্টের দমন করি মহতের হিত।
সর্বকাল আছে মোর কুলে এই রীত ॥
সম্মুখ-যুদ্ধেতে যার মাথা কাটা যায়।
অনায়াসে স্বর্গবাস পুরাণেতে গায় ॥
অমূল্য আমার মূল্য তুল্য হইবে কে?
দেবগণ দেখ মোরে মাথায় রেখেছে ॥
আমাহতে দেবরাজ হন বজ্রধর।
আমাহ'তে শূলপাণি হ'লেন শঙ্কর ॥
আমাহ'তে চক্রপাণি হন নারায়ণ।
কালদণ্ড বলে হাতে ধরেন শমন ॥
আদ্যাশক্তি আমারে [illegible] বাম করে।
মুক্তকেশী দিগম্বরী হলেন সমরে ॥
আপন গৌরব করা সুকর্তব্য নয়।
কোকিল যে কাল তাকে [illegible] আসে যায়"?
লৌহ-স্বর্ণ-বিবাদ ভাঙ্গিতে কেবা পারে?
ভাগ্যক্রমে বিষ্ণু [illegible] তথাকারে ॥
বিষ্ণু বলেন; "মরে ২ [illegible] কি কারণ?
তোমরা দুজন হও আমার ভূষণ" ॥
বিষ্ণুর মায়ায় হৈল দুজনেতে বশ।
লৌহ-স্বর্ণ-বিবাদ-কথার এই রস ॥
সুন্দরে * বর্ণনা করে কবিতার ছন্দ।
সুবর্ণলৌহের দ্বন্দ্ব এই হৈল বন্ধ † ॥

* শ্রী রামসুন্দর ঘটক।

† সুমরন্ করো গণেশ্‌কো ধরো ভবানী ধ্যান।
তাকে নব নিধ পাইনে কবিকো বাঙ্গে জ্ঞান॥
যহ্ চর্চা হরিবংশ্‌কী শুনিয়ে চতুর সুজান।
ক্যা তো লোহা কহ্ গয়া কহা কহত হ্যা সোন॥
ঝগড়া লোহ সোনসেঁ উরবী বড়ী চনাব।
লোকীনোকা দোনোসেঁ যহ্ কোন্ বরণ হয়াব
সোন কহী বাত, "লোহ চাকর মেরা।
হমরা পরিবার কুটুম্ব বসত ঘনেরা॥
সমুঝ্ যহী দানে পুণ্য জান্তি বেদমে।
হমরা সন্‌মান্ মান করৎ জগৎমে॥
রাজা ঔর শাহ চাহ করত হমারী।
হমীসেঁ শ্রমরকর্ চাহত এস্তী।
হেরে লোহা তেরি ভাগদ্ কেহী"॥
লোহ কহী বাত "শুনরে সোনা।
হমে দেখ ডুবে ফির কাহে কোনা॥
তুমে হম মারকীন বহুতেক লেনা।
আপন্ কর্ ছোড়্ হকস্ ঐরে দেনা॥
ছোড়ে পত্থর্ নার্ পাঁও ধরৎ [illegible]।
হমে বাঁধ শূর বীর চড়ৎ [illegible]॥
সুবা উমরাও কাটি কীনে ঢেরী।
* * * *
সোন্ কহী লোহ তেরী কীমৎ থোড়ী।
অভী কি এক দুই আবে কৌড়ী॥
ইঁধুহা [illegible] গ[illegible] দুকী।
* * * *
হমরী তরবার ঔর কুলফ্ বনাবৈ।
মাল্কী [illegible] ঔর [illegible] লগাবৈ॥

ট্রৌট মৎস্য।

পশু ও পক্ষির এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে যে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহাদের শরীর যথোচিত দীর্ঘ হইয়া উঠে; তৎপরে নানাকারণ-বশতঃ তাহাদের শরীর স্থূল বা কৃশ হইতে পারে, কিন্তু কদাপি দীর্ঘে বর্দ্ধিত হয় না; ফলতঃ যে জাতীয় পশু বা পক্ষির যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অন্যথা হয় না। অপর, দেশের প্রাকৃত-সৌষ্ঠব-ভেদে ও খাদ্য-দ্রব্যের ইতরবিশেষে-স্থূলতার ও দৈর্ঘ্যের কিঞ্চিৎ প্রভেদ হয়; ঐ প্রভেদ স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের তুলনায় অত্যল্প বোধ হয়, তাহা স্বাভাবিক শরীরের দ্বিগুণ বা অর্দ্ধেক হওয়া কদাপি সম্ভাব্য নহে। কেহ বিলাতের বৃহৎকায় অশ্বকে ব্রহ্মদেশে গিয়া খর্ব্বহইতে দেখে নাই; তথা ব্রহ্মদেশের টাটুও বিলাতে গিয়া বিলাতি-অশ্বের ন্যায় বৃহৎ হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। পরন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনেক মৎস্যে উক্ত নিয়মদ্বয় দৃষ্টিগোচর হয় না। রোহিত মৎস্য এক-সের-পরিমিত হইলেই অণ্ড প্রসব করিতে

পালেঁ হম সৃষ্টি বিধি নহে তুমারী।
ফেরে লোহা জোর কমসে ভারী"॥
লোহ কহী বাত, "সুনরে সোনা।
*   *   *   *

মারী হম জহ্ জার ২ হোগেই।
রাবনাকো মারকে বিভীষনে দই॥
কোপে সো দীন তেগ বাঁধে মুরারী।
খুরের উড্ডার কেত্তেক ধনুকধারী॥
কমী যো ফুট পীট চক্র লগারেঁ।
গহনা সুন্দার ঔর ছুড বনাবেঁ॥
*   *   *   *

টক্কা সমান হোত বরখী বীর্ছা।
সোনা ন মানে পর লোহা কী কীর্ত্তী॥
*   *   *   *

আরম্ভ করে, সুতরাং সেই তাহার বয়ঃপ্রাপ্তাবস্থা; অথচ সে তৎপরে ক্রমশঃ ২০।৩০ বা ৪০ গুণ বৃহৎ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপৃষ্ঠে যে মৎস্য মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাও এই ঘটনার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তস্থল; অধিকন্তু জলাশয়-ভেদেও ইহার পরিমাণের ভেদ হয়। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ইহাকে রাখিলে ইহা দুই তিন সেরের অধিক হয় না; বৃহৎ-জলাশয়ে ঐ পরিমাণের দ্বৈগুণ্য হয়; সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র নদীতে তদ্দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হওয়া সম্ভাবনীয়; তথা গঙ্গার ন্যায় বৃহৎ নদীতে বা অতিবিস্তীর্ণ হ্রদে ঐ মৎস্য থাকিলে ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ৩০ সের বা এক মোন পরিমিত হইয়া উঠে। এই প্রকারে আবাসস্থান-ভেদে অন্য কোন জীবের শরীর ১৫ বা ২০ গুণ বৃহৎ হইতে দেখা যায় নাই; এবং পণ্ডিতেরা এপর্য্যন্ত ইহার কারণও স্থির করিতে পারেন নাই।

প্রস্তাবিত মৎস্যের নাম "ট্রৌট"। ইহা অতিদীর্ঘজীবী। স্কটলণ্ড-দেশে "ডম্বাটন্ কাষ্টল"-নামক এক প্রসিদ্ধ দুর্গে কোন ব্যক্তি একটা অর্দ্ধসের-পরিমিত ট্রৌট মৎস্যকে কোন কুণ্ডের মধ্যে রাখিয়াছিল, ও তাহাকে প্রত্যহ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিত। ঐ খাদ্য-লোভে সেই মৎস্য এমত বশীভূত হইয়াছিল, যে সে প্রত্যহ প্রতিপালকের হস্তে আসিয়া ভক্ষণ করিত। কিন্তু ২৮ বৎসরপর্য্যন্ত এই প্রকারে ভক্ষণ করিয়াও তাহার শরীরের কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় নাই।

এই মৎস্য অত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বিশেষতঃ বৈশাখ-মাসে ইহার তুল্য মুখপ্রিয় অন্য মৎস্য বিলাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার অণ্ডপ্রসব-করণের সময় কার্ত্তিক মাস; এই মৎস্য অন্যের ন্যায় বর্ষার প্রারম্ভে অণ্ডপ্রসব করে না। ইহার [illegible] দ্রব্য ক্ষুদ্র মৎস্য, মণ্ডূক, কীট-প্রভৃতি ক্ষুদ্র[illegible] এতদ্দেশে রোহিত মৎস্য ধরিতে মনুষ্যেরা [illegible] প্রকার ব্যগ্র হয়, বিলাতে ট্রৌট মৎস্য ধ[illegible] লোকে সেইরূপ উৎসুক হইয়া থাকে।

শিখজাতিদিগের স্বাধীনতাবস্থার বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় পর্ব্বের ৩৫ পৃষ্ঠহইতে ক্রমাগত।

বন্দার মৃত্যুর পর কিয়ৎকাল সিগদিগের মধ্যে কেহই প্রধান হইয়া কর্ত্তৃত্বপদ ধারণ করে নাই, সকলেই প্রাণভয়ে কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া মনে২ আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিল।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে যৎকালে নাদেরশাহ আসিয়া হিন্দুস্থান রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং যে সময় দিল্লীতে মহামারী উপস্থিত হয়, তৎকালে শিখেরা পুনঃ দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল, এবং অবকাশমতে ঐ রাজসৈন্যের পথভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি লুটিতে লাগিল; অধিকন্তু এতদ্দেশস্থ যাহারা বাদশাহের দৌরাত্ম্য-কাতর হইয়া প্রাণভয়ে পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করে, তাহাদিগের প্রতিও আক্রমণ করিতে লাগিল। এই প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া কোন দণ্ড না পাওয়াতে উত্তরোত্তর তাহাদিগের সাহস-বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাদিগের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-মহোৎসব অমৃতসরের মেলায় তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অপ্রকাশ্যরূপে যাতায়াত না করিয়া প্রকাশ্যরূপেই একত্র হইতে আরম্ভ করে।

তথায় গমন করিবার সময় যদিও তাহাদিগের মধ্যে কেহ২ ধৃত হইয়া কারাগারে রুদ্ধ বা অসিদ্বারা হত হইত, তথাপি তাহাদিগের এক

প্রাণীও আপন গৃহীত ধর্ম্মের যাজন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই; প্রত্যুত কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া ইরাবতী-নদীর উপরে দলিওয়াল-নামক স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মিত করিল। তাহাদিগের সে কর্ম্ম সকলে জানিতেও পারে নাই, এবং সকলে গ্রাহ্যও করে নাই; পরে যখন তাহারা বহুসঙ্খ্যক লোক একত্রিত হইয়া লাহোরের উত্তরাংশে আমিনাবাদে গিয়া করগ্রহণ ও সেনাসঙ্গ্রহ করিবার উপক্রম করিল, তখন অনেকেই তাহা জানিতে পারিল। অনন্তর উহারা বহুলোককর্তৃক আক্রান্ত হইল; উহাদিগের দলবল তাড়িত হইল, এবং দলপতি হত হইল। অধিকন্তু মোগলদিগের সৈন্য অবশিষ্ট শিখদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে পরাজয়-করণ-পূর্ব্বক ধৃত করত লাহোরে লইয়া আইল, এবং তথায় তাহাদিগের অনেকেরি প্রাণনাশ করিল। যে স্থলে ঐ সকল লোককে বধ করে, সে স্থলের নাম “সহীদ গঞ্জ” বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। ঐ ঘটনার সময় যবন সেনা নায়ক ভাইতারু সিংহ নামা এক ব্যক্তি শিখকে কেশমুণ্ডন-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে অনুমতি করিয়াছিল, কিন্তু কথিত আছে, যে তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া এই মাত্র উত্তর করেন, যে “মস্তক-মুণ্ডন-করা আর মস্তকছেদন-করায় বিশেষ কি? অতএব এপ্রকার শিরোমুণ্ডন-করণাপেক্ষা আমি আহ্লাদপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি”। শিখজাতিরা কি আশ্চর্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! তাহাদিগের ধর্ম্মেতে কি ঐকান্তিক বিশ্বাস! কি আশ্চর্য্য নিষ্ঠা! এই নিষ্ঠাই তাহাদিগের স্বাধীনতা ও সকল সৌভাগ্যের মূল।

এই ঘটনার কিছু দিনানন্তর অমৃতসরের নিকটে শিখেরা রামরাওনী-নামে এক দুর্গ নির্ম্মিত করে; এবং জসাসিংহ কল্লাল-নামক এক ব্যক্তি তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান দলপতি হয়। ঐ জসাসিংহ শিখদিগকে “খালসা দল*” নাম দিয়া মহাবল প্রকাশ করে। তদ্দৃষ্টে লাহোরের রাজপ্রতিনিধি মীর মন্নু তাহাদিগের ঐ দুর্গ ভগ্ন, এবং দল ছিন্নভিন্ন করিয়া সুনিয়মে রাজ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। তাহাতে শিখগণ কিঞ্চিৎকাল পারত শান্তভাবেই কালক্ষেপ করে। অনন্তর যখন মীর মন্নুর আপন স্বীকৃত ও নির্দ্দিষ্ট রাজকর আহমদশাহ বাদশাহকে না দিবায় উক্ত রাজা দ্বিতীয়বার লাহোর আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, সেই উপলক্ষে শিখেরা পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল; এবং রাজ্যের প্রতি নানা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল।

মীর মন্নুর লোকান্তরে গমন হইলে পর লাহোরে পুনর্ব্বার অহমদশাহের অধিকার হয়। তিনি তথায় স্বীয় পুত্র তৈমুরকে সুবাদারি-পদে নিযুক্ত করিয়া আপনি দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি স্থান জয় করিতে যাত্রা করেন। মীর মন্নুর কর্ম্মকারী আদিনাবেগদ্বারা রাজবিদ্রোহী শিখদিগকে শাসন করাই রাজপুত্র তৈমুরের প্রধান অভিসন্ধি ছিল; অতএব তিনি আদৌ সূত্রধর জসাসিংহ-কর্তৃক নির্ম্মিত অমৃতসরের রামরাওনী দুর্গ আক্রমণ করত তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন; অট্টালিকা সমস্ত ধরাসাৎ করিয়া দিলেন, এবং কতক গুলি ইষ্টক প্রস্তরের স্তূপমাত্র সেই শোভনশীল পুণ্য স্থানের কেবল চিহ্নমাত্র রাখিলেন। আদিনাবেগ রাজকুমারকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতেন না, অতএব আদৌ শিখদিগের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করত পরে গোপনভাবে পর্ব্বতে প্রস্থান-পূর্ব্বক শিখ-

* খালসাদলশব্দের অর্থ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শক্তি বা প্রভুত্ব।

দিগের সহিত মিলিলেন, এবং রাজপুত্র তৈমুরের প্রতিহিংসা করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা গুরুগোবিন্দের বাক্য স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার সকলে মিলিতে আরম্ভ করিল; একবারে সহস্র ২ শিখ অশ্বারূঢ় হইয়া লাহোর বেষ্টন করিল। রাজপুত্র তাহাদিগকে কোনমতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে আপনার সৈন্যসামন্তসহ চিনা-প্রদেশে প্রস্থান করা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। লাহোর কিয়ৎকালের মত এক্ষণে জয়যুক্ত শিখজাতিকর্তৃক অধিকৃত হইল, এবং খালসা-দলভুক্ত সেই জসাসিংহ যে একবার একটিমাত্র দলের অধ্যক্ষ হইয়াছিল, এক্ষণে মহাপ্রবল হইয়া উঠিল। অপর সে মোগলদিগের মুদ্রাযন্ত্র অধিকার করিয়া তদ্দ্বারা নূতন টাকা মুদ্রিত করিল, তাহাতে এই বাক্য অঙ্কিত ছিল "জসাকল্লালকর্তৃক অহমদশাহ হইতে অপহৃত দেশে খালসাদলের প্রভাবে মুদ্রিত হইল"।

ক্রমশঃ এই প্রকারে শিখদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; যে সমস্ত ক্ষুদ্র ২ গ্রাম ইহারা পূর্ব্বে অধিকার করিয়াছিল, ক্রমে তাহাতে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া বসিল; এবং ভিন্নদেশীয় শত্রুদিগের দমনের নিমিত্তে স্থানে ২ দুর্গ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। ইহার মধ্যে রাজা রণজীতের পিতামহ চরৎসিংহ লাহোরের উত্তরাংশে আপনার শ্বশুরালয় গুজরানওয়ালা-গ্রামে এক অতি প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মিত করিলেন। অহমদশাহের প্রতিনিধি খাজাওবেদ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে উক্ত দুর্গ ভগ্ন করিতে যাত্রা করেন; কিন্তু শিখদিগের দলবল দেখিয়া খাজা আপনার সমস্ত দ্রব্যাদি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাণভয়ে লাহোরে পলায়ন করিলেন। এই প্রকারে ক্রমে২ শিখেরা মহাপ্রবল হইয়া উঠিল; তাহাদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ অমৃতসরে গিয়া সকলে একত্রিত হইয়া মহা উৎসব করিতে লাগিল, এবং খালসা-দলভুক্ত সেনারা তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মহাদৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। পঞ্জাবের নানাস্থানে উহারা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, এবং যবনরাজাদিগের অধিকারের উৎসেদ-করণের উপক্রম করিয়া তুলিল।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে যখন অহমদশাহ পুনর্ব্বার সৈন্যসামন্ত লইয়া পঞ্জাব-শাসনের নিমিত্ত আগমন করেন, তখন আল্লাসিংহ শিখদিগের মধ্যে এক প্রধান দলপতি ছিলেন। তিনি কি প্রকারে অহমদের সহিত ঘলুঘোরা-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজপদবী প্রাপ্ত হন, তাহা পতিয়ালার বিবরণে ব্যক্ত হইয়াছে *। দুর্দ্দান্ত যবনরাজ অমৃতসরের সমস্ত মন্দির ভগ্ন করিয়া ফেলেন; শিখদিগের পবিত্র জলাশয় গোরক্তে প্লাবিত করেন; শিখদিগের ছিন্ন-মস্তক-সমস্ত স্তূপাকার করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগের দেবমন্দির মণ্ডিত করেন, এবং তাহাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত শোণিতদ্বারা মন্দিরের ভিত্তিসকল ধৌত করেন। দৌরাত্ম্যের আর সীমা রহিল না। রাজার জয়পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইল, এবং শিখেরা এককালে লুপ্তপ্রায়ঃ হইল। কিন্তু শিখেরাই ধন্য! তাহাদিগের কি আশ্চর্য্য তিতিক্ষা, কি অদ্ভুত শক্তি! তাহারা এতাদৃশ অসামান্য দুর্ঘটনাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; ক্ষণকালের জন্যও আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা-হইতে স্খলিত হইবার ভাব প্রকাশিত করিল না; কোনমতেই ভগ্নোৎসাহ ও যত্নশূন্য হইল না; একমাত্র ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর সকলেই

* ২০৯ পৃষ্ঠে দেখ।

একমন ও একবাক্য হইয়া দিন২ আপনাদিগের দলপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি করিতে উদ্যোগী হইল; স্বদেশের অনুরাগে অনুরাগী হইয়া, এবং স্বাধীনতা-মহারত্ন রক্ষা করিতে উৎসাহী হইয়া, তাহারা পুনঃ২ ঘোরসংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল; ও ক্রমে২ রোহিলখণ্ড, সরহিন্দ প্রভৃতি যমুনার তটপর্য্যন্ত অনেক স্থানে মুসলমান্ ও মহারাষ্ট্র সেনানায়কদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদিগের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিল।

অহমদশাহ সরহিন্দের ও দিল্লীর এই সকল দুর্দ্দশা অবগত হইয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং সিন্ধুনদ পার হইয়া আগমন করিলেন; কিন্তু দিল্লীর দুরবস্থা দিন২ বাড়িতে লাগিল; তিনি আসিয়া ঐ নগর রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেহ২ কহে যে তিনি পতিয়ালার আল্লাসিংহকে তৎপ্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বেই স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। কিন্তু শিখদিগের বর্ণনে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে তিনি অমৃতসরে গিয়া শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করত পরাস্ত হইয়া সৈন্যসহ পলায়ন করেন।

তদনন্তর শিখেরা অক্লেশেই অহমদের নিযুক্তকরা কাবুলিমল্লকে লাহোরের সুবাদারীপদহইতে দূরীকৃত করিল; এবং শতদ্রুহইতে বিতস্তা-নদী-পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ আপনারা সকলে বিভাগ করিয়া লইল; মুসলমানদিগের সকল মস্জিদ চূর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং শতশত যবনকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া শূকরের রক্তদ্বারা সেই সকল মস্জিদের ভিত্তি ধৌত করিতে দিল। তদনন্তর শিখদিগের সমস্ত প্রধান দলপতি অমৃতসরে একত্রিত হইয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব-প্রকাশ ও ধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আপনাদিগের জয়সূচক মুদ্রা প্রচলিত করিল; তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল, "গুরু নানকের নিকটহইতে গুরুগোবিন্দ 'দেহ তেগ ফতে' লাভ করিয়াছেন" *।

অতঃপর দুই বৎসরকাল শিখেরা আর কোন যুদ্ধ করে নাই। তাহারা এতাবৎকাল আপনাদিগের মধ্যে জয়লব্ধ রাজ্য সকলের অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিতেছিল, এবং পরস্পরের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও কার্য্যের শৃঙ্খলা নিবদ্ধ করিতে নিযুক্ত ছিল। তৎকালে শিখেরা পরস্পর সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারো অধীন নহে, প্রতি ব্যক্তিরই সাধারণ রাজ্যের প্রতি সমানরূপ অধিকার ও অধ্যক্ষতার ভার ছিল; কিন্তু তাহাদিগের প্রত্যেকের বুদ্ধিশক্তি ও সম্পত্তির ইতরবিশেষ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে সে সমভাব বিস্তর দিন স্থায়ী হইল না; শীঘ্রই ভাবান্তর হইয়া গেল। কার্য্যকারণক্রমে এক জনকে এক জনের দাস হইতে হইল। অন্তে তাহাদিগের রাজ্যকার্য্যের শৃঙ্খলা এই প্রকার নিয়মে পরিণত হইল, যে প্রজামাত্রেই সকলে সমান, কেবল ঈশ্বরই সর্ব্বপ্রধান; ধর্ম্মবিষয়ে এক বিশ্বাসই তাহাদিগের প্রধান ঐক্যস্থল। সেই ঐক্যতানুসারেই তাহারা কি যুদ্ধ কি অপর কোন কার্য্য সকল কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিত। তাহারা সকলেই প্রতিবৎসর শারদীয় পূজার সময়ে অমৃতসরে একবার মিলিত হইয়া আপনাদিগের অধিকারের ইষ্টসাধনের উপায় চিন্তন করিত; এবং অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে কার্য্য নিষ্পন্ন করিত। তাহারা যে সকলেই স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া সাধারণের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইত, ইহার প্রতি

* অর্থাৎ প্রসাদ, শক্তি ও জয়।

অপর কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট করা যায় না. কেবল অমৃতসরের তীর্থে আগমন, এবং তথায় সকলে একত্রে একবর্ষ্ম যজন করাই ইহার প্রবল কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রধান দলপতিদিগের সভার নাম তাহারা "গুরুমত্তা" রাখিয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে গুরুগোবিন্দের উপদেশানুসারেই তাহারা সকলে ঐক্যমতে সকল বিষয়ের বিচার করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম-মেলায় যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের সমাগম হইত, তাহার মধ্যে কেহ কাহারো অধীন ছিল না; সকলেই স্বস্বপ্রধান; রাজ্যকার্য্য-বিষয়ে যে কোন প্রস্তাবে সভাস্থ সভ্যদিগের অধিকাংশের মত হইত, তাহাই গ্রাহ্য হইত; কিন্তু সমর-সম্পর্কীয়-বিষয়ে আপামর-সাধারণ সকলেরি মত নিয়মরূপে পরিগণিত হইত। তাহাদিগের মধ্যে যে কোন দলে যে কোন দেশ ও যে কোন স্থান জয় করিত, তাহা সকল দলপতিই বিধিমত তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইত। পরে তাহাদিগের মধ্যে যাহার অধীনে যত দল থাকিত, সে পুনর্ব্বার সেই প্রাপ্তসম্পত্তি তত অংশে বিভাগ করিত; পরে এক ২ দলভুক্ত সকল যোদ্ধা আবার সেই দলের বিভাগহইতে আপন২ অংশ গ্রহণ করিত। এইরূপে তাহারা জিত ও লব্ধ সম্পত্তি-সকল আপনাদিগের মধ্যে অংশ করিয়া ঐক্য-স্থাপন করিয়াছিল। সৈন্যবৃত্তি বলিয়া যে সকল প্রজা জয়লব্ধ-ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিত, তাহারাই যুদ্ধকালে যোদ্ধার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিত; এবং অপরাপর রাজকর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দলপতিদিগের সভাহইতে সম্পন্ন হইত। শিখদিগের এনিয়মকে প্রকৃত সাধারণ-তন্ত্র বলা যাইতে পারে; পরন্তু তাহাদিগের এনিয়মের অনেক গোলযোগ ছিল, এবং ঐ নিয়ম পুনঃ২ পরিবর্ত্তিত হইত। সমস্ত শিখদলের মধ্যে যোদ্ধারা প্রকৃত রূপ সৈন্যবৃত্তিভোগী শব্দে উক্ত হইতে পারে না; কেহ ২ কেবল আপনাদিগের পৈত্রিক ভূমিরই অধিকারী হইয়াছিল, সুতরাং এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকারেরও কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ ছিল। ফলতঃ ফ্রান্সরাজ্যে কি ইংলণ্ডদেশে যে প্রকার সাধারণ-তন্ত্র হইয়াছিল, ইহাদিগের সাধারণ তন্ত্র সে প্রকার নহে। তবে জর্ম্মন্দেশে একণে যে প্রকার দেশের কোন নিয়ম স্থাপন করিতে হইলে তথাকার ইতরভদ্র সাধারণের মতগ্রহণের জন্য সর্ব্বসাধারণের সভা হইয়া থাকে, রাজকার্য্যের নিয়মের জন্য অমৃতসরে ইহাদিগেরও সেই প্রকার সভা হইত। কিন্তু জর্ম্মন্দেশে ডায়ট-নামক সভায় যে প্রকার দলপতি ভদ্রলোক স্বয়ং ও ইতর প্রজারা প্রতিনিধিদ্বারা সভার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, ইহারা যে সে প্রকার করিত, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে ইহার মধ্যে এই আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক, যে শিখেরা কেবল একধর্ম্মে বিশ্বাস ও এক ধর্ম্মবন্ধন ভিন্ন অপর কোন প্রকার জ্ঞানবিদ্যার সাহায্য অভাবেও একণকার এমত সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ বিদ্যাবান জাতির ন্যায় কিয়ৎকাল-পর্য্যন্ত আপনাদিগের মধ্যে ঐক্যভাব রাখিয়াছিল, এবং সাধারণ-তন্ত্র-স্থাপনাদ্বারা সকল প্রকার কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিল। কোথায় ইংলণ্ড-দেশের একণকার উন্নতি, নানাশাস্ত্রের আলোচনা, নানাজ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ, সভ্যতা, ভব্যতা প্রভৃতি নানাবিষয়ের আন্দোলন! আর কোথায় সে শিখদিগের পূর্ব্বকালের অন্ধকারাবৃতাবস্থা, যখন কোন বিদ্যার অনুশীলন ছিল না, কোন জ্ঞানের নাম ছিল না, কোন সভ্যতার চিহ্নও ছিল না! এ

উভয় অবস্থার তুলনা করিলে যে ভিন্নতা লক্ষ হয়, তৎসত্ত্বেও যে এ উভয় কালের মনুষ্যের মনে এক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল, ইহার পর আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? ইহারা যেমন এক্ষণে রাজার ঐকাধিপত্য থাকা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করে না, তাহারাও রাজার ঐকাধিপত্য তেমনি অন্যায় বোধ করিত। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব কে কতক্ষণ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? মনুষ্য স্বভাবতই স্বার্থপর ও প্রভুত্বপ্রিয়; কিসে আপনার প্রাধান্য হইবেক, কি উপায়দ্বারা আপনার যশ পৌরুষের বৃদ্ধি হইবেক, ইহারই চেষ্টায় প্রতিমনুষ্যের মন সর্ব্বদা বিচরণ করে: সুতরাং সংসারমধ্যে সামঞ্জস্য একতা সর্ব্বদা রক্ষিত করা নিতান্ত কঠিন। ফরাসীসেরা অত্যন্ত বলবান্ বীর্য্যশালী ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও আপনাদিগের মধ্যে সমভাব ও সাধারণ তন্ত্র স্থাপন করিতে অক্ষম হইল; যতবার যত্ন করিতেছে; ততবার নিরাশ হইতেছে; অতএব অসভ্য শিখজাতির মধ্যে বহুকাল যে সে ভাব রক্ষা পাইবে ইহা কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ কিছু দিনের মধ্যেই তাহাদিগের সাধারণ-তন্ত্র ভুক্ত হইয়াছিল।

শিখদিগের সাধারণ-তন্ত্রের সময়ে তাহারা ১২ দলে বিভক্ত হইয়াছিল; তাহার প্রত্যেক দলে এক২ জন দলপতি ছিল; কিন্তু সকলদলের শক্তি সমান ছিল না, এবং সকল প্রধান২ ব্যক্তিরাও সর্ব্বদা একদলে থাকিত না; আপন ইচ্ছামত ভিন্নদলের সঙ্গে যোগ অথবা পৃথক্ দল স্থাপন করিত। দলের আদিপুরুষের নামানুসারে বা বাসস্থানের নামানুরূপে কদাপি তাহাদের বিশেষ কোন লক্ষণানুসারে উক্ত দলের পৃথক্২ নাম হইয়াছিল। যথা, (১) এক দলের প্রধান ব্যক্তি সর্ব্বদা ভাঙ্গ সিদ্ধি পান করিত এই প্রযুক্ত তাহার দলের নাম "ভঙ্গী" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। (২) এক দলের অধিপতি কোন সময়ে পতাকাধারী ছিলেন বলিয়া তাঁহার দলের নাম নিশানী হয়: (৩) কোন দলপতি বন্ধুতানুরাগী ছিলেন প্রযুক্ত তাঁহার দল "সুহিদ" বলিয়া খ্যাত হয়। (৪) অপরসময়ে রামঘড়-দুর্গ-স্থাপক দলাধিপের দলের নাম "রামরাওনী"। (৫) নুকিয়া-নামক স্থানবাসী দলের নাম "নুকিয়া"। (৬) আলুওয়ালিয়া স্থানে দলের নাম "আলওয়ালিয়া"। (৭) এক দলের নাম "মনিয়া" অথবা "কনিয়া"। (৮) ফিজুল পুর-নিবাসি দলের নাম "ফিজুলাপুরিয়া" অথবা "সিংহ পুরিয়া"। (৯) সুকরচৌক নিবাসি দল "সুকরচৌকিয়া" (১০) দেলাওল-স্থান-নিবাসি দল "দলিওয়ালা"। (১১) ক্রোর-নামক-স্থান-নিবাসিরা "ক্রোর"। (১২) এবং ফুলকিয়া-স্থান-নিবাসিরা "ফুলকিয়া" নামে প্রসিদ্ধ হয়।

এই দ্বাদশ-সম্প্রদায়ের মধ্যে ফুলকিয়া-সম্প্রদায় ভিন্ন আর সকলেই সতদ্রু নদীর উত্তরাংশে পঞ্জাব-প্রদেশে বাস করিত, এবং তাহাদিগের উপাধি "মঞ্জা সিংহ"। প্রথমতঃ ভঙ্গীদলই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল, পরে কনিয়া দল বিশেষ বলবান্ হয়; অবশেষে সুকরচৌকিয়া-দলভুক্ত রণজীত সিংহই সর্ব্বপ্রধান হয়েন। পরন্তু ফুলকিয়া দলের পাতিয়ালার রাজস্বামীদিগকেই সকলে প্রধান বলিয়া মান্য করিত। নকিয়া দল কখনই উত্তমরূপে মান্য হইতে পারে নাই।

এই প্রত্যেক দলেরই অধিকারের ভূমির সীমা উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এস্থলে তাহার বাহুল্য বর্ণনের কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এই সাধারণ-তন্ত্র-সময়ে শিখদিগের দুই তিন লক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিল, কিন্তু

কোন্ দলে কত যোদ্ধা ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভঙ্গীদলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ও নকিয়া দলে অল্প যোদ্ধা ছিল, এই মাত্র নিরূপিত হইয়াছে। ভঙ্গীদলে প্রায় ২০,০০০ হাজার যোদ্ধা ছিল, এবং নকিয়া-দলের যোদ্ধা ইহার দশাংশের একাংশ হইবেক। শিখমাত্রেই অশ্বারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিত; এবং তাঁহাদিগের সে অশিক্ষিতাবস্থায় অশ্বারোহিদিগের যুদ্ধই অতি ভয়ানক ছিল। কেবল কোন দুর্গ আক্রমণ করিবার সময়ই তাহারা পদাতিক নিযুক্ত করিত, অপর যাবৎ কোন শিখ অশ্বারূঢ় করিতে না পারিত, তৎতাবৎই সে পদব্রজে যুদ্ধ করিত; নতুবা অশ্ব থাকিতে কখনই শিখযোদ্ধারা অন্য উপায় অবলম্বন করিত না। শিখযোদ্ধারা অশ্বপৃষ্ঠহইতে তোড়াদার বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতে অতি নিপুণ হইয়াছিল, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে কামানের ব্যবহার ছিল না।

শিখদিগের এই সমস্ত দল ও দলপতি ভিন্ন তাহাদিগের মধ্যহইতে কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া "অকালি" নামে এক স্বতন্ত্র দলপ্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাদিগের তাৎপর্য্য ও মত এই যে তাহাদিগের সহিত লৌকিক কোন বিষয়ের সংস্রব নাই; তাহারা পৃথিবীর কর্তৃত্ব প্রভুত্ব কিছুই প্রার্থনা করে না, তাহারা ঈশ্বরের চিহ্নিত যোদ্ধা, এবং দেবতাবৎ অমর। তাহারা হস্তেতে লৌহ-বলয় ও অঙ্গে নীলবর্ণ-বস্ত্রের পরিচ্ছদ ধারণ করিত, এবং আপনাদিগকে গুরুগোবিন্দের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া প্রকাশ করিত। তাহাদিগের মতে সংসারআশ্রম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা লাভ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই মত-প্রভাবে অকালিদিগকর্তৃক অবিলম্বে শিখধর্ম্ম ভয়ানক হইয়াছিল। সংসার-পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণ-করা, আর যুদ্ধবৃত্তিতে উদর পোষণ করা, উভয়ই তুল্য, এইমত তাহারা লোকদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। ঐ অকালিদিগের মধ্যে যাহারা কিছু দুর্ব্বল, তাহারা দেবমন্দিরের কার্য্যাদি করিয়া উদর-পোষণ করিতে লাগিল, আর যাহারা সবল সতেজ তাহারা দেশলুণ্ঠন করিয়া আপনাদিগের জীবিকা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। কিঞ্চিৎকাল অকালীনামক দলে এইরূপে রাজ্যমধ্যে অনেক উৎপাৎ করিয়াছিল; অবশেষে রাজা রণজীৎ সিংহ কৌশলক্রমে অপর দলপতিদিগকে তথা অকালী প্রভৃতি সকলকে শাসন করিয়া সমস্ত পঞ্জাব-রাজ্য আপনার করতলস্থ করেন। ঐ বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিতে তাঁহার অধিককাল গত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি পঞ্জাবরাজ্য গ্রহণ করিয়া আজন্মই তাহার আধিপত্য ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় আর কেহ পঞ্জাবের অধিপতি হইতে পারে নাই। তিনি সিংহাসনস্থ হইয়া এক দিনের জন্যও পদচ্যুত হয়েন নাই, বিলক্ষণ শৌর্য্য বীর্য্যে পরিশোভিত হইয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের করাল-গ্রাসহইতে কাহারও নিস্তার নাই; "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই প্রাচীন বাক্যই অতি যথার্থ! রণজীত সিংহের অত্যন্ত শ্রমলব্ধ পঞ্জাবরাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পর স্বল্পকালও তৎসন্তানেরা রক্ষা করিতে পারে নাই, হায় কি অল্পকাল মধ্যেই তাহার ধ্বংসহইল!

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

নীতিমুক্তাবলি।

অতিশয় দম্ভকারীরাই অতিশয় ভীরু হয়।

মৃত্যু মনুষ্যের সকল সম্ভ্রম তুল্য করে; মরিলে নৃপতির সহিত তাঁহার দাসের ভিন্নতা কি?

সন্তুষ্ট মনের সহিত ধনের তুলনা হয় না।

প্রতারকের সকল বস্তুই বৈরী হয়।

পরের উপর নিরন্তর নির্ভর করা অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়।

তোমার আপন দীপ নির্বাণ করিলেই তুমি ঈশ্বরের দীপ্তি দেখিতে পাইবে।

বানরও দৈবাধীন চিকিৎসক হয়।

উষ্ণদ্রব্যে দগ্ধ যে মাজ্জার সে শীতল ক্ষীর স্পর্শ করিতেও শঙ্কিত হয়।

মত্ত বন্ধুর নিকট কোন উপকার অথবা আশ্রয় আশা করা উচিত নহে।

যেমন কলঙ্কে লৌহের ক্ষয় হয়, সেই রূপ হিংসায় হিংসক ব্যক্তিরও ক্ষয় হয়।

প্রতিবাসির সুখে কেবল হিংসক ব্যক্তিই শীর্ণ হয়।

যে ব্যক্তি অনেক অঙ্গীকার করে, তাহার নিকট কিছুই আশা করিও না।

সকল খ্যাতিই বিপদজনক, সুখ্যাতিতে অন্যের দ্বেষ জন্মে, এবং অখ্যাতিতে মনুষ্য লজ্জিত হয়।

যে ব্যক্তির মরণে ভয় নাই, তাহার কি রূপে অন্যের ভয় হইবে?

যে জন তোষামদ-অভরণে ভূষিত নহে, সে রাজসভায় কোন কার্য্যেরই হয় না।

নির্বোধ জনের যত ধনের বৃদ্ধি হয় ততই অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়।

বন্ধুকে নির্জ্জনে ভর্ৎসনা কর, এবং জনসমাজে প্রশংসা কর।

ধৈর্য্য তিক্ত, কিন্তু তাহার ফল মধুময়।

রোগীর অর্থ থাকিলেই তাহার আরোগ্যে বিলম্ব হয়।

বৈদ্য কদাচ ঔষধি সেবন করে।

নিয়মিতকালে আহার, নিয়মিতকালে শয়ন, এবং সন্তুষ্ট মন; এই তিন জন পৃথিবীতে সুচিকিৎসক।

বিদ্বান্ ব্যক্তি একলা থাকিলেও কখন নির্জ্জন হয়েন না।

যে ব্যক্তি বাল্যকালে সঞ্চয় করেন, তিনি প্রাচীন হইলে তাহা ব্যয় করিতে সক্ষম হইবেন।

যে দাসগণ নিরন্তর আপন রিপুর অধীনে থাকে, তাহারাই মন্দ দাস।

তোমার রিপুকে শাসন কর, নতুবা তাহারা তোমাকে শাসন করিবে।

মিথ্যা মত মনের কুষ্ঠরোগ স্বরূপ।

যে বিষয় লেখা যায়, তাহা কখন মেধা দেবীর মন্দিরের বহির্ভূত হয় না।

যে জন ধর্ম্মদেবীর মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছে, তাহাকে সম্ভ্রমের মন্দিরে আসিতে না দেওয়া কোন মতে উচিত হয় না।

দীর্ঘায়ু ইচ্ছা অপেক্ষা যত কাল জীবিত থাকা যায় তত দিন সাবধানে থাকা বিধেয়।

যাহারা কেবল মিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ করে, তাহারা কখন স্নেহ করে না।

নীচ লোককে যত প্রশংসা করা যায়, ততই তাহারা অসহ্য হয়।

যিনি পরিমিত ধনে তুষ্ট নহেন, তিনি কখন যথেষ্ট প্রাপ্ত হইবেন না।

মনুষ্যের মেধা জালের ন্যায় অনেক বৃহৎ বস্তুকে ধরে, কিন্তু কেবল ক্ষুদ্রকেই নির্গত হইতে দেয়।

কেবল স্মরণকে আমাদিগের ভাণ্ডারি না করিয়া

যাহা মনে রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা লিখিয়া রাখা উচিত।

কোন ২ সময়ে ধনের প্রতি অবহেলা করিলেও অনেক লাভ জন্মে।

ধন সারের ন্যায় বিস্তারিত না করিলে কোন ফল দর্শে না।

অনেকেই স্বীয় ২ ধনদ্বারা কেবল দুঃখ এবং খেদ ক্রয় করে।

দিনকে দিন এবং রাত্রকে রাত্র করিলেই নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন হইতে পারে।

যে ব্যক্তি আপনি অন্ন পায় না, তাহার কুকুর-পালা বিধেয় নহে।

মন্দের সঙ্গ অপেক্ষা বনে গমন করা ভাল।

লোকে কেবল প্রশংসিত হইবার নিমিত্ত অন্যকে প্রশংসা করে।

যে মনুষ্য অহঙ্কার শূন্য তাহাকেই যথার্থ ধার্ম্মিক কহা যায়।

খলতা বসন্ত রোগ অপেক্ষা মুখকে অধিক নষ্ট করে।

সকল বিষয় কিছু২ জ্ঞাত থাকা অপেক্ষা এক বিষয়ে বিলক্ষণরূপে পারদর্শী হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

দরিদ্র জনের ঔষধি ক্রয় করিবার ক্ষমতা না থাকাতে কেবল আশাই তাহাকে রক্ষা করে।

বিদ্যার গর্ব্ব করাই মূর্খের চিহ্ন।

আমাদিগের দুঃখের সীমা জানিতে পারিলেই আমরা এক প্রকার সুখী হই।

সুখ্যাতি সম্পদ-অপেক্ষা প্রিয়তর।

লোভির সর্ব্বদাই অভাব।

অনেক বিষয়ে মনুষ্যের সময় ব্যয় করা অপেক্ষা ধন ব্যয় করা উচিত।

মনুষ্য আমাদের বন্ধু, এবং সত্যও আমাদের বন্ধু, কিন্তু অগ্রে সত্যকে সম্মান করা বিধেয়।

দুঃখির আশায় কালযাপন করা ভাল, এবং সুখির সাবধানে থাকা শ্রেয়স্কর।

যে জনের সাবধনতা নাই, তাহার ধর্ম্ম কোথায়?

খল বোধ করে খলতা ভিন্ন কোন কার্য্য সমাধা করা যায় না।

বিদ্যা দুঃখির রজত, ধনির হেম, এবং নৃপতিদের রত্নস্বরূপ হয়।

জীবন স্রোতের ন্যায়, নিরন্তর ধাবমান হইতেছে, কখন প্রত্যাগমন করে না।

বীরগণ আমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র, জ্ঞানিগণ আমাদিগের সম্ভ্রমের পাত্র, কিন্তু দাতারাই কেবল আমাদিগের প্রীতির পাত্র হয়েন।

সুজনতা কোন রাজাজ্ঞার মধ্যে নাই, তথাপি তাহাকে সকলে কেন দৃঢ়রূপে পালন করে?——

আ. ন. ঠা.

পাথুরিয়াঘাটা।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, মাঘ। [৩৫ খণ্ড।

হুল্‌কর-রাজ্যের বৃত্তান্ত।

হুল্‌কর-বংশের আদিপুরুষ মল্‌হররাও হুল্‌কর এক ব্যক্তি মেষপালকের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা জাতীয়-বৃত্তি-অনুসারে মেষপালন করিত; এবং মেষলোম-দ্বারা কম্বল প্রস্তুত করিত। সে নীরানদী-তীরস্থ হুল্‌-নামক গ্রামে বাস করিত বলিয়া লোকে তাহাকে হুল্‌কর কহিত। মল্‌হররাও পৈতৃক-ব্যবসায়ে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, ও কাণ্টাজী-কদম-নামক এক ব্যক্তি সেনানায়কের অধীনে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া তাহার সঙ্গে গুজ্জর-দেশ জয় করিতে যাত্রা করেন। ঐ যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রকাশ পাওয়াতে তিনি ২৫ অশ্বের অধ্যক্ষতা পদে অভিষিক্ত হয়েন। মল্‌হররাও যৎকালে তাপ্তি-নদী-তীরে কদমের বাটার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে পেশওয়া ঐ কদমের রাজ্য দিয়া মালব-দেশে সৈন্য প্রেরণ করিবার উপক্রম করাতে মল্‌হররাও অতিস্বল্প-সৈন্যের সহিত সাহস-পূর্ব্বক তাহাদিগের পথ-রোধ করিতে উদ্যত হইলেন। পেশওয়া তাহার অসঙ্গত সাহস ও বীর্য্য সন্দর্শনে মহাতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন; "যে তুমি হতভাগ্য কদমের অধীনত্ব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমার অধীনত্ব স্বীকার কর"। এই পরামর্শে মল্‌হররাও, সম্মত হইয়া অনুমান ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে পেশওয়ার সৈন্য মধ্যে ভুক্ত হইয়া একশত অশ্বের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে শীঘ্রই তাঁহার পদের উন্নতি হইয়াছিল, কারণ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে যে সময় মালওয়া-রাজ্যের সুবাদার দিয়া-বহাদুর পেশওয়ার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন। এবং উক্ত রাজ্যে পেশওয়ার অধিকার হয়, সে সময় মল্‌হররাও পেশওয়ার সেনাপতিত্ব-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ঐ ব্যাপারের কিছু দিন পরে মল্‌হররাও সেনার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে পেশওয়ার নিকট হইতে ইন্দোর রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং ১৭৩৫ শালে নর্ম্মদা-নদীর উত্তরাংশস্থ সমুদায় মহারাষ্ট্র-দেশের কর্ত্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত হন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভুপাল-রাজ্যের নিকটে নিজামুল্‌মুল্কের অধীনস্থ রাজ-সৈন্য-সকল আক্রান্ত হয়; তখন মল্‌হররাও

যুদ্ধে অত্যন্ত সাহস ও পারদর্শিতা প্রকাশিত করেন, এবং পরে তাঁহারই বাহুবল-প্রভাবে নর্ম্মদা-নদীহইতে চম্বল-নদী-পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান মহারাষ্ট্রীয়-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর-বৎসরে মলহররাও পোর্টুগিসদিগের সহিত ঘোরতর সঙ্গ্রাম করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত বাসিন-নামক স্থান আক্রমণ করেন। তদনন্তর তিনি নাদিরশাহের আক্রমণহইতে পেশওয়ার অধিকার রক্ষা করিবার নিমিত্ত হিন্দুস্থানে আসিয়া পেশওয়ার অনেক সহায়তা করেন; কিন্তু নাদিরশাহ মহারাষ্ট্রদেশপর্য্যন্ত গমন করেন নাই; তিনি দিল্লীনগর লুঠ করিয়াই পারস-দেশে প্রত্যাগমন করেন।

১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে যে সময় রোহিলাদিগের সহিত অযোধ্যার নবাবের যুদ্ধ হয়, তৎকালে হুলকর ঐ নবাবের অনেক সাহায্য করেন। পরে কৌশলক্রমে উহাদিগের উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি করিয়া দেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধকালে গাজিউদ্দীন তাহাদিগকে রাজকর প্রদান করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক মুদ্রা ঋণস্বরূপ প্রদান করেন; ও তাহার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকটহইতে হাইদরাবাদের কর্তৃত্ব করিতে এক ফরমান প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে নিজপদে স্থাপন করণার্থে এবং তাহাদিগের ভ্রাতৃবিরোধ-ভঞ্জনার্থে হুলকর ৪০,০০০ হাজার মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা ও রঘুনাথ-রাওকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার সঙ্গে গমন করেন; কিন্তু গাজিউদ্দীন আওরঙ্গাবাদ পৌঁছিয়া কোন ছলনাক্রমে বিষপানদ্বারা হত হইলে হুলকর হিন্দুস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন

এই সময় হুলকরের ও পেশওয়ার ভ্রাতার সহিত মনোবাদেরভাব উপস্থিত হয়, এবং ঐ বৈরতা-উপলক্ষে পেশওয়া-ভ্রাতৃদ্বারা ৮ বৎসরের পর পানিপতে মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। পানিপতের যুদ্ধে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধারা নিহত হয়; হুলকর স্বীয় যুক্তি উপদেশদ্বারা এ বিষয়ের কোন প্রতীকার করিতে পারেন নাই।

মলহররাও ৪০ বৎসর-কাল-পর্য্যন্ত নানাপ্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া ইংরাজি ১৭৬৫ অব্দে পরলোকে গমন করেন। তিনি প্রায়ঃ ৭৫,০০,০০০ পঁচত্র লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্র খুন্দিরাও কালের গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একটি পুত্র ছিল, তাহার নাম মালিরাও। পেশওয়া তাহাকেই হুলকরের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে শিশুসন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই প্রাণত্যাগ করে।

তদনন্তর খুন্দিরাও-হুলকরের উপপত্নী অহল্যাবাই অতি-আশ্চর্য্যরূপে সমস্ত বিষয়কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে লাগিল। তাহার ন্যায়-পরতা ও কর্ম্মদক্ষতা সন্দর্শন করিয়া মালব-রাজ্যের সকল লোকেই তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। ফলতঃ তাহার অসাধারণ দয়া ও অসামান্য বদান্যতার জন্য তাহাকে অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়। তিনি টুকাজী-হুলকর-নামক এক ব্যক্তিকে আপনার সেনাধিপত্য-পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এ ব্যক্তির সহিত অহল্যা বাইর কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ও বারাণসীতে অহল্যা বাই নিষ্পাদিত অনেক সৎকীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

টুকাজী সমস্ত সেনার কর্ত্তা হওয়াতে সুতরাং রাজ্যের উপরেও তাহার কর্তৃত্ব হইয়া উঠিল। ১৭৮০ শালে টুকাজী সিন্ধিয়ার সহিত মি-

লিত হইয়া গুজ্জর-প্রদেশীয় ইংরাজ-সেনাপতি করনেল্ গডাডের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করেন, এবং ১৭৮৬ শালে যখন সেবানুর-প্রদেশের নবাব টিপূসুল্তানের উপর আক্রমণ করে; তৎকালেও তিনি বিশেষরূপে ঐ নবাবের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইউরোপ-দেশে যে প্রকার সৈন্যের শৃঙ্খলা ও রীতি নীতি আছে, ১৭৯২ শালে টুকাজী আপন সৈন্য-সকলকে সেই রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মুশি ও ডুডরুনেক নামক দুই জন করাসীশকে আপনার চারি দল সৈন্যের উপর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।

যে বৎসর তিনি এরূপ সৈন্য প্রস্তুত করেন, সেই বৎসরেই সিন্ধিয়াদিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে তাহার ঐ সুশিক্ষিত সৈন্য-সকল প্রায়ঃ অনেক হত হয়, কিন্তু তথাপি তিনি সে পরাজয়ে নিরুৎসাহী না হইয়া পুনর্ব্বার ঐ প্রকার সেনা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। চিরাভ্যাস-বশত মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের অশ্বারোহণ ও অস্ত্রযুদ্ধ-বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ছিল। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠহইতে অস্ত্রদ্বারা অনায়াসে বহু শত্রু ক্ষয় করিয়া জয় লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে গুলি গোলা ও কামান বন্দুকের পদ্ধতি প্রচলিত হওয়াতে তদবধি তাহাদিগের অনুন্নতি আরম্ভ হইল।

১৭৯৭ শালে টুকাজী লোকান্তর গমন করেন; ও তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে অহল্যা বাই প্রাণত্যাগ করেন। টুকাজীর চারি সন্তানের মধ্যে, খাসিরাও এবং মলহররাও তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত, এবং বিত্তোজী ও যশোমন্তরাও নামক অপর দুই সন্তান তাহার উপপত্নীর গর্ব্ভসম্ভূত। তন্মধ্যে খাসিরাওকে দুর্ব্বল বিকলাঙ্গ ও দুঃশীল দেখিয়া প্রধান রাজকর্ম্মকারিরা দেশব্যবহারানুসারে তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তিতে অনধিকারী করাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু সিন্ধিয়ার রাজা তাহার সপক্ষতা করিলেন; তাহার এক দল যোদ্ধা রজনীযোগে মলহররায়ের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে বধ করে, এবং তাহার একটি শিশু সন্তান সিন্ধিয়ার সেনাপতির হস্তে অর্পণ করে। সেনাপতি তাহাকে ধৃত করত সঙ্গে লইয়া গমন করেন।

বিত্তোজী এবং যশোমন্তরাও উভয়েই তাহাদিগের হস্তহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। অপর বিত্তোজি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিয়ৎকাল দক্ষিণ-প্রদেশে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন; পরে লোকে তাঁহাকে ধৃত করিয়া পুনা-রাজধানীতে লইয়া আইসে, এবং পেশওয়া তাহাকে হস্তির পদতলে বন্ধন-পূর্ব্বক বার২ প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি দেন।

অনন্তর যশোমন্তরাও নাগপুরে রাজার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু রাজা শঠতাপূর্ব্বক তাহাকে বন্দি করিয়া রাখেন। তিনি ছয় মাস কাল ঐ রূপে কারাবাস করিয়া অবশেষে পলায়ন-পূর্ব্বক কিছু দিন গোপনভাবে অজ্ঞাতবাসে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বীয় উৎসাহ ও উদ্যোগদ্বারা এবং পূর্ব্বপুরুষের অসাধারণ সম্ভ্রম হেতু অবিলম্বেই তিনি পুনর্ব্বার লোকসঙ্ঘ করিতে সক্ষম হইলেন, এবং উপর্য্যুপরি কএক বার বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ করিয়া সত্বরেই বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ফরাসিস যোদ্ধা ডুড্রনেকের সুশিক্ষিত সৈন্য ও পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ আমিরখাঁর অধীনস্থ সেনা-সমূহ, ও তাঁহার ভ্রাতা খাসিরাওয়ের যে সকল সৈন্যসামন্ত

ছিল, সে সমস্তই একত্র হইয়া তাঁহার বশীভূত হইল।

তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র খুন্দিরাও-রের নামে আপনাদিগের পৈতৃক রাজ্য রাখিয়া আপনি প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সৈন্যের প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় না পাইয়া তিনি কিছু দিন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শত্রু মিত্র সকলেরি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সৈন্য প্রতিপালন ও আপনার অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে সিন্ধিয়া, পেশওয়া প্রভৃতি হিন্দুস্থানের অনেকানেক রাজ্য লোকশূন্য অরণ্য সমান হইতে লাগিল। পরিশেষে উজ্জয়িনী-দেশে হুলকর-সৈন্যের সহিত সিন্ধিয়া-সেনার এক ঘোরতর সম্মুখ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতে সিন্ধিয়াদিগের অনেক যোদ্ধা নষ্ট হয়; এবং তৎপক্ষেরই পরাজয় হয়। একাদশ জন ইউরোপীয় যোদ্ধার মধ্যে ৭ জন গত হয়, এবং তিন জন সাংঘাতিকরূপে আহত ও বন্দি হয়।

অতঃপর ইন্দোর রাজ্যে এক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়া সিন্ধিয়ার নিকট যশোমন্তরাও পরাস্ত হন, এবং তদুপলক্ষে বিপক্ষেরা তাঁহার রাজধানী লুঠ করে। যশোমন্তরাও অবশেষে অপর কোন উপায় না দেখিয়া আপন সৈন্যদিগকে রতলম-নগর লুঠ করিতে অনুমতি দেন। ইহার পর কিয়ৎকাল তিনি নিয়মিতরূপে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করেন নাই, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অবশিষ্ট সেনা সমভিব্যাহারে করিয়া রাজপুতানা অবধি পুনা-পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের প্রতি নানা দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল গত হইলে পর আক্‌টোবর মাসের ২৫ দিবসে পুনা-নগরে তাঁহার সহিত সিন্ধিয়া রাজার এক মহাসঙ্গ্রাম হয়; এই যুদ্ধে যশোমন্তরাও অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেন, ও সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন; তথা সিন্ধিয়ারাজা পলায়ন করেন। অতঃপর ১৮০২ শালের ৩১ ডিসেম্বর-দিবসে ঐ রাজদ্বয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

তদনন্তর সিতারার রাজার নিকটহইতে যশোমন্তরাও পেশওয়ার রাজ্যে নূতন অধিপতি নিযুক্ত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তৎপদে বিনায়করাওকে অভিষিক্ত করাই মনস্থ করিলেন; এমত সময় বাজিরাওকে এক দল ব্রীটিশ সেনা সমভিব্যাহারে পুনা রাজ্যে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অবরোধ-করণার্থে তথাকার শত্রু-মিত্র-সকল পক্ষই এক যোগ হইল; এই উপলক্ষে সিন্ধিয়ার রাজা যশোমন্তের সহিত মিলন করণাভিলাষে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র খুন্দিরাওকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন। যশোমন্তরাও যদিচ ব্রিটিশ সেনার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু ফলতঃ শীঘ্র তাহা অনুষ্ঠান করেন নাই। অবশেষে হুলকরের সহিত ব্রিটিশ-রাজ্যের বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং কর্‌নেল্ মন্‌সন্ সাহেবের অধীনস্থ এক দল সামান্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া যশোমন্তরাও জয় প্রাপ্ত হইয়া মহাসাহসী হইয়া উঠিলেন, এবং কথিত আছে ৯০০০০ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া ব্রিটিশ পক্ষের দিল্লীনগর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে পরাহত হন। পরে ফরক্কাবাদের এক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যশোমন্তরাও ভরতপুরের রাজার শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার সহায়তায়

উপর্য্যুপরি কএক বার ইংরাজদিগের অনেক অনিষ্ট করেন। অনন্তর ভরতপুরের রাজার সহিত ব্রিটিশদিগের সন্ধি হইলে তথায় আর কোন উপায় না পাইয়া-রাজা রণজীত সিংহের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় যশোমন্ত শিখ-রাজ্যে প্রস্থান করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ইষ্ট সিদ্ধ না হইলে অবশেষে লার্ড লেক সাহেব কর্তৃক ব্রিটিশদিগের নিকট পরাস্ত হন; এবং আপনার অনেক-রাজ্যাদি-ক্ষতি-স্বীকার-পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া স্বীয় সৈন্যসামন্ত লইয়া মালব-রাজ্যে প্রস্থান করেন। এই ঘটনার এক বৎসরের পরে ব্রিটিশ-কর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাঁহার সদ্ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্য ফিরিয়া দেন।

ইং ১৮০৬ অব্দে যশোমন্তরাও নিষ্কণ্টক হইবার মানসে তাহার কারাবদ্ধ ভ্রাতা খাসিরাও এবং তাঁহার গর্ব্ভবতী পত্নীকে বধ করেন। ঐ বৎসরে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র একাদশ-বৎসরের বালক খন্দিরাও বিষ পানদ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

যশোমন্ত রাজ্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে অসঙ্গত অনুরাগী হওয়াতে, ক্রমে তাঁহার বুদ্ধির হ্রাস হইতে লাগিল; এবং পরে তিনি বিক্ষিপ্তপ্রায়ঃ হওয়াতে তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। ঐ কারাগারে ইং ১৮১১ শালে তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হয়।

যশোমন্তের উন্মাদাবস্থায় তাঁহার পুত্র মলহররাও তৎপদাভিষিক্ত হয়; কিন্তু তাঁহার প্রিয়পত্নী তুলসী বাই সমস্ত রাজকার্য্য নিষ্পাদন করিতেন।

যশোমন্তের মৃত্যুর পর অবধি হুল্‌কর-রাজ্যের অতি শীঘ্র২ হ্রাস হইতে লাগিল। ফলতঃ রাজ বিপ্লবের সকল কারণ ঘটিয়া উঠিল, স্ত্রীনায়ক, শিশুনায়ক, এবং বহুনায়ক ইহার কিছুরই আর অপেক্ষা রহিল না; রাজ্যের উপর সকল দোষ ঘটিল। প্রজারা বিহিত বিধানে বিচার প্রাপ্ত হয় না; সেনাগণ বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হইয়া বেতনের জন্য সর্ব্বদা উৎপাত করে; এই সকল অবস্থা সন্দর্শন করিয়া তুলসী বাই তাঁহার এবং সেই শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনাহইতে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় আবেদন করিলেন। এই প্রকার প্রস্তাব মাত্র হইল, কিন্তু বস্তুতঃ কোন ব্যবস্থাই হইল না; অধিকন্তু পেশওয়ার সহিত পুনঃ শত্রুত্ব আরব্ধ হইল। পেশওয়ার পাঠান-কর্ম্মাধ্যক্ষেরা হুল্‌করের সেনাদিগের সকল বেতন পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিল, এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমতঃ তাহারা তুলসী বাইকে বধ-করণ নিমিত্ত তাঁহাকে সিপরা-নদীর তীরে প্রেরণ-করিবার মন্ত্রণা করিল, এবং তাহার প্রধান ২ মন্ত্রিদিগকে কারাগারে রুদ্ধ করিল। পরে মহীদপুরে এক ঘোর সঙ্গ্রামে হুল্‌কর সৈন্য একেবারে পরাস্ত হয়, এবং সুতরাং হুলকর-রাজ্যের অনেক-ক্ষতি-স্বীকার-পূর্ব্বক পাঠানদিগের সহিত তাহাদিগের মনোমত-নিয়মে সন্ধি স্থাপন হইবার প্রস্তাব হয়। ঐ সন্ধির প্রধান নিয়ম এই যে নবাব অমীর খাঁ এবং তাহার শ্যালক গফুর খাঁর জায়গীর যাহা হুল্‌করের অধীন ছিল তাহা এককালে ত্যাগ করিতে হইবেক; কোটা প্রদেশের কর্ম্মকর্ত্তাকে চারিখানি চাকলা নিষ্কর দান করিতে হইবেক, এবং ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে সৎপুরা-পাহাড়ের দক্ষিণাংশে হুল্‌করের যে সমস্ত ভূমি আছে, তাহা ব্রিটিশদিগেরই থাকিবেক। এই নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হইলে পর ব্রিটিশ-কর্ম্মাধ্যক্ষেরা হুল্‌করের অবশিষ্ট সকল রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন।

এই অবস্থায় হুল্‌কর রাজার যে অধিকার ছিল তদ্দ্বারা বার্ষিক ১৩লক্ষ টাকা উপস্বত্ব উৎপন্ন হইত;

কিন্তু ঐ অধিকারস্থ ভূমি সকলের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া তাহাহইতে ২০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক উপস্বত্ব স্থির হইয়াছিল: ঐ টাকার মধ্যহইতে কেবল তিন সহস্র অশ্বারোহী সেনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত।

ইহার পর যশোমন্তের পুত্র মলহররাও বহু-কালাবধি পরমসুখে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার উন্মাদাবস্থার পর একাদশ বৎসর কাল যে মত প্রজারা নানা কষ্ট পাইয়াছিল, রাজ্যের প্রতি নানা উৎপাত ও উপদ্রব ঘটিয়াছিল, তাহার সময়ে তেমনি প্রজারা সকলে সুখে কালহরণ করিতে লাগিল, দিনদিন রাজ্যের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং মলহররাও নিষ্কণ্টকে নিরুপদ্রবে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

*জেম্রোটেন্।

কস্তুরী-মৃগ।

কথিত আছে যে একদা গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে আরূঢ় এক বৃদ্ধ তাহার সন্তানকে সঙ্গে লইয়া হট্টে যাইতে ছিল। পথিমধ্যে তাহাদিগকে দেখিয়া লোকে কহিতে লাগিল, "দেখ, কি নিষ্ঠুর পুরুষ; আপন সন্তানকে হাঁটাইয়া আপনি গাধায় চড়িয়া যাইতেছে।" বৃদ্ধ ঐ কথায় লজ্জিত হইয়া পুত্রকে গর্দ্দভারূঢ় করাইয়া স্বয়ং পদব্রজে চলিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। পথিকেরা ঐ পুত্রকে খরপৃষ্ঠে দেখিয়া

কহিলেক, "এব্যক্তি কি পামর, বৃদ্ধ পিতাকে হাঁটাইয়া আপনি গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে যাইতেছে"। পুত্র ঐ তিরস্কারে খরপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজী হইল, কিন্তু ইহাতেও নিন্দাহইতে ঐ পিতাপুত্রের নিষ্কৃতি হইল না; কারণ তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া অপর কতকগুলি লোকে কহিতে লাগিল, "দেখ, ইহারা কি মূর্খ! হৃষ্ট পুষ্ট একটা গর্দ্দভ সঙ্গে থাকিতেও আপনারা হাঁটিয়া মরিতেছে"। বিবিধার্থে প্রাণিবিদ্যার আলোচনায় আমাদিগের এই বৃদ্ধের দশা উপস্থিত।

আমাদিগের আত্মীয় বন্ধু অনেকেই জীবসংস্থার বর্ণনে অতৃপ্ত হইয়াথাকেন; তাঁহাদিগের বোধে বিবিধার্থের যে কয়েক পৃষ্ঠে পশুপক্ষ্যাদির বিবরণ থাকে তৎসমুদয় ব্যর্থপ্রযুক্ত হয়; তাহাতে অন্য কোন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ থাকিলে অনেকের উপকার দর্শিতে পারে। এতৎপত্রের তিন চারি পৃষ্ঠের অধিক কদাপি প্রাণিবিদ্যার আলোচনায় নিযুক্ত হয় না; তত্রাপি তাহার অনুরোধে তাঁহারা সমস্ত পত্রকে প্রাণিবিদ্যোৎসাহি পত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। অপর কতিপয় বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা কহেন যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ প্রাণিজগের অবস্থা-বিষয়ে অত্যন্ত অজ্ঞ, এবং তৎপ্রযুক্ত প্রচুর-পশুপক্ষিপরিবৃত-দেশে বাস করিয়া ঐ সকল জীবহইতে আপনাদিগের ঐহিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে না; অতএব তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া যাহাতে স্বদেশি-জনগণ জীবসৃষ্টি-হইতে অর্থসাধন করিতে পারেন ইহা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহাতে কোন মতে নিরুদ্যম হওয়া উচিত নহে; যে কোন প্রকারে এতদ্দেশীয় লোক জীবসৃষ্টির বিবরণ সম্যগ্রূপে জ্ঞাত হইতে পারেন ইহা সর্ব্বদা চেষ্টিতব্য। সুতরাং পশুপক্ষির বর্ণন করা না করা উভয়ই কোন না কোন আত্মীয়গণের অতৃপ্তির কারণ হইতেছে। এই উভয়-সঙ্কটে উক্ত বৃদ্ধের ন্যায় পুনঃ২ অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া কোন্ পক্ষ যথার্থ ইষ্ট তাহারই নিরূপণ করা সম্প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতেছে, পশুপক্ষির বিবরণ সুরস সুপাঠ্য নহে; অতি অল্প ব্যক্তি তৎপাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। কি ইংরাজি, কি পারসি, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালি, কি ফরাসিস্, কি হিন্দু যে কোন ভাষায় আমরা জীব-বিবরণ পাঠ করিয়াছি তৎসমুদয় কর্কশ বোধ হইয়াছে; কোন বর্ণনাই কৌতুকাবহ গল্পের ন্যায় মনোরম অনুভূত হয় নাই; পরন্তু জীবসংস্থার বর্ণনায় কুশ্রাব্যতা ভিন্ন অন্য কোন দোষ কেহ আরোপিত করেন নাই; বোধ করি ইহার উপকারিতা বিষয়ে কাহার সন্দেহ নাই। ইহা স্বীকর্তব্য যে "একটা সাদা পোকা আছে, তাহার লেজের কাছে একটা কাল চিহ্ন থাকে; ঐ কীট সাতদিন তুত কি অন্য গাছের পাতা খায়, আট বা দশ দিনের দিন গুটি বাঁধে" এতাদৃশ-বর্ণনায় অল্পলোকের তৃপ্তি জন্মিতে পারে; পরন্তু যখন মনে করা যায় যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র ঐ কীটহইতে উৎপন্ন হয়—তাহার প্রতিপালনে ভারতবর্ষে বিংশলক্ষাধিক মনুষ্য প্রতিপালিত হইতেছে, ও প্রতি বর্ষে দুই কোটি মুদ্রা লভ্য হইয়া থাকে—তখন ঐ কীটের প্রতি সে হেয়জ্ঞান আর কদাপি থাকিতে পারে না। মক্ষিকা কি সামান্য পদার্থ! আশু বোধ হয় না যে তাহার দৈহিক বিবরণ শ্রোতব্য হইতে পারে, অথচ ঐ মক্ষিকা হইতে কত লোক প্রচুর-সম্পত্তি-শালী হইয়াছে! তাহাহইতে কত সহস্র মন মধু ও মোম উৎ-

পন্ন হইয়া আমাদিগের সুখ সংবৃদ্ধি করিতেছে! মালাকা-দেশে শেলে-নামক একপ্রকার মৎস্যের পোঁটা বিক্রীত হইয়া বর্ষে দশলক্ষ টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুন্দরবনে সেই মৎস্য আছে কিন্তু তাহা হইতে কেহ এক পয়সা ও প্রাপ্ত হয় না; একথা জন-সমাজে জ্ঞাত করা ও ঐ মৎস্যের বিবরণ প্রচার করা আশু শ্রুতি-কর্কশ হইলেও অনুচিত বোধ হইতেছে না। তালচড়া পক্ষির ন্যায় মালাকা-দেশে এক প্রকার পক্ষী আছে, কিন্তু তাহার নীড় সামান্য তালচড়ার বাসার তুল্য নহে; তাহা ঐ পক্ষিদিগের মুখামৃতে নির্ম্মিত হয়। ঐ তালচড়ার বাসা বিক্রয় করিয়া তত্রত্য মনুষ্যেরা প্রতি বর্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফণিমনসা গাছে এক প্রকার কীট জন্মায়, তাহা ছারপোকা হইতেও ক্ষুদ্র, পরন্তু তাহার বাণিজ্যে দক্ষিণামরিকার লোক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লাভ করে। এতদ্দেশীয় লাক্ষা কীটও এ বিষয়ের সামান্য দৃষ্টান্ত নহে। তাহা এতাদৃশ ক্ষুদ্র ও এতগুলি কীট একত্রে থাকে যে বোধ হয় তৎপ্রযুক্ত লোকে লক্ষ শব্দের অপভ্রংশে তাহার নাম লাক্ষা রাখিয়াছে। পরন্তু ঐ রূপ ক্ষুদ্র কীট হইতে বর্ষে ১০ লক্ষ মন গালা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ কীটের বিবরণ জানায় লোকের উপকার ভিন্ন কদাপি অপকার সম্ভবে না। যে পশুর লোমে শাল প্রস্তুত হয়, যাহার পুচ্ছে চামর উৎপন্ন হয়, যাহার চর্ম্ম ভিন্ন উত্তম পাদুকা হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহার মাংসে পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য জীবন ধারণ করিতেছে, যাহাদের আশ্রয় ভিন্ন দুর্গম প্রান্তরে যাতায়াতের কোন মাত্র উপায় নাই, সেই সকল জীবের বিবরণ-পাঠে যে ফলাভাব ইহা আমরা কোনমতে অনুভূত করিতে পারি না। ভল্লুকের মেদ বিক্রয় করিয়া রুষিয়া-দেশের মনুষ্য ২০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়; তৈমি-জীবের বাণিজ্যে বিলাতি ৫০০০ জাহাজ নিযুক্ত আছে, তাহাতে অল্পত ৮০,০০০ মনুষ্য উপজীবিকা পাইতেছে। শৃগালের লোম, নকুলের লোম ও বীবর-পশুর লোম সঙ্গ্রহ করিয়া কত সহস্র২ মনুষ্য ধনাঢ্য হইতেছে! উত্তরামরিকায় লোম সঙ্গ্রহ করিয়া এক দল বণিক্ প্রতিবর্ষে ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রে ঝিনুক ধরিয়া অল্পতঃ ১০,০০০ ব্যক্তি জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে; মৎস্যের আঁইস সঙ্গ্রহ করিয়া কত সহস্র ব্যক্তি প্রতিপালিত হইতেছে? কত শত২ জীবের দন্ত, নখ, পক্ষ, কেশ, ত্বচাদিতে মনুষ্যের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতেছে? মনুষ্যের ভক্ষণোপযোগি মৎস্য মাংস প্রতিমাসে কত লক্ষ মোন সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে মনুষ্যের কি পর্য্যন্ত উপকার, একবারমাত্র তাহার চিন্তন করিলে অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে জীবসৃষ্টির জ্ঞান আমাদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় বটে। কোন্ মৎস্য সুখাদ্য ও কি বা অস্বাস্থকর? কোন্ পশু কি উপকারজনক ও কোন্ পশুই বা অনিষ্টকর? কোন্ দেশে কি পশুতে লোকের উপকার সম্ভবে? ও কি উপায়ে হিংস্র ও অহিতকর পশুর উৎসেদ হইতে পারে? কোন্ সর্প বিষাক্ত, ও কোন্ সর্প বিষ-হীন? কোন্ দেশে কোন্ কীট-পতঙ্গ হইতে লোকে কি২ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কোন্ স্থানে কি২ পশু লইয়া গেলে লোকের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে? এই সকল অনুসন্ধানে অবশ্যই জগতের মঙ্গলোন্নতি হইতে পারে, আর যে আলোচনায় ঐহিক-কুশল-সম্ভাবনা, তাহা আশু সুশ্রাব্য না হইলেও যে আমাদিগের নিতান্ত সমাদরণীয়, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করিব; তথা যাহাতে ঐ বাক্য আত্মীয় বন্ধু সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা আমাদের চেষ্টিতব্য, ইহাও নিয়ত অঙ্গীকার করিতে হইবে।

যে পশুর প্রসঙ্গে আমরা এ পর্য্যন্ত লিখিলাম, তাহাকে অল্প লোকে চিনিতে পারিবেন, পরন্তু সে আমাদিগের কথিত বাক্যের পোষক বটে; ভুবনবিখ্যাত কস্তুরী ঐ পশুহইতে উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বে ইহার বাসস্থান; তথায় নীহারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে কষ্টে উৎপন্ন যথাকথঞ্চিৎ তৃণ অবলম্বন করিয়া এই পশু দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহার পদচতুষ্টয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম; দূরহইতে তাহাতে জঙ্ঘাদির বিভিন্নতা বোধ হয় না, এই প্রযুক্ত সামান্য গল্প আছে, যে কস্তুরিকা পশুর হাঁটু নাই।

এই পশুর অবয়ব হরিণ-তুল্য, এই কারণবশতঃ ইহা মৃগ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, পরন্তু মৃগহইতে ইহার অনেক অংশে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় না, হরিণের ন্যায় ইহার চক্ষুর্মূলে অক্ষিছিদ্র নাই; অপর ইহার উপর মাড়িতে জাত দুই গজদন্ত মুখহইতে দুই তিন অঙ্গুল বহির্নির্গত হইয়া থাকে। ইহার লোম স্পর্শ করিলে ইংরাজী কলমের পালখের ন্যায় ককশ বোধ হয়। কস্তুরী ইহাদিগের নাভিদেশে জন্মে, পরন্তু এই পশু প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে ঐ পদার্থ উৎপন্ন হয় না; অপর তাহার গন্ধও সর্ব্বদা সমান থাকে না। তাহাদের ঋতুকালেই ঐ গন্ধদ্রব্য অত্যন্ত সুবাসিত হয়।

ভারতবর্ষে কস্তূরী তিন দেশহইতে আসিয়া থাকে, তদ্যথা আসাম, নেপাল, এবং কাশ্মীর; তন্মধ্যে আসাম-দেশের কস্তূরী উত্তম, ও কাশ্মীরাগত কস্তূরী অধম।

কস্তূরী-মৃগের সংখ্যা অতি অল্প, এবং তাহাকে বধ-করাও সুকঠিন, সুতরাং কস্তূরী অত্যন্ত অধিকমূল্যে বিক্রয় হয়, এবং অনেকে যৎকিঞ্চিৎ কস্তুরীতে মাংসখণ্ড ও শোণিত মিশ্রিত করিয়া কৃত্রিম চর্ম্মলোমে মণ্ডিত করত বিক্রয় করিয়া থাকে; পরন্তু তাহার কৃত্রিমত্বের পরীক্ষা করা কঠিন নহে। কৃত্রিম কস্তুরী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিলে যে প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়, প্রকৃত কস্তুরীতে তাহা সম্ভবে না। কোন২ সময়ে এককালে ১০০০—১৫০০০ নাভা এতদ্দেশে আনীত হইয়া থাকে।

কস্তুরিকা-মৃগের সদৃশ ভারতসমুদ্রীয়-দ্বীপে কতকগুলি ক্ষুদ্র পশু আছে, কিন্তু তাহাদিগের নাভিতে কস্তুরী উৎপন্ন হয় না। ২৪৬ পৃষ্ঠে যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কস্তুরিকামৃগ-বংশজাত। তাহাদের জন্মস্থান জাবা-দ্বীপ; তথায় তাহারা অতি মনোহর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; ফলতঃ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র হরিণ লোকের প্রিয় হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। জাবাদ্বীপে এই পশু "সেব্রোটেন্" নামে বিখ্যাত। কলিকাতায় ইহা কখন২ আনীত হইয়া থাকে।

লৌহ। *

বিশ্বপাতার অনুকম্পায় পৃথিবীস্থ যে দ্রব্যের যে পরিমাণে প্রয়োজন তাহা সেই পরিমাণেই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কোন দ্রব্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক বা অল্প দেখা যায় না। কি স্থাবর, কি অস্থাবর, সকল-পদার্থ-সম্বন্ধেই এই নিয়ম সুপরিব্যক্ত আছে,

* "লৌহস্বর্ণের বিবাদ" নামক প্রস্তাবের পূর্ব্বেই এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দৈবাৎ তাহা না হওয়াতে ইহা পুনরুক্ত বোধ হইতেছে।

কুত্রাপি ইহার অন্যথা সম্ভাবনীয় নহে। খাদ্যজীব অপেক্ষায় খাদকজীবের সঙ্খ্যা অল্প, ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। প্রয়োজনীয় গো অপেক্ষায় অপ্রয়োজনীয় ব্যাঘ্র কত অংশে অল্প? যে পরিমাণে ধান্যাদি শস্য জন্মে, তাহার সহিত সুস্বাদু অথচ অপৌষ্টিক দাড়িম্বের তুলনা কেহই করিবেন না। সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষায় সুন্দর ধাতু বটে, কিন্তু লৌহ-তাম্রাদি-ধাতুতে আমাদিগের যে সকল উপকার দর্শে, সুবর্ণে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনীয় নহে। মনুষ্যের ঐহিক-সুখ-সংবর্দ্ধনার্থে লৌহ যাদৃশ উপকারী অপর কোন ধাতু তাদৃশ নহে। রজত, কাঞ্চন, সীসক, তাম্রাদি ধাতু পৃথিবীতে না থাকিলে আমাদিগের কোন বিশেষ অনিষ্ট হইবে না; কিন্তু অত্যল্পকাল লৌহবিহীন হইলে আমাদিগকে পশুহইতেও অধম হইতে হয়—গৃহ, বস্ত্র, অলঙ্কার শস্যাদি কিছুই আমরা বিনা লৌহে প্রস্তুত করিতে পারি না। ক্ষুধার্ত্ত-কুক্কুট-পক্ষে হীরক যাদৃশ, লৌহের অভাবে সুবর্ণ আমাদিগের পক্ষে তাদৃশ হইয়া উঠে। স্বর্ণ-বলয় অপেক্ষায় দা, কুড়ুল, ছুরী, যে কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহার বর্ণনা করা যাইতে পারে না। এই প্রযুক্তই জগৎপাতা কাঞ্চনাপেক্ষায় লৌহ-তাম্রাদির পরিমাণ অপরিমেয় অধিক করিয়াছেন।

প্রায়ঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লৌহ পাওয়া যায়—কি নীহারাবৃত হিমমণ্ডল, কি উত্তপ্ত গ্রীষ্মমণ্ডল, সর্ব্বত্রই লৌহ বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষের প্রায়ঃ সকল স্থানেই লৌহ অনায়াসে প্রাপ্তব্য, এই প্রযুক্ত এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন, যে "ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে লৌহ পাওয়া যায়, এতদপেক্ষায় কোথায় লৌহ পাওয়া যায় না, ইহা নির্দ্দিষ্ট করা কঠিন"।

স্বভাবসিদ্ধ পরিশুদ্ধ লৌহ কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই; ধাতুরূপেও ইহা খনিতে সুপ্রাপ্য নহে। স্বভাবসিদ্ধ ধাতুরূপ যে লৌহ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিকেল্ নামক এক বিশেষ ধাতু মিশ্রিত আছে; খনিজলৌহে ঐ নিকেল্ ধাতুর সম্পর্ক দেখা যায় না; অপর নিকেলের সহিত মিশ্রিত লৌহপিণ্ড আকাশহইতে পড়িতে দেখা গিয়াছে; এই প্রযুক্ত পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে নিকেল্-মিশ্রিত যত লৌহ পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদায়ই আকাশহইতে আগত। জিলা বাঙ্কুড়ার শালকা-গ্রামে ইং ১৮৫১ অব্দের ৩০সে নবেম্বর রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়ে কএক ব্যক্তি আকাশহইতে এই প্রকার লৌহপিণ্ড পড়িতে দেখিয়াছিল; ও পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ অনেকেই ঐ লৌহপিণ্ড ভগ্নকরত তাহার এক২ খণ্ড গৃহে লইয়া যায়। তাহার এক খণ্ড এইক্ষণে কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটী নাম্নী সভার সঙ্গ্রহালয়ে বর্ত্তমান আছে। রাজমহলের নিকটস্থ খড়্গপুরের পাহাড়ে এই প্রকার ১।।০ মোন পরিমিত একখণ্ড লৌহ পড়িয়াছিল। পিরুদেশে ডন্ রুবিন্ ডিসেলিস্ নামা এক ব্যক্তি এই প্রকার এক লৌহখণ্ড দেখিয়াছিল, তাহার পরিমাণ ৪০৫ মোন।

খনিমধ্যে যে সকল লৌহ পাওয়া যায়, তাহা অক্সিজিন বায়ু, কয়লা, গন্ধক, মৃত্তিকা, বা সেঁখুয়ার সহিত মিশ্রিত থাকে; ঐ সকল পদার্থহইতে পৃথক্ করাই লৌহশোধন-কার্য্যের প্রধান কল্প।

যে বায়ুতে পৃথিবী সমাবৃত আছে, তাহা দুই অংশে পৃথক্ হইতে পারে, তাহার একের নাম অক্সিজিন, ও অপরের নাম নাইট্রোজিন্; তন্মধ্যে অক্সিজিন্ আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়; তাহাই আমাদিগের জীবনাবলম্বন; তদ্ভিন্ন শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না, ও তদ্বিরহে প্রায়ঃ কোন পদার্থই অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইতে পারে

না। লৌহের সহিত ঐ বায়ুর অনায়াসে মিলন হইয়া থাকে; এই প্রযুক্ত লৌহ স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ থাকে না, অবিলম্বে তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়; ফলতঃ তাহার মিলনেই লৌহে মরিচা পড়ে। আমরা যে সকল লৌহ ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশ ঐ মরিচাহইতে প্রস্তুত হয়। ঐ মরিচাপ্রযুক্ত গেরিমাটি রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ মরিচার সহিত কয়লার সংযোগ হইলে তাহার বর্ণ শুক্ল, পীত, রক্ত বা পিঙ্গল হইয়া থাকে। কয়লামাত্র-মিশ্রিত লৌহ সীসকের ন্যায় কোমল, এবং "প্লম্বেগো" নামে প্রসিদ্ধ। কাষ্ঠের পেন্‌সিল্ নির্ম্মাণ করিতে ঐ প্লম্বেগো পদার্থ ব্যবহৃত হয়। গন্ধক-মিশ্রিত লৌহ শুক্ল, পীত, কৃষ্ণাদি, নানাবর্ণের হইয়া থাকে।

এই সকল নানাপ্রকার লৌহ-পদার্থ প্রায়ঃ স্থূলপিণ্ডরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাহইতে লৌহ প্রস্তুত করিতে হইলে আদৌ ঐ পিণ্ড বড় খোয়ার ন্যায় চূর্ণ করিতে হয়; পরে তাহা এক দিন বা ততোধিক কাল অগ্নিতে পোড়াইলে তাহাহইতে বাষ্প, গন্ধক, সেঁখুয়া প্রভৃতি পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। অতঃপর ফাঁপা-থামের ন্যায় এক চুল্লীমধ্যে ঐ লৌহকে চুনের পাথর চূর্ণ ও কয়লার সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিয়া দ্বাদশ ঘণ্টাকাল ক্রমাগত বৃহৎ জাঁতাদ্বারা বা অন্য কোন যন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে অত্যন্ত প্রখর করিয়া রাখিলে লৌহ গলিয়া চুল্লীর নিম্নভাগে পড়ে। পরে চুল্লীর নিকটে কতক বালুকা ছড়াইয়া তাহাতে পয়ঃপ্রণালিবৎ ছিদ্র করত, চুল্লীর নিম্নভাগে এক ছিদ্র করিলে দ্রবীভূত লৌহ নির্গত হইয়া ঐ পয়ঃপ্রনালীবৎ ছিদ্রে নিপতিত হয়। ঐ দ্রবীভূত লৌহের নাম; "পিগ্‌আয়ারন" বা "ঢালাই-লোহা"। ঢালাই-কর্ম্মের নিমিত্ত এই লৌহ অনেক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পরন্তু স্থিতিস্থাপকত্ব তান্তবত্ব প্রভৃতি লৌহের প্রধান গুণসকল ইহাতে থাকে না; সুতরাং ঐ লৌহে অস্ত্র বা যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও তার বা পাত প্রস্তুত হইতে পারে না। ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে আদৌ ঐ ঢালাই-লৌহকে দুইঘণ্টাকাল অত্যন্ত প্রখর উত্তাপে দ্রব করিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে ঐ লোহহইতে কয়লা অক্‌সিজিন-বায়ু প্রভৃতি পদার্থ নির্গত হইয়া লৌহ শুদ্ধ হয়। এই শোধন-কার্য্যের পর ঐ লৌহকে জলে শীতল করিতে হয়; ও তদনন্তর অপর এক চুল্লীতে ঐ লৌহ দ্রব করিয়া দ্রবাবস্থায় ক্রমাগত বিলোড়ন করিতে হয়; তদ্দ্বারা লৌহ হইতে অনেক বায়ু নির্গত হয়, ও লৌহ ক্রমশঃ কঠিন পিণ্ড হইয়া যায়। ঐ কঠিন পিণ্ড পরিশুদ্ধ লৌহ; তাহাতে লৌহের সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকে। তাহাকে পিটিয়া চাদর করা যাইতে পারে; গণ্ডিগাছ-বৎ লৌহযন্ত্রে চাপিয়া গরাদিয়া বানান যায়; ও ডাই নামক যন্ত্রে টানিয়া তার বানান যাইতে পারে; অধিকন্তু কয়লার সহিত বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা ঐ লৌহকে পুনঃ দ্রব করিলে ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লৌহ-প্রস্তুত-করণের এই প্রক্রিয়া বিলাতে প্রচলিত আছে; এতদ্দেশে ইহার প্রচার নাই। ভারতবর্ষের যে২ স্থানে লৌহ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তথাকার লোকেরা ক্ষুদ্র চুল্লীতে অল্পপরিমিত লৌহ-মৃত্তিকা উত্তপ্ত করিয়া পুনঃ২ পিটিয়া লৌহ প্রস্তুত করে; পরন্তু তাহাতে ব্যয় ও পরিশ্রম অধিক, এবং এককালে অধিক লৌহ প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। অধুনা লৌহ-পথ লৌহ-পোত প্রভৃতি বৃহৎ২ কার্য্যের নিমিত্ত প্রচুর-পরিমাণে লৌহের প্রয়োজন; ঐ প্রয়োজনীয় লৌহ এতদ্দেশীয় প্রথায়

প্রস্তুত করিলে প্রচুররূপে উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব ভরসা করি এইক্ষণে এতদ্দেশীয় ধনিব্যক্তিরা বিলাতীয়-প্রথানুসারে লৌহ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের ও আপন২ উন্নতি সাধন করিতে ত্রুটি করিবেন না। বিলাতীয় প্রথায় ২৮০ চুল্লাতে প্রতিবর্ষে প্রায়ঃ দুই কোটি মন লৌহ প্রস্তুত হইয়া থাকে; তাহার মূল্য প্রায়ঃ দশ কোটি টাকা হইবেক। এতদ্দেশে লৌহ-খনির কোন অভাব নাই; উৎসাহান্বিত ব্যক্তি ও অর্থের সাহায্য হইলেই ভারতবর্ষীয় জনগণ বীরভূম ও পাচেতের খনি হইতে অনেক কোটী টাকা উৎপন্ন করিতে পারেন। অধুনা উত্তম পাথুরিয়া কয়লার ও লৌহের খনি সুবর্ণ-খনি-হইতেও লাভজনক; অতএব ধনার্থি খনি ব্যক্তিদিগের এবিষয়ে মনোযোগ করা অত্যন্ত আবশ্যক; ভরসা করি স্বদেশীয়গণ এবিষয়ে মনোনিবেশ করিতে ত্রুটি করিবেন না।

মোল্লাজীর পাঠশালা।

কোন স্থানে এক জন মোল্লা কতকগুলি বালকদিগকে পাঠ-শিক্ষা করাইয়া কালযাপন করিত। এক দিন এক বালকের পিতা আসিয়া মোল্লাকে কহিল, "মিঞা সাহেব, আমার পুত্রকে আপনি কিছুমাত্র শিক্ষা দেন নাই। সে কেবল দিবা-রাত্রি খেলা করিয়া বেড়ায়, পড়িবার নামও করে না, আর আমার কথায় দৃক্‌-পাতও করে না"। মিঞাজী একথায় অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "ক্যা সাহেব, ধাপ্‌ দেশের কাপ্‌ বিচার উল্ট-কাটার মাপ্‌; আমি এক-বর্ষ-পর্য্যন্ত কত পরিশ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া গাধাহইতে মানুষ করিলাম, তুমি বল আমার পুত্রকে কিছুই শিখাও নাই"। মীঞাজীর একথায় সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া আস্তে২ প্রস্থান করিল। পরন্তু ধনাঢ্য এক জন ধোবা ও তাহার স্ত্রী ঐ কথোপকথন শুনিয়া মোল্লাজীর নিকট অগ্রসর হইয়া জোড়হস্তে বিনয়পুরঃসর কহিল, "মীঞাজী সাহেব, যত টাকা চান ততই দিব, কিন্তু আমার গাধাটিকেও মানুষ করিয়া দিতে হইবে"। মোল্লা মনে২ বুঝিলেন, এ দুই জনেই গণ্ডমূর্খ; হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুরই জ্ঞান নাই, অথচ ধনে পরিপূর্ণ, তাহাদিগের কাছে কিছু হাতমারাই শ্রেয়ঃ। এই মনন করিয়া কহিলেন, "একটী হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়া গাধাকে আমার এখানে রাখিয়া যাও, এক বৎসরমধ্যে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে"। রজক তৎক্ষণাৎ এক হাজার-টাকা-প্রদানপূর্ব্বক আপন গাধাটিকে সেখানে রাখিয়া গেল।

একবৎসর অনন্তর রজক রজকিনী মোল্লাজীর নিকট আইলে, তিনি কহিলেন, "আহা! তোমরা দুই দিন পূর্ব্বে আসিতে তো তোমাদের গাধাটির সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিত। এখন সে জৌনপুর-গ্রামে কাজীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছে"। ধোবা জিজ্ঞাসিল, "মিঞাজী সাহেব, এখন আমরা তাহাকে কেমন করে পাইব"। তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা তাহাকে বাঁধিবার দড়ী, দানা, আর গামলা সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামে কাজীর সম্মুখে গিয়া এমত স্থানে দাঁড়াইবে, যে তিনি আপনার দড়ী দড়া দেখিয়া তোমাদিগকে চিনিতে পারেন; পরে যখন তোমাদিগকে তিনি নিকটে ডাকিবেন, তখন তোমরা তাঁহার সঙ্গে নিরালায় বসিয়া এই সব বৃত্তান্ত জানাইবে; অবশ্যিই তিনি আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকটিত

করাতে তোমাদিগকে ভয় দেখান, তথাপি তোমরা ডরিও না, বরং বলিবে যে আপনি যদি এ কথায় বিশ্বাস না জান, তবে চলুন, আপনার শিক্ষক মোল্লাজীর কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন: আমরা কি কোন দলীল না পাইয়া এত বড় মান্যলোকের নিকটে অমনি দড়াদড়ি গামলা লইয়া আসিয়াছি"।

মোল্লাজীর এই কথানুসারে তাহারা জোনপুরে গিয়া উক্ত-নিয়ম-পূর্ব্বক কাজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। "ইহারা দুই জনে বমালশুদ্ধ লইয়া আমার কাছে অভিযোগ করিতে আসিয়াছে, ইহারা যথার্থ বাদী হইবে", এই বোধে কাজী তাহাদিগকে নিকটে ডাকিলেন। তাহারা মনে করিল, যে বুঝি আপনার বাঁধিবার দড়া ও খাইবার গামলা দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া নিকটে ডাকিতেছেন, ও ঐ বোধে হর্ষপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল।

কাজী ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা দড়াদড়া গামলা লইয়া কি ফরিয়াদ করিতে আসিয়াছ"? তাহারা কহিল, "সে কথা আমরা নিরালায় বলিব"। পরে কাজী একান্তে গিয়া বসিলে, তাহারা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শুনাইল। তাহা শুনিবামাত্র কাজীসাহেব অপ্রস্তুত হইয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন, "যে কোন সুচতুর ব্যক্তি ইহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞান রহিত জানিয়া প্রতারণা করিয়াছে, আমি যদি এবিষয়ে অস্বীকার করি, তবে এই মূর্খ বেচারা রাষ্ট্র করিয়া বেড়াইবে, এবং আমাকেও ছাড়িবে না; অপর যদ্যপি স্বীকার করি, তথাপি লজ্জার বিষয়; যাহা হউক, অস্বীকার করিয়া রাষ্ট্র করা অপেক্ষা আপনাআপনি স্বীকার করা ভাল"। কাজী এপ্রকার বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য বটে, এখন তোমরা কি চাহ"? তাহারা কহিল, "আমাদের সন্তানাদি কেহ নাই; অতএব কালবশতঃ আমাদের পরলোক হইলে তুমি আমাদের পুত্রবৎ গোর দিবে, আর যত বিষয়াশয় আছে তাহা ভোগ করিবে, আমরা এই চাহি"। কাজীসাহেব ভাবিলেন, "একথা কোন ভদ্রলোক শুনিতে পাইলে অত্যন্ত লজ্জাদায়ক হইবে; এবং এখন যাহারা আমাকে কাজীসাহেব বলিয়া মান্যমান করিতেছে, সে সকলে পাজী বলিয়া আহ্বান করিবে, অতএব গোপনে এই পাগলদিগকে শান্ত করাই শ্রেয়;" অপর এপ্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহাদিগের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন।

কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব-নাটকের সমালোচন।

স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই অনুকরণে রত। অন্যের অবস্থা, অন্যের ভাব, বা অন্যের রাগদ্বেষাদি ধর্ম্ম উজ্জ্বলরূপে মনে বিকসিত হইলেই সেই ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের অনুকরণ করিতে প্রায়ঃ সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। কদাপি ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ প্রবৃত্তি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুকরণ-ক্রিয়া মনুষ্যমাত্রেরই আনন্দজনক। বালকেরা ইহাতে সর্ব্বদা তৎপর; পিতৃমাতৃ বয়স্য পরিজন প্রভৃতিরা, জীবনযাত্রায় যে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন করে, বালকেরা তাহার অনুকরণ করিতে নিয়ত অনুরত থাকে; তাহাদিগের অত্যন্ত প্রমোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে ঐ অনুকরণ-কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষুদ্র-গৃহের স্থাপন করা, তাহাতে মৃত্তিকাদি পদার্থদ্বারা কাল্পনিক অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, কাষ্ঠপুত্তলিকাকে পুত্রকন্যার ন্যায় লালনপালন করা, তাহার বেশভূষা ও কল্পিত বিবাহাদি-সং-

স্কার সমাধা করা, অপেক্ষায় বালিকার পক্ষে প্রিয়তর ক্রীড়া কিছুই দেখা যায় না; ও বালকের পক্ষে গুরুমহাশয় হওয়া, রাজা হওয়া, চোর হওয়া, কল্পিত অশ্বারোহণ করা প্রভৃতি কার্য্যই অত্যন্ত প্রমোদজনক। বাল্যকালাবধি এই রূপ অনুকরণস্পৃহা বর্দ্ধমানা হইতে২ অধিক বয়স্ককে অভিনয়ের সৃষ্টি করায়; ফলতঃ ইহলোকে যে সকল ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে প্রমোদ-জননার্থে তাহার অনুকরণের নাম "অভিনয়"। *

এই প্রকারে অনুকরণকে অভিনয়ের মূল বলিয়া স্বীকার করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে পারে, যে, যে ঘটনাদি যে২ ব্যক্তি দ্বারা সম্বহিত হয়, অভিনয়েও তত্তাবৎ ব্যক্তির উপস্থিতি থাকা আবশ্যক। ঐ সকল ব্যক্তির প্রকৃতি অবয়ব, গঠন, দীর্ঘতা, খর্ব্বতা, বয়ঃক্রম, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যে প্রকার হয় অভিনয়েতে সেই সকলের অবিকল অনুকরণ না হইলে সাতিশয় রসের হানি হয়। অপর প্রকরণবশতঃ অভিনয়েতব্য ব্যক্তিদিগের হাব ভাব কটাক্ষ এবং বাক্স্ফূর্ত্তিরও অনুকরণ করা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের পরিচ্ছদ, পদচিহ্ন, বয়ঃক্রম এবং দেশাচারও অবিকল অনুকরণীয়; তাহা নহিলে কে রাজা, কে মন্ত্রী, কে সভ্য, কে প্রতীহারী, তাহার নির্ণয় হওয়া কঠিন হয়; সুতরাং অভিনয়েরও বৈফল্য। এবম্প্রকারে অভিনয় সম্পাদনার্থে রূপের আরোপ করিতে হয় বলিয়া সাহিত্যগ্রন্থে নাটককে "রূপক" † শব্দে বিধান করে।

অনেক কবিতা আছে, যাহাতে ভাব ও ছন্দোলঙ্কারের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, অথচ তাহা রঙ্গভূমিতে পাঠ করিলে কাহার মনোরঞ্জন হয় না; অপর কতগুলি কবিতায় ছন্দোলঙ্কারের অনেক ব্যত্যয় আছে, তথাপি রঙ্গভূমিতে মনোরঞ্জন কারিতা গুণ অতি স্পষ্ট দেখা যায়। এই প্রযুক্ত সাহিত্য-কারেরা কাব্যকে "দৃশ্য" ও "শ্রব্য" * এই দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন; তন্মধ্যে দৃশ্য কাব্য "রূপক" বা "অভিনয়" নামে বিখ্যাত। ঐ অভিনয়রূপ-কবিতার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে তাহার কবিত্ব ও অভিনয়ত্ব উভয়গুণের আলোচনা করিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে নাটকের অধিকাংশ গদ্যে রচিত, তাহাতে কি কবিত্ব থাকিতে পারে? অতএব বক্তব্য যে কবিত্ব শব্দে ছন্দ ও অলঙ্কার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কালিদাস ও বররুচি যে ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছেন, ও যে অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, এই ক্ষণকার অনেক কবি তদ্রূপ করিয়া থাকেন, অথচ তাহাতে কেহই কালিদাস হইতে পারেন নাই। মেঘদূতের ছন্দঃ প্রবন্ধাদি সকল লক্ষণের অনুকরণে কোন নব্য কবি "পদাঙ্কদূত" রচিত করিয়াছেন, তথাপি উভয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্যবৎ ভেদ রহিয়াছে; মেঘদূতের রমণীয় সুন্দর রস পদাঙ্কদূতের কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে; অতএব কহিতে হইবে রসই † কবিতার প্রাণ; তদ্ভিন্ন কদাপি উত্তম কবিতা হইতে পারে না। কেবল ছন্দোলঙ্কারে কবিতা ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্তি, উভয়ই সমান, প্রকৃতির অনুরূপ বটে, কিন্তু প্রকৃতপদার্থ নহে। রূপকে এই ভাব রক্ষার নিমিত্ত আদৌ যে

* ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ। অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণই অভিনয়। সাহিত্যদর্পণে ৬ পরিচ্ছেদে ২৭৪ কারিকা।

† রূপারোপাত্তু রূপকং। সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে ২৭৩ কারিকা।

* দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৭২ কারিকা।

† বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। সাহিত্যদর্পণে ৩ কারিকা।

আখ্যায়িকা-ঘটিত নাটক রচনা করিতে মানস হয়, তাহাতে কেবল ঐ সকল প্রসঙ্গ একত্রিত করা আবশ্যক, যাহাতে হাস্য, করুণা, বীর, রৌদ্র, ভয়ানকাদি রসের উদ্দীপন হইতে পারে—সামান্য-কথায় মুখ্যকল্পের ব্যাঘাত না হয়; ফলতঃ কবিদিগের প্রধান চাতুর্য্য এই যে সামান্য কথার পরিহার-পূর্ব্বক কেবল মুখ্য কথা-সকল এপ্রকারে একত্র করেন, যাহাতে আখ্যায়িকার কোন অংশ অসঙ্গত ও অসম্ভব বোধ না হয়। আখ্যায়িকা মিথ্যা হউক, বা সত্য হউক, তাহাতে কোন হানি হয় না; কিন্তু মনুষ্যের যে অবস্থায় যে ভাব উদয় হয়, বাক্যদ্বারা তাহার আবিষ্কার ও অভিনয়রূপে তত্তদাকারের উৎপাদন করাই কবিদিগের মুখ্য কল্প; তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যত্যয় হইলেই রসের হানি হয়।

অসাধারণ ক্ষমতা-ভিন্ন সর্ব্বত্র এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া নাটক রচিত হইতে পারে না; সুতরাং শুদ্ধভাবান্বিত রূপক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রায়ঃ দুই সহস্র বৎসরাবধি এতদ্দেশে অনেক কবি অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়াও শকুন্তলার সদৃশ রূপক উৎপাদন করিতে পারেন নাই। স্পেনদেশে লোপ্ ডি বেগা নামা এক জন কবি ১২৭০ খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একখানিও সহৃদয় মহাশয়েরা পাঠ করিতে উৎসুক নহেন।

সমস্ত-আমোদজনক পদার্থজাত মধ্যে এবম্প্রকার রূপকের-দর্শন সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট; ইহাতে মন ও বুদ্ধির সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয় সন্তৃপ্ত হইয়া থাকে; গীতনৃত্যাদি অন্য কোন আমোদে তাদৃশ সুখের সম্ভাবনা নাই। এই প্রযুক্তই প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে গ্রীকজাতি, রোমীয় জাতি, চীন-জাতি এবং হিন্দুজাতীয়েরা রূপকদর্শনে অত্যন্ত সমুৎসুক ছিলেন, এবং স্ব২ দেশে যে কোন উৎসব হইলেই ঐ রূপকের প্রচার করিতেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের ও এবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহারা ইহাতে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতেন, এবং কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি অগ্রগণ্য মহাকবিরা উৎকৃষ্ট রূপক রচনায় যত্নশালী ছিলেন। তাহাতে ঐ মহানুভাবদিগের যত্নও ব্যর্থ হয় নাই; তত্তৎকৃত শকুন্তলা বীরচরিতাদি নাটক রূপকরচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল আশ্চর্য্য রচনায় কবিদিগের অদ্ভুতকৌশলে বাক্যদ্বারা লৌকিক ঘটনাসকল এমনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে তৎস্মরণে বুদ্ধির ব্যতিক্রম হইয়া তাহাতে সত্যের ভাণ হইয়া থাকে; ভূতকালের ব্যাপার বর্ত্তমান হইয়া উঠে, মিথ্যা সত্য হয়, এবং চিত্রিত পদার্থের অনুকূলে মন কামক্রোধাদি রসে আর্দ্র হয়। কবিদিগের কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা! তদ্দ্বারা তাঁহারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অলীক কল্পিত গল্পদ্বারা দর্শকমাত্রের বুদ্ধিকে জড়ীভূত করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে অনায়াসে তাহাদিগের মনকে কখন হাস্য, কখন মধুর, কখন বা করুণা রসে মুগ্ধ করিতেছেন, ও অনেককে ক্রন্দন করাইয়া আনন্দ প্রদান করিতেছেন!

এই মনোহর বিনোদ দুর্দ্দান্ত যবনদিগের রাজ্যকালে এতদ্দেশে একেবারে বিলুপ্ত হয়। কবি ও পণ্ডিতেরা দুই এক খানি উৎকৃষ্ট রূপক রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ জনগণের মনে তাহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে এইক্ষণে ঐ দুরবস্থার লোপ হইতেছে; এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে কবিতাসুধাকরের উদয় করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে

এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্ম্মল চন্দ্রোদয়ের আদিকিরণ বলিলে বলাযায়।

পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েক খানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমিচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।

প্রস্তাবিত নাটক খানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্য-রচনায় তৎপর। তিনি সমিচীন-যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। আমরা স্বয়ং উপঢৌকনস্বরূপে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তৎপাঠে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর গ্রন্থকারের নিকটে প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। উক্ত গ্রন্থের পাঠাবধি তাহার গুণ-বর্ণনেও আমাদিগের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু মহোদয় ব্যক্তিরা, উপকৃত ব্যক্তিকৃত উপকারের প্রতি প্রশংসাবাদ অপেক্ষায়, পক্ষপাতবিহীন ব্যক্তির মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণে অধিক পরিতৃপ্ত হন, এই কারণ এবং সহৃদয় আত্মীয়গণের বিশেষ অনুরোধবশতঃ, কেবল স্বাভিমত তদ্গুণ বর্ণন না করিয়া "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" পাঠসময়ে তদ্গুণ বিষয়ে আমাদিগের মনে যে২ স্থানে যে২ ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহাতে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা নাই বটে, পরন্তু বোধ করি, আত্মীয়বর্গ, গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গ সুতৃপ্ত হইবেন। "বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে" অভিনয়দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকারে রূপক-রচনা সর্ব্বদাই করিতেন। "ধূর্ত্ত-নর্ত্তক" "কৌতুকসর্ব্বস্ব" প্রভৃতি রূপক সকল এই অভিপ্রায়েই প্রস্তুত হইয়াছিল। জগদীশ নামা এক জন কবি, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞদিগের অধর্ম্মোৎসেদার্থে "হাস্যার্ণব" নামে একটি রূপক প্রস্তুত করেন। যদিচ তাহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে; তথাপি তাহা কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের আদর্শ স্বরূপ বলিলে বলা যায়। তাহাতে অন্যায়সিন্ধু-রাজা আপন নগর ভ্রমণ করিতে২ সাধ্বী স্ত্রী, গেহিন্যনুরক্তস্বামি, ধর্ম্মের সমাদর, অধর্ম্মের অবহেলা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে যাহাতে ব্রাহ্মণে পাদুকা প্রস্তুত করে, ও অন্যান্য সৎপ্রথা স্থাপিত হয়, তদর্থে এক বারাঙ্গনার গৃহে উপস্থিত হন। পরে তথায় বিশ্বভাণ্ড নামা এক শৈব যোগী ও তাহার শিষ্য কলহাঙ্কুর আসিয়া এক বেশ্যার নিমিত্ত কলহ উত্থাপন করে। অপর রাজার প্রিয় চিকিৎসক ব্যাধিসিন্ধু, ব্রিনি জিহ্বায় তপ্তশলাকা বিদ্ধ করিয়া শূলরোগের প্রতিকার করেন, ও তাঁহার সাধুহিংসক কোতোয়াল, যিনি সমস্ত নগর চোরদিগকে সমর্পিত করিয়া পরম হর্ষান্বিত হন, ও তাহার রণজম্বুক সেনাপতি প্রভৃতি পারিষদগণ উপস্থিত হইয়া নাট্যের কার্য্য সমাধা করে।

সাহিত্যকারদিগের মতানুসারে এবম্প্রকার রচনার নাম "প্রহসন"; এবং তাহাতে দুই অঙ্কমাত্র থাকা উপযুক্ত*। বিজ্ঞবর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে ষড়ঙ্ক-সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য অনুভূত হইতেছে না; বোধ হয়, বঙ্গভাষায় রূপকের প্রভেদ রক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তদ্রূপ করিয়া থাকিবেন; পরন্তু সে সন্দেহ পাঠকদিগের মনে বহুকাল স্থান পাইবার নহে; নটীর সুললিত গানে মোহিত হইয়া অবিলম্বেই তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। এতদ্দেশীয় কবিরা প্রায়ঃ বৃত্তচ্ছন্দেই কবিতা-রচনা করিয়া থাকেন, এবং মধ্যে ২ নাগবিলাস, চম্পকলতা প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টিও করিয়া থাকেন; কিন্তু অত্যল্প লোকে পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ মাত্রাছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার "সুকণ্ঠ-নির্গলিত সুসঙ্গীতটি" পাঠমাত্রই জয়দেবের ভুবনবিখ্যাত গীতগোবিন্দের স্মরণ হয়। আমাদিগের এ অভিপ্রায়ের সাক্ষিস্বরূপে উক্ত গীতটি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"চূতমুকুলকুল, সঞ্চলদলিকুল,
গুণ২ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল, কলরব সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতিনর্ত্তন, বিরসবিকর্ত্তন,
শুভ-ঋতুরাজ-সমাজে।
নব২ কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত,
ধীরসমীর বিরাজে"॥

প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকার কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই; কৌলীন্য-মর্য্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পূর্ব্ব দিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পর দিন এক অতি বৃদ্ধ কুলীন-পাত্রে আপন কন্যাচতুষ্টয়কে সম্প্রদান করাই ইহার স্থূল তাৎপর্য্য; পরন্তু সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরমচাতুর্য্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত অতি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কন্যাকর্ত্তা কুলপালকই প্রসঙ্গবিধায়ে সর্ব্বপ্রধান; তাঁহার বর্ণনা-পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত অথচ কুলাভিমান-রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্ত্তি মনোমধ্যে অবিকল উদিত হয়; কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি বোধ হয় না। পরন্তু নাটকের ক্রিয়াকলাপ-সম্বন্ধে প্রধান নায়ক তিনি নহেন, তদ্বিষয়ে অনৃতাচার্য্য চূড়ামণিই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিতে হইবে। ঘটকের জাতীয় ধর্ম্ম-রক্ষার্থে তিনি সকল ঘটেই বর্ত্তমান; বোধ হয়, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অনেক প্রযত্নে উহার চরিত্রের বিন্যাস করিয়া থাকিবেন; পরন্তু তৎপাঠানন্তর আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতে স্বভাবতঃ ধূর্ত্ত ঘটকের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি অনুভূত হইল না; কোন পরিচিত পদার্থের চিত্রপটের স্থানে ২ অসংলগ্ন বর্ণ বিন্যস্ত থাকিলে যদ্রূপ নয়নের অতৃপ্তি জন্মে, ঘটকরাজের চরিত্রে তদ্রূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নাটককার তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ঘটকচূড়ামণির চরিত্র কি প্রকারে বর্ণিবেন, তাহার সঙ্কল্প এই বাক্যে করিয়াছেন;

তদ্যথা,

"আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি জলধির সেতু॥
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্তধর্ম্মকর্ম্মা।
চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অনৃতাচার্য্য শর্ম্মা"॥

* ভাববৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্ম্মিতং ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতং॥ সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠাঙ্কে ৫৩১ কারিকা।

এই প্রতিজ্ঞানুসারে সর্ব্বত্রই তাহাকে অত্যন্ত ধূর্ত্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু যে ব্যক্তি অর্থের লালসায় নিরন্তর শঠতায় অনুরত, তাহার মুখে আপন পিতৃনামের অজ্ঞতাসূচক নিম্নোদ্ধৃত সংলাপ মাদৃশ অকিঞ্চনদিগের অল্পবিবেচনায় কোন মতে সংলগ্ন বোধ হয় না।" আমাদিগের বোধ আছে যে সৎ কি অসৎ, বিজ্ঞ কি অজ্ঞ, বঙ্গদেশীয় কোন ঘটক এপ্রকার বাক্য কখন মুখে আনয়ন করে না। শুভাচার্য্যের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি মনে করিলেও এ বাক্য উপযুক্ত বোধ হয় না।

শুভাচার্য্য। আপনকার পিতৃ ঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃতাচার্য্য। আঃ কি বল্যেছে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম!

শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনৃ। বড় মশা।

শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অনৃ। অধিক দিন হইল আমার পিতৃ ঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুভ। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহলোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

অনৃ। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করে ভেবেচো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভ। কে আছ হে—শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃ নামও বিস্মৃত হন! কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম ইহাঁর মুখাগ্রবর্ত্তি, সে সময়ে একটাও ঠেকে না।

অনৃ। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? যাহা আইসে একটা বলিলেই হয়। ভাল সে কথা থাকুক—তুমি কোন্ ব্যবসায়ী?

এই কথোপকথনের কিঞ্চিৎ পরে শুভাচার্য্য ঘটকের লক্ষণ জিজ্ঞাসিলে অনৃতাচার্য্য কহেন।

অনৃ। হাঁ, বাপু হে, পথে আইস, আমার নিকটে শুনিবে? শুন।

প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন,
ধর্ম্মাধর্ম্মে নাই বিচারণ।
না পাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পটু,
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ॥
বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট,
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।
বিবাদে নারদসম, মূর্ত্তিমান্ যেন তম,
হয় নয় বল সুধীবর॥

বেমিক পুরাণে মাতলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপুহে, এসকল জানতে হয়, এসকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এ সকল গুণে ভূষিত হইয়াই "ঘটক চূড়ামণি" নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ-গৃহে কত শত কৈবর্ত্তকন্যা চালাএছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রির কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিবচক্রবর্ত্তির সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটাএছি; আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এসমস্ত তো আমার শরীরের আভরণ। এই ১৪ ই মাঘে খাড়ীবাটীর রুচিরাম চক্রবর্ত্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদ্ধিঃ পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ অপরূপ চাতুর্য্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে?

এ উক্তির প্রথম ভাগ অনৃতের মুখে স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয় না, সুধীরের মুখে অতি পরিপাটী হইত। কেহ২ মনে করেন, শেষ ভাগও অন্য কোন নটের মুখে থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু, আমাদের বোধে, সাক্ষাৎ দম্ভাবতার ঘটকের পক্ষে একথা নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান হয় না।

শুভাচার্য্য অনৃতের পরোক্ষে কহেন।

শুভ। (জনান্তিকে) ওহে ভাই সুধীর, একি? উঃ, বেটা কি দাম্ভিক! বোধ হয় দম্ভই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর গোমাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে! • • •

কিন্তু একথা-রক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থকার চূড়ামণির মুখে কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ কথা দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা থাকিলে উত্তম হইত। অনৃতাচার্য্য সত্যের বিপর্য্যয়ে তৎপর বটেন, কিন্তু ব্যাকরণের সহিত তাঁহার বিশেষ বিবাদ বোধ হয় না। অপর কুলপালকের সম্মুখে তিনি যে কৌশলে গৃহাচার্য্যকে দূরীকৃত করেন, প্রকৃত-লোকযাত্রায় কোন বিজ্ঞ কন্যাকর্ত্তার প্রত্যক্ষে কেহ তাহা অবলম্বন করিতে পারে না।

কুলপালকের গেহিনী "ব্রাহ্মণীর" বাক্যালাপে বোধ হয়, তিনি পূর্ণবয়স্কা প্রৌঢ়া; "জামাইবেটা কত কথা জানে" তাহা শুনিতে, "ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্রে" তাঁহাকে ভেড়া করিয়া রাখিতে, ও যাহাতে "পুরের কামাই" না হয়, ইত্যাদি নানাভিলাষে বিলক্ষণ অনুরক্তা, কোন মতে আতুরা বৃদ্ধার ন্যায় নহেন; পরন্তু কুলপালকের বাক্যানুসারে, তাঁহার চারি কন্যা, তন্মধ্যে "বড় কন্যার "অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই; মধ্যম-"টার সকল কেশও পক্ব হয় নাই; তৃতীয় কন্যাও "প্রায় মধ্যমটার মত; আর আমার যে কনিষ্ঠা "কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা "গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত "পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে"।

এই কন্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া জাহ্নবী ও শাম্ভবী আপন ২ বয়ঃক্রমানুসারে সশ্লেষে মাতৃসহিত বিবাহের আলাপ করে; কিন্তু কামিনীটী তাদৃশ শান্ত নহে। তাহার বয়স প্রায়ঃ মধ্যমটীর মতন, "সকল চুল পাকে নাই" অথচ আবদারে পরিপূর্ণ; এই মায়ের কথায় বিশ্বাস হয় না, আবার বরের বয়েস শুন্তে চায়, অথচ "যা হোক বিবাহ হইলেই হয়" (৩২ পৃষ্ঠে) আবার বলে, "ওমা, সত্যি বর কি এসেছে? "বাসা দিছিস্ কোথায় মা? চুপি ২ দেক্তে "গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা"? এদিগে গোপনে গিয়া বর দেখিয়া (১০৮ পৃষ্ঠে) "বড় দিদির কপাল ভাল, যেমন দেবা তেমনি দেবী" দেখে, তথাপি যে বরং পদে আছে, তাহার কনিষ্ঠা কিশোরী তাহা হইতেও এক কাঠি অধিক। "বাছা পৌষ মাসে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে", এবং কবিতায় বসন্ত ও বিরহ বর্ণনেও অপটু নহে: তথাপি মার নিকট খেলিতে যাইত। তাহার ভাবে বোধ হয়, কুলপালক আপন দুহিতাদিগের বয়ঃক্রম গণিতে ভুলিয়াছেন; প্রথমা ৩৫ বৎসর, দ্বিতীয়া ২৫, তৃতীয়া ১৬ এবং কামিনী ৮ বৎসর হইলে সকলের কথা সংলগ্ন হইত। এবিষয়ে পাঠকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাহার মাতৃ-সহিত কথোপকথন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শ্লেষোক্তি বলিয়া ইহার অভব্যতা কাটান যাইতে পারে কি না।

কিশোরী। (স্বগত)

প্রফুল্ল বকুল ফুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল,
অনুকূল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন, সদা করে জ্বালাতন,
বল্লালির বিধি বিলক্ষণ।
কুলে কালি দিয়ে কালা, বসে রৈল নাহি লজ্জি,
ঘটকালী কি করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন, কারণ যে বিবরণ,
নাহি ভয় থাকিবে কাহার॥

কে রে আমায় ডাক্‌চে?

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাকলি?

ব্রাহ্মণী। তুই কালি অবধি কোথায় রে! দেখ্‌তে পাইনে কেন?

কিশোরী। ও মা, ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর এমন যেয়োনা, ভাগোর ডাগোর মেয়ে, যেতে আছে? লোকে যে নিন্দে কর্বে, ছি!

কিশোরী। ও মা কেন নিন্দে কর্বে মা? কর্বেনা, হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেয়োনা, আজি এক কর্ম্ম আচে।

কিশোরী। কি কর্ম্ম মা?

ব্রাহ্মণী। বাছা, আজি আমাদের বাড়িতে এক শুভকর্ম্ম হবে।

কিশোরী। ও মা, কি শুভ কর্ম্ম, বল্না মা? হে মা বল, কি শুভ কর্ম্ম, বল্বিনে?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্বো না কেন? আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) ও মা, 'বে' কাকে বলে মা?

ব্রাহ্মণী। 'বে' কাকে বলে তাও জানিস নে বাছা? 'প্রধান সংস্কার'।

কিশোরী। ও মা, তা কি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী। বাছা 'বে' কি খেতে হয়? রাজাবর আসবে, তোদের 'বে' করবে, কতো ঘটাঘাটি হবে, সেকি বাছা কিছুই জানিস্নে।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, সেই 'বে'? তা আমি জানি, তা কার হবে মা?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ও মা, তবে তোর হবে না?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তা কি বল্তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি তোর হয়ে গেছে, ও মা, কার সঙ্গে হয়েছে, বলনা মা?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমায় ব্যস্ত করিস্নে, মর্চি নানান জ্বালা, তোরা সকলে এখন বাড়িতে যা।

তৃতীয়াঙ্কের প্রধান প্রক্রিয়া কামিনীগণের জলসওয়া; তাহার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; মোহিনীর প্রবেশ অবধি সকল কর্ম্ম সুপরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। মহিলাগণের আপন২ স্বামি-সম্বন্ধে বিলাপ-পাঠে অনেকের মনে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থস্থ সুন্দর-দর্শনে কামিনীগণের উক্তি মনে পড়িতে পারে, কেহ বা এই অঙ্কের কবিতার বাহুল্য-বিষয়ে সাহিত্যকারিদিগের নিষেধ স্মরণ করিতে পারেন, পরন্তু নিম্নোদ্ধৃত গর্ভাঙ্কের পরমসৌন্দর্য্যের ও অবিকল স্বভাব সাদৃশ্যের প্রশংসা অবশ্যই করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মোহিনী। এই তো বে বাড়ি, কৈ কে কোথা গো? কাকেও যে দেকতে পাইনে। ও মা সে এ কি গো? ঐ যে কথায় বলে "যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়া পড়সীর"।

ভামিনী। মরণ, ও কি হলো? মিল্লো কৈ লো?

মোহিনী। আর ভাই, মেলে কৈ?

ভামিনী। গুণ থাক্লেই মেলে, "যার বে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নাই"। দেকদেকি মিল্লো কি না?

মোহিনী। ভাল ভাই, তাই যেন মিল্লো, এখন বে বাড়ির কাকেও যে মেলে না, তার কি বলনা।

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে বাড়ি, অথচ কিছুই দেকতে পাইনে। বাদ্দি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই; সে কি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথায় যাব!

হেমলতা। এই যে ভাই একটা কলাগাচ রয়েচে।

যমুনা। অমন কত গাচ কত দিকে আচে, আসল কৈ লো? বাড়িল্লোক কৈ?

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল, বাছা সকল, এসেচো এস ২, আস্বে বৈ কি; তোমাদের কর্ম্ম, করো কর্ম্মাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে, তোমরা না করো কে করবে? জাতি বল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো চান্দিদি বলি একি লো, মেয়েদের বে দিতে বসেছিস, তা সব ফাকিজুকি, ঘটাঘাটি কৈ, কিছুই যে দেখিনে?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই 'ঘটা,' কুলীনের মেয়ের 'বে,' ঘটাই ভার, আবার 'ঘটা' পাবো কোথা বোন? তবে তোরা এসেছিস্ এই ঘটাই 'ঘটা'।

কামিনী। ওলো হেমলতা, জানিস্নে বড় গিন্নির সব ফাকি, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ওকথা কি বল্তে আছে? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি? যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জলসৈতে যা দেখি?

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেচে,

(বাটীমধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।)

তার জন্যে জলসৈতে হবে না, তাকে 'জল সৈ' কল্লিই ভাল হয়—বলে গেলিনে মাগি?

এই অভিনয়ের কিঞ্চিৎ পরে (৫২ পৃষ্ঠে) যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এমত পাষাণ-হৃদয় কেহই নাই, যে একেবারে মহাপাপীয়সী কৌলিন্য-প্রথার উৎসেদার্থে একাগ্রচিত্ত না হয়; তদুক্ত জামাতার ন্যায় নরাধম কি ভূমণ্ডলে আর আছে?

পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই মনে করিতে পারেন, যে সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত-কর্তৃক অধ্যাপক-ভট্টাচার্য্যের বর্ণন অবশ্যই উত্তম হইবে, কিন্তু যদবধি তাঁহারা প্রস্তাবিত গৃহস্থ ধর্ম্মশীল ও তর্কবাগীশের বর্ণনা না পড়েন, তদবধি বর্ণনাদ্বারা কি পর্য্যন্ত প্রকৃতের প্রতিমা মনে উদিত হয়, তাহার অনুভব করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মশীলকে লৌকিক-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, শাস্ত্রে একাগ্রচিত্ত, অথচ অর্থাভিলাষী অধ্যাপকবর্গের আদর্শস্বরূপ বলিলে বলা যায়।

কুলীন-কামিনীদিগের দুঃখবর্ণন-করণানন্তর তাহাদের দুঃখদাতা কুলীন-কলিপুত্রদিগের মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে অনায়াসেই স্পৃহা হইতে পারে; তর্কসিদ্ধান্ত বিবাহবণিক, অধর্ম্মরুচি, ও উত্তমমুখোপাধ্যায়ের চরিত্রেই অতিপরিপাটীরূপে সে স্পৃহা নিবৃত্ত করিয়াছেন! কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব-দ্বেষী কুলীন "কলির চেলা" এমত কেহই নাই, যে সে চরিত্রের কোন অংশে তিলার্দ্ধ দোষারোপ করিতে পারে। বিবাহবণিক্ (৭২ পৃষ্ঠে) "১২৫২ শালের ৩রা মাঘ বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে" বিবাহ করিয়া কি প্রকারে ১২৬১ শালে "এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে" প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সন্দেহজনক মনে হইতে পারে; পরন্তু বণিকজীর "কন্দে" বিশ্বাস কি? তাঁহার "লেখাপড়া" কুলধনের কন্যার ঠিকুজির * ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া থাকিবে, বা বণিগ্বর ১২৪২ কে ১২৫২ পড়িয়া থাকিবেন।

অতঃপর কন্যাপ্রসূ গর্ভবতীর দুঃখ, কন্যা-বিক্রয়ের দোষোদ্ঘোষণ, ফলারের লক্ষণ, বিরহি পঞ্চাননের যাতনা, ও অভব্যচন্দ্রের পরিচয় প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে তর্কসিদ্ধান্ত এতদ্দেশীয় অনেক ব্যাপারের সুবর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু এ অল্পায়তন পত্রে তাহার আলোচনা করায় নিরস্ত হইতে হইল; পরন্তু এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য, যে বঙ্গভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুলীন-কুলসর্ব্বস্বই রঙ্গভূমিতে অভিনীত হওয়ার উপযুক্ত; তাহার অভিনয় যাদৃশ মনোহর-বিনোদের মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাদৃশ সদ্বিনোদ অধুনা বঙ্গভাষায় আছে, এমত কিছুই আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে না। প্রস্তাবিত নাটক-পাঠেও প্রায়ঃ সকলেই পরিতুষ্ট হইবেন; অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছি, যে পাঠকগণ সকলেই "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" আলোচনায় আনন্দ লাভ করুন।

রাজশয্যায় শয়নের ফল।

এমত শ্রুত আছে, যে ইব্রাহীম্ অদ্হম্ পাদশাহের শয্যাতে প্রতি দিন এক মোন পুষ্প বিছাইয়া দিতে হইত। এক দিবস দাসী ঐ রূপে শয্যা প্রস্তুত করিয়া মনে২ ভাবিল যে ইহাতে শয়ন করিলে কেমন আনন্দ হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া সে, ইতস্ততঃ অবলোকন করত যেমন ঐ শয্যায় শয়ন করিল, অমনি নিদ্রার বশীভূত হইয়া অঘোররূপে ঘুমাইতে লাগিল, এবং শরীরের ভারে ক্রমশঃ পুষ্পমধ্যে নিমগ্না-হইয়া অদৃশ্য

* "বয়েস বড় অধিক নয়, সে দিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম, বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়েস্ কত, তা তাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজি খান জীর্ণ হএছে, আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড় পিসীর বইসী" কুলীনকুলসর্ব্বস্বে ৯ পৃষ্ঠে।

ইব্রাহীম অদহম পাদশাহের ফকীরী অবস্থা।

হইল। এই ঘটনার কিয়ৎ কাল পর পাদ্‌শাহ্‌ যথা-নিয়মে সেই শয্যাতে শয়ন করিলেন। ইহার প্রায়ঃ দুই দণ্ডের পর ঐ দাসী পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলে পাদশাহ্‌ ভয়াতুর হইয়া সসব্যস্তে গাত্রোত্থান করত বলিলেন, “দেখ, আমার শয্যাতে সাপই হউক, কি বেঙ্গই হউক, একটা কি আছে।” পাদ্‌শাহের আজ্ঞায় ভৃত্যেরা ব্যস্ত সমস্ত হওত তন্নিকটে আসিয়া সেই শয্যায় অন্বেষণ করিয়া দেখে, যে তথায় পাদ্‌শাহের কর্ম্মকারিণী দাসী রহিয়াছে। পাদশাহ্‌ তাহাকে দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন, “উহাকে আমার সমক্ষে ১০০ শত বেত্রাঘাতে তাড়ন করহ”। ভৃত্যেরাও তেমনি দুর্দান্ত, বলিবামাত্রই বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ দাসী প্রথম ৫০ ঘা বেত খাইবার সময়ে হাঁসিল, আর শেষের ৫০ ঘার সময়ে কাঁদিল। এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পাদ্‌শাহ্‌ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “মারি খাইবার সময়ে সকলেই কাঁদে, তুই যে হাঁসলি, আর কাঁদলি ইহার কারণ কি?” সে উত্তর দিল, “মহারাজ! প্রহর ফুলের বিছানায় শুইবার সাজা ঈশ্বরের সম্মুখে না হইয়া মহাশয়ের এখানে থাকিয়া যাহা হউক হইয়া গেল, এই কথা মনে করিয়া হাঁসিয়াছিলাম; আর আপনিতো এই শয্যাতে প্রতিদিন শয়ন করেন, তার জন্যে ঈশ্বরের সেখানে না জানি কি সাজা না হইবে, এই ভয়ে কাঁদিলাম”। কথিত আছে এই কথা শুবণে পাদশাহের মনে উৎকট বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, এবং তিনি আপনার রাজ্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ফকীরী ধর্ম্ম অবলম্বন করত বনে গমন করেন।

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অনুকূলে দেশহিতৈষি মহাশয়দিগের সমীপে আবেদন।

দেশহিতৈষি মহাশয়েরা অনেকেই খেদ করিয়া থাকেন, যে অধুনা উপজীবিকার্থে ধনহীন ভদ্রসন্তানেরা ক্রমে২ অধিক ক্লেশ পাইতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা প্রতি মাসে অনায়াসে শত২ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, ইদানীং তাঁহাদের তাহার অল্পাংশও অর্জ্জন করা অত্যন্ত দুষ্কর হইয়াছে: ফলতঃ তাঁহাদের পক্ষে কেরানীগিরী ভিন্ন অন্য কোন উপায় না থাকাপ্রযুক্ত এ আপদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। এক নগরের সকল ভদ্র ধনি ব্যক্তি কেরানী হইলে কদাপি তাহাদের সমুন্নতি হয় না, বিবিধ ব্যবসায় থাকিলেই নগরস্থ সকলের উন্নতি হইতে পারে; এতদর্থে কএক বিশিষ্ট ব্যক্তি শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী নাম্নী এক সভা সংস্থাপনপূর্ব্বক গত বৎসর শ্রাবণ মাসে শিল্পবিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন; তাহাতে চিত্রবিদ্যা, তক্ষণ-বিদ্যা ও মৃৎপাত্র-পুত্তলিকাদির গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

এই বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রধান অভিপ্রায় এই যে শিল্প-সাধ্য-ব্যবসায়ের উৎসাহ ও উন্নতি হয়, এতদ্দেশে চিত্রকর ও তক্ষকের অভাব নিবারিত হয়, এবং হিন্দু, মোসলমান ও ইংরাজ-সন্তান, যাহারা কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে উপজীবিকা-প্রাপ্ত্যর্থে ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যবসায় প্রস্তুত হয়।

এই তিন উদ্দেশ্যই যে উপকারক তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। চিত্রকার্য্য, তক্ষণকার্য্য, ভাস্করকার্য্য, সূচীকর্ম্ম প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্পবিদ্যা এদেশে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলে বলা যায়। হিন্দুমধ্যে এমত চিত্রকর কেহই নাই, যে বিলাতের অতিসামান্য চিত্রকরেরও তুল্য হইতে পারে, অথচ ঐ চিত্রবিদ্যা যে বিশেষ অর্থকরী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উত্তম চিত্রকরেরা অপর্য্যাপ্ত ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কতি বৎসর হইল, বিলাতে রেনল্ডস্ নামা এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন, তিনি শেষাবস্থায় এক২ খানি প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে ৫০,০০০ টাকা করিয়া মূল্য লইতেন, তথাপি তাঁহার এত কর্ম্ম উপস্থিত হইত, যে ক্ষণকালের নিমিত্তেও তাঁহার অবকাশ থাকিত রেনল্ডসের তুল্য চিত্রকর শীঘ্র হইবার নহে; পরন্তু কলিকাতায় সামান্য চিত্রকরের বেতন কেরানীর বেতনহইতে অনেক অধিক। ৬।৭ দিনে সাধ্য এক২ খানি চিত্র কলিকাতায় ২।৩ শত টাকার কমে প্রস্তুত হয় না। অপর ধাতু ও কাষ্ঠে তক্ষণ করিয়া চিত্র প্রস্তুত করা ও প্রস্তরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাও নিরর্থ কর্ম্ম নহে; ইহাতে শত২ ব্যক্তি বিলাতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। এতদ্দেশে ঐ সকল কার্য্যের প্রচার হইলে অবশ্য অনেকে উত্তম উপজীবিকা প্রাপ্ত হইবেক। ফলতঃ প্রস্তাবিত বিদ্যালয় কিছুকাল উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইলে, ধনিগণ চিত্রাদি উত্তম গৃহসজ্জা অল্পমূল্যে প্রাপ্ত হইবেন, ব্যবসায়ি লোক শিল্পির অভাবে বিব্রত হইবেন না, ও ভদ্রসন্তানকে ৮।১০ টাকার কেরানীগিরির নিমিত্ত লালায়িত হইতে হইবে না। এই সদ্ঘটনা অতি অল্পব্যয়ে সুসম্পন্ন হইতে পারে; মাসিক ৩।০ টাকা ব্যয় করিয়া ২।৩ বৎসর প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে, অনায়াসে বালকেরা সৎ উপজীবিকা উপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। অধিকন্তু এই বিদ্যালয়ে এমত নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাহাতে যে সকল বালক ৩ বৎসর কাল শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা কাল শিক্ষা করিবে, তাহার ছাত্রীয় অবস্থায় প্রস্তুতীকৃত চিত্রাদি বিক্রীত হইয়া যে লভ্য হইবে, তাহার কিয়দংশ বিদ্যালয়-পরিত্যাগ-করণ সময়ে তাহাকে দেওয়া যাইবেক; তাহাতে ছাত্রীয় বৃত্তিতে তাহারা যে ব্যয় করিবে, তাহা প্রতি প্রাপ্ত হইবেক, অধিকন্তু স্বয়ং ব্যবসায় আরম্ভ কালে ঐঅর্থে যন্ত্রাদি ক্রয়ের উপায় হইবেক।

প্রস্তাবিত বিদ্যাশিক্ষায় দেশীয় বালকদিগের সম্পূর্ণ উৎসাহ আছে; শত২ বালক ইহার উপার্জ্জনার্থে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে: কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা সকলকে শিক্ষাদান করিতে অশক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে যে প্রকারে বিদ্যালয় চলিতেছে, তাহাতে মাসিক ৭২০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মাসিক দাতব্যে ২৫০ টাকা, এবং ছাত্রীয়বৃত্তিতে ১২০ টাকা, সকলে ৩৭০ টাকার সঙ্গতি

আছে; অবশিষ্ট টাকা সভার মুলধনহইতে দিতে হইতেছে। এই অনুপপত্তির প্রত্যুপকারার্থে সভা গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে গবর্ণমেন্ট যে নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন, তদনুসারে কোন বিদ্যালয়ে সাধারণকর্ত্তৃক যে অর্থ প্রদত্ত হয়, গবর্ণমেন্ট তাহাহইতে অধিক টাকা বৃত্তি দিবেন না, সুতরাং ঐ নিয়মবশতঃ শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা ২৫০ টাকা মাত্র পাইতে পারেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার সমস্ত অনাটন পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব উক্ত সভা বিনয়পুরঃসর সাধারণ-জনগনের সাহায্য-প্রার্থনা করিতেছেন, এবং ভরসা করেন, যে সহৃদয় মহাশয়দিগের নিকট তাঁহাদের যাচ্ঞা বিফলা হইবে না। গবর্ণমেন্টহইতে বৃত্তি পাইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত সভা সাধারণসমীপে যত অধিক টাকা প্রাপ্ত হইবেন, গবর্ণমেন্টহইতে তত অধিক টাকা পাইবার সম্ভাবনা; অতএব এক্ষণে যে কেহ অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র মাসিক দান করিবেন তাহা সভার পক্ষে দ্বিগুণ হইবেক। যে কেহ সভায় মাসিক ৩ টাকা অথবা এককালে ৫০ টাকা দান করিবেন, তিনি সভার সভ্যমধ্যে গণ্য হইবেন।

সভাকর্ত্তৃক সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে এতদ্দেশের সম্যক্ উপকার সম্ভাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ নগরে ডাক্তর্ হন্টর সাহেব এই প্রকার কএকটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে যে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রয় করিতে, ও যে সকল ছাত্র সুশিক্ষিত হয় তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে, লোকে এতাদৃশ ব্যগ্র হইয়াছে যে ডাক্তর সাহেব সকল প্রার্থিদিগের মানস সফল করিতে পারেন নাই। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ শিল্পবিদ্যা-সম্পাদনে মান্দ্রাজি মনুষ্যহইতে কোনমতে অক্ষম নহে। অতএব এখানকার মনুষ্যেরাও যথেপ্সিত ফল প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ কিয়ৎকাল বিদ্যালয় রক্ষা করাই প্রধান কল্প দেশহিতৈষী ধনিদিগের সাহায্যে তাহা নিষ্পন্ন হইলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার অন্য কোন বাধা নাই।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থা

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৬, ফাল্গুন। [৩৬ খণ্ড।

মহারাজা রণজীতসিংহের জীবন-বৃত্তান্ত।
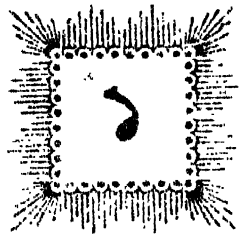
৮৩৭ সংবৎসরে মহারাজা রণজীতসিংহ ভূমিষ্ঠ হয়েন। তৎকালে তাঁহার পিতা মহাসিংহ পঞ্জাবস্থ শিখদিগের দ্বাদশ-দলের মধ্যে এক দলের অধিপতি ছিলেন। বাল্যাবস্থায় রণজীতসিংহ কি প্রকারে কালযাপন করিতেন, এবং তৎকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কি প্রকার জ্ঞান ও বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা তাহার সবিশেষ কিছুই বলিতে পারি না। কথিত আছে, যে মহাসিংহের সম্পদের সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব-শত্রু কনিয়া-দলভুক্ত জয়সিংহের বিধবা পুত্রবধূর কন্যার সহিত রণজীতসিংহের বিবাহ হয়।

যৎকালে আফগান রাজ্যাধিপতি শাহ জমান্ পঞ্জাবরাজ্য অধিকৃত-করণে ইচ্ছুক হইয়া দ্বিতীয় বার লাহোর আক্রমণ করেন, তদবধিই রণজীতসিংহের প্রভাবের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ তিনি বীর্য্যহীন "ভঙ্গী" দলপতিদিগের হস্তহইতে লাহোরের অধিকার গ্রহণ করিয়া তথায় তাঁহার প্রধান রাজধানী স্থাপন করেন। কিঞ্চিৎকাল পরে ১৮৫৯ সংবৎসরে তিনি কনিয়া দলের সাহায্যে সমস্ত "ভঙ্গী" সম্প্রদায়কে আপন বশে আনয়ন করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের সহকারী কসুর-প্রদেশ-নিবাসী নিজামুদ্দীন খাঁ দেখিলেন, যে তৎকালে রণজীতের বিপক্ষতা করা তাঁহার পক্ষে কোন অংশেই শ্রেয় নহে. সুতরাং তিনি রণজীতের জায়গীরদার হইয়া রহিলেন। এই জয়-লাভের পর রণজীত তারণনামক পবিত্র সরোবরে তীর্থ-স্নান করিতে গমন করেন, এবং তথায় তাঁহার সহিত ফতেসিংহের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত উষ্ণীষ বিনিময় করিয়া সখ্যতা করেন। ১৮৬০ সালে শ্রীনগরের অধিপতি সংসারচন্দ্র তাঁহাদ্বারা জলন্ধরহইতে দূরীকৃত হয়েন।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে রাজ্যলোভে মুগ্ধ হইয়া আফগান-স্থানের অধিপতি শাহজমানকে তাহার ভ্রাতা মহমুদ অন্ধ করে, এবং পরে স্বয়ং তাহার তৃতীয় সহোদর শাহসুজা কর্ত্তৃক রাজ্যহইতে দূরীকৃত হয়। ঐ অবকাশে রণজীত তাহাদিগের অধিকারের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ১৮৬১—৬২ সালে ক্রমাগত সঙ্গ্রাম করত

পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদৃষ্টে জঙ্গ এবং সাহিওয়াল প্রদেশস্থ যবনেরা তাঁহাকে যথেষ্ট উপঢৌকন প্রদান করিল, এবং মুলতান নিবাসী মুজফ্ফর খাঁ প্রচুর ধন প্রদান করিয়া তাঁহার কোপানলহইতে নিষ্কৃতি পাইল। রাজা রণজীত সিংহ এই প্রকারে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারস্থ সমস্ত যবন রাজ্য জয় করিয়া সহর্ষে লাহোরে প্রত্যাগমন করত, আড়ম্বর পূর্ব্বক আপন রাজ্যে হোলীপর্ব্বে মহোৎসব করিয়াছিলেন।

১৮৬২ সংবৎসরে যশোমন্ত-রাও হুল্কর ইংরাজদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া রণজীতের আশ্রয় যাচ্ঞা করেন, কিন্তু দূরদর্শী রণজীত দেখিলেন, যে ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না; অতএব ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির কল্পনা করেন। ইংরাজদিগের পক্ষে মেট্‌কাফ্ সাহেব রণজীতসিংহের সহিত সন্ধি করিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সন্ধির সুযোগ হয় নাই, এ প্রযুক্ত রাজা তাহাতে নির্ভর না করিয়া অম্বালা-প্রভৃতি নানা-দেশ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের কর্ম্মকর্ত্তা লার্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেব এই ব্যাপার অবগত হইয়া মেট্‌কাফ্ সাহেবের সহায়তা-করণার্থে এবং রাজা রণজীতকে ধৃত করণার্থে বৃহৎ এক দল যোদ্ধা প্রেরণ করেন, এবং তাহাতেই রাজা রণজীতের সহিত ইংরাজদিগের বিপক্ষতার সূত্র হয়। ইংরাজ-যোদ্ধারা রণজীতের নিকটবর্ত্তি হইলে তিনি তাহাতে বিশেষ কোন উগ্রভাব প্রকাশ না করিয়া কৌশলক্রমেই আপনার কার্য্য উদ্ধার করেন, এবং তদবধি পরস্পর মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধির নিয়মানুসারে শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত ব্রীটিশঅধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তাহার উত্তর-তীরহইতে সমুদায় পঞ্জাবরাজ্য পূর্ব্ববৎ রাজা রণজীতের অধীন থাকে। এই উপলক্ষে লুধিয়ানাতে ব্রীটিশ-সৈন্যদিগের ছাউনি হইল; এবং শতদ্রু-নদীর পূর্ব্বপারস্থ সমস্ত প্রধান শিখেরা ইংরাজদিগের অধীন হইল। ইংরাজেরা আপনাদিগের অধীন সকল প্রধান শিখদিগের নিকটে এই কথার ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে রাজা রণজীতকে আর কেহ কর দিবেক না; এবং কেহ তাহার অধীন থাকিবে না, ব্রীটিশ-সৈন্যে সকলকে রক্ষা করিবে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদিগের সকলকেও সহায় হইতে হইবে।

এই সন্ধিতে শিখ ও ইংরাজ উভয়ের কাহারো প্রতি কাহারো সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস জন্মে নাই। ইংরাজেরা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে যদিও রাজা মৌখিক বিলক্ষণ সদ্ভাব দেখাইতেছেন; কিন্তু অন্তরে২ তিনি অবশ্যই শত্রুতা সাধনের চেষ্টা পাইতেছেন, এবং হুল্কর ও সরহিন্দবাসী শিখদিগের সহিত ঐক্য হইতেছেন। রাজা রণজীতসিংহও ইংরাজদিগের প্রতি ঐ রূপ নানা সন্দেহ উত্থাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কালেতে তাহাদিগের উভয়পক্ষেরই আশঙ্কা দূর হইতে লাগিল।

১৮৬৮ সংবৎসরে রাজার সহিত ইংরাজদিগের গবর্ণরের পরস্পর উপঢৌকন আদান প্রদান করা হয়, এবং তাহার পরবৎসর ইংরাজদিগের সেনাপতি অক্টরলোনী সাহেব স্বয়ং রাজপুত্র খড়্গসিংহের বিবাহের নিমন্ত্রণে গমন করেন। তদবধি রণজীতের মৃত্যুকাল-পর্য্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে আর কোন বিবাদের আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই।

কাঙ্গড়া-পর্ব্বতের অধিকার পাইবার নিমিত্ত রণজীতসিংহ সংসারচন্দ্রের অনুকূল হইয়া একবার

গোর্খাজাতির সহিত সঙ্গ্রাম করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত নেপালরাজ্যের সেনাপতির সহিতও বিবাদ উপস্থিত হয়।

১৮৬৭ সংবৎসরে রণজীতসিংহ মহাআড়ম্বরপূর্ব্বক মুলতান-রাজ্যের উপর আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে কেবল তাঁহার ১,৮০,০০০ টাকা মাত্র নষ্ট হয়। তিনি মুলতান-অধিকার-করণার্থে ইংরাজদিগের সহিত যোগ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনাও পূর্ণ হয় নাই।

১৮৬৮ সংবৎসরে আফ্‌গানস্থানের অন্ধ রাজা শাহজমান্ সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাব-দেশে আগমন করত রাজা রণজীতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার পরবৎসর শাহজমানের ও তাহার ভ্রাতা শাহসুজার পরিবারেরা আসিয়া লাহোরে বাস করে।

১৮৬৯ সালে রাজা রণজীত আফ্‌গান্ রাজ্যের পাদশাহ শাহ মহম্মদের উজীর ফতেখাঁর সহিত একত্র হইয়া কাশ্মীরাধিপতির সহিত সংগ্রামে সজ্জীভূত হয়েন, এবং ১৮৭০ সালের মাঘ মাসে উক্ত রাজ্য জয় করেন। কিন্তু ফতেখাঁ ছল করিয়া রাজাকে তাহার অংশ দিতে স্বীকার করিল না। রাজা আর কোন উপায় না পাইয়া শাহসুজাকে লাহোরে লইয়া গিয়া আপনার অধীনে রাখিলেন। পূর্ব্বকালে দিল্লীশ্বরদিগের রাজভাণ্ডারে "কোহেনুর" নামক এক প্রসিদ্ধ হীরক ছিল, ভাগ্যক্রমে তাহা কাবুলাধিপতিদিগের হস্তগত হয়। কাবুলহইতে পলায়ন-সময়ে শাহসুজা তাহা আপন সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রাজা রণজীত ঐ রত্ন-প্রাপ্ত্যর্থে শাহসুজার নিকট ঐ রত্ন প্রার্থনা করিলে শাহ তাহা দিতে অস্বীকার করেন; পরে রাজা তাহার পণস্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেও শাহসুজা সম্মত হয়েন নাই। অবশেষে রাজা স্বয়ং সাক্ষাৎ করত তাঁহার সহিত সখ্যভাব সম্পাদনার্থ উষ্ণীষ বদল করিয়া দেশ-বিখ্যাত কোহেনুর রত্ন হস্তগত করেন। এই রত্নের পরিবর্ত্তে তিনি শাহসুজাকে তাহার ভরণপোষণের নিমিত্ত লাহোরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি বৃত্তি প্রদান করেন, এবং শত্রুহইতে কাবুল উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পরন্তু শাহসুজা কাল ক্রমে রাজার হস্তহইতে মুক্তি পাইয়া স্থানান্তর গমন করেন, সুতরাং সে অঙ্গীকার ব্যর্থ হয়।

১৮৭৪ সালের বর্ষাকালে কাশ্মীর-দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাজা রণজীতসিংহের উপযুক্ত মন্ত্রী মোকমচন্দ যুদ্ধকালে পীড়িত ছিলেন, এই প্রযুক্ত বিশেষরূপে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে পারেন নাই। অপর, কালে মহম্মদ আজীমখাঁ রাজার প্রধান সেনার উপর কিয়দংশে জয় প্রাপ্ত হয়, ও বর্ষার প্রাদুর্ভাবে রাজসৈন্য সমস্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; অধিকন্তু রাজার এক জন প্রধান সেনাপতি হত হয়, এই প্রযুক্ত হতাশ হইয়া ঐ যুদ্ধক্ষেত্রহইতে রাজা একাকী রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন।

১৮৭৫ সালে মহারাজা রণজীত স্বীয় পুত্র খড়্গসিংহকে মুলতান্ জয় করিতে প্রেরণ করেন। ঐ রাজকুমার অনেক সঙ্গ্রামকরণানন্তর তদ্দেশে জয়ী হয়েন। ঐ সালে উজীর ফতেখাঁর মৃত্যুঘটনায় আফ্‌গানরাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে, রাজা রণজীত বিলক্ষণ অবসর পাইয়া পেশাওর প্রদেশ অধিকার করিতে সিন্ধু পার হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে সেখানে আপনার বিশ্বস্ত দাদখাঁকে রাখিয়া আপনি কাশ্মীর জয় করণার্থে যাত্রা করেন, ও তুমুল সঙ্গ্রামানন্তর উভয় স্থানই অধিকৃত করেন।

১৮৮০ সালে রণজীতসিংহ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া সিদিয়া-প্রভৃতি স্থানের সমস্ত যবন-বৃত্তি-ভোগী জমীদারদিগকে আপনার অধীন করেন; এই প্রকারে পঞ্জাবরাজ্যে আর তাঁহার প্রতি-বাদী কেহই রহিল না। লাহোর, কাশ্মীর, পে-শাওর প্রভৃতি সমস্ত দেশ তাঁহার অধীন হই-ল, ও স্বীয় অসামান্য বাহুবল ও অসাধারণ বুদ্ধি মন্ত্রণাদ্বারা ক্রমে পঞ্জাবের একাধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কেবল কোটকাঙ্গড়া-রাজ্যের অধিকারী সংসারচন্দ্রের পুত্রের প্রতি দয়া করি-য়া তাহার পিতৃবিয়োগের পর তাহাকে তাহার পিতার সিংহাসনে সমারূঢ় করান, এবং স্বীয় পুত্র খড়্গসিংহের সহিত উষ্ণীষ বদল করা-ইয়া তাহার সহিত সখ্যতা করিয়া দেন।

রাজা রণজীত যাদৃশ বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন, বাল্যকালে তাহার নিয়ম-সংস্থাপন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ-করণোপযোগী তাদৃশ কিছু উপ-দেশ প্রাপ্ত হন নাই; পরন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধির এতাদৃশ শক্তি ছিল, যে তিনি অনায়াসে দেশের ভাব ও আপন অধীনস্থ লোকদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। তিনি প্রজাদিগের উপস্বত্ব অনুসারে তাহাদিগের নিকটহইতে কর গ্রহণ করিতেন, এবং বণিগ্‌দিগের বাণিজ্য-লাভানুসারে তাহাদিগের নিকটহইতে ন্যায্য শুল্ক লইতেন। তাঁহার নিকট কখন কোন বিষয়ে অবিচার হইত না; যথার্থ-রূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইত; তাহার সৌজন্য এবং বদান্যতাও অসামান্য ছিল। তাহার বীর্য্যের কথা বলাই বাহুল্য; তিনি একাকী সমুদায় দুর্দ্দান্ত শিখজাতিকে যাবজ্জীবন আপন বশে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে ধর্ম্মের মর্য্যাদা বিলক্ষণ ছিল। রণজীত সিংহ আপনি নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন না, সর্ব্বদা রাজ্যেরই হিত অন্বেষণ করিতেন; তাঁ-হার কার্য্যদ্বারা কখন স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় নাই। তিনি যখন যাহা কিছু করিতেন, তাহা ঈশ্বরের নাম লইয়া গুরুগোবিন্দের উদ্দেশে করি-তেন; এবং আপনাকে সামান্য লোকের ন্যায় ঐ গুরুর অধীন স্বীকার করিতেন।

১৮৭৯ সংবৎসরে পারস্য-দেশ দিয়া বে-ঞ্চুরা, এবং এলাড নামক দুই জন ফরাশিস সৈন্যাধ্যক্ষ লাহোর-নগরে উপস্থিত হন। মহা-রাজা রণজীত আপন সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। ঐ দুই জন যোগ্য লোকের পরিশ্রমদ্বারা শিখ-সেনারা যুদ্ধ-বিদ্যায় অত্যন্ত উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। রাজা রণজীত বহুকৌশলে আপন সেনার মধ্যে ইউরোপীয় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। পূর্ব্বপ্রচলিত একাগ্র চিত্ত শিখদিগকে বেশ ও পূর্ব্বপ্রচলিত অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নূতন অস্ত্র ও নূতন যুদ্ধ-বেশ ধারণ করাইতে, এবং তাহাদিগকে নূতন-নিয়মের অনুগত করিতে তাঁহার পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যন্ত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগের উৎসাহের জন্য আপনি স্বয়ং তাহাদিগের সঙ্গে সমান সমর-বেশ ধারণ এবং সমস্ত অভিনব নিয়ম অবলম্বন করি-য়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার এত যত্নেতেও নূতন নিয়মের প্রতি পূর্ব্বতন সরদারেরা এক২ বার বিরক্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহাতে দেশের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। তাঁহার সৈন্যেরা তলবার বন্দুক ও কামান লইয়া যুদ্ধ করিত, ও কামানের যুদ্ধে বিলক্ষণ সুনিপুণ হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যদল ইউরোপীয় সুশিক্ষিত যোদ্ধা-দিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না; বরং কোন২ অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। বেঞ্চুরা,

এলার্ড কুর প্রভৃতি কএক জন ইউরোপীয় যোদ্ধাপতিদিগের সাহায্যে রাজা শিখদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহি ও পদাতিক সেনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন: এই নিমিত্ত ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে ঐ সাহেবদিগেরও বিলক্ষণ খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল।

রাজা রণজীতের শশ্রু গুরুবকসসিংহের স্ত্রী সদাকুঅর বাল্যাবস্থায় তাঁহার উন্নতির নিমিত্ত অনেক সহায়তা করিয়াছিল, এবং তাঁহার সহিত আপন কন্যা মহতাবকুঁঅরের বিবাহ দিয়া মনে করিয়াছিল, যে তাহার দৌহিত্রই পরিণামে পঞ্জাবের অধীশ্বর হইবেক, এবং তাহার কন্যা রাজমাতা হইয়া রাজ্যের কর্তৃত্ব করিবে। এই আশয়ে সে রণজীতের বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার বিধবা মাতার হস্তহইতে রাজ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয়, এবং রাজাও তাহার উপদেশানুসারে সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ অবধিই রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং, প্রবাদ আছে, ব্যভিচারের দোষ সংশয় করিয়া আপন মাতার প্রাণ বধ করেন; কিন্তু পরিণামে সদাকুঁঅরের আশাও পূর্ণ হয় নাই, এবং তাহার মন্ত্রণাও সফল হয় নাই, কারণ তাহার কন্যা নিঃসন্তান হইল। এরূপ প্রবাদ আছে, যে ১৮৬৪ সংবৎসরে মহতাবকুঁঅরের গর্ভবতী হওনের কথা প্রচার হয়, এবং যথাকালে তাহার একটি কন্যা জন্মে, কিন্তু রণজীত তৎকালে রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার প্রত্যাগমন হইলে রাজমহিষী তাঁহার যমকপুত্র সন্তান জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট দুইটি বালক লইয়া উপস্থিত করেন, কিন্তু রাজা সে বাক্যে প্রত্যয় করেন নাই। ঐ যমজের একের নাম শেরসিংহ এবং অপরের নাম তারাসিংহ। রণজীত চিরকালই শেরসিংহকে সূত্রধরের ও তারাসিংহকে তন্তুবায়ের পুত্র বলিয়া জানিতেন। সদাকুঅর বহু দিন দুইটি সন্তানকে আপন দৌহিত্রবৎ পালন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে রাজপুত্র বলিয়া সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিরক্তা হইয়া অবশেষে জামাতার নামে ইংরাজদিগের নিকট অভিযোগ করে। তাহাতে ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া সদাকুঁঅরকে তাহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি দেওয়ান।

১৮৭৭ সালে মহারাজা আপন শশ্রূকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে শেরসিংহকে দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার মাতামহের সমস্ত বিষয়-বৈভব চাহিলেন; তাহাতে সদাকুঁঅর সম্মতা না হওয়ায় তিনি তাহার সকল বিষয় বৈভব অপহৃত করত তাহাকে বন্দি করিয়া রাখেন।

রাজার দ্বিতীয় স্ত্রী সুজানসিংহ-নামক এক জন শিখপ্রধানের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাজপুত্র খড়্গসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, এবং ঐ রাজপুত্রই রাজ্যের অধিকারী হয়েন। তাঁহার পুত্র নৌনিহালসিংহ পঞ্জাবের সুচতুর যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রণজীতের রাজ্যকালে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ও কর্মকর্ত্তা মন্ত্রির মধ্যে খুসিয়ালসিংহ, সরদার লেহনা সিংহ, পিতা দেহসাসিংহ, সরদার গুলাবসিংহ, ধ্যানসিংহ, হরিসিংহ, প্রভৃতি কএক জন সর্ব্বপ্রধান ছিলেন; ইহার মধ্যে খুসিয়ালসিংহ সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় রাজা রণজীতের পান দোষ প্রভৃতি কিছু২ দোষ ছিল, এবং তাঁহার ঐ দোষ দেখিয়া ভিন্নদেশীয় লোকে সমস্ত পঞ্জাবস্থ শিখদিগকে তত্তৎ দোষে দোষী মনে করিত, পরন্তু রাজার দোষে সমস্ত জাতি দোষী হইতে পারে না; অপর বস্তুতঃ তাহারা অনেকেই নির্দ্দোষী, এবং অনেক বিষয়ে প্রশংসনীয়।

কেপরকেলী পক্ষী।

এতৎ পর্ব্বের ৬১ পৃষ্ঠে এক পক্ষি-বিশেষের বর্ণনা প্রকটিত হইয়াছে। ঐ পক্ষির অনুরূপ অপর এক পক্ষী পূর্ব্বকালে ব্রিটনদেশে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার নাম "কেপরকেলী"। দেখিতে তাহা প্রায়ঃ পেরুপক্ষির ন্যায় বৃহৎ। চঞ্চ্বগ্রহইতে পুচ্ছাগ্র পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য দুই হস্ত এবং গুরুতার পরিমাণ ৫।৬ সের। স্বভাবতঃ এই পক্ষী মনুষ্য দেখিলে অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করে, এবং ইহার মাংস বিশেষ সুস্বাদু, সুতরাং মৃগয়ানুরক্ত ইংরাজদিগের দেশে ইহার অবস্থিতি কোন মতেই দীর্ঘকাল-ব্যাপি হইতে পারে নাই; অল্পকাল-মধ্যে তথাহইতে ইহাকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল; এই রূপে তথায় ঐ পক্ষী আর একটিও পাওয়া যায় না। অধুনা ইহার প্রিয় আবাসস্থান সুমেরু-সমুদ্রের নিকটস্থ নীহারাবৃত শীতল দেশ; তথায় তাহারা পাইন-বৃক্ষের নবীন পল্লব ভক্ষণ করিয়া দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করে; পরন্তু তথায়ও ইহারা নিষ্কণ্টকে বাস করিতে পারে না। সুস্বাদু মাংসের লালসা ঐ দুর্গম-দেশেও তাহাদের প্রতিকূল হইয়া অবিরত তাহাদের বংশ নাশ করিতেছে। লাপলাণ্ড নরবে,-সিবীরিয়া প্রভৃতি সুমেরু-সমুদ্র-নিকটস্থ দেশে শস্যাদির প্রাচুর্য্য নাই, সকলকেই মৎস্য মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং তথাকার সকল মনুষ্য মাত্রেই সর্ব্বদা বন্দুক

৯ এপ্রিল। উড্স নামা সেই দুলন্থ এক ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে ঘণ্টায় চারি ক্রোশ সাড়ে চারি ক্রোশ পথ চলিতে বিলক্ষণ পটু ছিল, ঐ দিন সে এক ২ পোয়া ক্রোশ যায়, আর বসে; এমনি করিয়া চলার বিষয়ে বড় বিলম্ব করিতে লাগিল— তাহার তাদৃশ নিরুৎসাহজনক ব্যাপারেতে-তদ্দিবসে এক জঙ্গল দিয়া যাইবার সময়ে সহচরদিগের সাতিশয় কষ্ট বোধ হইয়াছিল। যৎকালে তাহারা বন পার হইল তখন ঠিক মধ্যাহ্ন কাল। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে তাহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু, একেবারে শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে; আর জল না পাওয়া গেলে তাহারা কোনমতেই চলিতে পারে না। তাহাদের তেমন দশা হওয়াতেও, কাপ্তেন গ্রে সাহেব তাহাদিগকে আরো আড়াই ক্রোশ চলিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে তথা-হইতে তুলিবার বিষয় কি? পরে অনেক বার বুঝাইয়া বলিতে কহিতে তাহারা নিরুপায় হইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু পোয়া দুই তিন পথ যাইতে না যাইতে তাহারা এককালে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িল। তখন তাহাদের আর এক পাও চলিবার সামর্থ্য ছিল না। তখনও তাহারা সে সকল বোঝা ছাড়ে নাই। অনন্তর গ্রে সাহেব দলের মধ্যে যাহারা ভালরূপে চলিতে পারিত, তাহাদিগকে কহিলেন, যে "তোমরা আমার সঙ্গে চল, আমি জল অন্বেষণ করিয়া আনিতেছি"। এইরূপে তাহারা তাঁহার সঙ্গী হইলে পর কাপ্তেন গ্রে সাহেব তথা-হইতে জলানয়নার্থে প্রস্থান করিলেন, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া সাড়ে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া জল প্রাপ্ত হইলেন।

১০ এপ্রিল। ঐ দিন যাহারা জল আনিতে বাহির হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া অবশিষ্ট অবস্থিত পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইল, এবং সমভিব্যাহারে করিয়া যে জল আনিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিল। অনন্তর তাহারা সর্ব্বারম্ভে তথা-হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেও, একজন উদ্যমে বিলম্ব করিতে লাগিল। ফলতঃ তখন তাহার যথার্থই পীড়া হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া, কাপ্তেন গ্রে সাহেব তাহার নিকটহইতে এই বলিয়া সেই বোচ্‌কাটি লইলেন; যে "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আমি পথে পঁহুছিবামাত্র তোমার ও সকল আনীত দ্রব্যসামগ্রীর যথার্থ মূল্য প্রদান করিব, তুমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া চল"। এই বলিয়া তিনি তখনই তাহার ঐ বোচ্‌কা খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। সে যথোচিত তিরস্কার লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, তথাপি তিনি তাহা করিতে বিরত হইলেন না। একে তাহার মুমূর্ষু অবস্থা, তাহাতে আবার যথা সর্ব্বস্ব অন্যের হস্তগত হয়, ইহা দেখিয়া সে যাহার পর নাই রোদন ও বিলাপাদি করিতে লাগিল। কাপ্তেন গ্রে সাহেব তাহার সে কান্নায় কান না দিয়া ঐ পোটলাটি খুলিয়া দেখিলেন, যে তাহার ভিতর অপহরণ করা গজ দুই তিন মোটা ভারী কাম্বিস, এক তাল সেলাই করিবার সূতা, আর এক তাল অন্য প্রকার সূতা, আর সে একটা পুরাতন জেকেট চাহিয়াছিল, তাহা তিনি তাহাকে নৌকাতেই দিয়া আসিয়াছিলেন, সেইটা, এবং অন্য কএক প্রকার পুরাতন কাম্বিসের টুকরা, ও ছেঁড়া খোঁড়া থানকত নেকড়া। আর তাঁহার বিনানুমতিতে গৃহীত সেই নৌকার বড় দড়ী গাছটার খানিকটা মাত্র রহিয়াছে। এই গোটাকত কুৎসিত যৎসামান্য দ্রব্যের জন্য কেবল সেই অবোধেরই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল,

এমত নহে, কিন্তু যাহাদিগকে তাহার অনুরোধে থাকিয়া ২ চলিতে হইয়াছিল, তাহাদের শুদ্ধও প্রাণ লইয়া টানাটানি হইল। এখন তাহাদের অবাধে সপ্তাহ চলা হইল বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত ৩৫ পঁইত্রিশ ক্রোশ পথের অধিক চলা হইয়া উঠে নাই। ওখানহইতে পর্থে যাইতে ঠিক সোজা এক শত পোনেরো ক্রোশ এখন পর্য্যন্তও চলিতে রহিয়াছে। দলস্থ কএক জনের আহার দ্রব্য প্রায় কিছুই ছিল না। জন কতকের নিকট ছিল বটে, কিন্তু তিন সের সাড়ে তিন সের আটার অধিক নহে। কাপ্তেন গ্রের নিকট কেবল তিন পোয়া আটা ও এক পোয়া এরারুট মাত্র রহিয়াছিল। তন্মধ্যে কেবর নামা তদ্দেশীয় ব্যক্তি যে তাহার নিকট ছিল, সে আবার সেই আহারের ভাগী। তৎকালে দলশুদ্ধ সকলেই এমনি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, যে সহসা দ্রুত গমনে যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারে, এমন কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না। খানিক ২ বিশ্রাম ও একটু ২ চলিতে অনেকেই আরম্ভ করিল। কাপ্তেন গ্রে সাহেব তাহাদের এতাদৃশ দুরবস্থার সময়ে জন কত ভাল ২ পর্য্যটক ও বলবান্ লোক সমভিব্যাহারে লইয়া পর্থের অভিমুখে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। যাইবার সময়ে অবশিষ্ট লোকদের নিকট দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-সহকারে এই কহিয়া গেলেন, "তোমরা ক্রমে ২ আসিতে থাক, আমরা আগে গিয়া তোমাদের নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রী সঙ্গ্রহ করিয়া পর্থের পঁচিশ ক্রোশ এদিকে এক স্থানে পাঠাইয়া দিব। তোমরা তথায় যাইবামাত্র তাহা পাইতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই"। এখন পূর্ব্বের দল ছয় ২ জনে বিভক্ত হইয়া দুইদল হইল। গ্রে সাহেব স্বয়ং কেবর এবং আর চারি জন মিলিয়া এক দল অগ্রসর হইল। অপর ছয় জনের এক দল পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল। ধীরে ২ পথ চলিবার পরামর্শের পরামর্শী সেই সব কটিই ছিল। তাহাদের সেই কর্ম্মের কি ফল তাহা পরে বক্তব্য, অধুনা কাপ্তেন গ্রের দলের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতেছি।

১১। এপ্রিল তাহারা ত তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অনেক কষ্টে কতকগুলি গণ্ডশৈলের উপরি ভাগে আরোহণ করিল। সে স্থান কাঁটাবনময়। অনেক কষ্টে সেখানহইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা এমনি এক দুর্গম গহনবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, যে বহুতর যত্ন ও কৌশল করিয়া কেবল মনুষ্যজাতিই সেখান দিয়া যাইতে সমর্থ হয়, অন্য জন্তুর তথায় প্রবেশ করা নিতান্ত দুর্ঘট। ঐ বন উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা এমনি পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছে, যে ক্ষণকাল আর জল পান না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। পরে তাহারা সাতিশয় ব্যাকুলতার সহিত ইতস্ততঃ জল অন্বেষণ করিতে ২ এক শুষ্ক বালুকাময় নদী দেখিতে পাইল। তাহা অনধিক ছয় শত হাত প্রশস্ত, এবং চল্লিশ পঞ্চাশ পাদিক গভীর। বর্ষাকালে অতিশয় বন্যা হইয়া তাহার নিকটস্থ দেশ সকলকে এককালে প্লাবিত করিয়া ফেলে, কিন্তু তৎকালে কেবল শ্বেতসিকতাময় খালমাত্র পতিত ছিল বই নয়। খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে চক্ষুতে সাতিশয় অসুখ বোধ হয়, কিন্তু সেই বালুকাভূমি একটু চাঁচিয়া গর্ত্ত করিলেই তাহার চারিদিক্ দিয়া ফোটা ২ জল নিঃসৃত হইতে থাকে। কাপ্তেন গ্রে এখন ঐ জলে আপনার নিকটে যে আধ সের শেষ শক্তু ছিল, তাহা ভিজাইয়া লইলেন, এবং এক চামচিয়া এরারুটমাত্রে কেবল তখন ভোজন করিলেন। ঐ ভীজা ছাতুর তাল

লইয়া ভ্রমণ করে এবং সুখাদ্য পশু পক্ষী পাইলে বিনষ্ট করিতে ত্রুটি করে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কেপরকেলী স্বভাবতঃ অতীবভয়াতুর, মনুষ্যের নিকট হইতে অতি দূরে পলায়ন করে, পরন্তু বসন্তে এই রীতির অন্যথা হয়; তৎকালে ঋতুর প্রভাবে প্রীসঙ্গোল্লাসে, প্রফুল্ল হৃদয়ে ঐ পক্ষিরা স্ফীতপক্ষে বিস্তৃত পুচ্ছে পক্ষিণীর আহ্বান-সূচক ধ্বনি করিতে২ এমনি মত্ত হয় যে চক্ষু কর্ণের চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যায়; তখন মনুষ্যের সমাগমে আর কিছু মাত্র ভয় থাকে না। এই অবকাশে ইহাদিগের দ্বেষিরা অনায়াসে প্রত্যহ বহুসংখ্যক পক্ষী বধ করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই ক্রমশঃ ইহাদের অনেক হ্রাস হইতেছে, সুতরাং অধুনা কেপরকেলী অত্যন্ত দুর্লভ হইয়াছে।

কাপ্তেন্ গ্রে সাহেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অস্ট্রেলিয়া-মহাদ্বীপের নূতন বসতি ও তত্রত্য অদ্ভুত পদার্থের বিবরণ অতিশয় ফলজনক। একাল-পর্য্যন্ত তাহার মধ্যস্থলের সমগ্র বিবরণ কেহই সুচারুরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই। তত্রত্য সিড্নী-নগরের পশ্চাদ্বর্ত্তী নীলগিরিমালা পর্ব্বতহইতে কএকটি পশ্চিমবাহিনী নদী নির্গত হয়। অন্যান্য নদী-সকল সচরাচররূপে যেমত সাগরের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে, এ সকল নদী তেমত নহে; ঐ মহাদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড হ্রদই তত্তাবতের সঙ্গমাস্পদ। ঐ হ্রদ সমুদ্রাভিমুখ নহে, তথাপি তাহার গম্ভীরতা ভূমধ্যস্থ সাগরাপেক্ষায় কোন অংশে ন্যূন বলা যায় না। একাল পর্য্যন্ত এই স্থান ঘটিত যাহা কিছু জানিতে, এবং সমুদ্রসম্বন্ধীয় যে কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রচার করিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা নিতান্ত দুষ্কর বলিতে হইবেক। ইহার মধ্যে যে সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক। বড়২ বিক্রমশালী ব্যক্তিরাও তাহা যৎসামান্য বোধ করিতে পারেন না; এবং সাতিশয় বিখ্যাত সাহসী ও উদ্যোগী হইলেও কোন ব্যক্তির তাহা যৎসামান্য বোধ হয় না। আধুনিক ভূতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদিগের মধ্যে যিনি অস্ট্রেলিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান-বিষয়ে লব্ধনামা হইয়াছেন, তাঁহার নাম জর্জ গ্রে। পূর্ব্বে তিনি একজন সেনানায়ক ছিলেন; পরে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার শাসন-কর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হন। ঐ মহামহিম ব্যক্তি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার শোণনদী উত্তীর্ণ হন। তাঁহার তথায় গমনের অভিপ্রায় এই ছিল যে তিনি ২৫ অবধি ২৩ অক্ষাংশের মধ্যে উক্ত দ্বীপের পাশ্চাত্য অংশের পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক মান ব্যবস্থাপন করিবেন। কাপ্তেন্ গ্রে সাহেব কতিপয় সহচরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া "আমেরিকান হোএলার" নামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক "শার্ক" নামক উপসাগরে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা পাঁচ মাসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য তিন খানা ক্ষুদ্র নৌকায় বোঝাই করিয়া গমন করেন; তাঁহার মধ্যে একখানা নৌকা তথায় বালিচাপি হইয়া যায়। এই উপলক্ষে তাঁহারা যাহার পর নাই ক্লেশ পাইয়া ২০ মার্চ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার মানসে বর্ম্মর উপদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তৎকালীন প্রচণ্ড ঝটিকায় সমুদ্রের জল উদ্বেল হইবাতে তত্রত্য সমুদায় স্থান একেকালে প্লাবিত

হইয়াছিল; তাহাতে তথায় যে কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল তাহা এককালে বালুকায় প্রোথিত হইয়া যায়। এইরূপ দুর্ঘটনা দর্শন করিয়া তাঁহাদের আর ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না। এ দিকে দলের সকলেই একান্তে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, ওদিকে নৌকাতে জল উঠিতেছে, তথাপি গ্রে সাহেবের "স্বান" নদীতে যাওয়ার মত নিবৃত্ত হইল না। সুতরাং সকলকে অগ্রসর হইতে হইল। পরে এইরূপে যাইতে২ যখন তাঁহারা গেন্থ্যম-অখাতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের অবশিষ্ট আর দুইখানি নৌকাও বানিচাল হইল। সে স্থানটি পৃথিবীর ২৮৷৷০ সাড়ে আটাইশ অক্ষাংশে হইবেক। কাপ্তেন গ্রে সাহেব সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানহইতে পর্থ-নগরে যাত্রা করেন। আমরা এই যাত্রা-সময়ের দুর্ঘটনার বিষয় এস্থানে বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গের গোচর করিতে মনস্থ করিয়াছি।

গ্রে সাহেবের নৌকা-সকল ১লা এপ্রিলে বানিচালি হয়। তখন তিনি মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে "এখানহইতে স্থলপথ দিয়া পদব্রজে পর্থ-নগরে না যাইতে পারিলে আর আমাদের কোন প্রকারে নিস্তারের পথ নাই, কিন্তু সমভিব্যাহারীরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, তাহাতে তাহারা যে এত পথ চলিতে সমর্থ হয়, এমত বোধ হইতেছে না। এস্থানহইতে পর্থ নগর বড় কম পথ নহে, অনধিক ডেড় শত ক্রোশ ঠীক সোজা হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু পথিমধ্যে বন পর্ব্বত নদ নদী প্রভৃতি অনেক২ ব্যাঘাত থাকাতে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া না গেলে তথায় উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর"। যাহা হউক, এই রূপ বিবেচনাপূর্ব্বক তথাহইতে পর্থ-নগরের অভিমুখে চলিয়া যাওয়াই স্থিরীকৃত হইল। গ্রে সাহেবের সহিত অষ্ট্রেলিয়া-দেশীয় কেবর নামক এক ব্যক্তিকে লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ দশ জন যাত্রী ছিল। যাত্রাকালে তাহারা সকলে এক-মত হইয়া যে সকল খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা ভাগ করিয়া লইল। প্রত্যেকের ভাগে দশ২ সের শুম্নো আটা ও আধ২ সের লবণ মাত্র হইল। দুঃসময় না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। তাদৃশ কুৎসিত দ্রব্য খাইতেও তাহারা তখন লালায়িত।

২ এপ্রিল। এ দিন যাত্রা করিবার উপক্রম হইতেছে এমত-কালে সঙ্গিগণের প্রতি এই নিয়ম স্থির হইল, যে ক্রমাগত অবিশ্রান্ত ১ এক ঘণ্টা চলিলে পর পাঁচ২ মিনিট করিয়া বিশ্রামের সময় দেওয়া যাইবেক। ঐ অবকাশে কাপ্তেন গ্রে সাহেব পর্য্যটনকালীন যে খানে যে বিষয়টি আশ্চর্য্যস্বরূপে দর্শন করিয়া যান, তাহা সাবধানতার সহিত টুকিয়া রাখিতেন। তিনি এই নিয়ম আদ্যোপান্ত ক্রমাগতই করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে সঙ্গীদের অনেকেই সেই বানিচালি হওয়া নৌকাহইতে নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী লইয়া বোঝা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের মনের অভিপ্রায় এই যে সে সকল দ্রব্য পর্থ-নগরে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গ্রহ করিবেক। এখন তাহারা সে সকল দ্রব্যসামগ্রী আপন২ মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু সে প্রকার বোঝা লইয়া এমন পথ এক দিন চলাও দুঃসাধ্য। যাহা হউক, তাহারা অসহ্য কষ্টে প্রথম দিনত বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সেই সব বোঝা লইয়া গমন করিল।

৩রা এপ্রিল। ঐ দিন তাহারা প্রাতঃকালে কিছু২ জলযোগ করিয়া দলস্থ সকলেই সমস্ত দিনের মত চলিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্নে

পথিমধ্যে তাহাদের এমন এক নিবিড় বন প্রাপ্তি হয়, যে তাহাতে প্রবেশ করা অতীব দুষ্কর। তাহা উত্তীর্ণ হইতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। সেই স্থানও বন পার হইতে২ ঐ লোকেরা এক কালে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; তথাপি তাহারা সেই ভারী বোঝা ছাড়িতে চাহিল না।

৪ টা এপ্রিল তাহাদের ভ্রমণ-ক্লেশের আর সীমা পরিশেষ ছিল না। প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত সে দিন ছয় ক্রোশ বই আর চলা হয় নাই। সে দিন পথিমধ্যে জল মিলিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্লেশের বিষয় বর্ণনাতীত। সেই দিন সঙ্গী লোকেরা কাপ্তেন গ্রে সাহেবের নিকট সাতিশয়-ব্যগ্রতাসহকারে কহিতে লাগিল, "আমরা আর এক পাও চলিতে পারি না"। ইহাতে তিনি যাহার পর নাই বিরক্ত হইলেন; তথাপি যাহাতে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন, এমন কৌশল দেখিতে ত্রুটি করিলেন না। এত যে ক্লেশ, তথাপি সেই লোকেরা তাদৃশ নিষ্প্রয়োজন ভার বোঝার মমতা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সকল দ্রব্যেতে যে তাহাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, দিবা রাত্রি তাহাদের সেই বিষয়েরই কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যাইত। যাহা হউক, ঐ সকল লোকেরা এখন তথায় দিনৈক দুই দিন বিশ্রাম করিয়া যাইবার জন্য কাপ্তেন গ্রের নিকট প্রার্থনা করিলে পর তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন, যে যদি ইহাদিগকে কিঞ্চিৎ শক্তি থাকিতে২ এখান থেকে না লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে একেবারেই হারাইতে হইবেক; এবং এ পর্য্যটনের পরে যে সমস্ত ক্লেশ সংঘটন হইবেক, যাহারা দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া অল্পে২ পথ চলিতে চায়, তাহার অধিকাংশই, তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবেক। যাহা হউক, উত্তর কালের ক্লেশ ঘটনার শঙ্কা হইতে তাহাদের আপাততঃ স্বাস্থ্য ও বিশ্রামলাভের সুখসম্ভোগই প্রবলতর বোধ হইল। ইহাতে কাপ্তেন গ্রে সাহেব এতাদৃশ উৎকটকোটি-সম্ভাবনায় অধিকাংশের সম্মতি লওয়া ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না।

৫ই এপ্রিল। এখন যাত্রীরা দেশের এক অঞ্চল দিয়া চলিতে লাগিল, অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ-হইতে তাহা এত বিভিন্ন যে দেখিলে তাহা একটা নূতন দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। ঐ অঞ্চলের ভূমি সকল প্রকারান্তর, সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী যে সমস্ত পর্ব্বত আছে, তাহা সাতিশয় উচ্চ; ভূমির উর্ব্বরাত্ব শক্তি কিছুমাত্র নাই, এবং প্রজা সকল প্রায় অস্থি-চর্ম্মাবশেষ মাত্র। তত্রত্য কতিপয় প্রজার সহিত ঐ যাত্রীদিগের সহিত প্রথম-সাক্ষাৎকার সময়ে তাহাদের রীতি নীতি অবস্থা সকল অতি অসভ্য জাতীয়দের মত বোধ হইল। ইহাতে কাপ্তেন গ্রে সাহেব তাহাদের মাথার উপরি দিয়া মিছামিছি বন্দুক ছুড়িয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য আপনার বন্দুকের কল টিপিলেন। তাহাতে দৈবাৎ সে বারটা তাহা বিফল হইয়া গেল। তাহাতে তাহারা তুড়ি এবং করতালি দিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। তখন কাপ্তেন গ্রে আর একবার তাহাদের মাথার উপরি দিয়া বন্দুক ছুড়িলেন, তথাপি তাহারা বিস্মিত হইল না।

তখন গ্রে সাহেব নিকটস্থ এক ঝোপ লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি পিস্তল ছুড়িলেন। তাহাতে তাহার শুষ্ক পত্রাদি যাহা ছিল, সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঐ প্রজারা পলায়ন না করিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিল না।

৬ এপ্রিল। সে দিন দলের অধিকাংশের নিকট সাড়ে তিন সের চারি সেরের অধিক আর আটা ছিল না। তাহাও আবার সুখাদ্যরূপ নহে, তন্তাবৎ গুমে উঠিয়াছিল। কাপ্তেন গ্রে সাহেব পুনর্ব্বার প্রস্থানের উদ্যম দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালীন যাত্রার বড় ভাল সুযোগ হইয়া উঠিল না। কারণ এক ব্যক্তি ঐ দলকে অনুরোধ করিয়া কহিল, "তোমরা আমার জন্য আর অধিক পাঁচ২ মিনিট অপেক্ষা করিয়া চল, তোমাদের সঙ্গে নহিলে আমি চলিয়া উঠিতে পারি না"। এই রূপে স্থগিত হইতে২ সেই লোকদের প্রায় তিন ঘণ্টা কাল চলাই হইল না। এত যে কষ্ট, তথাপি তাহারা সেই সকল আনীত দ্রব্য সামগ্রীর বোঝা ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। তাহারা এইরূপে অল্পে২ চলিতে ও অধিক ক্ষণ বিশ্রাম করিতে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তজ্জনিত কেবল উত্তরোত্তর মন্দ ফলই দেখিয়া কাপ্তেন গ্রে সাহেব তদ্দিনাবধি নির্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবার আশা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

৭ এপ্রিল। তাহারা সকলে এক উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর উপরি উঠিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে কাপ্তেন গ্রে সাহেব তাহার শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। সঙ্গী লোকেরা সেই নিরর্থক বোঝা মাথায় করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ উঠিতে লাগিল। তখন গ্রে সাহেব সহচরদিগকে বলিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদিগকে এ বোঝা লইয়া যাইতে লওয়াইয়াছে, আমি তাহাকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করি"। অবশেষে তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাহা অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বপ্রধান স্থান জানিতে পারিয়া গ্রে সাহেব বিক্টোরিয়া রাজ্য বলিয়া তাহার নাম রাখিলেন। পূর্ব্বদিকে দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত যে পর্ব্বতশ্রেণী ছিল, তাহাকে "বিক্টোরিয়াশ্রেণী" নামে খ্যাত করিলেন। সেখানে রাত্রিকাল যাপন করিবার সময়ে তাহাদের বোধ হইল, যেন তাহারা কোন হরিদ্বর্ণ কৌতুক গৃহের ভিতরে রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী সীমা সকল পর্ব্বতশ্রেণী ও সাগরতটে পরিবেষ্টিত। তত্রত্য উপত্যকাহইতে প্রকাণ্ড ভারতীয় সাগর তাহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল। সময়ে ষ্টাইনস্ নামক সেই দলের এক জন লোক কোন কারণে পেছিয়া আসিতেছিল, ইহা তাহাদের জ্ঞাতসার নাই। ইহাকে তাহারা সে হারাইয়াছে, স্থির করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সকলে যাহার পর নাই, পথশ্রান্ত ছিল, তথাপি সেই সঙ্গীর জন্যে ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিতে ত্রুটি করিল না। অবশেষে কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এদিকে রাত্রিও অধিক হইল দেখিয়া তাহারা পুনর্ব্বার সকলে একত্র হইল।

৮ এপ্রিল। ঐ দিনেও সে হারান ব্যক্তির অনুসন্ধান হইতে লাগিল। এতক্ষণ উহাকে না পাওয়াতে সকলের মন সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছিল। যাহা হউক, অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল। অনন্তর কাপ্তেন গ্রে পুনঃ সর্ব্বশুদ্ধ তথাহইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু এবার আর অধিক চলা হইল না। দলের কতকগুলি লোক গ্রে সাহেবের শীঘ্র২ প্রস্থান করাইবার নিয়মে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নিরতিশয় অভিমানী ও উৎকণ্ঠাকুণ্ঠিতভাবে পড়িয়াই রহিল, সে দিন আর এক পাও চলিতে চাহিল না। তাহাতে কাপ্তেন গ্রেকে একান্ত নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাহাদের মতেই সম্মত হইয়া সে দিন যাওয়া স্থগিত করিতে হইল।

একটা কাম্বিসের থৈলীর মধ্যে রাখিয়াছিলেন, রাত্রিকালে একটা ইন্দুর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার তাহার অর্দ্ধেক শেষ করিয়া ফেলিল। এখন তাহার সেই ছাতুর তালের অবশিষ্ট অর্দ্ধেক এবং তিন চামচে এরারুট-মাত্র কেবল সম্বল রহিল। অবশিষ্ট পরে প্রকাশ্য।

শোরা-প্রস্তুত-করণের প্রথা।

ভারতবর্ষে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে নীল আফাম চীনী এবং শোরাই প্রধান; ইহার এক২ পদার্থের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা এতদ্দেশে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল দ্রব্য কোন কোন স্থানে কি প্রকারে প্রস্তুত হয়? তদুৎপাদনের সদুপায় কি? তাহার ব্যবহার কি? কোন্ কোন্ দেশে কোন সময়ে তাহা প্রেরণ করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে? ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক-মাত্রেরই জ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য। এবিধায় বিবিধার্থের পূর্ব্ব২ খণ্ডে এতদ্দেশীয় কএক প্রধান ২ দ্রব্যের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ প্রকটিত করা গিয়াছে, অধুনা শোরা কিপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতব্য।

পাঠকবর্গ প্রাচীন অট্টালিকায় লোনা ধরিতে সকলেই দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহা কিপ্রকারে ঘটে তাহার অনুসন্ধান অতি অল্প লোকে করিয়া থাকিবেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাহার আদিকারণ লবণ—লবণ- বিশিষ্ট জল পৃথিবী হইতে ভিত্তিতে উঠিয়া প্রাচীরের ইষ্টকাদি জীর্ণ করিয়া ফেলে, এবং ঐ ঘটনার নাম "লোনাধরা"। কিন্তু লোনা ধরিবার কারণ কেবল লবণ নহে। খার হইতে যত লোনা ধরিয়া থাকে লবণ হইতে তত লোনা কদাপি ধরে না। অক্‌সিজন ও নাইট্রোজন্ নামক দুই বিশেষ বায়ু মিশ্রিত হইয়া এক সামান্য বায়ু উৎপন্ন হয়; ঐ বায়ুদ্বয় বিশেষ পরিমাণে মিশ্রিত হইলে এক প্রকার অম্ল দ্রাবক জন্মে; খারের সহিত ঐ দ্রাবক মিশ্রিত হইয়া শোরা উৎপন্ন করে; তাহা চূর্ণের সহিত একত্র হইলে নাইট্রেট্ অফ্ লাইম্ নামক লবণ-বিশেষ জন্মে; এবং লবণের সহিত সিক্ত থাকিলে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা উৎপন্ন হয়। খার এবং চূর্ণ আর্দ্র থাকিলে প্রস্তাবিত পদার্থ অতি সত্বরে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল খারজ চূর্ণজ পদার্থ দেখিতে লবণের তুল্য, এবং তাহাহইতেই প্রাচারে লোনা ধরিয়া থাকে। সমভূমির মৃত্তিকায় খার বা চূর্ণ থাকিলে তথায়ও লোনা ধরে, সুতরাং যে সকল স্থানের মৃত্তিকায় লোনা ধরিয়া থাকে তদ্দ্বারা অনায়াসে শোরা প্রস্তুত হইতে পারে। তিব্বত্-প্রদেশে লোকে মৃত্তিকার সহিত মেষ ও ছাগের মল ও গো-ময় মিশ্রিত করিয়া অনেক শোরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ত্রিহুট-প্রদেশের মৃত্তিকায় এই প্রকারে শোরা প্রভৃতি পদার্থ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ প্রদেশ শোরার আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শেষোক্ত স্থানে শোরার মৃত্তিকা-সঙ্গ্রহ-কারিরা "লুনিয়া" নামে প্রসিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসে তাহারা আপন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন মাটির ঢিপি, ভগ্ন-প্রাচীর, পড়া ভুঁই প্রভৃতি যে যে স্থানে লোনা মৃত্তিকা পাওয়া যাইতে পারে, সেই২ স্থান চাঁচিয়া শোরার মৃত্তিকা সঙ্গ্রহ করে। ঐ মৃত্তিকা-সঙ্গ্রহ-করণ-ক্রিয়া লবণের মৃত্তিকা-সঙ্গ্রহ-ক্রিয়ার সদৃশ, এবং অনেকে লবণের চাতাল্লের

তুল্য ক্ষেত্র করিয়া রাখে; তাহাতেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে শোরার মৃত্তিকা জন্মে *। এই মৃত্তিকা সঙ্গৃহীত হইয়া শোরার কুঠিতে আনীত হইলে প্রথমতঃ তাহা ধৌত করিতে হয়। তদর্থে কুঠিতে ৪।৫ হস্ত পরিসর এক২ টা মৃৎকুণ্ড থাকে। তাহার তলায় বাথারি ও শুষ্ক তৃণ দিয়া এক প্রকার ছাঁকনী প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ ছাঁকনীর উপর এক প্রস্থ নীলবৃক্ষের ভস্ম ও তদুপরি ২০ মোন লোনা মৃত্তিকা স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকা পা দিয়া দাবন করিতে হয়। উপযুক্ত-মতে মৃত্তিকা দাবিত হইলে তদুপরি এমত পরিমাণে ক্রমশঃ জল দেওয়া আবশ্যক যাহাতে ঐ জল মৃত্তিকার উপর ৬ অঙ্গুলী পুরু হইয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টা কালমধ্যে কুণ্ডের জল সমস্ত-লবণ-পদার্থকে দ্রব করিয়া ছাঁকনী ভেদ করত তাহার নিম্নে পড়িয়া যায়। বৃহৎ২ পাত্রে ঐ জল কিয়ৎ কাল স্থির থাকিলে তাহা অনেক নির্ম্মল হয়, কিন্তু তাহার সহিত লৌহ ও বনজ পদার্থ অনেক মিশ্রিত থাকে। তাহা পৃথক্ করিবার নিমিত্ত ঐ জল পাক করা আবশ্যক। তদর্থে লুনিয়ারা পয়ঃপ্রণালীবৎ দীর্ঘ চুল্লী নির্ম্মিত করত তদুপরি শোরার জলপূর্ণ এক সারি হাঁড়ি রাখিয়া চুল্লীর এক পার্শ্বে আমূপাত্রের জ্বাল দিতে থাকে। তাহাতে সকল পাত্রের জল ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। দুই ঘণ্টা কালমধ্যে পাত্রের ।।৵ অংশ জল শুষ্ক হইলে অবশিষ্টাংশ অগভীর মৃৎপাত্রে শীতল করা কর্ত্তব্য। ঐ শীতল-করণ-সময়ে জলহইতে সমস্ত শোরা দানা বান্ধিয়া পাত্রের নিম্নে জমিয়া থাকে। এই শোরার নাম "ধোয়া শোরা"। ইহাতে অনেক লবণ মৃত্তিকাদি মলা বর্ত্তমান থাকে। তাহা পৃথক্ করিতে হইলে ধোয়া শোরাকে পুনরায় জলে গুলিয়া পাক করত গাদ কাটিয়া দানা বান্ধিতে হয়; তাহা হইলেই "কলমী" শোরা প্রস্তুত হয়।

শোরার মৃত্তিকা ধৌত করিলে পর ছাঁকনীর উপর যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে ও শোরা দানা বান্ধিলে পর যে জল অবশিষ্ট থাকে তাহা শোরা-প্রস্তুত করিতে বিশেষ প্রয়োজনীয়; শোরার ক্ষেত্রে তাহা নিক্ষেপ করিলে পরবৎসর ঐ ক্ষেত্রে প্রচুরপরিমাণে শোরা উৎপন্ন হয়।

কলমীশোরা পরিশুদ্ধ পদার্থ নহে, তাহাতে বালুকা জল, লবণ, গ্লাবর শালট প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকে। বণিকেরা ঐ পদার্থের পরিমাণ নিরূপিত না করিতে পারিলে শোরার বাণিজ্যে লাভ করিতে পারে না; অতএব তাহারা অনেকে শোরা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অর্থ-ব্যয় করত ক্রেতব্য শোরার কিয়দংশ রসায়নবিজ্ঞ-ব্যক্তিদ্বারা পরীক্ষিত করিয়া লয়। ঐ সকল ব্যক্তির উপকারার্থে আমরা এস্থলে শোরা-পরীক্ষার নিয়ম লিখিতেছি, বোধ করি, তাহাতে অনেকের উপকার হইতে পারিবে।

পরীক্ষণীয় শোরার কিয়দংশ কোন পরিষ্কৃত কাচ পাত্রে চূর্ণ করত এক শত গ্রেন্ পরিমিত ঐ চূর্ণ লইয়া এক উত্তপ্ত কাচ পাত্রে * অৰ্দ্ধ ঘণ্টাকাল রাখিতে হয়; তাহা হইলে ঐ চূর্ণে যে কিছু জলীয় ভাগ থাকে, তাহা নির্গত হইয়া যায়, কেবল শুষ্ক শোরা অবশিষ্ট থাকে। ঐ শুষ্ক পদাথ তুলে পরিমিত করিলে যে অংশ কমিয়া যায়,

* বিবিধার্থের ১ম খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠে লবণ-প্রস্তুত-করণের প্রথা প্রকটিত আছে; তাহা পাঠ করিলে পাঠকেরা এ বিষয়ের বিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

* উত্তপ্ত বালির খোলার উপর এক খানা টীনের সানকি রাখিলে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে।

তাহাইজলের পরিমাণ। এক শত গ্রেন্ শোরার ৯৫ গ্রেন্ অবশিষ্ট থাকিলে পরীক্ষণীয় শোরায় শতকরা ৫ মোন জল আছে, ইহা নিশ্চিত হইবে।

অতঃপর শুষ্ক শোরাকে চোলাইকরা পরিশুদ্ধ জলে গুলিয়া গেলাসের ফঁাদিলে ওজন করা ব্লটিং কাগজ দিয়া তাহা ছাঁকিতে হইবে। ছাঁকা শেষ হইলে ছাঁকনী কাগজের উপর ৭—৮ বার শুদ্ধ জল দিবেক; পরে উত্তপ্ত কাচপাত্রে ঐ কাগজ শুষ্ক করিয়া পুনরায় ওজন করিতে হইবে। তাহাতে কাগজের যত পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, শোরায় তত মৃত্তিকা বালুকাদি পদার্থ আছে, ইহা স্থির হয়। ব্লটিং কাগজ ফঁাদিলের উপর রাখিবার পূর্ব্বে যদ্যপি ১০ গ্রেন্ থাকে, এবং শোরা ছাঁকিয়া শুষ্ক করিলে পর ১২ গ্রেন্ হয়, তাহা হইলে শোরায় শতকরা ২ মন মৃত্তিকাদি থাকে।

ইহার পর শোরার ছাঁকা জল ও ছাঁকনী-কাগজের উপর যে শুদ্ধ জল ঢালা হইয়াছিল, তৎসমুদায় একত্র করিতে হয়, ও কিঞ্চিৎ কাষ্টকি শুদ্ধ জলে গুলিয়া শোরার জলের ওপর তাহার এক বিন্দু নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে যদ্যপি শোরার জল বিবর্ণ না হয়, তবে আর তাহা নিক্ষেপ করিবার আবশ্যক রাখে না; কিন্তু তৎস্পর্শে শোরার জল দুগ্ধের ন্যায় শাদা হইলে যে পর্য্যন্ত শাদা হয়, তদবধি কাষ্টকির জল এক ২ বিন্দু করিয়া তদুপরি দিতে হইবে। তৎপরে ওজন করা ব্লটিং কাগজে শোরার জল ছাঁকিয়া পূর্ব্ববৎ ৭-৮ বার ছাঁকনীর উপর চোলাই করা জল ঢালিয়া, অবশেষে ছাঁকনীর কাগজ শুষ্ক করত ওজন করিবে। ইহাতে কাগজের পরিমাণে যত বৃদ্ধি হইবে, তাহার ১০ অংশের ৪ অংশ পরিমিত লবণ পরীক্ষণীয়-শোরায় বর্ত্তমান আছে, ইহা জানা কর্ত্তব্য। কাগজের পরিমাণ যদ্যপি ১০ গ্রেন্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে তাহাতে ৪ গ্রেন্ লবণ নিরূপিত হয়। এই পরীক্ষার সমষ্টি নিম্নে লিখিত হইল; তদ্যথা,

কলীম শোরা, ... ১০০ গ্রেন্,
জল, ... ৫ গ্রেন্,
মাটী, ... ২ গ্রেন্,
লবণ, ... ৪ গ্রেন্,
শতকরা মলা, ... ১১ গ্রেন্,
খাটি শোরা, ... ৮৯ গ্রেন্,

পরীক্ষণীয় শোরায় যদ্যপি গ্লাবর্ সাল্ট থাকিবার সন্দেহ হয়, তবে কাষ্টকির পরিবর্ত্তে নাইট্রেট্ অফ্ বেরায়েটা নামক দ্রব্য জলে গুলিয়া তাহা শোরার জলে মিশ্রিত করত পূর্ব্ববৎ ছাঁকিয়া ছাঁকনীর শুষ্ক কাগজ ওজন করিলে গ্লাবর্ সাল্টের পরিমাণ অনুভূত হইবে।

আফরিকা-দেশের টাকা।

অব্যবসায়ি পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা বেঙ্কনোট দেখিলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়া থাকেন, "টাকার পরিবর্ত্তে নোট কেবল ঠকাইবার ফন্দি"। ফলতঃ স্থূলধাতু ভিন্ন তাঁহারা সকল পদার্থই অগ্রাহ্য করেন; বোধ হয়, তাঁহাদের পক্ষে আফরিকা-দেশের টাকাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান হইবেক, তাহাতে স্থূল ধাতুর কোন অভাব নাই। তদ্দেশীয় "মানিলী" নামক একটি টাকা প্রস্তুত করিতে হইলে একটা পিতলের কলসী গলাইতে হয়; কারণ দুইসের পরিমিত পিত্তল-পিণ্ডের নাম মানিলী। এতাদৃশ বিশ পাঁচিশটি টাকা সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ যাইতে হইলেই বিভ্রাট; অথচ ইহার মূল্য এক ডালরের অধিক নহে।

ইহার সিকীর নাম "বায়াপাট" তদর্থে এক খানি ষড়ঙ্গুল-পরিমিত লেকড়ার প্রয়োজন; তাহার উভয় পৃষ্ঠে প্রচুর-রূপে কড়ি টাঁকিলেই সিকী প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন মৎস্য ধরিবার কাঁটা, তামাকু, বারুদের কৌটা, বোতল, বন্দুক, এবং পিতলের কেতলীও প্রস্তাবিত দেশে চলিত টাকার মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। তথায় একটা মুরগীর মূল্য দুইটা মৎস্য-ধরিবার কাঁটা, এবং একটা বানরের মূল্য একটা বীর-মদ্যের বোতল। পিতলের কেতলি, বন্দুক প্রভৃতি পদার্থ মোহরের প্রতিনিধি বলিলে বলা যায়; মৃগ, হস্তিদন্তাদি বহুমূল্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলেই তাহার প্রয়োজন হয়।

জৈত্রী ও জায়ফল।

ভারত-সমুদ্রের পূর্ব্ব-পার্শ্বে অনেকগুলি দ্বীপ একত্রে আছে; তাহা "ভারত-সমুদ্রীয়-দ্বীপব্যূহ" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দ্বীপব্যূহে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে এলা, লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, কর্পূরাদি মসালাই প্রধান। ফলতঃ ঐ সকল দ্বীপ মসলার আকর, এবং তৎপ্রযুক্ত অনেকে তাহাদিগের কতকগুলির নাম "মসালাদ্বীপ" রাখিয়াছে। জায়ফল ও জৈত্রী এই দ্বীপ ভিন্ন অন্যত্র জন্মে না। ঐ সকল দ্বীপের প্রাকৃত-ধর্ম্ম যে প্রকার, তদনুরূপ প্রাকৃত-ধর্ম্মাবশিষ্ট অন্য দ্বীপে অনেকে এই পদার্থের চাষ করিয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই। লঙ্কাদ্বীপে এই পদার্থের দুই একটা গাছ আছে, কিন্তু তাহা উত্তম তেজোবন্ত নহে।

জায়ফলের গাছ দেখিতে মৌয়াগাছের তুল্য; বান্দা-দ্বীপে ইহা ৩০।৩৫ হস্ত দীর্ঘ হয়, কিন্তু সিঙ্গাপুর-প্রদেশে ইহা ১৫।২০ হস্তহইতে অধিক দীর্ঘ দেখা যায় না। যে স্থানে ছায়া অধিক, ও অধিক ঝড় বৃষ্টি না লাগে, তথায়ই এই বৃক্ষ উত্তমরূপে জন্মে। এই বৃক্ষের এক প্রধান লক্ষণ এই যে ইহার কতকগুলিতে স্ত্রীপুষ্প, ও অপর কতকগুলিতে পুংপুষ্প জন্মিয়া থাকে; অপর কখন২ উভয় প্রকার পুষ্পই এক বৃক্ষে জন্মে; কিন্তু তাদৃশ বৃক্ষে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয় না।

জায়ফলের চাষ অতি লাভজনক। এক বীঘা ভূমিতে ৭০ টা বৃক্ষ জন্মিতে পারে, তাহার এক২ বৃক্ষে বর্ষে ১০।১২ টাকা মূল্যের জায়ফল জৈত্রী উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রতি বীঘায় ৭০০।৮০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অন্য কোন চাষ ইহার তুল্য লাভদায়ক বোধ হয় না। নারিকেলের ন্যায় জায়ফল-বৃক্ষে বার মাস ফুল ফল হইয়া থাকে; অতএব কখন এককালে সমস্ত ফসল নষ্ট হইবার সম্ভাবনাও নাই। পরন্তু এই লাভ ভোগকরণার্থে অনেক সহিষ্ণুতা গুণ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহা না থাকিলে জায়ফল চাষের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। পঞ্চদশ বৎসর কাল ক্রমাগত অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রমে এই বৃক্ষের পালন করিতে হয়; ঐ কাল মধ্যে ঝড়, বৃষ্টি, উই, সূয়া প্রভৃতি অনেক আপদ্হইতে এই বৃক্ষের রক্ষা না করিলে প্রাগুক্ত লাভ ভোগ হইবার নহে। উই পোকা নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত দ্বীপবাসিরা শূকরের বিষ্ঠা জলে গুলিয়া বৃক্ষমূলে সেচন করে, এবং কহে যে তাহাতে সকল উইপোকা একেবারে বিনষ্ট হয়। এতদ্দেশীয় ইক্ষু-চাষের পরম শত্রু উই পোকা; তৎকর্তৃক অনেক কৃষির সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া থাকে; শূকর-বিষ্ঠায় যদ্যপি তাহার প্রতীকার হয় তবে অবশ্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কথিত হইয়াছে প্রস্তাবিত বৃক্ষের ফল বারমাস জন্মিয়া থাকে; তাহা দেখিতে গাব-ফলের সদৃশ; এবং তাহা কাটিলে তন্মধ্যে যে বীজ পাওয়া যায় তাহাই জায়ফল * নামে প্রসিদ্ধ, এবং ঐ বীজও তদাবরণকারি শস্যের মধ্যে যে পদার্থ থাকে তাহার নাম জৈত্রী। এই উভয় পদার্থকে শুষ্ক করিলেই বাণিজ্যের উপযুক্ত হয়।

তিব্বত্‌দেশীয় মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার।

পূর্ব্বে বিবিধার্থে তিব্বতদেশ-নিবাসিনী স্ত্রীদিগের মুখবিন্যাসের প্রথা † বর্ণন করা গিয়াছে, অধুনা উক্ত দেশীয় পুরুষদিগের আচার-ব্যবহার-বিষয়ক কিঞ্চিৎ প্রকাশিতব্য।

হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বস্থ এক অধিত্যকার নাম তিব্বত্‌দেশ। ঐ দেশ সর্ব্বদা অত্যন্ত শীতল থাকে; এই প্রযুক্ত তদ্দেশীয় ধনী দরিদ্র সকলকেই আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গ লোমজ অনেক বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। ধনী ব্যক্তিদিগের পক্ষে পসম দেওয়া সাটীন বস্ত্রই শীত-নিবারণের প্রধান উপায়, তদ্ভিন্ন-ব্যক্তির উর্ণা বস্ত্র ও লোমবিশিষ্ট মেষচর্ম্ম ব্যতিরেক আর গতি নাই, এবং গৃহহইতে বহির্দ্দেশে যাইতে হইলেই অন্য উপানহ ব্যবহার না করিয়া "বুট" অবলম্বন করিতে হয়।

শীতের সময়ে তাহাদের মধ্যে প্রায়ঃ কেহই গাত্র-মুখাদি-প্রক্ষালন করে না; ইহাতে তাহারা এই কারণ দর্শায়, যে ঐ কালে দৈবাৎ মুখ-কপোলাদির কোন স্থানে জল স্পৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষত হইবার সম্ভাবনা।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে, যে দেশের লোকেরা সমস্ত শীতকালে স্নান করে না, এবং মুখধুইতেও অনিচ্ছুক তাহারা বস্ত্রাদির প্রক্ষালনে তাদৃশ যত্নবান্‌ হইবেক না; ফলতঃ তাহাদিগের দেহাচ্ছাদন বস্ত্রাদি অত্যন্ত মলিন। অপর, দেশব্যবহারবশতঃ তদ্দেশীয় লোকেরা শুষ্ক মাংস, চা ও তদুপযোগি পাত্রাদি, ছুরী, কাঁটা, লবণ, গেঁজে প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্যক হয়, তৎসমুদায় স্ব ২ বক্ষোদেশে ঐ আবরণ-বস্ত্রের মধ্যে রাখে; সুতরাং ঐ মলিনতা ঘটিবার সম্পূর্ণ কারণ বর্ত্তমান আছে। তিব্বত্‌দেশীয়েরা বক্ষোদেশে এত দ্রব্যাদি রাখে, যে ঐ স্থান তাহাদিগের ভাণ্ডার বলিলে বলা যায়।

যে দেশে বর্ষের ছয় মাস মুখ প্রক্ষালন করিবার রীতি নাই, এবং সলোম মেষচর্ম্মই প্রধান পরিধেয়, তথায় সাবান বহুমূল্যে বিক্রীত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে; পরন্তু তদ্দেশে যে সকল চীনের লোক বসতি করে, তাহাদিগের ব্যবহারার্থে কাশ্মীর ও নেপালহইতেই সাবান্‌ উক্ত দেশে প্রেরিত হয়। সিকিমদেশহইতে যাহা যায় তাহা অত্যল্প। প্রস্তাবিত দেশে বস্ত্রাদি পরিষ্কারার্থে সাবানের বড় অপেক্ষা রাখে না; তথায় এক রকম ঘাস জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারাই উক্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

তিব্বত্‌দেশীয়দিগের বাহন চামরী গোই প্রসিদ্ধ। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে অশ্বারোহণের ন্যায় তদুপরি আরোহণ করে, এবং তৎকালে

---

* সংস্কৃত-ভাষায় এই পদার্থের অনেক নাম আছে যথা; জাতীফল, জাতিফল, জাতীপুষ্পসার, রাজভোগ্য, জাতীকোশ, জাতীকোষ।

† বিবিধার্থের ১ পর্ব্বের ১৪৪ পৃষ্ঠে দেখ।

তাহাদের বেশভূষা ও চড়িবার রীতি দেখিয়া কেহই স্ত্রীপুরুষের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ অনুমান করিতে পারে না।

উক্ত হইয়াছে, যে তিব্বত্ দেশের মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত, কিন্তু তথাকার স্থান তেমত নহে, তত্রত্য কি সহর, কি পল্লীগ্রাম, সকল স্থান অতিসাবধানে পরিষ্কৃত রাখা হয়, কুত্রাপি কিঞ্চিৎ মাত্র মলা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। নগরস্থ মল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক লোকের বাটীতে এক২ পায়খানা আছে, এবং লোকে তথাকার মল অতিপ্রযত্নে রাখিয়া থাকে। কেহ কেহবা চৌর্য্যের ভয়ে প্রহরিদ্বারা তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তদ্দেশে শীতের প্রাধান্যতাপ্রযুক্ত অতি অল্প বৃক্ষাদি জন্মে, সুতরাং ইন্ধনের নিমিত্ত সকলকেই ঘুঁটিয়ার অবলম্বন করিতে হয়; দেশের সমস্ত পশুর মল জ্বালাইবার নিমিত্তই ব্যবহৃত হয়; সার প্রস্তুত করিতে কিছুই পাওয়া যায় না; তদর্থে মনুষ্যের মল একমাত্র উপায়। অপর কোন২ স্থানে ঐ মলে শোরাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রয়োজনানুরোধে তদ্দেশীয় লোকে মলকে প্রায়ঃ মলজ্ঞান করে না। মলপরিষ্কারকেরা কুদ্দালাদি অস্ত্রের অবলম্বন না করিয়া হস্তদ্বারাই উক্ত মল উত্তোলন করে, এবং পায়খানা পরিষ্কার করিতে২ অনায়াসে সেই অধৌত হস্তে চা মাংসাদি পান ভক্ষণ করে। অপর, চাল ডাল প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় তত্রত্য সকলেই ঐ মল বিক্রীত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে; দেশের রাজাও সময়ে২ মল বিক্রয়দ্বারা ধন সঞ্চয় করেন। অপিচ্ অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের গুণভেদে যে প্রকার মূল্যের তারতম্য হয়, মল-বিক্রয়েও তদ্রূপ নিয়ম আছে। তদনুসারে ইতর দীনব্যক্তির মলাপেক্ষায় ধনবান্ মান্য ব্যক্তির মল অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মূত্রও উত্তম-সারের মধ্যে গণ্য, সুতরাং তিব্বত দেশে তাহারও গ্রাহক অনেক আছে।

তিব্বত্ দেশীয় মনুষ্যেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, এবং সেই ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য আমিষ-ত্যাগ; অথচ তিব্বতীয়েরা অত্যন্ত মাংসাশী। লামা নামক ধর্ম্মযাজক ভিন্ন সকলেই মেষাদির মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং অনেকে আমমাংস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ভক্ষণ করে। দরিদ্র-লোক-মাত্রেই কিয়ৎ-পরিমিত শুষ্ক আমমাংস আপন২ বক্ষোদেশে রাখিয়া থাকে, এবং আবশ্যক মতে ঐ সাধারণ ভাণ্ডারহইতে বাহির করিয়া লবণাদির নিরবলম্বনে ভক্ষণ করে। অন্নের পরিবর্ত্তে শক্তুই তথাকার প্রধান খাদ্য; তাহা "সাম্পা" নামে প্রসিদ্ধ, এবং দেশের অর্দ্ধেক লোক ঐ সাম্পার অবলম্বনে দেহ-রক্ষা করে। কখন কেহ তণ্ডুল পাইলে তাহার পিষ্টক বানাইয়া খায়; অন্ন পাক করিয়া খাইবার কুত্রাপি প্রথা নাই। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে চা, এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রত্যহ ৪—৫ বার করিয়া তাহা পান করিয়া থাকে।

উক্ত দেশে শবসংস্কারের প্রথা অতি আশ্চর্য্য। তথায় সমাধি বা দাহ করিবার রীতি নাই; তৎপরিবর্ত্তে কোন ব্যক্তি মৃত হইলে তাহাকে পর্ব্বতাদি সদৃশ উচ্চ স্থানে রাখিয়া দেয়, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে পারে, এই রীতি পারসিদিগের শব সংস্কারের নিয়মের সহিত তুল্য হয়। তাহারা প্রাচীর বেষ্টিত সমাধি-স্থানে শব ফেলিয়া রাখে, এবং কালক্রমে মাংসাদি পশু পক্ষিদ্বারা ভুক্ত ও গলিত হইলে অস্থি

গুলি এবং কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করে *। যে ব্যক্তিরা তিব্বত-দেশীয় শব লইয়া পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থানে রাখে, তাহাদিগের দেশ-প্রসিদ্ধ নাম “রাগ্যা তংদেন্”; তাহারা স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত। অপ্রিয় ব্যক্তিদিগের শবকে ভক্ষণ করাইবার নিমিত্তে ঐ শ্মশানবাসিরা কতকগুলি কুক্কুর প্রতিপালন করিয়া থাকে। ভিক্ষাই তাহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। যখন তাহারা কোন ধনী ব্যক্তির নিকট যাচিত বস্তু প্রাপ্ত না হয়, তখন ক্রোধপূর্ব্বক কহে, “আচ্ছা এখন আমাদিগকে কিছু না দেও; কখন না কখন আমাদের হাতে পড়িতে হইবে; তখন তোমার পায়ে দড়ি বান্ধিয়া পথে ২ টানিয়া বেড়াইব, এবং তোমার শরীর কুক্কুরদিগকে খাওয়াইয়া দিব”। বস্তুতঃ দীন ব্যক্তির মৃতদেহের সর্ব্বদা ঐ রূপ গতি হইয়া থাকে। ধনবান্ ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার দেহকে উক্ত শববাহকেরা পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া তাহার অস্থি ও মাংস পৃথক্ করিয়া অস্থি-সকল চূর্ণ এবং মাংস খণ্ড ২ করিয়া সমস্ত একত্র করত তন্নিকটে কিঞ্চিৎ পত্র জ্বালাইয়া দেয়, তাহার ধূম দৃষ্টে বহু সংখ্যক শকুনী-জাতীয় পক্ষিরা আসিয়া চূর্ণ অস্থি ও মাংস সমস্ত ভক্ষণ করে।

আয়র্লণ্ড-দেশীয় ভণ্ড ভিক্ষুক।

ঈশ্বরারাধনা স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার, প্রায়ঃ মনুষ্যমাত্রেরই মনে ইহা অত্যন্ত-দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল আছে। কিন্তু সকলে এক নিয়মে জগৎকর্ত্তার উপাসনা করে না; দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ইহার অনে[illegible] হইয়া থাকে। অনেকের বোধে কা-

য়িক ক্লেশ স্বীকার করিলেই বিশ্বপাতা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হন; ঐ বোধের প্রগাঢ়তায় ভিক্ষাদি তপস্যার সৃষ্টি হয়। বিষয়-বাসনায় মনের চাঞ্চল্য হইয়া ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত হইবে এ বোধ ধর্ম্মভীরু মনুষ্যের মনে অনায়াসেই উদিত হইতে পারে, এবং ঐ ব্যাঘাত নিবারণার্থে বিষয়-ত্যাগ এবং ভিক্ষাবলম্বন আপনা-হইতেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইদানীন্তনের ভিক্ষুক মধ্যে এ প্রকার নিঃস্বার্থমতি অতি অল্প; অলস, খল, লম্পট, তস্কর প্রভৃতি দুষ্ট লোকেরাই আপন ২ কুব্যবসায় করণার্থে ভিক্ষুকের বেশ অবলম্বন করিয়া থাকে; বিশেষতঃ আয়-

* [illegible] ২ পর্ব্বের ২৫৮ পৃষ্ঠে দেখ।

সেরাই এই দলের প্রধান। তাহারা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে কায়িক শ্রমদ্বারা আপন ২ আহার উৎপাদন না করিয়া প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক পরের স্বত্ব অপহরণ করিতে তৎপর—দিবারাত্র ঐ অভীষ্টসাধনে বিবৃত থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ব্যবসায়ে অনেকে যে পরিমাণে শ্রম ও ক্লেশ সহ্য করে, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে অন্য শ্রম করিয়া কোন ভদ্র ব্যবসায় করিলে তাহারা অনায়াসে সৎ উপজীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত।

মোসলমানদিগের রাজ্য কালে এবম্প্রকার ভণ্ড ভিক্ষুরা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, এবং সহস্র ২ ব্যক্তি একত্র হইয়া গ্রামে ২ ভ্রমণ করত অনেকের অনিষ্ট করিত। প্রমাণ আছে, যে কোন গ্রামে মনোনীত ভিক্ষা না পাইলে এই পামরেরা তৎক্ষণাৎ সমস্ত গ্রাম লুঠ করিত। এতাদৃশ অত্যাচারে ভারতবর্ষের অনেক গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে।

চোর, গোয়েন্দা, যাদু, ঠগ প্রভৃতি লোকেরা প্রায় অনেকেই ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া থাকে। ভিক্ষুর মধ্যে যাহারা চৌর্য্য বা অন্য কোন ব্যবসায় না করিয়া কেবল যাচ্ঞা করিয়া দিনপাত করে, তাহার মধ্যেও অনেকে অত্যন্ত মন্দ। ভণ্ডবৈরাগীরা যে প্রকারে গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া অবিরত চীৎকার, কটূক্তি, দেহে অস্ত্রাঘাত, বিষ্ঠা ভক্ষণ, অনশনাদি যাতনা সহ্য করত ভিক্ষা করে, তাহা পাঠকবৃন্দ সকলেই দেখিয়াছেন, এবং অনেকে তদ্রূপ পামরদিগকে দানও দিয়া থাকিবেন; কিন্তু, বোধ করি, তদ্রূপ ভিক্ষার কি কল অদ্যাপি তাহারা অনুভূত করিতে পারেন নাই। আমাদিগের বিবেচনায় ঐ প্রকার নরাধমেরা পরলোকে আপন পুণ্যের ফল প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া ইহলোকে হরিণবাটীতে তাহা ভোগ করিলেই উত্তম হয়; কারণ প্রস্তাবিত নরাধমেরা যে কেবল ধর্ম্মভীরু দয়ার্দ্রচিত্ত সৎমনুষ্যকে প্রতারণা করিয়া থাকে, এমত নহে, তাহাদের দুষ্টতায় অন্ধ, দীন, আতুর, বৃদ্ধ, প্রভৃতি যথার্থ ভিক্ষার পাত্রেরা আপন স্বত্বে বঞ্চিত হয়।

বিলাতে এই খলেরা আপন ২ দেহে কদর্য্য ঘা করিয়া সাধারণকে তাহাই দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত; অনেকে কল্পিত অন্ধ হইয়া অথবা বিকলাঙ্গ হইয়া প্রতারণা করিত, কেহ ২ বা লোকের দয়া বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত শোকাতুর বা ক্ষিপ্ত হইত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই সকল অত্যাচারের এতাদৃশ বৃদ্ধি হয়, যে তন্নিবারণার্থে এই নিয়ম স্থিরীকৃত হয়, যে, যে ব্যক্তি রাজপথে ভিক্ষার্থে আপন ক্ষত অঙ্গ দেখাইবে, তাহাকে কারাগার ভোগ করিতে হইবে। এই নিয়মপ্রযুক্ত অধুনা বিলাতে পথভিখারির অনেক সঙ্খ্যা অতি অল্প হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে শঠের একান্ত নিবৃত্তি হয় নাই; অনেকে এখনও নয়নে তপ্তশলাকা দিয়া নয়নেন্দ্রিয় নষ্ট করত পথ ভ্রমণ করিয়া থাকে। উপরে যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এবম্প্রকার ইচ্ছাজাত অন্ধের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইবেক। আয়র্লণ্ড-দেশে এপ্রকার ভিক্ষুক অনেক আছে; তাহারা ১০—১৫ ব্যক্তি একত্রে এক গৃহে বাস করে; দিবাভাগে পৃথক্২ হইয়া নগরের পল্লী-ভ্রমণ-পূর্ব্বক আতুরের প্রাপ্য বৃত্তি চৌর্য্য করত রজনীযোগে সকলের অর্থ একত্র করিয়া মদ্য মাংস সম্ভোগ করে।

ইতি তৃতীয় খণ্ড।